তসলিমা নাসরিন

কবিতাসমগ্র

9 788177 565782

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুসুম-কুসুম জীবনে দাঁড়িয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে প্রতিবাদে যারা গলা ফাটায়, অচিরেই তারা হয়ে ওঠে হাস্যকর। তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। নারীর যথার্থ স্বাধীনতার দাবিতে তিনি সম্পূর্ণ ঝাঁপিয়েছেন। মেধা নিয়ে, শিল্প নিয়ে, হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল তুলবার সাহস নিয়ে। আর রক্তাক্ত হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিতও হয়েছেন। ক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তসলিমা নাসরিন আজ শ্রদ্ধেয়, সাহসী, প্রখর এক নারী। এই তসলিমার সাহিত্যজীবনের শুরু কবিতা রচনায়। কবিতাই তাঁর প্রথম ভালবাসা। ব্যতিক্রমী এক যুবতীর নানারকম আগুনের ভেতর দিয়ে ক্রমশ পরিণত বয়সে পৌঁছে যাওয়ার ইতিহাসই যেন ধরা পড়েছে অজস্র কবিতায়। তসলিমা নাসরিনের 'কবিতাসমগ্র' যেন তাঁরই ঝঞ্ঝায় ভরা জীবনের রাগ, ঘৃণা, ভালবাসা, স্বপ্নেরই বড় খোলাখুলি প্রকাশ। শুরুর কাব্যগ্রন্থ 'শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা'-তেই যেমন উদ্ভাসিত তাঁর আকুলিবিকুলি শরীর—'তৃষ্ণার ইন্সোমনিয়ায় অনন্ত সময় ধরে/ তুমি জেগে আছো একা/ আমার মর্ফিয়া নাও/ ঘুমাও মানিকসোনা ঘুমাও ঘুমাও'— তেমনই নিপীড়িত নারীদের পক্ষে সাহসী শ্লোক— 'যুদ্ধে বীরাঙ্গনা নারী স্বাধীন স্বদেশে তার পেলো না সমাজ/ তার তো গর্বিত কণ্ঠে ধর্ষিতা হবার গল্প শোনানোর কথা'। প্রেম ও প্রতিবাদ— দু'ক্ষেত্রেই অনন্য তসলিমা। আপাতত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'কিছুক্ষণ থাকো'-তে ভালবাসার জন্য লিখেছেন— 'তোমার স্পর্শে যদি এ শরীর জাগে,/ তুমি যে হও সে হও, কোনও দ্বিধা নেই, শোব।'— আর পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ নারীর গলায় বলেছেন— 'বোকারা এখন চুষতে থাক যার যার দ্বিগ্বিজয়ী অঙ্গ... শত সহস্র বছর তুমি ভাল ছিলে মেয়ে, এবার একটু মন্দ হও'। মার-খাওয়া মানুষের মতোই তসলিমার চিৎকার একটু বেশি, কিন্তু এই নির্বাসিত কবি যখন স্বদেশে ফিরতে না-পারার যন্ত্রণায় লেখেন— 'মেঘ উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে, তাকে ক'ফোঁটা জল দিয়ে দিচ্ছি চোখের, যেন গোলপুকুরপাড়ের বাড়ির টিনের চালে একবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে'— পাঠক নিশ্চিত আক্রান্ত হবেন এক অভূতপূর্ব আবেগে। জীবন আর কবিতা কবে যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে তসলিমার।

....

ISBN 81-7756-578-8

তসলিমা নাসরিনের জন্ম ২৫ আগস্ট ১৯৬২ সালে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহে।
ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করে ১৯৯৩ সাল অবধি চিকিৎসক হিসেবে সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেছেন। চাকরি করলে লেখালেখি ছাড়তে হবে—সরকারি এই নির্দেশ পেয়ে তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন।
লেখালেখির জন্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, আবার বিতর্কিতও হয়েছেন। ধর্ম এবং পিতৃতন্ত্র সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারীর স্বাধীনতায়—এ-কথাটি সুস্পষ্ট করে বলতে গিয়ে ধর্ম কী করে নারীর অবমাননা করে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। এর পরিণামে তিনি তাঁর প্রিয় স্বদেশ থেকে বিতাড়িত। মানবতার পক্ষে লেখা তাঁর তথ্যভিত্তিক উপন্যাস লজ্জা। লেখিকার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস ফরাসি প্রেমিক, শোধ। কাব্যগ্রন্থ কিছুক্ষণ থাকো, খালি খালি লাগে, জলপদ্য, নির্বাসিত নারীর কবিতা। বিতর্কিত গদ্যগ্রন্থ নির্বাচিত কলাম, নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য ইত্যাদি। নিজের শৈশব স্মৃতি নিয়ে আমার মেয়েবেলা, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি নিয়ে লেখা উতল হাওয়া, ক, সেইসব অন্ধকার এবং দ্বিখণ্ডিত।
তসলিমা নাসরিন প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান অর্জন করেছেন, এর মধ্যে আছে শাখারভ পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার, এডিট দ্য নান্ত পুরস্কার, কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কার, আরউইন ফিশার পুরস্কার, ফ্রি থট হিরোইন পুরস্কার এবং বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট। তিনি আমেরিকার হিউম্যানিস্ট অ্যাকাডেমির হিউম্যানিস্ট লরিয়েট।
ভারতে দু'বার পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার নির্বাচিত কলাম এবং আমার মেয়েবেলার জন্য। ইংরেজি ফরাসি ইতালীয় স্পেনীয় জর্মান সহ পৃথিবীর তিরিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তসলিমার বই। মানববাদ, মানবাধিকার, নারী-স্বাধীনতা ও নাস্তিকতা বিষয়ে তিনি পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাড়াও বিভিন্ন বিখ্যাত মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছেন। মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে তিনি সারা বিশ্বে একটি আন্দোলনের নাম।

....

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

কবিতাসমগ্র

তসলিমা নাসরিন

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৬

© তসলিমা নাসরিন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-578-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডে
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিল দত্ত
শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থসূচি

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১১
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৪১
আমার কিছু যায় আসে না	৭৯
অতলে অন্তরীণ	১১১
বালিকার গোল্লাছুট	১৪৩
বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা	১৭৫
আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন দেব মেপে	২০৩
নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪১
জলপদ্য	২৭১
খালি খালি লাগে	৩০৭
কিছুক্ষণ থাকো	৩৫৯
সংযোজন	৪০৭
গ্রন্থপরিচয়	৪১৫
প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি	৪১৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা

চাই বিশুদ্ধ বাতাস ১৫ • আমাদের সন্তানেরা ১৫ • মিছিল ১ ১৬ • মিছিল ২ ১৭ • মিছিল ৩ ১৭ • তৃষ্ণার্ত আমাকে ১৮ • একদিন দেখিস ১৮ • বেঁচে থাকা এর নাম ১৯ • বিশ্বাসের হাত ১৯ • এমন গভীর রাতে ২০ • সমুদ্র বিলাস ১ ২০ • সমুদ্র বিলাস ২ ২১ • সমুদ্র বিলাস ৩ ২১ • সময়ের খেলনা ২১ • দুরাশা ১ ২২ • দুরাশা ২ ২৩ • দুরাশা ৩ ২৩ • দেবদারুপুরুষ ২৪ • নির্বাসন ১ ২৫ • নির্বাসন ২ ২৬ • নির্বাসন ৩ ২৬ • তবু যাব ২৭ • দুঃসময় ২৭ • পরানের গল্প ১ ২৮ • পরানের গল্প ২ ২৯ • নারী ১ ২৯ • নারী ২ ৩০ • নারী ৩ ৩১ • নারী ৪ ৩১ • নারী ৫ ৩২ • নারী ৬ ৩২ • নারী ৭ ৩৩ • নারী ৮ ৩৩ • নারী ৯ ৩৪ • নারী ১০ ৩৫ • নারী ১১ ৩৫ • অনাগত সুন্দর ৩৬ • ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ ৩৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যাব
আমাকে ডাকছে বিক্ষোভের শাণিত মিছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই বিশুদ্ধ বাতাস

ক্রমশ বাড়ছে খুব নিশ্বাসের কষ্টগুলো, প্রগাঢ় বিষাদ
ভেতরে ভাঙচুর শেষে নিভৃত কবাট খুলে প্রাঙ্গণে দাঁড়াই
জোস্নার শরীর ঘিরে উন্মথিত হাওয়া নাচে ভরতনাট্যম
বুকের গহীনে তাকে প্রাণভরে পেতে এই দু'হাত বাড়াই।

বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ, পাখির কুজন নাকি কেউ কেউ পায়
লাশের চৌদিক জুড়ে আমি শুধু শকুনের হর্ষধ্বনি শুনি
বুট ও বুলেট সহ জলপাই রঙের ট্রাক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে
এক দুই তিন করে সহস্র লাশের গন্ধ সংগোপনে গুনি।

কারু ঘরে ভাত নেই, কারু কারু ঘর নেই, চূড়ান্ত অভাব
বাতাসে কষ্টের ঘ্রাণ পশ্চিম ও ঈশানের কোণ থেকে আসে
কারু কারু ঘর থেকে সম্পদের ঘ্রাণ আসে, আমোদিত হাওয়া
প্রবল বাতাসে তবু ক্রন্দনের শব্দ আর হাহাকার ভাসে।

সুখের সৌরভমাখা মাটি ও শস্যের ঘ্রাণ, ফুলের সুবাস
উত্তরে ও পুবে নেই, দক্ষিণে কোথাও নেই নিশ্বাসের হাওয়া
কণ্ঠনালি চেপে আছে লোমশ নৃশংস হাত, কালো এক হাত
এই হাত ছিঁড়ে ফেড়ে বিশুদ্ধ বাতাসটুকু হবে না কি পাওয়া?

AMARBOI.COM

আমাদের সন্তানেরা

আমাদের সন্তানেরা অনাহারে অপুষ্টিতে বেঁচে থাকে আজ।

দুগ্ধবতী গাভি ছিল, বিষাক্ত নাগিন এসে খেয়ে গেছে দুধ।
ঘরে ঘরে কালসাপ ছোবলের ফণা তুলে অপেক্ষায় আছে,
আমার সংসার খাবে, আমার সমাজ খাবে, প্রিয় দেশ খাবে।
এখনও এ দেশে নেই কোনও ওঝা, ও সাপের বিষদাঁত ভাঙে।
তালিম দেবে কে তবে? বিশুদ্ধ সাহস কার? কোন গুরুজন?
তার মস্তিষ্কের ঘিলু খেয়ে গেছে ওই সাপ গোপন ঘাতক।

আমাদের সন্তানেরা করতলে ধরে আছে বিশীর্ণ জীবন,
প্রাপ্যটুকু নিয়ে গেছে, সুদিন পুড়িয়ে গেছে ভয়ানক চোর।
ঘরে ঘরে সেই চোর বাড়িয়ে দিয়েছে হাত, সর্বনাশা হাত।

  ~ www.amarboi.com ~

সুখের জীবন নেবে, সমস্ত সুনিদ্রা নেবে, রক্তমাংস নেবে—
এখনও এ দেশে নেই এমন মানুষ কেউ চোরটাকে ধরে
তালিম দেবে কে তবে? বিশুদ্ধ সাহস কার? কোন গুরুজন?
তার মস্তিষ্কের ঘিলু নিয়ে গেছে ওই চোর, গোপন ঘাতক।

মিছিল ১

চতুর্দিকে মানুষ এখন খেপে গেছে,
যখন তখন সবাই তারা মিছিল করে।
বিনা দ্বিধায় রক্ত ঢালে পিচের পথে
মৃত্যু দিতে এতটুকু প্রাণ কাঁপে না।

তবু কেন বাগান জুড়ে ফুল ফোটে না?
বুকের কাছে সাপের ফণা থমকে থাকে।
তবু কেন দেশটা ঘিরে বাঁদর নাচে?
ধিন ধিনা ধিন গদির নেশায় শিয়াল নাচে;
ধূর্ত শিয়াল, মাতাল শিয়াল, লোভে মত্ত বন্য শিয়াল
ধরতে গেলে ফসকে যায়—
হায়রে বাঁদর, মূর্খ বাঁদর
কলায় পোযা বেভুল বাঁদর নিরবধি তেল মাখে তাই,
ধরতে গেলে শিয়ালবাবুর তেলের শরীর ফসকে যায়—

মধ্যি থেকে মানুষগুলো ক্ষুধায় মরে
মধ্যি থেকে মানুষগুলো বঞ্চিত হয় প্রাপ্য থেকে।

তাই তো এমন খাঁ খাঁ করে শুকনো জীবন
তাই তো এমন হু হু করে শূন্য হৃদয়।

বাগান জুড়ে ক্রিসেনথিমাম আর ফোটে না
আকাশ ভরে পায়রাগুলো আর ওড়ে না

রাত্রি এলে মেঘের ফাঁকে চাঁদ হাসে না।
যখন তখন মানুষ কেবল মিছিল করে,
দিন রাত্রি মানুষ শুধু

নতুন দিনের স্বপ্ন দ্যাখে,
সুখের শোভন স্বপ্ন দ্যাখে।

AMARBOI.COM

মিছিল ২

রক্তে ভেজা মানুষগুলো ওই তো আসে
বুলেটবিদ্ধ মানুষগুলো ওই তো আসে
হাত পা বাঁধা নির্যাতিত ওই তো আসে
বুটের লাথি খাওয়া মানুষ ওই তো আসে।

ওরা এসে মেঘটা ভেঙে সূর্য এনে রাত্রি জুড়ে সকাল দেবে
ওরা এসে মুখোশ ছিঁড়ে দেখাবে সব বিকৃত মুখ
ওরা এসে তুমুল জোরে ভাঙবে এবার শ্রেণীর বিভেদ
সমান সমান ভাগ বাটোরার হিসেব নিয়ে আসছে ওরা।

সময় এখন তটস্থ হও
বিত্তের উপর বিলাসী ঘুম তটস্থ হও
স্বার্থ নিয়ে নিশ্চিত সুখ তটস্থ হও
ভ্রান্তিগুলো গুটিয়ে রেখে তটস্থ হও।

বিশাল মিছিল আসছে দ্যাখো
রুখবে এত শক্তি কোথায়?

AMARBOI.COM

মিছিল ৩

বাড়িতে তোমার কে কে আছে বলো?
অসুস্থ পিতার পাশে একখানা মাতা
গোটা ছয় ভাইবোন।
গোয়ালের গরু?
নেই।
জমিজমা?
তা-ও নেই।
ভরপেট খেতে জানো?
ভরপেট? সে আবার কোন ব্যামো?
পথের মিছিলে যাবে? বিশাল মিছিল?
মিছিল আমাকে দেবে? ভাত দেবে? পিতার ওষুধ?
দেবে।

মিছিলে সবার আছে

দু'বেলা ভাতের দাবি।
সুখ ও সুস্থতা নিয়ে
রাত্তিরে ঘুমের দাবি।

তৃষ্ণার্ত আমাকে

(গোলাপের গন্ধে শরীরে শরীর ডুবিয়ে মাছ মাছ খেলব দু'জন)

বড় বেশি সাধ জাগে একবার ছুঁয়ে দেখি অমূল্য রতন,
আকাশ গড়িয়ে যদি ঝুপঝুপ বর্ষা নামে, অঙ্গ দেব খুলে
কবোষ্ণ চুম্বনে আমি শীতল শরীর তার করব যতন
প্রাসাদ পালিয়ে এসে নতজানু হতে চাই রাজ্যপাট ভুলে।

দু'বাহু বাড়িয়ে নাও অপরূপ তুলে নাও কোমল নিদাঘ
মৃদঙ্গ বাজিয়ে আহা তৃষ্ণার্ত আমাকে দাও প্লাবনের ঘর।
বড় বেশি সাধ জাগে কুমারী শরীরে মাখি রক্তবর্ণ দাগ
জগৎ সংসার ফেলে একবার ছুঁয়ে দেখি অসহ্য সুন্দর।

AMARBOI.COM

একদিন দেখিস

একদিন তোর জানুতে থুতনি রেখে আমি দেখিস
তোকে এক ঘটি সমুদ্রের নোনা ভালবাসা দেব।
বলব বুকে মুখে ছিটিয়ে শুদ্ধ হয়ে নে।

তোর চিবুক ছুঁলেই আমার রক্তের ভেতর টকাশ টকাশ
দৌড়ে যায় তিনশো লাগামহীন ঘোড়া,
তোর বুকে ঠোঁট ছোঁয়ালেই
অসহ্য আনন্দে মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি,
একদিন তোর শাড়ি-কাপড় লোপাট করে দেখিস
তোর পুরো শরীরের সুগন্ধ নেব।

কোমর পেঁচিয়ে ধরে মোহন ছোবল দেব
তোর নীলচে চেহারা নিয়ে সারারাত মাতম করব দেখিস
উৎসব করে করে পৃথিবীতে সূর্য ছিটিয়ে ভোর আনব।

তুই এবং আমি
আমরাই তো কেড়ে খেতে পারি তাবৎ সুখ
একদিন দেখিস আমাদের অসুখ-বিসুখ সব
দলামোচা করে ছুড়ে দেব নোংরা নর্দমায়।

বেঁচে থাকা এর নাম

চৈত্রের মধ্যাহ্ন বেলা। পুড়ে পুড়ে খাক হয় মাটি ও মানুষ
গনগনে আগুনের চুল্লি উপুড় করেছে এক ভগবান
কাজকর্ম নেই কোনও, সাত আসমানে তার বিলাসী জীবন।

শ্রমের জীবন যায়, বিনিদ্র রজনী যায়, বেঁচে আছি তবু
আমাদের সাদা ভাতে তবুও অশুচি দেয় দাঁতাল শুয়োর
নিয়ত সংগ্রাম করে নীতি ও নিয়মগুলো ভাঙতে গেলেই
হালুম হালুম বলে শ্রমিকের রক্ত খায় ভিনদেশি বাঘ
নিসর্গেও বান আসে, খরা ও মড়ক নামে, অভাবের দেশ—

সবল পেশির জোরে অবিরল পাঞ্জা লড়ে কাটাই জীবন
ভেতর বাহির জ্বলে, অহর্নিশি জ্বলে তবু আগুন আগুন
জীবনের শুরু থেকে পুড়ে পুড়ে খাক হয় মোহন হৃদয়—

বেঁচে থাকা এর নাম। এভাবে মানুষ বাঁচে তৃতীয় বিশ্বের।

বিশ্বাসের হাত

আমি ডানে না, বামে না। আমি আছি আমার মাটিতে।

ধর্ম নয়, কর্মযোগ্য মানুষের শৃঙ্খলিত ভিড় চাই
হত্যা নয়, সত্যান্বেষী মানুষের শুচিস্নিগ্ধ মুখ চাই।

আমার মাটিতে আমি মাটিযোগ্য শিল্পরীতি চাই।
আমার মাটিতে আমি মাটিযোগ্য রাজনীতি চাই।
ডানে না বামে না আমি, আমি আছি আমার মাটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্র নয়, বস্ত্র চাই মানুষের উলঙ্গ শরীরে
ক্ষুধা নয়, সুধা চাই মানুষের বিশীর্ণ হৃদয়ে
বাদ্য নয়, খাদ্য চাই অভাবের মলিন কুটিরে

আমার মাটিতে আমি বাসযোগ্য ঘর চাই
আয়ুঅব্দি জীবনের নিশ্চয়তা চাই।
ভিক্ষা নয়, শিক্ষা চাই উপদ্রুত অনাথ জীবনে
দুঃস্থ নয়, সুস্থ শিশু চাই প্রতি নির্যাতিত ঘরে।

আমার মাটিতে আমি শোষকের রক্ত ঢেলে
সরাব বিষাদ,
পর্যাপ্ত রোদ্দুরে তাই মেলেছি দু'হাত
এই হাতে পেতে চাই লক্ষকোটি বিশ্বাসের হাত।

এমন গভীর রাতে

তৃষ্ণার ইনসোমনিয়ায় অনন্ত সময় ধরে
তুমি জেগে আছ একা
আমার মর্ফিয়া নাও
ঘুমাও মানিকসোনা ঘুমাও ঘুমাও।

AMARBOI.COM

সমুদ্র বিলাস ১

ওই তো ফেনায়ে ওঠে, শরীর ভাসায়ে নেয় জোয়ারের ঢেউ
এর নাম ভালবাসা, আমি তাকে নেশা বলি, তীব্র তৃষ্ণা বলি।

হৃদয় ভাসায়ে নেয়, জীবন ভাসায়ে নেয় মোহন ঘাতক
আয় আয় ডাকে আয়, সর্বনাশ তবু ডাকে আয় আয় আয়
এর নাম ভালবাসা, আমি তাকে সুখ বলি, স্বপ্ন বলে ডাকি।

সমুদ্র বিলাস ২

সূর্যাস্ত দেখব চলো, দার্চিনি চা খাব ওই সমুদ্র কিনারে
ঝিনুক কুমারী আমি, হাওয়ায় দুদ্দাড় ওড়ে সোমত্ত আঁচল
সোনালি গোড়ালি বেয়ে রুপোজল উঠে করে উরুতে চুম্বন।
মৈথুনে সম্মতি দেব, রমণীয় অঙ্গ খুলে হৃদয় ভেজাব।

রূপচাঁদা মাছ খাব, রূপের ঝিলিক দেহে রূপচাঁদা মাছ—
সূর্যাস্ত দেখব চলো, দার্চিনি চা খাব ওই সমুদ্র কিনারে।

সমুদ্র বিলাস ৩

দারুচিনি চায়ে ঠোঁট, বাঁপাশে সমুদ্র ডাকে আয় আয় আয়
উত্তুঙ্গ হাওয়া এসে উলোক ঝুলোক করে মেহগিনি শাড়ি
জোয়ারের বেলা শেষ, ভাটার টানে বা যদি নিরুদ্দেশে যাই
বাদামি শরীর যদি নিমেষে হারায় কোনও পাতালপুরীতে
চাদ্দিকে নিঃশব্দ কাঁপে, ঝাড়বাতি আধো আলো, পায়েতে রুপোর
শিয়রে সোনার কাঠি রাজকন্যা ঘুম যায় জাদুর পালঙ্ক

নোনাজলে ঠোঁট রেখে উপচে পড়েছে দেখি আকাশে পূর্ণিমা
শরীরে উল্লাস নাচে, কাঁচা অঘ্রানের স্বাদ তুফান নামায়
ঘুম আয় ঘুম আয় হৃদয়ে সমুদ্র ডাকে আয় আয় আয়
শিয়রে সোনার কাঠি রাজকন্যা ঘুম যায় জাদুর পালঙ্ক

সময়ের খেলনা

শৈশবের গোল্লাছুট থেকে ছুটতে ছুটতে ভুল গন্তব্যে এসে দেখি
বেলা বেড়ে গেছে, লুকোচুরি খেলার সাথী কেউ নেই
ডুবতে ডুবতে সূর্য অতল সমুদ্র শরীরে
ছড়ায় গভীর বিষাদ
আহা কেউ নেই! চারদিকে বেলেল্লা আঁধার
চুপসে রেখেছে তাই ঘাসের বিছানা।
বেলা বেড়ে গেছে, খুলে গেছে হাট করে বুকের কপাট
জীবনের রংরস চুষে চুষে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে

বেঢপ রকম বড় হয়ে গেছি
ভুল গন্তব্যে এসে দেখি কোথাও কেউ নেই
স্মৃতির ভেতরে শুধু কিছু হৃদয়ের মানুষ।

দুঃখ চুয়ে চুয়ে পড়ে জীবনের কার্নিশ বেয়ে
দিনভর নৈঃশব্দের সাথে লুকোচুরি খেলি
কিছু কিছু হৃদয়ের মানুষ স্মৃতি হয়ে কেবলি কাঁদায়।

দুরাশা ১

(কোনওরকম শর্ত ছাড়াই আমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর
সহায়-সম্পদ, মুনমুন, তোমাকে দিলাম)

রীতিমতো জয়জয়কার পড়ে যায়, চাদ্দিক থেকে ওঠে তুমুল কোলাহল
জীবন কি ঝলসে দেবে ঝলমলে সুন্দর?
কে আসে ওই রাজেন্দ্রানী অহং?
কে তুমি পরাস্ত করেছ দুর্দান্ত ঈশ্বর?

—আমার আত্মার ভেতরে ধুকপুক করে একটি অস্তিত্ব
দ্যাখো এই লাবণ্যময়ী, নাম মুনমুন

—শোভনদা, কাছে কোথাও কি আগুন লেগেছে?
এত ধোঁয়া, চোখে বড় লাগে।

—কী যে অবুঝ তুমি এ কি চন্দনবন?
চন্দ্রমল্লিকার ঝোপে চুপচুপ চড়ুইভাতি?
ফসলিম শ্যামল প্রান্তর?
এই রূঢ় দালানকোঠা, কী যে বলো, এখানে আগুন?

—কী যে অবুঝ আমি! কী রকম অথর্ব সহিস
শীর্ণ চাবুকে বাগে আনতে চাই অশান্ত পঙ্খিরাজ!
কী রকম জন্মপাপী আমি
প্রার্থনায় পেতে চাই স্বর্গের ঈশ্বর!

AMARBOI.COM

দুরাশা ২

'তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে সোনা'

মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা।
অথবা হতেও পারে
অত্যাচারী রাজার একদিন শখ হল
প্রজাদের দুঃখ দেখে আসি।
আমাদেরও মাঝে মধ্যে শখ হয়
নদী কিম্বা সমুদ্র দেখতে
ফাগুন এলে কৃষ্ণচূড়া দেখতে
বনে জঙ্গলে হরিণ দেখতে।

এ রকম দু'চারটে শখ মাঝে মধ্যে কার না থাকে!
দেখে যেয়ো আমাকে
হাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে
কিছু কিছু উদাসীন যুবকের।

আমি কেন বেঁচে থাকি প্রতিদিন!
মাঝে মধ্যে দেখতে আসবে বলে বেঁচে আছি
মাঝে মধ্যে ভালবাসো বলে বেঁচে আছি

এ রকম বেঁচে থাকে ক'জন মানুষ?
এত সামান্য সুখে?
আমি কি মানুষ?

AMARBOI.COM

দুরাশা ৩

এমনই দুর্ভাগ্য তার
ঘরে কোনওদিন একফোঁটা স্বচ্ছলতা ছিল না।
অথচ অপুষ্টি ছিল, অসুখের বাড়াবাড়ি ছিল
অসহ্য রকম অনাহার ছিল।

ক্রমশ রাক্ষুসি দিন সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে
ছিঁড়েটিড়ে বিকল করে গেল মস্তিষ্কের যাবতীয় কলকবজা
তিনি পথভ্রষ্ট হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কাদামাটির পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষার ঘরদোর
দু'বেলা আহার কোনওদিন হবে না জানেন
যতদিন বেঁচে আছেন রক্তমাংসের মানুষ।

তাই তিনি অলৌকিক স্বপ্ন বেছে নিলেন
'বেহেস্তে এমন খানা, একবার খানা খাইব যে
চল্লিশ হাজার বচ্ছর খাইতেই থাকব
ঢেক একটা আইবো তো মেসকাম্বর।'

সেজদায় কপাল ভেঙে তসবিহতে জপতে জপতে আল্লাহ
তিনি এখন বেহেস্তে যেতে চান
চুলে জটে হাড্ডিসার আস্ত একটা মামদোভূত
তার আর কোনও মোহ নেই—

তিনি এখন স্বেচ্ছায় মরে যেতে পারেন
মরে গেলে ঝলমলে বেহেস্ত, ওখানে খানাপিনা
'আহা! ঢেক একটা আইবো তো মেসকাম্বর।'

দেবদারুপুরুষ

আরক্ত দু'চোখে নামে সুবর্ণ জোস্নার ছোঁয়া, জেগে উঠে দেখি
অতল আঁধার ছিঁড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই দেবদারুপুরুষ
সমর্থ যৌবন তার, আভূমি প্রণতা হয়ে সেরেছি প্রণাম
সমস্ত চৌহদ্দি জুড়ে জেগে ওঠে পঞ্চমীর পূর্ণগর্ভা চাঁদ।

অচপল চোখে তার নেচে ওঠে অপরূপ সবুজ অরণ্য
কাশফুলে দুলে ওঠে বিহ্বল বাতাস
খালি পায়ে হেঁটে আসে উদোম রোদ্দুর
সোনার ফাগুন দিনে দিগন্ত ছাপিয়ে এলে অপাঙ্গ সুন্দর।

আশৈশব সাধ ছিল
শৈল্পিক শৃঙ্গার এনে পরলে পরলে দেবে কর্ষণের বীজ
মাংসল মাটির ঘ্রাণ শুঁকে পুণ্যবতী হবে শস্যের জীবন
হে দেবদারুপুরুষ—
শতাব্দীর নিরবধি অন্ধকার ধুয়ে আনো আলো ও আগুন
স্মৃতির শিয়রে বসে সানাই বাজাও তুমি অরূপ লাবণ্য
পৃথিবীতে এনে দাও শীতার্ত শান্তির দিন

ধ্বংসের আগুন তুমি ছুড়ে দাও প্লাবনের হামুখো জঠরে।

হে দেবদারুপুরুষ
তোমার প্রস্থান পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকি অমোঘ ইস্পাত
হলুদ লণ্ঠন তুলে নিরুচ্চার মেনে নিই চরম সন্ন্যাস।

নির্বাসন ১

মেঘ মেঘ অন্ধকারে বেঁচে আছি বাকিটা জীবন,
আমি আর ফিরব না প্রাণফাটা বেলাজ রোদ্দুরে।

ধূসর আকাশ থেকে অবিরল বৃষ্টি হয় হোক
জলের প্রপাত বেয়ে বন্যা এসে দু'কূল ভাসাক,
তবু ভাল নির্বাসন। খানিকটা ঝিকমিক রোদ
আচমকা সুখ এনে পূর্ণ করে ঘরের চৌকাঠ,
গোপনে বিনাশ করে স্বপ্নে ধোয়া সোনার বাসর,
ঘুণপোকা খুঁটে খায় শরীরের সুচারু বৈভব,
হৃদয়ের রক্ত খায়, খেয়ে যায় বাদামি মগজ।

সেই রোদে পুড়ে পুড়ে খাক হয় অনন্ত আগামী,
জীবন পুড়িয়ে দিয়ে আগুনের হলকা ওঠে নেচে।

আমার উঠোন জুড়ে মাটি আজ খরায় চৌচির,
জগৎ আঁধার করে নামে যদি তুমুল তুফান
তবু ভাল নির্বাসন, রোদহীন বিষণ্ণ সকাল।

AMARBOI.COM

নির্বাসন ২

পৃথিবী আঁধার করে ফিরে যায় অমল রোদ্দুর,
পেছনে কালিমা রেখে ফিরে যায় সবুজ সুষমা,
শিকার খুবলে খেয়ে ফিরে যায় চতুর শৃগাল,
লম্পট জুয়ারি ফেরে, অমানুষ, মদ্যপ শকুন।

তুমিও তেমনি করে ফিরে যাও পরানের রোদ,
ঘুরঘুট্টি কালো রাত ফেলে তুমি বনবাসে যাও,
সোনালি ডানার রোদ উড়ে যাও পরবাসে যাও।
নারীর শরীর ফেলে ফিরে যায় জলাতঙ্ক রোগী,
উত্তাল জোয়ার দেখে কাপুরুষ ঘরে ফেরে ভয়ে।

একফোঁটা জোস্না নেই, সেই ভাল, নিকষ আন্ধার,
অমাবস্যা ডুবে থাক, তবু রোদ খুঁজো না সকাল।

AMARBOI.COM

নির্বাসন ৩

আর কত ফাঁকি দেবে, আমি কি বুঝি না ভাবো চাতুরি তোমার?
ভেতরে নরক রেখে কেমন বাহানা ধরো সুবোধ শিশুর!
চুম্বনের স্বাদ দিলে বিষাক্ত সাপের মতো ছোবলের ঘায়ে,
মুখোশ খুলেই দেখি আসলে তোমার এক বীভৎস আদল।

আর কত প্রতারণা, ভাঙনের নৃশংস খেলা এতটা নির্মম!
পুন্নিমাবিহীন চাঁদ অশুভ অমাবস্যাকে ডাকে আয় আয়—
জোনাকিকে জোস্না ভেবে নিকষ আন্ধার রাতে উৎসবে মেতেছি।
এই তো আমার ভুল, এই তো আমার পাপজালেতে জড়ানো,
এখন ছুটতে চাই, দু'দাঁতে কামড়ে চাই ছিঁড়তে বাঁধন,
এখন বাঁচতে চাই, প্রাণপণে পেতে চাই বিশুদ্ধ বাতাস।

আর কত ফাঁকি দেবে, আমি কি বুঝি না ভাবো চাতুরি তোমার?
জীবনে জঞ্জাল রেখে সুবাসিত হাসি টানো ঠোঁটের কিনারে।
গ্লানিতে অতীত ভরা, গ্লানিতে শরীর ভরা ঘৃণার জীবন।
অমৃতের মতো ভেবে তবুও ছুঁয়েছি আমি বিষের অনল—
এই কি আমার প্রেম? সাজানো গোছানো সাধ, সাধনার ধন?

এই তো আমার ঘর, মাটি নেই, খুঁটি নেই, অলীক মহল,
নিশ্চিত মরণ থেকে এবার বাঁচতে চাই, শুভ্র মুক্তি চাই,
সুচারু স্বপ্নকে চাই, অমল ধবল চাই হৃদয়ের ঘ্রাণ।

তবু যাব

আমি যাব
আমাকে ডাকছে রাজপথের মিছিল।

শরীরের পথ বেয়ে ছুটবে নৃশংস জলপাইরঙের ট্রাক
খাকি বেইমানগুলো টার্গেট প্রাক্টিস করে যাবে বুক বরাবর
বেয়নেটে হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে ফুঁড়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটবে ভীষণ—
তবু যাব
আমাকে ডাকছে প্রতিবাদের মিছিল।

ছিটানো আগুন-জলে খসে যাবে তামাটে চামড়া
আমাদের কণ্ঠনালি কেটে ছুড়ে দেবে তারা নোংরা নর্দমায়
চোখ ও হাত পা বেঁধে ঠেলে দেয়া হবে অন্ধকূপে
লাশ গুম হবে, অগুনতি লাশ
বিনাশের হত্যাযজ্ঞ শেষে।

তবু যাব।
আমাকে ডাকছে ওই বিক্ষোভের শাণিত মিছিল।

দুঃসময়

আমি তবে কোথায় যাব?
কার কাছে রাখব আমার সারা জীবনের অসুখ!

গন্তব্যের নিকটে এলেই তোড়া বেঁধে হাতে দাও
অবহেলার হলুদ পুষ্প,
ঘৃণার ঘ্রাণ নিতে গেলেই কলঙ্কের দাগের মতো
কপোলে লেগে থাকে রেণুর আদর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কারও ঠিকানা আমি জানতে শিখিনি
আমি তবে কোথায় যাব?

এ কেমন হেরে যাওয়া আমার
গন্তব্যের নিকটে এলেই হা হা শব্দে হেসে ওঠে
পাহারা কুকুর। দমকা বিদ্রুপে
টপাটপ ঝরে পড়ে বাহারি পাতা
এই ঘোর দুঃসময়ে আমি তবে
কার কাছে রাখব আমার সারা জীবনের অসুখ?

পরানের গল্প ১

কবাট খোলাই ছিল
শিথানে বালিশ ছিল ভালবাসা লেখা
পৈথানে নকশি কাঁথা সাজানো বিছানা
এঁটেল মাটিতে ছিল সজনের চারা
জাংলায় লতানো ছিল কুমড়োর কুমারী শরীর
কবাট খোলাই ছিল
একবারও এল না গো সাধের স্বজন।

কবাট খোলাই থাকে
আজীবন খোলা থাকে বুকের দুয়ার
বলে না তবুও কেউ কাছে এসে—এলাম এলাম
দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে জিরোতে জিরোতে
শুধোবে কুশল আমি কেমন ছিলাম
তালপাতা হাওয়া দেব
গাছের কাঁঠাল দেব, ঝাল মিঠা পিঠা
দেব আরও আমকলা, চিড়ামুড়ি, ঘরে পাতা দই।

কবাট খোলাই থাকে
আসে না আমার কোনও পরম স্বজন।

পরানের গল্প ২

ওলো নারী আয় করি পরানের গপ্
গাঙের কিনারে আয় ঘাটে বসে করি
ঝোপের ধারেতে আয় ঘাসে বসে করি
ওলো নারী আয় করি পরানের গপ্।

কোমর নাচায়ে আয় ঠমকে ঠমকে
কলসি দুলায়ে আয় ছলকে ছলকে
নিরিবিলি পাটখেতে আয় নারী আয়
সোহাগে সোহাগে ভরি নরম গতর।

আমার হিয়ার ঘরে শরমে শরমে
ওলো নারী আয় তুই বিলোল রমণী
চুলের বিনুনি করে দু'ঠোঁট রাঙায়ে
শাড়িতে সুবাস ঢেলে মোহিনী আমার

দিলাম মাথার কিরা এই বুকে আয়
দু'হাত বাড়ায়ে আয় সাধের নারীলো
ঘোমটায় মুখ ঢেকে নাওয়ের ছইয়ে
এপারকে করে দে না গাঙের ওপার!

নোলক পরায়ে দেব যতনে যতনে
ঝুমকা গড়ায়ে দেব সোনার দামের
নরম জমিন পেলে উদোম রমণী
চাষাবাদ ভাল জানি আদিম কিষান।
দু'হাত বাড়ায়ে আছি, ওলো নারী আয়
পরানের গপ্ করি হেথায় হোথায়।

নারী ১

বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মেয়েমানুষেরা আজ বেসাতি সাজায়
দেহ নয়, রূপ নয়, সমুখে তাদের পণ্য ধুলায় বিছানো
কুমড়া, পটল, লাউ, পুঁই আর ডাঁটা শাক খেতের বেগুন
কে যেন সুদূর থেকে করুণ বেসুরো বাঁশি নিয়ত বাজায়
কারও বউ, কারও বোন, কারও বা জননী তারা, তোমরা তো জানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোমটা ফেলেছে তারা, খসিয়েছে পান থেকে সংস্কারের চুন।

অভাব নেমেছে দেশে, অসুরের শক্তি দেহে বেজায় বেহায়া
বিশাল হাঙর মুখ, ছিঁড়ে খায় মাটি থেকে শস্যের শিকড়
অপয়া অভাব ঘরে, শুষে খায় প্রিয় খুব ভাতের সুঘ্রাণ
মারমুখো জানোয়ার দু'হাতে খাবলে নেয় প্রশান্তির ছায়া
রাত থেকে নিদ্রা কেড়ে আগামীর স্বপ্ন ভেঙে পোড়ায়েছে ঘর
ভিটেমাটি সব গেছে, পোড়া দেহে শুধু কাঁদে বিকলাঙ্গ প্রাণ।

অন্ধকার জীবনের দরোজায় কড়া নাড়ে আলোকিত খিদে
বিকট হাত পা মেলে বেলাজ বেঢপ খিদে নৃত্য করে খুব
গতর খাটিয়ে খেয়ে অভাগীরা তির ছোড়ে খিদের শরীরে
রং চং মুখে মেখে তেরঙা শাড়িতে নয়, বড় সাদাসিধে
শহরের ফুটপাতে সাহসে দাঁড়াল এসে পুণ্যবতী রূপ
সুলভে শরীর নয়, গর্বিত নারীরা বেচে দুধ কলা চিঁড়ে।

নারী ২

AMARBOI.COM

কোমল কুমারী নারী শরমে আনত মুখ বিবাহের দিন
অজানা সুখের ভয়ে নীলাভ শরীর কাঁপে কী জানি কী হয়।
সানায়ের সুর শেষ, রাত বাড়ে, বধূটির কণ্ঠ হয় ক্ষীণ
পুরুষ প্রথম এসে নিঃশব্দ নির্জন ঘরে কী কথা যে কয়!

দেবতা নামক স্বামী লাগায়ে দোরের খিল বক্র চোখে দেখে
লোভনীয় মাংসময় অনাঘ্রাতা বালিকার সলজ্জ শরীর।
বহু দেহ বহুবার উন্মোচিত করেছে সে নিষিদ্ধ পল্লীর
অভ্যস্ত হাতের কালি নারীর কপাল জুড়ে ভাগ্যখানি লেখে।

অবুঝ কিশোরী মেয়ে, স্বপ্নসাধ ভাঙে তার, দুঃখে বাঁধে বুক
এ রকমই বুঝি হয়, পৃথিবীর এ রকমই নিয়ম-কানুন।
পিশাচী উল্লাস করে নিষ্পেষিত দেহমনে বাসনার খুন
পরম সোহাগে বধূ উপহার নিল অঙ্গে নিষিদ্ধ অসুখ।

বছর পেরোলে নারী বিকলাঙ্গ শিশু এক করল প্রসব
জটিল রোগের বিষ, আগুন জ্বালিয়ে দেহে স্বাগত জানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিফিলিস রোগ নাম, রক্তের প্রপাত বেয়ে বসত বানায়
সুচারু শুভ্রতা ছেঁড়ে, বিষাক্ত নখরে ছেঁড়ে হাড় মাংস সব।

রাত্রির হিংস্রতা এসে জীবনের সূর্য খেয়ে নেভায় সকাল
দুরারোগ্য কালো পাপ অকালে নারীকে শুষে কেড়ে নেয় আয়ু
অবশ হাত পা মেলে পড়ে থাকে বোবা কালা জর্জরিত স্নায়ু
'আছড় করেছে জিনে'—এমন কথাই লোকে জানে চিরকাল।

নারী ৩

মেয়েটার বাপ নেই, জমিজমা কিছু নেই, কোমল বয়স
গ্রামজুড়ে কথা ওঠে, মায়ে তাকে খুঁটি দেবে পুরনো ঘরের
কেউ তো নেয় না মেয়ে, বাঁশির বাদকও শুনি যৌতুকের বশ,
কে তবে কোথায় আছে? ভীমরতি বুড়ো পরে পোশাক বরের।

বুড়োর হাঁপানি রোগ, চারটা সতিন ঘরে ঠ্যাং মেলে শোয়
আকুল নয়নে মেয়ে চারপাশে খোঁজে শুধু বাঁচার আশ্রয়
কোথায় বাসর ঘর, ভেঙেচুরে স্বপ্ন সব ছত্রখান হয়
নিয়তির কাছে হেরে এইভাবে হল তার যৌবনের ক্ষয়।

নারী ৪

অনেক বলেছে নারী, তাবিজ কবজ করে ফিরাতে চেয়েছে
তবু তো ফেরে না স্বামী, একেতে মেটে না শখ, বিচিত্র স্বভাব
কোথায় মোহিনী মায়া কী জানি কেমন করে কী সুখ পেয়েছে
একেতে মেটে না শখ, বিপুল আমোদে নাচে বিলাসী নবাব।

একাকিনী ঘরে নারী চোখের জলের নদী বহায়ে ভীষণ
মাজারে পয়সা ঢালে পিরের মুরিদ হয় দুনিয়া বিমুখ
বুকের ভেতরে তার কষ্টের পাহাড় জমে, ছেঁড়াখোঁড়া মন
বানানো বিশ্বাস নিয়ে বিকৃত স্নায়ুরা চায় দেখানিয়া সুখ।
পিরকে হাদিয়া দিয়ে, মাজারে সেজদা দিয়ে উদাসীন নারী

একালে সুখের ঘর কপালে জোটেনি বলে পরকাল খোঁজে
খোদা ও নামাজে ডুবে দিতে চায় জীবনের হাহাকার পাড়ি
বিস্বাদ জীবনে নারী অলৌকিক স্বপ্ন নিয়ে চক্ষু দুটি বোজে।

নারী ৫

তিনকুলে কেউ নেই, ডাঙর হয়েই মেয়ে টের পেয়ে যায়
অভাবের হিংস্র দাঁত জীবন কামড়ে ধরে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়।

যুবতী শরীর দেখে গৃহিণীরা সাধ করে ডাকে না বিপদ
বেসুমার খিদে পেটে, নিয়তি দেখিয়ে দেয় নারীকে বিপথ।
দুয়ারে ভিক্ষার হাত বাড়ায়ে বেকার নারী তবু বেঁচে থাকে
স্টেশান কাচারি পেলে গুটিসুটি শুয়ে পড়ে মানুষের ফাঁকে
এইসব লক্ষ করে ধড়িবাজ পুরুষেরা চোখ টিপে হাসে
দেখাতে ভাতের লোভ আঁধার নিভৃতে তারা ফন্দি এঁটে আসে

তিনকুলে কেউ নেই, কোথাও কিছুই নেই, স্বপ্ন শুধু ভাত
শরমের মাথা খেয়ে এভাবেই নারী ধরে দালালের হাত।

AMARBOI.COM

নারী ৬

কাঁখের কলস ফেলে রূপসি রমণী হয় ক্যাবারে ডান্সার
বাঁকানো দেহের ভাঁজে অশ্লীল ইশারা থাকে উন্মত্ত নারীর
ফুরিয়েছে চাল ঘরে, ভাবছে দেহের ভাড়া এ মাসে বাড়াবে
নেশাখোর পুরুষেরা চোখের ইঙ্গিত দেয় নিকটে আসার

যাত্রার উদ্বাহু নৃত্য ছেড়ে নগ্নপ্রায় নারী লাখপতি ঘাটে
এখন বাজার ভাল, যতটুকু পারা যায় করবে সম্বল
সকলে হাতিয়ে নেয় সুবিধা সম্ভোগ যত মুখোশের নীচে
নারীর মুখোশ নেই, লোকে তাকে পাপ বলে পৃথিবীর হাটে।
রূপালি পর্দার লোভ পুষছে যতনে খুব, মগ্ন নিরন্তর
ধাপে ধাপে উর্ধ্বে ওঠে, আসলে পাতালে নামে প্রগাঢ় বিষাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পের সুনাম ভেঙে পতিত জমিনে গড়ে সুরম্য নরক
কালো হাত দূরে থাকে, নিয়ন্ত্রণ তার কাছে, ভাঙে সব ঘর।

কাঁখের কলস ভাঙে, নারীকে দেখিয়ে দেয় আঁধারের পথ
কালো হাত আছে এক, লোমশ নৃশংস হাত কলকাঠি নাড়ে
বিপুল ধ্বংসের ধস তৃতীয় বিশ্বের কাঁধে ভাঙছে ক্রমশ
ভাঙছে স্বপ্নের ঘর, সুবর্ণ কঙ্কন আর সোনালিমা নথ।

নারী ৭

বাপের ক্যান্সার রোগ, মরণ দুয়ারে এসে দাঁড়ায়ে রয়েছে
ফিরায়ে নিয়েছে চোখ, গুটায়ে রেখেছে হাত পরম স্বজন
রোজগারি ছেলে নেই, কিচিমিচি ভাইবোন দু'বেলা উপোস
চাকরির খোঁজে নারী মধ্যাহ্নের পথে রাখে কোমল চরণ।

এত বড় রাজধানী, অপিস দালানগুলো আকাশকে ছোঁয়
নগরের মাটি চষে প্রয়োজনে নারী কোনও পেল না ফসল
কোথাও ভরসা দিলে বিনিময়ে সরাসরি পেতে চায় দেহ
দ্বিপদী জীবের ভিড়, কোথাও মানুষ নেই, সকলে অচল।

শরীরের ঘ্রাণ পেলে শিয়াল-শকুনগুলো নখর বসায়
উপোসের আয়ু বাড়ে, অভাবের বানে ভাসে সুফলা সংসার
খড়কুটো আঁকড়ায়ে জীবন বাঁচাল নারী উজানের জলে
দাঁড়াবার মাটি নেই, তুমুল তুফানে নদী ভাঙে দুই পার।

নারী ৮

গলায় রুমাল বেঁধে শহরতলির ছেলে ভোলায় নারীকে
ঝোপের আড়ালে নারী প্রেম শিখে পার করে নিদ্রাহীন রাত
ধ্বংসের আগুন দেখে ভালবেসে গলে যায় মোমের মতন
প্রেমিকের হাত ধরে অবুঝ কিশোরী মেয়ে ফেলে যায় জাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছলাকলা পৃথিবীর কিছুই জানে না নারী, অবাক দু'চোখ
সুদূরে পালিয়ে দেখে ছেলের মুখোশ খুলে বিকট আদল
কোথাও স্বজন নেই, আটকা পড়েছে এক সুচতুর ফাঁদে
প্রেমান্ধ যুবতী মেয়ে শেখেনি চিনতে হয় কী করে আসল।

আঁধার গলিতে ছেলে চড়াদামে বিক্রি করে রূপসি শরীর
সমাজের উঁচুমাথা তাবৎ বিজ্ঞেরা দেয় কপালের দোষ
শরীরের মাংস নিয়ে রাতভর হাট বসে, দরদাম চলে
আমাদের বোন ওরা, টাকার বদলে দেয় খানিকটা তোষ।

আমার দেশের নারী গলিত শবের মতো নর্দমায় ভাসে
ভয়াল রাতের গ্রাস আকাঙ্ক্ষা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে রাখে বিষ
সজোরে হাত পা বেঁধে সেই বিষ কে ঢেলেছে এইসব মুখে?
মরণের জ্বালা এরা পোহাতে জীবনভর পৃথিবীতে আসে?

নারী ৯

কোলের বাচ্চাটা কাঁদে, পুঁজ ও পাঁচড়া ভরা ঘিনঘিনে দেহ
বুকে তার দুধ নেই, বেকার রমণী চায় ঘরে ঘরে স্নেহ
শ্রমের জীবন চায়, বিনিময়ে ভাত চায়, ঘুম চায় রাতে
সন্তানের শিক্ষা চায়, চিকিৎসার নিশ্চয়তা পেতে চায় হাতে

এ হাতে কে দেবে চাবি, ওই চাবি কার কাছে, কে রাখে লুকায়ে?
অসুখে অভাবে ভুগে সন্তানেরা ফিবছর মরছে শুকায়ে।
মাস মাস স্বামী জোটে, গোখরা সাপের মতো ফণা তুলে চায়
সোমত্থ শরীরে তারা সন্তানের বিষ ঢেলে গোপনে পালায়।

ওই চাবি কোন ঘরে? পেতে চায় নারী খুব সিন্দুকের স্বাদ
আসলে একাকী নয়, দল বেঁধে যেতে হয় ভাঙতে প্রাসাদ।

AMARBOI.COM

নারী ১০

যুদ্ধে বীরাঙ্গনা নারী স্বাধীন স্বদেশে তার পেল না সমাজ
তার তো গর্বিত কণ্ঠে ধর্ষিতা হবার গল্প শোনানোর কথা
বাঙালিরা পূজা দেবে, ইতিহাসে লেখা হবে স্বর্ণাক্ষরে নাম।
সম্ভ্রম হারিয়ে নারী স্বাধীনতা দিল যাকে সেই মাটি আজ

চূড়ান্ত দখল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা চেনা চেনা মুখ
ওইসব ক্রুরমুখ নারীকে কলঙ্ক ডেকে কণ্ঠনালি ছেঁড়ে।
তার তো গর্বিত কণ্ঠে পিশাচের নির্যাতন শোনানোর কথা।
ঘৃণা ও করুণা নিয়ে কতটুকু পেল নারী স্বাধীনতা সুখ?

নারী ১১

পাড়াতুতো মামা বলে, মেয়ে তুমি স্বর্গে যেতে চাও?
অবুঝ কিশোরী মেয়ে উচ্ছ্বসিত নৃত্য করে শুনে
চাঁদনি আকাশে রাতে ডানা মেলে হাওয়ায় বেড়াবে
সুদূর স্বপ্নের দেশে হারাবার ইচ্ছা জাগে মনে।

এভাবে ভুলিয়ে তারা কিশোরীকে ঘরছাড়া করে
বিদেশে পাচার হয় বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য মেয়ে।
কোথায় স্বপ্নের দেশ, হুরপরী, সুখের সুবাস?
ফিরে যাব ফিরে যাব বলে কাঁদে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে।

আর্তনাদ শুনে হাসে ভিন্ন এক ইটের নিসর্গ
ওখানে চাহিদা ভাল রমণীয় বাঙালি কন্যার
অচেনা বিদেশে কাঁদে অসহায় আমাদের নারী
দুর্যোগের রাত্রি এসে স্বপ্নময় স্বর্গ ভাঙে তার।

AMARBOI.COM

অনাগত সুন্দর

মিছিলে বাড়ছে লোক, বিত্তহীনের মিছিল তাতানো দুপুরে
তৃতীয় বিশ্বের মাঠে, খেতে ও খামারে ভিড়, কৃষকের ভিড়
কলে ও কারখানায়, পিচের রাস্তায় ভিড়, শ্রমিকের ভিড়
মিছিলে নেমেছে সব হাভাতে বেকার আর ব্রোথেলের মেয়ে
পথের ভিখারি আছে, অনাথ শিশুরা আছে রোগক্লিষ্ট দেহ
সহস্র উদ্বাস্তু আছে, ছিচকে সিঁদেল চোর, চৌকিদার আছে
মাঝি ও জেলেরা আছে, ঘাটের কুলিরা আছে, মুটে ও মজুর
তাদের চোখের তারা আগুনের মতো জ্বলে, ক্ষুধার আগুনে
সকলে একত্র হয়ে সুতীব্র হুঙ্কার দিলে আচমকা তবে
পৃথিবীতে ভূমিকম্প এসে অকস্মাৎ সব ভাঙবে প্রাসাদ
গুটিকয় বিত্তবান ইঁদুরের মতো ছুটে কোথায় লুকোবে
আয়েশে আরামে যারা গদিতে ঘুমায় গুনে অঢেল সম্পদ।

মিছিলে বাড়ছে লোক বিত্তহীনের মিছিল তাতানো দুপুরে
তাদের শরীর জুড়ে ঘাম ও রক্তের ঘ্রাণ, প্রাণেতে বিশ্বাস
গুটিকয় অত্যাচারী তেলে ও ভুঁড়িতে ঠাসা বেঢপ শরীর
পালাবার পথ নেই মুখোমুখি করজোড়ে মাগবে জীবন
সকলে একত্র হয়ে অস্ত্র উঠালেই ভয়ে মরবে পলকে
গুটিকয় স্বার্থপর, সুবিধাভোগীর দল, মহাজন প্রভু।

বিত্তের বণ্টন হবে সুষম সুন্দর জুড়ে শান্তির ভুবন
শ্রেণীহীন সমতার পৃথিবী গড়বে তারা আসছে মিছিল
মিছিলে বাড়ছে লোক, বিত্তহীনের মিছিল, তাতানো দুপুরে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

— কীসের নেশায় আজ লক্ষ লক্ষ ছাত্ররা নেমেছে
বিক্ষোভ মিছিলে? কেন? ব্যক্তিগত কোনও লাভ লোভ?
গাড়ি-বাড়ি টাকাকড়ি পাবে কেউ? স্বার্থ আছে কারও?
লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী তরুণেরা এ মাটির প্রাণ
এ মাটির ঘ্রাণ নিয়ে এ মাটির গান গেয়ে বাঁচে।
কত তরতাজা ফুল ফুটেছে যে প্রথম ফাগুনে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বায়ান্নোতে তবু ছিল ভিন্ন ভাষা ভিনদেশি রাজা।
ভাষা নিয়ে স্বভাষীর সাথে যুদ্ধ কে কবে শুনেছে?
কুশিক্ষার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে স্বাধীন স্বদেশ
রুখব অন্যায় আজ সবে মিলে দেব না দেব না
বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙেচুরে অচল বানাতে!

— অর্ডার অর্ডার
গুলি চালো।

হুকুম তামিল করো। শালা সব শুয়োরের দল
দুঃসাহস কত বড়, অপমান আমাকে করেছে!
এত বড় এই আমি, মাথাখানি আকাশে ছুঁয়েছে
নড়ে না চড়ে না তারা, করে যদি চাদ্দিক ঘেরাও?
বেজন্মা ছাত্রের দল, এত সোজা আমাকে হটানো?
সাম্রাজ্যবাদের সাপ, দুগ্ধপোষ্য কালসাপ আমি
বিষ আছে, বিষ আছে আহা বাপু ছোবল দেখনি।

অর্ডার অর্ডার
গুলি চালো।

গুলিতে ঝাঁঝরা করো বুক মেলে দাঁড়ানো ছাত্রকে।
স্লোগানে ফেরাবে তারা শিক্ষানীতি, দুঃসাহস দেখো!
নীতিকে ফেরানো যায়? আরে বাপু নীতি তো নীতিই!
অস্ত্রের অভাব নেই। ষড়যন্ত্র? কী নেই আমার?
দুর্নীতি উচ্ছেদ করে চালিয়েছি নীতি নীতি খেলা
গর্দভ বাঙালি বোবা বনে যাবে। আহারে বাঙালি!
লাগাও বুটের লাথি, মারো লাঠি আল্লাহর নামে
মাথা লক্ষ্য করে ঠিক, যেন মরে, যেন রক্ত ঝরে
আহা রক্ত রক্ত খেলা কতদিন কোথাও দেখিনি!
কী সুন্দর টকটকে লাল রং ঢাকার মাটিতে
সারা দেশ জুড়ে আমি এরকম মাটিই বানাব।

অর্ডার অর্ডার
গুলি চালো।

মনভুলানো কথা তো ঢের বলি, কবিতাও লিখি
রাজা-বাদশা করে তো পাপটাপ কবিরা করে না।
তবু কিনা বাঙালিরা বেপরোয়া নাচতে নেমেছে?
যুদ্ধবাজ ছেলেপেলে কখনই বা কোথায় জন্মাল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধ শিখিয়েছে কোন ব্যাটা? মরেছে পচেছে
যুদ্ধের ব্যারামে দেশ। তবু কিনা জীবাণু মরেনি?
(মুক্তিযুদ্ধ কাকে বলে ত'বা ত'বা জীবনে দেখিনি)
আমাকে প্রণাম করো, আমি রাজা। মাথা নত করো।
আমি খোদ খোদাতালা, নতজানু সেজদা শেখোনি?

অর্ডার অর্ডার...

— আমাদের পথরোধ করে কারা দাঁড়িয়েছে এরা
ফিরব না। ফিরব না। আছে এই বুকেতে বিশ্বাস
ভালবাসা একমাত্র অস্ত্র আছে। ফিরব না আজ
রক্ত নেবে কত রক্ত? নেবে নাও। রক্ত আরও দেব।
বাঙালি হয়েছ ভাল, বাঙালির ইতিহাস জানো?
চৌদ্দ দল একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে বলেছে
আমরা যাবই যাব, পথ ছাড়ো, খেপিয়ে তুলো না।
ওইখানে সিংহাসনে বসে আছে যে রাজাধিরাজ
তার কাছে সোজাসুজি বলে দেব এ নীতি মানি না।

ট্রিগারে রেখেছ হাত কেন বলো কীসের অন্যায়?
দ্রিম দ্রিম দ্রিম...

আরে এ কী হত্যাকাণ্ড চারদিকে জুলুম জখম
আমরা কি জানোয়ার? নেড়িকুত্তা? শিয়াল শূকর?

— কেমন দেখলে বাছা ক্ষমতার জাদুকরী খেলা?
কেমন সেয়ানা আমি, হাড়েমাংসে খিচুড়ি বানাই।
গদিতে আরাম কত, এ আরাম এখনি ছাড়ব?
নীতির নামে দুর্নীতি চাপিয়েছি বাঘা বাঘা গুরু
এ নীতি ভাঙব কেন যত হোক তুমুল তাণ্ডব
বেলাজ ছাত্রের দল বেয়াদব মিছিলে নেমেছে
এদের নিশ্চিহ্ন করে শুদ্ধ করো তামাম জমিন।
মরছে মরুক, তাতে আমার কী? স্বজন তো নয়।
আমি ভাই বেশ আছি। সুস্থ দেহ রক্তারক্তি নেই।
আমাকে পাহারা দাও আমি যেন মরি না কখনও
এদের বিশ্বাস নেই। বাঙালি তো! রক্তেতে আগুন
আমাকে আড়ালে রাখো চুপিচুপি লুকিয়ে-টুকিয়ে
কখন উঠবে জ্বলে সর্বনাশ আগুন! আগুন!

আমি কি সেয়ানা কম? কথা বলে বাঙালি ভুলাব।
সহজ সরল মন যা যা বলি মাথা পেতে নেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজ্জাত ছাত্রেরা কেন রাজনীতি শিখল আবার
কানে তুলো পিঠে কুলো বেঁধে ছাত্র পড়া শিখে যাবে
জাহান্নামে যাক দেশ, তাদের কী? মাথাব্যথা কেন?
যত নেতা আছে দেশে পুরে রাখো বন্ধ কারাগারে
কী করে গজায় দেখি রাজনীতি মূল ছিঁড়ে নিলে
কী করে বিদ্রোহ আসে, কারা এসে আমাকে টলায়!

— এ কেমন মুক্তিযুদ্ধ দেশে আজ গণতন্ত্র নেই
এ কেমন স্বাধীনতা, বাঙালিরা শোষক সেজেছে?

কী শিক্ষা দিয়েছে বলো ইতিহাস এই কি নমুনা?
প্রতিকণা রক্ত থেকে একদিন জাগবে বিদ্রোহ
খুনের বদলা নেব সারা দেশে খেপেছে মানুষ
জান্নাতের দরোজায় লাথি মেরে জাগাব তোমাকে
পাবে না রেহাই তুমি, ক্ষমা তুমি পাবে না কখনও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে

পরিচয় ৪৫ • ডাক দিয়ো ৪৫ • গোল্লাছুট ৪৬ • অনেকটা পিঁপড়ের মতো ৪৭ • শুভ বিবাহ ৪৮ • ঘর-গেরস্থি ৪৯ • তারা? ৪৯ • নিঝুম দ্বীপ ৫০ • জলজিয়ন্ত ৫১ • তুমি দুঃখ দিতে ভালবাসো, দাও ৫১ • স্পর্শ ৫২ • ভোকাট্টা ঘুড়ি ৫৩ • মেয়েমানুষ ৫৪ • বৃক্ষের কাছে নতজানু ৫৪ • দুধরাজ কবি ৫৫ • সীমান্ত ৫৬ • গতকাল দুঃস্বপ্নের সাথে ৫৬ • হা হতোস্মি ৫৭ • সকাল ৫৮ • এখনও তুমি ৫৯ • উষ্ণতার গল্প ৫৯ • অবশেষটুকু ৬০ • যে যাবার... ৬০ • সম্প্রদান ৬১ • শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা ৬১ • স্বপ্নের দালানকোঠা ৬২ • বাদল-বেদনা ৬৩ • ব্রহ্মপুত্রের বয়স বেড়েছে ৬৪ • কষ্টের কস্তুরী ৬৪ • দূরত্ব ১ ৬৫ • দূরত্ব ২ ৬৫ • দূরত্ব ৩ ৬৬ • পলাতক ৬৭ • আনন্দ অনল ৬৭ • নিয়তি ৬৮ • আত্মচরিত ৬৯ • প্রলাপ ৬৯ • প্রেমকণা ৭০ • নিঃসঙ্গতার দোষে ৭০ • বনিতাবিলাস ৭১ • তালাকনামা ৭২ • শ্যামলসুন্দর ৭২ • দেহতত্ত্ব ৭৩ • তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ৭৪ • প্রগতির পৃষ্ঠদেশে... ৭৫ • দাসত্ব ৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৃঙ্খল ভেঙেছি আমি
খসিয়েছি পান থেকে সংস্কারের চুন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয়

তাকে আমি যতটুকু ভেবেছি পুরুষ
ততটুকু নয়,
অর্ধেক ক্লীব সে
অর্ধেক পুরুষ।

একটা জীবন যায়
মানুষের সাথে শুয়ে বসে কতটুকু চেনা যায় প্রকৃত মানুষ?
এতকাল ভেবেছি যেমন
যাকে ঠিক যতখানি সঠিক জেনেছি
সে তার কিছুই নয়, যাকে চিনি
আসলে সবচে' বেশি আমি চিনি না তাকেই।

যতটুকু তাকে আমি ভেবেছি মানুষ
ততটুকু নয়,
অর্ধেক পশু সে
অর্ধেক মানুষ।

AMARBOI.COM

ডাক দিয়ো

রজনীগন্ধার সঙ্গে তোমাকে একটি গোলাপ বেশি দিয়েছি
তাই আজ আমি কথা বলব একা।
তোমার সব বিদঘুটে প্রশ্ন
দাম্পত্য জটিলতা ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিয়ে
চিনে রেস্তোরাঁর খাড়া নাকঅলাকে ডেকে বলব
আজ এখানে পার্টি-ফার্টি বাদ। আজ দিন আমাদের।

উৎসবের মাঠে বসে
মনে মনে ছেঁড়া ঘাস ছুড়ে দিই
তোমার বোতাম-খোলা বুকে।
মনে মনে দু'চক্কর ঘুরে আসি সীতাকুণ্ড পাহাড়
মনে মনে তোমার পুরু ঠোঁটে এলোমেলো চুমু খেতে খেতে
সাহসে কেঁপে উঠে অহল্যা-শরীর।

আবার একবার ডাক দিয়ে দেখো
শহরের যে কোনও রাস্তায় আমি রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ব।
হেঁটে হেঁটে মালঞ্চ পর্যন্ত যাব। আমি শুধু রজনীগন্ধা দেব
তুমি আমাকে রজনীগন্ধার সঙ্গে একটি গোলাপ বেশি দিয়ো
সেদিন তুমি সারাদিন কথা বলবে একা।

তুমি কি সেদিন একবারও ভালবাসার কথা বলবে না?

গোল্লাছুট

চোখের দিকে তাকিয়েও কি
বোঝো না আমি চলে যাচ্ছি?
হাত গুটিয়ে নিচ্ছি জানো
তবুও ভাবো কিছু না কিছু
ছুতোনাতায় আগের মতো
থেকেই যাব।

এই তো ছিল আমার ঘর
দুয়োর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ,
ঘরে এখন উলটো হাওয়া
ঋতু ছাড়াই গোলাপ ফোটে,
হাঁটুঅব্দি জোয়ার জলে
বড়শি গেঁথে স্বপ্ন ধরো।
ঘরে এখন নতুন হাওয়া
মদির চোখে সেই পুরনো
তুমিই নাকি হাতড়ে ফেরো
নতুন কোনও তীক্ষ্ণ তনু।

আলিঙ্গনে আঁকড়ে রেখে
কূটতর্ক যুক্তিকথা
যত শোনাও আমি কি ভাবো
মিঠে কথায় চিড়ে ভেজাব?
কিছু না কিছু ছুতোনাতায়
আগের মতো থেকেই যাব?

ভালবাসা কি শূন্যে ওড়ে
হাত বাড়িয়ে ধরতে বলো?
নিজেকে সব অলীক থেকে

আলটপকা সরিয়ে নেব,
মানুষই তো ভাঙতে পারে
একসময়ে যত্নে গড়া
ভালবাসার সাজানো ঘর।

অনেকটা পিঁপড়ের মতো

বছরে দু'বার যদি দেখা হয়
ওরকম মুখোমুখি
কারুকে ছোঁব না কেউ
দু'একটা কুশল জিজ্ঞাসা হবে শুধু
রক্তের ভেতরে স্মৃতি তার
ডালপালা নাড়বে ভীষণ।
চোখের জলের মধ্যে একগাদা সুখ
তোলপাড় বাঁধাবে হঠাৎ।

এলোপাথারি ভালবাসার কথা বলতে বলতে
টেবিলে তোমার সবজির স্যুপ ঠান্ডা হয়ে যাবে
তোমার চোখের দিকে, উচ্ছল জিহ্বার দিকে
তাকিয়ে আমার বড় বেশি বেঁচে থাকবার ইচ্ছে হবে।

বছরে অন্তত একবার যদি দেখা হয়
ওরকম নির্বিকার মিথ্যাচারে
ভালবাসার প্রসঙ্গ টেনো,
ঘোলাটে বিষণ্ণতার গায়ে জমা সব ফাংগাস সরাবে
তোমার কৃত্রিম আলো।

বছরে একটিবার না-ও যদি দেখা হয়
তবু মিথ্যে করে হলেও ভাবব ভালবাস।
ভালবাসা ছাড়া পিঁপড়ে বাঁচতে পারে,
মানুষ কী করে বাঁচে?

AMARBOI.COM

শুভ বিবাহ

আমার জীবন
চর দখলের মতো দখল করেছে এক বিকট পুরুষ।
আমার শরীর চেয়েছে সে নিজের অধীন।
ইচ্ছে করলেই যেন মুখে থুতু, গালে চড়
নিতম্বে চিমটি দিতে পারে।
ইচ্ছে করলেই যেন শাড়ি-কাপড় লোপাট করে
মুঠোর ভেতর নিতে পারে উলঙ্গ সুন্দর।
ইচ্ছে করলেই যেন উপড়ে ফেলতে পারে চোখ
ইচ্ছে করলেই যেন শিকল পরাতে পারে পায়ে
ইচ্ছে করলেই নির্বিকার চাবুক চালাতে পারে
ইচ্ছে করলেই কেটে নিতে পারে হাত, হাতের আঙুল।
ইচ্ছে করলেই কাটা ঘায়ে পারে ছিটোতে লবণ
চোখের ভেতরে দিতে পারে গোল মরিচের গুঁড়ো।
ইচ্ছে করলেই যেন রামদায়ে কুপিয়ে কাটতে পারে উরু
ইচ্ছে করলেই যেন ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে দেহ।
আমার হৃদয় চেয়েছে সে নিজের অধীন।
যেন তাকে ভালবাসি
রাতের একলা ঘরে
নিদ্রাহীন দুশ্চিন্তায়
জানালার শিক ধরে অপেক্ষায় কাঁদি।
মিশিয়ে চোখের জল সেঁকে রাখি হাতে গড়া রুটি,
তার শতচারী শরীরের ক্লেদ
যেন আমি পান করি অমৃত সমান।
যেন তাকে ভালবেসে গলে যাই সোনালি মোমের মতো
কোনও পুরুষের দিকে দু'চোখ না তুলে
আজীবন যেন দিই সতীত্ব প্রমাণ।
যেন তাকে ভালবেসে
কোনও এক জোস্না রাতে বিষম আবেগে আমি আত্মহত্যা করি।

AMARBOI.COM

ঘর-গেরস্থি

দেড়-দু'মাসের ভালবাসায় আমি এখন বিশ্বাসী নই
বাসো যদি সবটা বাসো
বছর জুড়ে।

ভাতের সাথে মাংস-মাছের ঝোল না হলে
আদৌ আমার মুখ রোচে না।
গ্রীষ্মকালে ফ্যানের বাতাস, ফ্রিজের পানি
ছ'ইঞ্চি ফোম না হলে আর ঘুম আসে না,
ঘুম তো কোনও ঘুমপরীদের রূপকথা নয়
যে, ফুটপাতে আর গাছের তলায় স্বপ্নসহ নিদ্রা যাব!

ইট-সুড়কির এ' একলা ঘরে
আনাজপাতির হিসেব নেওয়া
রান্নাঘরে চুলোর কাছে সমস্ত দিন আমার যাবে,
তুমি শুধু রাত্রিবেলা খেলার ছলে শরীর নেবে
আর ফুরিয়ে গেলে ঘাড় ফেরাবে পাশ বালিশে পা জড়িয়ে অন্যদিকে,
অন্য কোনও নীলাঞ্জনা নারীর জন্য
অদম্য এক তৃষ্ণা নিয়ে স্বপ্ন তোমার তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
ধু ধু কোনও নির্জনতা খুঁজে ফেরে।

এমন জীবন ফেলে রেখে আমিও পারি
নির্বাসনে পাড়ি দিতে। কারণ আমি পুরোটা চাই
খিদে লাগলে দু'মুঠো নয়,
এক থালা ভাত না যদি খাই
আদৌ আমার পেট ভরে না।

তারা?

আমার মতো কে আর এত বাসতে পারে ভাল,
আমার জলে জীবন গুলে দাবার গুটি চালো।
তোমার হাতে নাটাই আছে আমি হলাম ঘুড়ি
যেমন খুশি ইচ্ছে মতো দিগ্বিদিকে উড়ি,
ভোকাট্টা তো হয়েই আছি সুতোয় পড়ে টান

AMARBOI.COM

এক জীবনে মানুষ দেবে আর কতটা প্রাণ?
আমার মতো তোমাকে ভালবাসতে পারে কারা,
তোমার পদ লেহন করে স্বার্থ যাচে যারা,
তারা?

নিঝুম দ্বীপ

নিঝুম দ্বীপে ফুল ফোটে না?
বকুল জবা সূর্যমুখী
যা হোক কিছু। মল্লিকা কি
একেবারে না? নিঝুম দ্বীপে
ভোর হয় তো! দোয়েল যদি
না আসে থাক, মাছরাঙা তো
মাঝে মধ্যে বাবলাগাছে
একটিবার এসেও বসে।
ওতেই হবে।

নিঝুম দ্বীপে হাওয়া বয় তো!
নোনতা হাওয়া! চুল উড়িয়ে
ছন্নছাড়া নিসঙ্গতা
দু'এক কলি রামপ্রসাদী
কণ্ঠে নিয়ে অন্য মনে
সূর্য ডোবা দেখতে পারি।
নিঝুম দ্বীপে সূর্য ডোবে?

নিঝুম দ্বীপে বাজনা বাজে?
ভেতর ঘরে উলুধ্বনির
শব্দ আসে সন্ধেবেলা?
দু'কূলব্যাপী অথই জল
নিঝুম দ্বীপে বর্ষা নামে?
ঘুম জড়ানো দুপুর রোদে
একলা কোনও কোকিল ডাকে?

নিঝুম দ্বীপে জলের বেড়া।
জল ডিঙিয়ে দস্যু ছাড়া
কে আর আসে তেপান্তরে?
চিরটাকাল মানুষ হয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে রইলে। এবার তুমি
আমার ঘরে এই শ্রাবণে
দস্যু হবে?

জলজিয়ন্ত

যে তুমি বর্ষাতি নিয়ে নামো অগাধ বর্ষায়,
তুমি আর কতটা দেখেছ তবে বর্ষণের রূপ
অবগাহন ব্যতীত কতটুকু চেনা যায় সমুদ্রের অতল বৈভব
নোনা স্বাদ, যাবতীয় জোয়ার-স্বভাব?

যে তুমি আড়ালে থাকো,
সভ্যতার ঝুলকালি থেকে সযত্নে সরিয়ে রাখ নিপাট জীবন
মানুষের স্থাপত্য ও দর্শনের কতটুকু বোঝো তুমি
শিকড় প্রোথিত ছাড়া কত আর চেনা যায় মৃত্তিকার সজল সংসার?

আমার বর্ষার জলে
শরীরে বর্ষাতি নিয়ে অনার্য পুরুষ তুমি
চতুর ডুবুরি হও, যত হও জলজ শরীর
এতটুকু তবু তোমাকে ছোঁবে না জল।

আমাতে প্রোথিত হও, সঠিক নিমগ্ন হও
বিবর্ণ খোলস খুলে ফেলে
আমার আগুনে আজ শরীর তাপাও।

তুমি দুঃখ দিতে ভালবাসো, দাও

আমাকে আমার বয়সি একটি দুঃখ দাও
আমি দুঃখ পেতে ভালবাসি।

দুঃখের সাথে দিনভর হাঁটুঅব্দি
ধুলো মেখে খোলা মাঠে গোল্লাছুট খেলব
দুঃখের সাথে সারাদুপুর পুকুরে ডুবসাঁতার খেলে
ব্রহ্মপুত্রের পাড় ঘেঁষে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'এক টুকরো সুখের গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরব।
আমাকে আমার বয়সি একটি দুঃখ দাও
আমি দুঃখ পেতে ভালবাসি।

দুঃখকে সাথে নিয়ে
স্মৃতির পায়ে ঘুঙুর বেঁধে
পুরোটা বিকেল কানামাছি ভোঁ ভোঁ
রাত্তিরে ওর গায়ে গা জড়িয়ে ঘুমোব যখন,
স্বপ্ন এলে পিঁড়ি পেতে বসতে দেব।
বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ দুঃখকে পোষা বিড়ালের
মতো বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আদর করব
দুঃখ আমাকে সকালবেলা ডেকে তুলে
বাথরুমে নেবে, নাস্তার টেবিলে...

আমাকে আমার বয়সি একটি দুঃখ দাও
আমার অধিক বয়সি নয়।

স্পর্শ

কিছুটা ওপরে ওঠো, না হলে মানাবে কেন?
আমি যদি সারাদিন খোয়া ওঠা পথে হেঁটে হেঁটে বহুদূর
নিসর্গের অমসৃণ মই বেয়ে
কাঁটাঝোপে গা-গতর কেটে ছিঁড়ে
তোমাকে না ছোঁব
তবে আর ছোঁয়া কেন?

আমি তো না চাইতেই ছুঁতে পারি
আমার যে কোনও ক্রীতদাস।
এত নীচে থাকে তারা, হাত কেন
পায়ের আঙুলেই চমৎকার ছোঁয়া যায় নশ্বর শরীর।
তোমাকে অমন করে ছোঁব কেন?

নক্ষত্র ছোঁবার মতো করে আকাশে তোমাকে ছোঁব,
সারারাত পূর্ণিমার জলে ভিজে ভিজে
তোমাকে স্পর্শের জন্য
পাড়ি দেব আমার জীবন।

AMARBOI.COM

ভোকাট্টা ঘুড়ি

ইচ্ছে করছে তালদিঘি মাঠে গোলাপপদ্ম খেলি
একবার বড় নেড়েচেড়ে দেখি দূরতম শৈশব
ইচ্ছে করছে কিশোরীর ঝাঁক পায়রার মতো উড়ে
মল্লিকা বনে মেতে উঠি নেচে অপেনটো বায়স্কোপ।

ইচ্ছে করছে লাল ফ্রক পরে সারাটা শহর ঘুরি
চাঁদনি রাতের ঘুমপাড়ানিয়া গান শুনে ঘুম যাই,
ইচ্ছে করছে দাঁড়িয়াবান্ধা কোট কেটে ডাকি আয়
আয় দিনভোর রোদে বৃষ্টিতে ধুলো মেখে গায়ে খেলি
দল বেঁধে কেঁদে রাঙাপাড়-শাড়ি পুতুলের বিয়ে দিই
জীবনের সব ঝুলকালি মুছে একবার শিশু হই
হই চই করে বৃষ্টিতে ভিজি, দু'হাতে কুড়োই আম
তেঁতুলে লবণ মাখিয়ে গাছের মগডালে গিয়ে উঠি।

ইচ্ছে করছে উঠোনের কোণে এক্কাদোক্কা খেলি
বিকেলে হাডুডু, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, সন্ধ্যায় ষোলোগুটি,
ইচ্ছে করছে দুধভাত খেয়ে ভূতের গল্প শুনি
বাঁশঝাড়ে কোনও পায়ের শব্দে লাফিয়ে উঠব ভয়ে।

ইচ্ছে করছে কড় কড় করে বজ্র উঠুক ডেকে
গুটিশুটি মেরে বুকে থুথু দিয়ে কাঁথায় লুকোব মুখ,
তিন মানুষের মাথা কাটা আর পায়ে কথা কয় সেই
ফটিং টিং-এর ভয়ে নদীতীরে একলা যাব না আর।

গুলাই লাটিম মার্বেলগুলো বালিশের নীচে রেখে
স্বপ্ন দেখব আকাশে ওড়াই সবুজ লেজোলা ঘুড়ি,
ইচ্ছে করছে ঘুড়ির মতন ডানা মেলে দিয়ে উড়ি
ঠোঁটে করে কিছু নীল নেব তুলে উদ্দাম উল্লাসে
এখনও আকাশ ডাকেনি সকল নীলের নিলাম জানি,
শৈশব যদি একবার আমি ফিরে পেতে চাই খুব
মানুষ আমাকে ভ্রূকুটি করবে, আকাশ তো দেবে নীল!

AMARBOI.COM

মেয়েমানুষ

শুধু সে মানুষ নয়
মানুষের আগে মেয়ে।
পৃথিবীতে শুধু মানুষ হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়নি মেয়েমানুষেরা।
একটি পুরুষ-অঙ্গ
আর স্তনহীনতা কি মানুষের গুণাবলী?

মানুষের তালিকা বিচ্যুত
নারী নামধারী পণ্য আজ বাজারে বিকোয়
পটল কুমড়ো আলু আর খাসির মাংসের মতো
পায়ে নূপুরের মতো বাজে পুরনো শিকল
অ্যাসিডে পুড়ছে তার মুখ
প্রতিদিন কেউ একজন তাকে ধর্ষণ করছে
তাকে গলা টিপে, কুপিয়ে মারছে
আজও সহমরণের আগুন জ্বলছে তার দেহে
তার স্বাধীনতার নাটাই ধরে বসে আছে কথিত মানুষ।

কে এই মানুষ?
প্রগতির পিঠে বসে কোন উলটো সওয়ার
লেজ ধরে টেনে মাথায় মারছে কষে শানানো চাবুক
যতটা এগোয় তার পেছোয় দ্বিগুণ।
মানুষের কাছ থেকে মানুষেরই অধিকার কেড়ে নিয়ে
সুখে থাকে কিছু অসুস্থ মানুষ।
সমাজের ভ্রূণ থেকে এই অসুস্থতা
সমূলে উৎপাটিত না হলে
কেবল আঙুল চোষা ছাড়া
সভ্যতার কোনও স্বাদ এই মানুষ পাবে না।

বৃক্ষের কাছে নতজানু

বেদনার ডালপালা ছাড়া
আমার আঙুল কোনওদিন নাগাল পায়নি কোনও
সুখের সবুজ পত্রপুষ্পদল।
হাত বাড়াতেই তাই ভয়
কাঁটা-ফোটা ক্ষত হাত শুশ্রূষা কোথায় পাবে?
তোমার ছায়ায় বসে আছি অনন্ত কৈশোর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝরা পাতা ঝরা ফুল
অসুস্থ আঙুর যদি কুড়িয়ে ফিরতে পারি।
আমার ধুলোয় লুটোনো পা,
ভোকাট্টা ঘুড়ির পিছে সমস্ত দুপুর,
অবেলায় খালি হাতে ঘরে গেলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়
কিছুটা অন্তত দাও
ঝরে যাওয়া হলুদ অসুখ
চোখ বুজে সুখ বলে বলো তো চালিয়ে নেব।

তুমি সুখ যদি সত্যিকার না-ই দিতে পারো
দুঃখ দিতে আপত্তি কোথায়?

দুধরাজ কবি

কেউ শখ করে পাখি পোষে
কেউ-বা কুকুর।
আর আমি এক-পা এগিয়ে গিয়ে
একজন কবিকে স্বগৃহে শখ করে
পালন করেছি।

AMARBOI.COM

পাখা নেই, তবু সে উড়াল দেবে
কেশরের কিচ্ছু নেই
তবু সে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে দাঁড়াবে।
খেতে দিই,
বুকের বল্কলে ঢেকে বলি, ঘুম যাও
কবি কি ঘুমায়?

বিড়াল-নরম হাত থেকে বের হয় তার ধারালো নখর,
আঁচড়ে কামড়ে আমাকেই
আহত রক্তাক্ত করে
বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে আবার আমারই পাঁজরায়
কবি কি ঘুমায়?

তারচে' কুকুর পোষা ভাল
ধূর্ত যে শেয়াল, সে-ও পোষ মানে
দুধকলা দিয়ে আদরে-আহ্লাদে এক কবিকে পুষেছি এতকাল,
আমাকে ছোবল মেরে
দ্যাখো সেই কবি আজ কীভাবে পালায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমান্ত

আমি সামনে এগোব
পেছনে ডাকছে আমার তাবৎ স্বজন
শাড়ির আঁচল ধরে টানছে আমার সন্তান
দরোজা আগলে দাঁড়িয়েছে আমার স্বামী।
আমি যাব
সামনে কিছুই না, একটি নদী
আমি পার হব।
আমি সাঁতার জানি অথচ আমাকে
সাঁতরাতে দেবে না, আমাকে পেরোতে দেবে না।

নদীর ওপারে কিছুই না, ধু ধু মাঠ
আমি তবু শূন্যতাকে ছোঁব একবার
বাতাসের উলটোপথে দৌড়ে যাব, সাঁ সাঁ শব্দে
আমার নাচতে ইচ্ছে করে, আমি নাচব একদিন
নেচে ফিরে আসব।
শৈশবের মতো করে গোল্লাছুট খেলিনি কতদিন
তুমুল হল্লা করে গোল্লাছুট খেলব একদিন
খেলে ফিরে আসব।

বহুকাল নির্জনতার কোলে মাথা রেখে কাঁদিনি
সবটুকু তৃষ্ণা মিটিয়ে কাঁদব একদিন
কেঁদে ফিরে আসব।

সামনে কিছুই না, একটি নদী
আমি সাঁতার জানি।
আমি যাব না কেন? যাব।

গতকাল দুঃস্বপ্নের সাথে

গতকাল সন্ধ্যার পর বাংলা অ্যাকাডেমির মাঠে
দুঃস্বপ্নের সাথে দেখা হল।
দুঃস্বপ্ন বাদাম খাচ্ছিল, ইয়ারবক্সি নিয়ে ঠাট্টা করছিল
আমি দু'একটা বাদামের খোসা নিয়ে
ষোলোগুটি খেলতে খেলতে দুঃস্বপ্নের চোখের দিকে তাকালাম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃস্বপ্নের চোখে গোধূলির ঘোলাটে রং

বাতাসে ধুনের গন্ধ কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে
আমার ওড়নায় জড়িয়ে গেল
আমার স্বপ্নাতুর চোখে তখন ধোঁয়াটে আকাশ
আকাশের কপালে এক লক্ষ চন্দনের টিপ।
দুঃস্বপ্ন একেবারে হঠাৎ কারুকে তোয়াক্কা না করে
দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে
গুনে গুনে উনচল্লিশটা চুমু খেল।

চমৎকার হাওয়ায় দুঃস্বপ্নের চুল উড়ছিল
শার্টের বোতাম ছিল খোলা
চাঁদের জলে ভিজে ভিজে মধ্যরাত পার করে বাড়ি এলাম।
সারাপথ ভালবাসার কথা বলতে বলতে
দুঃস্বপ্নও সঙ্গে এল

দুঃস্বপ্ন নির্লজ্জ খুব
রাত তো গেলই, সারাটা দিন গেল
তবু একবারও যাবার নাম করে না।

AMARBOI.COM

হা হতোস্মি!

অন্ধের মতো হাতড়ে ফিরছি
শূন্যতা ছাড়া কিছুই ঠেকে না।
তুমি এসে পাশে দাঁড়িয়েছ কবে
ঘ্রাণ টের পাই, দক্ষিণে নাকি
উত্তরে তুমি—হাতড়ে ফিরছি।
ক্রমাগত এই অথই নদীতে
সাঁতরে সাঁতরে ডিঙি টের পাই
উত্তাল স্রোত আমাকে ভাসায়
প্রাণপণে চাই আশ্রয় ছুঁতে।
নিশব্দে তুমি উজানের ঢেউ
জীবনের জলে কানামাছি খেলো।

খেলাধুলা ভাল রপ্ত করেছ,
সকলেই পারে। আমিই অন্ধ
দৌড়ে জীবনে ছুঁতে পারি নাই
একবার কোনও সুখের দেয়াল।

সকাল

আবার আমি সকাল হব, রোদের সকাল
তুমি আমার চিবুক ছুঁয়ে ঘুম ভাঙাবে।

আজও আমি রোদ্দুর ছুঁয়ে সকল দেখি
কতটা সে পোড়ায় আবার
কতটুকুন ভালবাসায় সবুজ করে সবটা সকাল।
তবু যেন কোথায় কী সব ফাঁক থেকে যায়
কিছুটা তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে
কিছুটা সে আড়াল করে, ভেতরে বড় লুকিয়ে রাখে
ছুঁলে শুধু ছোঁওয়াই হয়
আঙুলে তার দাগ রয়ে যায়, আর কিছু নয়।

আলোর নিকট পতঙ্গকুল মরবে জেনেও
আনন্দে খুব নৃত্য করে।
রোদে আমার পালক পুড়ে শূন্যে ওড়ে
রোদে আমার শরীর ঝলসে ফোসকা পড়ে
পুড়ে আমি ছাই হয়ে যাই
আঁধার আমার অঙ্গ জুড়ে দীর্ঘদিবস হল্লা করে।

বুড়িছোঁয়া খেলায় আমি শৈশবে খুব হেরে যেতাম
হেরে যাব জেনেও আমি নতুন করে
নিত্যদিনই খেলতে যেতাম।
অদম্য এক মোহ নিয়ে আবার আমি সমস্ত দিন রোদকে ছোঁব
আমায় তুমি ভালবাসার গল্প বলে ঘুম পাড়াবে
আবার আমি সকাল হব, রোদের সকাল।

AMARBOI.COM

এখনও তুমি

ভালবাসা বলতে এখনও তোমাকেই বুঝি
ঘৃণা বলতে এখনও তোমাকেই
সংসার বলতে এখনও তোমাকে বুঝি
সুখ বলতেও আমি এখনও তোমাকে।

কতটুকু পশু আছে, কতটা হিংস্রতা
কতটা দানব থাকে একজন মানুষের দেহে
তোমাকে আমূল ছুঁয়ে-ছেনে আমি সমস্ত জেনেছি
তোমার ত্বকের নীচে কতটুকু ক্লেদ, কতটা ধূর্ততা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের তারায় তুমি কতটা লুকোও পাপ
শরীরের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে আমি সকল বুঝেছি।

স্বপ্ন বলতে এখনও তোমাকেই বুঝি
কষ্ট বলতে এখনও তোমাকেই।

চুম্বনে তোমার লালা থেকে চুষে নিই সংক্রামক ব্যাধি,
তোমাকে আরোগ্য করি
তোমাকে শুশ্রূষা করি
তোমাকে নির্মাণ করি আমার বিনাশে।
জীবন বলতে এখনও তোমাকে বুঝি
মৃত্যু বলতেও আমি এখনও তোমাকে।

উষ্ণতার গল্প

এক কাপ চা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি
অপেক্ষারও তো একটা সীমা আছে অথবা বয়স।
আমি কি এখনও স্কুল-পালানো কিশোরী
ঝোপঝাড়ে শেষ ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকব?
আমার শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে সেই কতকাল
দপ্তরিরা ঘুমোতে গেছে।
এখন হাজার রকম ব্যস্ততা আমার
এখন বড়জোর কারও জন্য এককাপ চা পর্যন্ত
অপেক্ষা করতে পারি।
এখন কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া দু'দণ্ড সময় নেই
তবু তোমার জন্য একটি একলা চেয়ারে বসে
এক কাপ চা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতে দেখেছি
এত ঠাণ্ডা করে চা এর আগে কখনও আমি পান করিনি।

এরকম শীতল পাখি কবে থেকে পোষা ছিল বুকের খাঁচায়?

AMARBOI.COM

অবশেষটুকু

জীবনের দুইভাগ হেলায় হারিয়ে
একভাগ তোমাকে দিলাম।

যতটুকু প্রাপ্য ছিল
ভরা জলে যতটুকু সুখের সাঁতার
আমি তার দু'চার ফোঁটাও
এতটা বয়স গেল কসম দেখিনি।

যে রকম কথা ছিল
আঙুলের ছোঁয়া পেলে একদিন
প্রবল বর্ষিত হবে পুষ্পিত দেহের রেণু
যে রকম কথা ছিল
জীবনের সব চাক মৌ মৌ মধুজলে পূর্ণ হবে

কথা তো ছিলই, কত কথা ছিল।
হাতের নাগালে আসে কত আর কথার আঙুর?
কিছু কথা জীবনের স্রোত ভেঙে কোথাও হারায়
কথা ছিল, অরণ্যে আগুন পোহাবার কথা।
কোথায় অরণ্য আর কোথায় আগুন
কোথায় শিরিষতলা কোথায় শিশির?

ভোকাট্টা ঘুড়িতে গেছে জীবনের দুই ভাগ সুতো
এক ভাগ এখনও ওড়েনি।

আমার নাটাই থেকে এক ভাগ সুতো তুমি
আকাশে ওড়াবে কোনও উত্তুরে হাওয়ায়
না কি ওই সুতোয় পেঁচিয়ে নিজে বাঁধনে জড়াবে
—সে তোমার খুশি।

এই নাও শর্তহীন এক ভাগ স্বপ্ন তোমাকে দিলাম।

যে যাবার...
(সে তো যাবেই)

প্রত্যহ নৈর্ঋত থেকে ছাই রং জামা পরে স্বপ্ন বেড়াতে আসে
দু'-একটা মাঝারি সাইজের কথা বলে
বলে চলে যায়, বেশিক্ষণ বসে না কোথাও।

আমি তার কুশল জিজ্ঞাসা করি
সে তার তর্জনী নেড়ে
গোলাপের পাপড়ি থেকে দু'-এক ফোঁটা শিশির ঝরায়।

শিশিরে দু'হাত ভিজিয়ে গোপনে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায়
তার নামে হুলিয়া ঝুলছে আজ আঠারো বছর
এ শহর ছেড়ে স্বপ্ন আজ মাঝরাতে উত্তরে পালাবে।

শুনেছি এবার সে অরণ্যে যাবে।

সম্প্রদান

একবার ভিক্ষা চাও
এ হাত আমার হাত, এই হাতে খুদকুঁড়ো ওঠে না কখনও
দিতে হলে মোহরই দেব।

কড়া নেড়ে প্রতীক্ষায় দাঁড়াও ভিক্ষুক
কড়া নাড়ো, কড়া নাড়ো
জীবনের অযুত বছর ঘুম
একবার পারো তো ভাঙাও।
এ চোখ আমার চোখ, এ চোখের চেয়ে
বেশি নীল অন্য আর আকাশ কোথায়?
তোমাকে মোহর দেব। ভয় নেই।
ভিক্ষা চাও। চেয়ে দ্যাখো
আমি আর যা কিছুই পারি
একবার দু'হাত বাড়ালে
তাকে আমি ফেরাতে পারি না।

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা

আমিও মানুষ বটে
সামাজিক যাতাকলে পিষ্ট হওয়া নারী নামধারী শুধু
দ্বিপদী চিড়িয়া নই, আমিও মানুষ।

AMARBOI.COM

পাঁজরের ছাই দিয়ে চেপে রাখি বুকের আগুন
মহুয়া মাতাল হয়ে ইচ্ছে করে
রাত ভেঙে বাড়ি ফিরি,
মধ্যরাতে কড়া নেড়ে পড়শির রাঙা চোখে বিস্ময় ছিটিয়ে বলি—
রোদের পেখম মেলে আমিও আকাশ হব
বৃক্ষ হব,
মাটি ফুঁড়ে আমার শিকড় যাবে মাটির মজ্জায়।

আমিও মানুষ বটে
আমারও একলা রাতে বড় একা লাগে
জোস্নার জলে স্নান সেরে থোকা-থোকা কষ্ট পেরে আনি
ভালবাসা আমাকেও বিষম কাঁদায়।

খরদাহে পোড়া জীবনের আঁজলার জল হব আমি
বৃক্ষ হব,
মাটি ফুঁড়ে আমার শিকড় যাবে মাটির মজ্জায়।

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা
আমার পৃথিবীটা এত জল পোষে, এত মাটি
আমি তবু তৃষ্ণার্তই থেকে যাই অধিক জীবন।

AMARBOI.COM

স্বপ্নের দালানকোঠা

শুয়ে থাকলে তোমাকে কেমন দেখা যায়
অথবা ঘুমোলে
তুমি স্বপ্ন দেখলে কেমন দেখা যায়
স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে
জেগে বাথরুমে গেলে, জগ থেকে এক গ্লাস
জল ঢেলে খেলে
গার্হস্থ্য জীবনে তোমাকে দেখিনি কখনও
তোমাকে শেভ করলে কেমন,
স্নান করলে কেমন, আবার গুন গুন গান ধরলে?
(সাধারণত স্নানের সময় তুমি
রবীন্দ্রসঙ্গীত না কি সিনেমার গান ধরতে বেশি ভালবাস!)
তোমাকে শার্ট খুললে কেমন দেখায়,

প্রশস্ত বুকে কেউ চুলের অরণ্য খুলে
একরাশ আদর ছোঁয়ালে কেমন দেখাবে,
গভীর রাত্তিরে হঠাৎ জেগে উঠলে
কেমন দেখাবে জেগে উঠে কোনো রমণীর নদীর মতো জলে, ঢেউয়ে
বন্য ভালবাসায় ডুবে গেলে।

একদিন খুব দেখতে ইচ্ছে করে
তোমার আঙুলের ছোঁয়া পেলে কেমন তিরতির কাঁপন লাগে
নারীর শরীরে

একবার বড় বেশি নারী হতে ইচ্ছে করে।

বাদল-বেদনা

বৃষ্টিতে ভেজা ইউক্যালিপটাসের পাতা থেকে
মিঠে ঘ্রাণ আসে, আমি বলি তাই ঝরুক বৃষ্টি,
বৃষ্টি ঝরুক, বর্ষা তোমাকে অভিবাদন দি'।
মিঠে ঘ্রাণ আনে মিঠে স্মৃতি তার, অতীতে হারাই।
জলে দু'জনের ভেজা গা-গতর ফিরে ফিরে দেখি,
যৌবন তেড়ে ওঠে বুনো ষাঁড় যেন দড়ি ছিঁড়ে
রেসে দৌড়োবে। রথে আমরাও বিষম চড়েছি
অষ্টমী স্নানে ব্রহ্মপুত্রে সাঁতরে ছুঁয়েছি
তার ইস্পাত-শরীরের ঘরে আরেক শরীর।

বৃষ্টি ঝরুক, ঝরুক বৃষ্টি অতীতে হারাই
আজ সব বাদ, সামাজিক চোখ, নিরর্থ নীতি
আজ লোকালয়ে শরম লজ্জা ভুলে দৌড়োবো
স্বপ্ন কোথায় হারায় দেখব নদী বালুচরে,
ভিজে শাড়ি আজ শরীরে লেপ্টে তন্বী পরমা
শিলাবৃষ্টিতে কাঁচামিঠে আম কুড়োবার মতো
আজ অবেলায় ধুলো ঝেড়ে নিয়ে স্বপ্ন কুড়োবো।

এই যৌবনে যে বাঁধ দিয়েছি খুলে ভেঙে যাক
বৃষ্টি ঝরুক, ঝরুক বৃষ্টি জীবনের হ্রদে
টইটম্বুর জলে হাতড়াবো নিজেরই শরীরে
বহুদিন ভুলে থাকা প্রিয় এক স্মৃতির শরীর।
তা হলে কি খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে, যে হারায়, তাকে
কেউ পায় খুঁজে? এ যাবৎ তাকে কেউ কি পেয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মপুত্রের বয়স বেড়েছে

ব্রহ্মপুত্রের বয়স বেড়েছে
আমার বাড়েনি।

ব্রহ্মপুত্র আমাদের পোষা নদী
বড় বেলা করে ঘুম ভাঙে তার,
সূর্য একেবারে চাঁদির উপর বসে পায়ে কুড়কুড়ি দিলে
আড়মোড়া ভেঙে সে আলস্য কাটায়।
ব্রহ্মপুত্রের সাতাশটা দাঁত ইঁদুরের গর্তে যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছি
তার চোয়ালের হাড় এমন বেরিয়ে এসেছে যে দেখে
কলকাতার এক কবি সেদিন আঁতকে উঠেছিল।
কোটরের চোখ মেলে ব্রহ্মপুত্র এমন তাকায়
মনে হয় শিকল খুলে একে ছেড়ে দিই
যাক, যেখানে খুশি চলে যাক।

এই বয়সি নদীর তীরে
শৈশবে যেমন ধুলোবালির ঘর গড়েছি
গোধূলির আলো মরে আসার সাথে সাথে
পায়ে মেড়ে দৌড়ে এসেছি সব,
এখনও যাবতীয় ঘর-দোর ধুলোবালির ঘরের মতো
ভেঙেচুরে কেবল দৌড়ে যেতে ইচ্ছে করে
কেবল দৌড়ে যেতে দূরে কোথাও।

ব্রহ্মপুত্রের বয়স বেড়েছে
আমার কেন বয়স বাড়ে না?

AMARBOI.COM

কষ্টের কস্তুরী

কিছু কিছু কষ্ট আছে
ক্ষতে কোনও মলম লাগে না।
কারওর শুশ্রূষা নয়
গাঢ় মমতায় জেগে থাকা রাত নয়
হাওয়া পরিবর্তন, তা-ও নয়
সেরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কষ্ট নিয়ত পোড়ায়
ক্ষুদ্র তুচ্ছ কিছু, ফুঁ মেরে উড়িয়ে
দেওয়ার মতো কিছু
কষ্টের ক্ষীণাঙ্গী শরীরেও
আগুনের আঁচ থাকে

সেইসব কষ্টগুলো
বর্শা বেঁধায় না
দুই চক্ষু অন্ধ করে না, কেবল
কোথায় কীসব যেন
পোড়াতে পোড়াতে করে নিভৃত অঙ্গার।

কিছু কিছু কষ্ট আছে
রাত পোহাবার আগে বাতাস মেলায়,
কিছু কষ্ট বাসা বাঁধে
ভালবেসে থেকে যায় পুরোটা জীবন।

AMARBOI.COM

দূরত্ব ১

পাশাপাশি শুয়ে আছে দু'জন মানুষ
কেউ কারও ভেতরের খবর জানে না।
কার মনে পাখি ওড়ে, বন্ধ খাঁচা কার
কে ঘুমায়, কার কাটে না-ঘুমিয়ে রাত?

দূরত্ব ২

তোমার অসুখ হলে আমিও অসুস্থ হই।
গা থেকে জ্বরের ভাপ চোখে এসে
জ্বালা করে নামে জল।

তুমি চোখ বুজে থাকো, আমি
আমার গোপন জলে জলপট্টি দিই
গা থেকে জ্বরের ভাপ গায়ে এসে লাগে

আমিও অসুস্থ হই।

তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো
ছুটে যাও গোল্লাছুট লোকালয়ে ভিড়ে
আমি কানামাছি, আমাকে ছোঁয় না কেউ।
দু' চোখে রুমাল বেঁধে পালিয়েছে সব
আমি কানামাছি
আমার অসুখ হলে তোমার সুস্থতা বাড়ে।

দূরত্ব ৩

এত বেশি আমি নিকটে এসেছি তার
ছুঁতে পারে হাত, কোমরের গাঢ় বাঁক।
ছুঁতে পারে বুক, নিতম্ব অনায়াসে
এত বেশি তার নাগালে এসেছি আমি।

ঠোঁট বাড়ালেই চুম্বনে ভেজে ঠোঁট
মিঠে ঘ্রাণ আসে, নোনা স্বাদ পায় জিভ
শরীর আটকা পড়েছে ভিন্ন এক
শরীর-খাঁচায়। উঠতে বসতে দ্যাখো
সেই শিকলের শব্দ শরীরে বাজে।

এত বেশি তার নাগালে এখন আমি
পা যদি বাড়ায়, লাথি পড়ে বুকে পিঠে
শক্ত বুননে খাঁচা নির্মাণ করে
ঘেয়ো কুকুরের ঘৃণার জীবন পুষি।

এত বেশি যার নিকটে এসেছি আমি
ছুঁয়েছে সে সব, শরীরের লোমকূপ
ছুঁয়েছে বৈধ নিয়মে রক্তস্রোত
আনাচ-কানাচ, সকল প্রশাখা শাখা
ছুঁয়েছে সে সব, কেবল দেখেনি ছুঁয়ে
দু'হাতে তুলে যে হৃদয় সেধেছিলাম।

AMARBOI.COM

পলাতক

সে একটা মানুষ
অথচ ভেতরে তার একশো মানুষ।

ফুটপাত ধরে বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে একজন নির্বিকার হাঁটে,
মাঝরাস্তায় ন্যাংটো হয়ে দৌড়ায় অন্যজন,
শুঁড়িখানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে কেউ,
কেউ আবার সাদাসিধা ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে
দরদাম করে কেনে ফুলকপি, কইমাছ।

কাকে আমি ছোঁব
যে কিনা সহস্র অস্পৃশ্য ঘেটে মাঝরাতে
ঘুম ভেঙে এক উঠোন পূর্ণিমার
জলে সাঁতরাতে চায়?

কাকে ছোঁব?
ভালবেসে যে বলে
যেটুকু অমৃত আছে তার, সেটুকু আমার।
বাকি বিষটুকু জীবনে ধারণ করে
আমার অতল জলে আত্মাহুতি দেবে।

কাকে ছোঁব?
না কি কারুকে ছোঁব না।
কানামাছির রুমাল বেঁধে সীমান্ত পেরিয়ে যাব
এত অযুত রহস্যের জাল আমি ছিঁড়তে পারি না।

AMARBOI.COM

আনন্দ অনল

তুমি যখন কথা বলো, এত শিল্পিত কথা আমি কোনও
কথাশিল্পীর মুখে শুনিনি।
তুমি যখন হাসো, তখন দা ভিঞ্চিকে কবর থেকে তুলে
তোমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।
তুমি যখন দুর্নিবার হেঁটে চলো, আমার ভেতর দু'দশটা
পাহাড় ভাঙে, ক্রমাগত পাথর ভেঙে পড়ে। তুমি যখন
খেপে অস্থির হও, তারও চেয়ে দ্বিগুণ খেপে আমি মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরিয়ে রাখি। স্নিগ্ধতা শিকেয় তুলে উদাসীন চেয়ে
থাকি অন্য কোনও সুন্দরের দিকে। তুমি আমার
সমস্ত অভিমানকে অহংকার ভেবে ভুল করো।
আর এদিকে আমি তোমার অহংকার ছোঁব বলে যতই
সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠি, তুমি আকাশের দূরত্ব নিয়ে
দূরতম নক্ষত্র হয়ে আমাকে প্রলুব্ধ করো।

শূন্যতাকে ছুঁয়ে পুনর্বার ফিরে আসে আমার তৃষ্ণার্ত আঙুল।

নিয়তি

প্রতিরাতে আমার বিছানায় এসে শোয় এক নপুংসক পুরুষ।
চোখে
ঠোঁটে
চিবুকে
উন্মাতাল চুমু খেতে খেতে
দু'হাতে মুঠো করে ধরে স্তন।
মুখে পোরে, চোষে।
তৃষ্ণায় আমার রোমকূপ জেগে ওঠে
একসমুদ্র জল চায়, কাতরায়।

চুলের অরণ্যে তার অস্থির আঙুল
আঙুলের দাহ
আমাকে আমূল অঙ্গার করে লোফালুফি খেলে।
আমার আধেক শরীর তখন
সেই পুরুষের গা-গতর ভেঙেচুরে
একনদী জল চায়, কাতরায়।

শিয়রে পৌষের পূর্ণিমা
রাত জেগে বসে থাকে, তার কোলে মাথা রেখে
আমাকে উত্তপ্ত করে
আমাকে আগুন করে
নপুংসক বেঘোরে ঘুমোয়।
আমার পুরোটা শরীর তখন তীব্র তৃষ্ণায়
ঘুমন্ত পুরুষটির স্থবির শরীর ছুঁয়ে
এক ফোঁটা জল চায়, কাঁদে।

AMARBOI.COM

আত্মচরিত

ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই
প্রকৃতিকে মুগ্ধ চোখে দেখি
প্রগতির হাত ধরে যতটা এগোই
সমাজের কূটচাল আমার আস্তিন ধরে
ক্রমশ পেছনে টানে।
ইচ্ছে করে মধ্যরাতে সারাটা শহরে জুড়ে হাঁটি
একলা কোথাও বসে কাঁদি।

ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই।
ঘরে ঘরে ধর্মবাদীরা গোপনে শ্রেণীভাগ করে
মানুষের মধ্য থেকে ভাগ করে রাখে নারী।
আমিও বিভক্ত হই
মানুষের অধিকার থেকে আমিও বঞ্চিত হই।
শ্রেণীশোষণের কথা বলে জোর হাততালি পায়
তুখোড় রাজনীতিক,
কৌশলে লুকিয়ে রাখে নারীশোষণের যাবতীয় শব্দাবলী
ওইসব ঢের চরিত্রওয়ালাদের আমি চিনি।

গোটা পৃথিবীতে ধর্ম তার বিছিয়েছে আঠারো আঙুল,
একা আস্ফালন করে কত আর ভাঙা যায় হাড়
কত আর ছেঁড়া যায় বৈষম্যের সুদূর-বিস্তৃত জাল!

AMARBOI.COM

প্রলাপ

একদিন সমুদ্রের কাছে গিয়ে একটা ঘর বাঁধব
মাঝে-মধ্যে ইচ্ছে হয় পাহাড়ের কাছে।

অমন একলা নির্বাসনের আকাশ চুয়ে শূন্যতার
কুয়াশা নামলে অথই জলে ভিজে ভিজে
গা কাঁপিয়ে জ্বর আনব।

আমাকে না হোক, তবু দেখতে এসো
মানুষ তো অসুখ দেখতেও আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমকণা

১
মূলত মানুষ একা
যে যত বলুক সঙ্গে আছে, আসলে তা অযথা সান্ত্বনা
সঙ্গে কিন্তু কেউই থাকে না
প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে মানুষের তো প্রশ্ন ওঠে না
পশুও থাকে না।

২
ঠিক আছে ঠিক আছে
আমাকে একলা ফেলে
যেখানেই যাও তুমি
নিশ্চয়ই কোনও না কোনও দিক আছে
ঠিক আছে, ঠিক আছে।

৩
ভালবাসি
শুনে তার সে কী হাসি!
হৃদয়ের উনুনে চড়িয়ে
আনাজমশলা মেখে প্রতিদিন
ভিন্ন স্বাদে ভালবাসা তৈরি হয়।
ভালবাসা কখনও কি বাসি হয়?

AMARBOI.COM

নিঃসঙ্গতার দোষে

সকল সন্ন্যাস নিয়ে নির্বাসিত আমি বাহিরে অন্তরে।
বড় ভুলে বেড়ে ওঠা এই নখ, অসুস্থ আঙুল
অযত্নে ছড়ানো চুল, অবিন্যস্ত বাহু
সুদূর নির্জনে আমি একা নির্বাসিত।
আমার একলা ঘরে বাতাসও ঢোকে না ভয়ে
দু'-একটা কুকুর চেঁচাত মাঝরাতে, হঠাৎ দুপুরে,
একদিন ওরাও আঙিনা ছেড়ে চলে গেল।

আপাদমস্তক তুমি এক ভণ্ড, প্রতারক
তোমার লাম্পট্য সব জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও নিঃসঙ্গতার দোষে তোমার কাছেই যাই,
বারবার কলুষিত হই
ঘোলা জলে ডুবে ডুবে কলঙ্ক লেপন করি নিটোল শরীরে।
তোমার লাম্পট্য সর্বজনে জানে
তবুও নিঃসঙ্গতার দোষে আবার তোমারই দরজায় কড়া নাড়ি

লোকে একে ভুল করে ভালবাসা ভাবে।

বনিতাবিলাস

পরিচয়ের তৃতীয় দিনেই
সম্বোধন নিয়ে আপত্তি ওঠালে,
সাত দিনের মাথায় যেতে চাইলে
মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কাঠমাণ্ডু হয়ে আবার কলকাতা।
অষ্টাদশ দিনে স্পর্শ চাইলে আঙুলের,
দু'মাসের মাথায় দাবি করলে চুম্বন
সাড়ে তিন মাসে শরীর।

এই রূপশালী শরীরে তুমি যা যা পাবে
তা ঘরের আটপৌরে বউ, অফিসের দু'-চারটে অধস্তন রমণী
এবং সস্তায় মিলে যাওয়া বেশ্যাতেও পাবে।
তবু ঘুরে ঘুরে এই যে জুতোর সুকতলি খরচা করছ
সাতপাঁচ বুঝিয়ে এই যে কাছে টানতে চাচ্ছ
ভুলিয়ে-ভালিয়ে একেবারে গভীর নিকটে,
এর ওই একটাই অনুবাদ
কিছুটা কায়দা করে রমণীকে ভোগ না হলে
সে ভোগে তৃপ্তি নেই, তৃপ্তির সুগন্ধি ঢেকুর নেই।

আর আমি তা জানি বলেই
আমার এই শরীরে থুতু ফেলার আগে
অন্তত দু'বার থুতু ফেলি তোমার কুচরিত্র মনে।

AMARBOI.COM

তালাকনামা

যে কোনও দূরত্বে গেলে তুমি আর আমার থাকো না
তুমি হও যার-তার খেলুড়ে পুরুষ।

যে কোনও শরীরে গিয়ে
শকুনের মতো খুঁটে খুঁটে রূপ ও মাংস তুমি আহার করো
গণিকা ও প্রেমিকার শরীরে কোনও পার্থক্য বোঝো না।

কবিতার চে' চাতুর্য বোঝো ভাল,
রাত্রি এলে রক্তের ভেতর টকাশ-টকাশ দৌড়ে যায়
একশো একটা লাগামহীন ঘোড়া,
রোমকূপে পূর্বপুরুষ নেচে উঠে তাধিন-তাধিন।
আমি জোস্নার কথা তোমাকে অনেক বলেছি
তুমি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কোনও পার্থক্য বোঝো না।
ভালবাসার চে' প্রাচুর্য বোঝো বেশি
যে কারও গোড়ালির নীচ থেকে চেটে খাও
এক ফোঁটা মদ, লক্ষ গ্যালন মদে আমুণ্ডু ডুবে
তবু তৃষ্ণা ঘোচে না।
তোমাকে স্বপ্নের কথা আমি অনেক বলেছি
সমুদ্র ও নর্দমার ভেতরে তুমি কোনও পার্থক্য বোঝো না।
যে কোনও দূরত্বে গেলে তুমি হও যার-তার খেলুড়ে পুরুষ।

যার-তার পুরুষকে আমি আমার বলি না।

AMARBOI.COM

শ্যামলসুন্দর

তোমাকে দেখলে
ইচ্ছে করে শুরু থেকে শুরু করি আমার জীবন।
তোমাকে দেখলে
ইচ্ছে করে মরে যাই, মরে গিয়ে পুণ্য জল হই
কখনও তৃষ্ণার্ত হলে তুমি সেই জল যদি ছুঁয়ে দেখো।

আমার আকাশ দেব
তুমি রোদ বৃষ্টি যখন যা খুশি চাও নিয়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার অনিদ্রা জুড়ে দেব আমি আমার মর্ফিন।

বারো বছরের মতো দীর্ঘ একটি রাত্তির দিয়ো
তোমাকে দেখার।
তুমি তো চাঁদের চেয়ে বেশি চাঁদ
তোমার জোস্নায় চুড়ো করে খোঁপা বেঁধে
কপালে সিঁদুর দিয়ে একদিন খুব করে সাজব রমণী

তোমাকে দেখলে
ইচ্ছে করে মরে যাই। তোমার আগুনে
আমার মুখাগ্নি যদি হয়, মরে আমি স্বর্গে যাব।

দেহতত্ত্ব

এতকাল চেনা এই আমার শরীর
সময়-সময় একে আমি নিজেই চিনি না।
একটি কর্কশ হাত
নানান কৌশল করে চন্দনচর্চিত হাতখানি ছুঁলে
আমার স্নায়ুর ঘরে ঘণ্টি বাজে, ঘণ্টি বাজে।

এ আমার নিজের শরীর
শরীরের ভাষা আমি পড়তে পারি না।
সে নিজেই তার কথা বলে নিজস্ব ভাষায়।
তখন আঙুল, চোখ, এই ঠোঁট, এই মসৃণ পা
কেউই আমার নয়।
এ আমারই হাত
অথচ এ হাত আমি সঠিক চিনি না
এ আমারই ঠোঁট, এ আমার স্তন, জংঘা, উরু
এসবের কোনও পেশি, কোনও রোমকূপ
আমার অধীন নয়, নিয়ন্ত্রিত নয়।

স্নায়ুর দোতলা ঘরে ঘণ্টি বাজে
এই পৃথিবীতে আমি তবে কার ক্রীড়নক
পুরুষ না প্রকৃতির?

আসলে পুরুষ নয়

AMARBOI.COM

প্রকৃতিই আমাকে বাজায়
আমি তার শখের সেতার।

পুরুষের স্পর্শে আমি
ঘুমন্ত শৈশব ভেঙে জেগে উঠি
আমার সমুদ্রে শুরু হয় হঠাৎ জোয়ার।
রক্তে-মাংসে ভালবাসার সুগন্ধ পেলে
প্রকৃতিই আমাকে বাজায়
আমি তার শখের সেতার।

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

গতরাতে সেনাবাহিনীর এক গোপন বৈঠক থেকে জানা যায়
সৈন্যরা আর ব্যারাকে ফিরে যেতে চায় না
চারআনা সের ঘি
দু'আনা সের তেল
খেয়ে ওরা অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায়।

শিক্ষা খাতে অভাব, শিক্ষকেরা মিছিল করছে
স্বাস্থ্য খাতে অভাব, চিকিৎসক মিছিল করছে
কৃষি খাতে অভাব, কৃষকেরা মিছিল করছে
কলে ও কারখানায় অভাব, শ্রমিকেরা মিছিল করছে।
চারদিকে অভাব
চারদিকে মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট, অনশন।
সেনাবাহিনীর হাতে অস্ত্র
সেনাবাহিনীর হাতে বাজেটের আশি ভাগ।
এই সুখের মধ্যে
এই জবর দখলের প্রশান্তির মধ্যে
এই জবর দখলের প্রশান্তির মধ্যে
আশি ভাগের মধ্যে কেউ ভাগ বসাতে চাইলেই
তার খুলি উড়ে যাবে
তার লাশ পড়ে থাকবে রাস্তায়, নর্দমায়।

আরো এক গোপন রিপোর্টে জানা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতরাতে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে
তিনি আশিষ করেছেন
বাছারা বড় হও
গায়ে গতরে ভূড়িসর্বস্ব হও
বিশ্বাসঘাতক হও
ব্যাংক লুঠ করো
বাড়ি গাড়ি করো
মানুষ হত্যা করো শহীদ মিনারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিছিলে।

প্রগতির পৃষ্ঠদেশে...

যে লোকটি অফিসের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে আছে
সে লোকটি যৌবনে অন্তত
জনাদশেক কুমারীকে ধর্ষণ করেছে।
ককটেল পার্টিতে যে কোনও সুন্দরীর
নাভিদেশে চোখ রেখে গোপনে কামার্ত হয়,
লোকটি ফাইভস্টার হোটেলে প্রায়শ
ভিন্ন রমণীর সঙ্গলাভে সঙ্গমের স্বাদ বদলায়।
লোকটি ঘরে ফিরে বউকে পেটায়
একটি রুমাল অথবা
শার্টের কলারের জন্য।
লোকটি অফিসে বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে
সিগারেট ফোঁকে
ফাইলপত্র ঘাটে
বেল টিপে কর্মচারী ডেকে ধমকায়
বেয়ারাকে দিয়ে চা আনায় খায়।
লোকটি মানুষের চরিত্রের সার্টিফিকেট দেয়।

যে কর্মচারীটি নিচুস্বরে কথা বলছে
যে না জানে সে কখনও বুঝবে না যে
সে কত উচ্চকণ্ঠ হতে পারে ঘরে
তার ভাষা কত অশ্রাব্য হতে পারে
তার আচরণ কত অশ্লীল হতে পারে।
সে ইয়ারবক্সি জুটিয়ে সিনেমার টিকিট কাটে
রকে বসে রাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তুমুল মেতে ওঠে।
কেউ একজন আত্মহত্যা করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মা
অথবা তার পিতামহী
অথবা তার প্রপিতামহী।
ঘরে ফিরে সে তার বউকে পেটায়
একটি সাবান অথবা
বাচ্চার নিউমোনিয়ার জন্য।
যে বেয়ারাটি চা এনে দেয়,
পকেটে লাইটার রাখে
দু'দশ'টাকা বখশিস পায়
সে বন্ধ্যাত্বের দায়ে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে
কন্যাসন্তান জন্মানোর দায়ে দ্বিতীয় স্ত্রীকে এবং
তৃতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে যৌতুক না দেয়ার দায়ে।
চতুর্থ স্ত্রীকে ঘরে ফিরে লোকটি পেটায়
দুটো কাঁচালংকা অথবা একমুঠো ভাতের জন্য।

দাসত্ব

যে কোনও মানুষ চায় তার কাছে আরেকজন মানুষ
ঋণে ও কৃতজ্ঞতায়
একদলা আঠালো মাটির মতো হোক,
এমন যে সময় সুযোগ মতো
ব্যবহার করা যায়
যা ইচ্ছে বানানো যায়,
এমন নতজানু যে আরেকটু
ঝোঁকের বশত ঝুঁকলেই যেন
ছুঁতে পারে পা, পা ও ধূলির প্রতি
আদিম সংস্কারটুকু
মানুষের মস্তিষ্কের কোন কোষে থাকে?
অথবা থাকে না আদৌ, কোথা থেকে উড়ে আসে সময়-সময়
দুর্ভিক্ষের গন্ধ পেয়ে শকুনের মতো ঝাঁক বেঁধে আসে।

আমি কি এখন তবে যে কোনও মানুষ?
যতটা সে ভালবাসে
তার চে' অধিক ভালবাসে তাকে
নিংড়ে নিঃস্ব করে
শূন্যতায় ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিই,
ভালবাসার বোঝায়, বেদনায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসার সুখের শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
তাকে ক্রীতদাস করে রাখি।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন নেই
আমাকে আমার চে' অধিক ভালবেসে
আমাকেই পরাজিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কিছু যায় আসে না

AMARBOI.COM

চরিত্র ৮৩ • দৌড়, দৌড় ৮৩ • খেলা ৮৩ • বিষধর ৮৪ • দ্বিখণ্ডিত ৮৪ • বসবাস ৮৫ • জিহ্বা ৮৫ • বোধন ৮৬ • বিনিময় ৮৬ • পরকীয়া ৮৭ • দূরে কোথাও ৮৭ • যার যা খুশি ৮৮ • আফটার শেভ ৮৮ • অমানন্য ৮৯ • হাওয়ায় হাওয়ায় ৯০ • সাধ-আহ্লাদ ৯০ • ইহলৌকিক ৯১ • জগতের আনন্দযজ্ঞে ৯১ • কোলাহল তো বারণ হল ৯২ • আমি কান পেতে রই ৯৩ • অবতরণ ৯৩ • অভিমান ৯৪ • সাদামাটা কথাবার্তা ৯৫ • বর্ষামঙ্গল ৯৬ • চিঠিপত্রের গল্প ৯৬ • সীমানা ৯৭ • চক্র ৯৮ • শাসন ৯৯ • দুঃসময় ৯৯ • কষ্টচারণ ১০০ • শিকড় ১০০ • জল নেই ১০১ • একলা মানুষ ১০২ • ভ্রূণ ১০২ • চন্দনা, শোন ১০৩ • মাত্রা ১০৪ • দুঃসহবাস ১০৪ • চাই ১০৫ • আশ্রয় ১০৬ • না বোধক ১০৬ • নয়াপল্টন ১০৭ • মন বসে না ১০৭ • সভ্যতা ১০৮ • স্বপ্নোত্থিত ১০৮ • কাল রাতের বেলা ১০৯ • প্রাপ্তি ১১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার যা খুশি বলে বলুক
আমার কিছু যায় আসে না

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

তুমি মেয়ে,
তুমি খুব ভাল করে মনে রেখো
তুমি যখন ঘরের চৌকাঠ ডিঙোবে
লোকে তোমাকে আড়চোখে দেখবে।
তুমি যখন গলি ধরে হাঁটতে থাকবে
লোকে তোমার পিছু নেবে, শিস দেবে।
তুমি যখন গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠবে
লোকে তোমাকে চরিত্রহীন বলে গাল দেবে।

যদি তুমি অপদার্থ হও
তুমি পিছু ফিরবে
আর তা না হলে
যেভাবে যাচ্ছ, যাবে।

দৌড়, দৌড়

তোমার পেছনে একপাল কুকুর লেগেছে
জেনে রেখো, কুকুরের শরীরে র‍্যাবিস।

AMARBOI.COM

তোমার পেছনে একপাল পুরুষ লেগেছে
জেনে রেখো, সিফিলিস।

খেলা

ঈশ্বরকে মানুষ খেলায়, না মানুষকে ঈশ্বর,
এই দুটি প্রশ্নের পুকুরে কেউ ডোবে, কেউ ভাসে
সাঁতার জানলে ভাল কেউ কেউ অর্ধেক জীবন দেয় জলে।

জল শুধু ঘোলা হয়, পূর্ণিমায় যদিওবা তাকে বড় স্বচ্ছ মনে হয়
অসুখী পথিক এসে ঘোলা জলও নির্দ্বিধায় দু'হাতে নাড়িয়ে যায়
আসলে মানুষ সংগোপনে তার দ্বিধাকেই অস্থির নাড়ায়।

এইভাবে ঈশ্বর ঈশ্বর খেলা কত দিন খেলছে মানুষ
ঈশ্বরে অধীন—নিজেকে প্রচার করে
মূলত কায়দা করে ঈশ্বরকে খেলায় মানুষ।
ঈশ্বর খেলনা হয়ে ফেরে মানুষের হাতে পায়ে—

চোখ নেই, কান নেই, কোনও বর্ণ নেই
শৃঙ্খলিত নিশ্চল ঈশ্বর প্রকৃতির গালিচায় বসে কাঁদে।
মানুষের অদৃশ্য রুমাল
নিরাকার ঈশ্বরের সাতচক্ষু মোছে।

বিষধর

দু'মুখো সাপের চেয়ে বিষধর দু'মুখো মানুষ।
যদি সাপে কাটে
সাপের যে কোনও বিষ সময়ে নামানো যায়,
মানুষে কাটলে কোনও পদ্ধতিতে আর সে বিষ নামে না।

AMARBOI.COM

দ্বিখণ্ডিত

সে তোমার বাবা, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার ভাই, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার বোন, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার মা, আসলে সে তোমার কেউ নয়।
তুমি একা।
যে তোমাকে বন্ধু বলে, সেও তোমার কেউ নয়।
তুমি একা।

তুমি যখন কাঁদো, তোমার আঙুল
তোমার চোখের জল মুছে দেয়, সেই আঙুলই তোমার আত্মীয়।
তুমি যখন হাঁটো, তোমার পা
তুমি যখন কথা বলো, তোমার জিভ
তুমি যখন হাসো, তোমার আনন্দিত চোখই তোমার বন্ধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি ছাড়া তোমার কেউ নেই
কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ নেই!

তবু এত যে বলো তুমি তোমার,
তুমিও কি আসলে তোমার?

বসবাস

আমার ঘরে আমি ছাড়াও অন্য একজন
এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘোরে, দিব্যি হাঁটাচলা,
ঘাড়ের কাছে বুঝতে পারি কেউ দাঁড়াল এসে
ছায়াপথের মানুষটিকে মনের দেখা দেখি।

কার জানি না কেমন লাগে, আমার লাগে ভয়।
সন্ধ্যা হলে ঘরের দোরে অমাবস্যা নামে
আর কে যেন আলোর মতো ভীষণ কাছে আসে।
ছিঁড়তে গিয়ে, ছুটতে গিয়ে আমূল বাঁধা পড়ি
আমার বড় চেনাও লাগে, আবার চিনি না যে!

একলা ঘরে নিত্যদিন দু'জন বসবাস।
পালিয়ে গেলে পেছন থেকে এমন করে ডাকে—
জন্ম থেকে চেনা আকুল কণ্ঠস্বরে ফিরি,
মন সরে না কোথাও যেতে, মধ্যরাতে আমি
শূন্যতার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কাঁদি।

জিহ্বা

এখন মানুষ আর মানুষের প্রশংসা করে না।
বাড়িতে কুকুর পোষে, দু'-তিনটে ধূসর বেড়াল
মানুষ এখন কুকুরের নাওয়া-খাওয়া
বেড়ালের নাম-ধাম, আচার-ব্যবহারের
বিষম প্রশংসা করে।

মানুষ এখন সুতোনাতা, কাঠ ও কয়লা নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমুল আড্ডায় মেতে ওঠে।
তবু ভাল,
ইট কাঠ পাথরের প্রশংসা করেও যদি
জিহ্বার স্বভাব বদলায়।

বোধন

একদিন কে যেন আমাকে স্বপ্নে ছুঁয়েছিল,
অনেকটা তোমার মতো তার মুখের ছাঁদ, হাসি।
আমি তাকে তুমি মনে করে
এতটা খেলেছি, এতটা ডুবেছি জলে
তুমি মনে করে তার রোমকূপ
আঙুলের আঁচ থেকে পল-পল শুদ্ধতা নিয়েছি
তুমি মনে করে এত কিছু
এত তছনছ, ঝড়

সারা দুপুর হুল্লোড়, ষোলো দুগুণে বত্রিশ গুটি খেলে
হুক ভেঙে উড়ে গেছি হাওয়ায়
আমার আঁচল, আমি, তুমি কেউ আর শেষ অব্দি কারও
ঘরে ফিরে আসিনি।

ভোর হয় হয়, আমি অমল আনন্দ ভেঙে দেখি
যে আমাকে ছুঁয়েছিল, সে যত সৌম্য যুবক হোক
তুমি নও।

তুমি কেন ছোঁবে, ভুলে গেলে কেউ কি স্বপ্নেও কারুকে ছোঁয়?

বিনিময়

তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ।
আমি তোমাকে কী?
ভালবাসার হাঁড়ি কলস
উপুড় করেছি।

পরকীয়া

তুমি অন্য কারও।
আমাকে নিবিড় করে বাঁধো যত প্রেমার্দ্র জীবনে
যত তুমি চৌচির শরীরে সুমঙ্গলী বর্ষা হও
আমি জানি তুমি অন্য কারও।

সময় হলেই তুমি বাড়ি যাবে।
প্রাত্যহিক ওঠাবসা, জীবনের অবাধ খরচ
খেরো খাতা ভর্তি করে লেখা।
যত তুমি হাসো, কাঁদো, ভালবাসো, হিসেবের এককোঁটা বেশি নয়।
কলায়-বলায় এত তুখোড় সন্ন্যাসী হতে পারো
আমি সেই সন্ন্যাস, সেই অতুল সুন্দর দেখে
অনুপুঙ্খ মুগ্ধ হই।
খেলা শেষ হলে তুমি বাড়ি ফের
হিসেবের চেয়ে বেশি তুমি আর দু'দণ্ড খেল না।

আমিই কেবল
হিসেবের বাইরে বেরিয়ে বেহিসেবি ভালবাসি।

AMARBOI.COM

দূরে কোথাও

মানুষের স্যাঁতসেঁতে ভিড়, হুড়োহুড়ি থেকে
আমি একটি একলা বৃক্ষের পাশে দাঁড়াতে ভালবাসি।
শ্বাপদ ও মানুষের হুল্লোড়, চিৎকার থেকে
আমি একটি একলা নদীর পাশে দাঁড়াতে ভালবাসি।

আমি অরণ্য খুঁজতে খুঁজতে সেই কবে থেকে
অরণ্য খুঁজতে খুঁজতে একটি উদ্যানের ভেতর পথ হারিয়েছি।
শুধু রংচঙে ফুল, ছাটা ঝোপ, ন্যাড়ামাথা, অর্ধাঙ্গ উপুড় করা বনস্পতি।

কতদিন হল আমি মন খুলে কাঁদতে পারি না
একটি একলা মানুষ না পেলে কেউ কাঁদে কী করে?

যার যা খুশি

অনাবৃত আকাশ রেখে আমি অন্য উঠোন খুঁজব না।
ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াই, উলটো হাওয়া দেয় উড়িয়ে দিক
ভাসব যদি ভেসেই যাব, খড়কুটোর কি আনন্দ কম?
বুকে একটা পুকুর থাকে, সেই পুকুরে ভালবাসার বর্ষা এলে
ডুব দেব না কেন?

যার যা খুশি বলে বলুক।

যার যা খুশি বলে বলুক
উত্তরে যা উত্তরে যা, আমি কিন্তু দক্ষিণে রে
আমার আছে বৃক্ষরাজি, আমার আছে সমুদ্দুর।

যার যা খুশি করে করুক,
বিশ্ব থেকে বিপ্রতীপ, তবু বিশ্ব জুড়ে প্রবল বাঁচি।
উঁচু তলার মানুষ ক্রোধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে,
আমি দিচ্ছি মৃদঙ্গতে তাল।
আমার দলে হাড়-হাভাতে, আমার হাতে একশো হাত
আমার কিছু যায় আসে না।

AMARBOI.COM

আফটার শেভ

তোমার শরীর থেকে আফটার শেভের গন্ধ আসে
বিলিতি নাকি ফরাসি সৌরভ, বুঝি না।
তোমাকে চুমু খেতে গেলে আফটার শেভ
কপালে, গালে, কণ্ঠদেশে ঠোঁট ছোঁয়াব, আফটার শেভ
বোতাম ছেঁড়ার মালকোষ আমাকে সুখের জলে ভেজায়, ভেজায়
যেদিন বোতাম ছিঁড়ি, সেদিন আমার মন ভাল।

এত আফটার শেভ মাখ তুমি
বুকে মুখ রাখলে নেশা ধরে যায়।
এত আফটার শেভ, আমি পুঁইলতার মতো বেঁকে
সেঁটে এমন এক জগৎছাড়া কাণ্ড করি যে
তুমি মনে মনে কতবার দস্যি বলে গাল দাও
আমি কি বুঝি না!

আফটার শেভ ছাড়া তুমি ইট কাঠ পাথরের মতো।
তোমাকে না ছুঁতে ইচ্ছে করে, না কিছু।
আমার স্নান হয় না, শরীরের কোনও সেতার বাজে না
তোমার চুল থেকে শুধু চুলের
বাহু থেকে মাংসের, আঙুল থেকে হাড়ের গন্ধ এলে
আমার রক্তবমি হয়।

আমি কি তোমার চেয়ে ভালবাসি তোমার সুগন্ধ?
কী জানি!
অন্য কোনও পুরুষ এক নদী সুগন্ধে ডুবে এলে
কই আমার তো তাকে ছুঁতেও ইচ্ছে করে না!

অমাননা

এত পিছলে পিছলে যাই, তবু
ছাই মেশানো থাবায় তুমি খামচে ধরো গা
ধরা পড়লে মুড়ো কাটবে, লেজ কাটবে
আঁশ ছাড়াবে, পঁচিশ ডুমো স্নান করাবে নুনে।
নুনে আমার গা জ্বলে না, না?

অলপ্পেয়ে শ্রীহীন আমি
পালক খসা পাখি,
আকাশ জুড়ে উড়লে কেউ বারণ করে না
মর্ত্যে এসে পা ছোঁয়ালেই
ভর দুপুরে চমকে ওঠে জন্ম-চেনা মাটি।
কাঁটাঝোপের আবর্জনা গা ছিঁড়ে নেয়, আর
বিষপিঁপড়ে কামড় দিলে আমার বুঝি কান্না আসে না?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওয়ায় হাওয়ায়

এই যে মুগ্ধতার সুতো আমার আঙুলে পেঁচাচ্ছি
সে কিন্তু গল্পের ছলে। সুতো আবার উলটো ঘুরবে।
আমি সুতো-ফুতো রাখতে পারি না
আঙুলে কেমন দাগ পড়ে যায়।

আঙুলটাকে সুতোর বৃত্তে ঘুরিয়ে, আবার
বৃত্ত থেকে বের করে দু'চার পাক আলো-হাওয়ায়
নাচিয়ে বুঝিয়ে দিই
ওই মিছে মুগ্ধতার দড়িদড়া খুলে ফেললে কী অপার আনন্দ,
কার না ভাল লাগে হাওয়ায় হাওয়ায় অবাধ সাঁতার।

যারা সুতোয় পেঁচিয়েছে আঙুল,
ওরা কেবল পেঁচিয়েই যাচ্ছে হাত, পা, কণ্ঠনালি...
কেবল গিট বাঁধাচ্ছে, আর পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ওরা কি জানে না, সুতো দু'দিকেই ঘোরে!

AMARBOI.COM

সাধ-আহ্লাদ

পাহাড়ের করিডোর দিয়ে শুঁয়োপোকার মতন
এক একটা শীতার্ত বাস চলে যাচ্ছে শ্রীনগর।
চলো যাই
অবাক দু'চোখে দেখি ভূস্বর্গ সুন্দরী।

চলো যাই,
অন্ধকার বানিহাল টানেল পেরোই
ঈশ্বরের হাতে বোনা দেবদারু বাগান পেরোই।
গড়ানো মাটির
গা ঘেঁষে নামছে জল
পাথরের পথ বেয়ে সেই জল কোন পথে যায়, জানো?
চলো যাই, দেখি
দল বেঁধে হেঁটে যাওয়া, হাতে নিভৃত আঙরার ঝুড়ি

ওইসব চমৎকার কাশ্মীরি যুবক।

ডাল লেকে শিকারা চড়বে চলো
অথবা নাগিন লেকে চাও যদি।
চারদিক ধু ধু সাদা
বরফনগরী জুড়ে পারি তো উৎসব করি, সুখের সবুজ
দু'পশলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইচ্ছে করে সাজাই শীতের গুলমার্গ।

চলো যাই, একদিন আবার হারাই।

ইহলৌকিক

চাঁদ দূরে সরো, সোডিয়াম বাতি আজ।
ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়েছি পথে
চুম্বন নেব বিজ্ঞানসম্মত।
শরীরের সব অরণ্য অঞ্চল
এই জীবনের স' মিলে রাখব কেটে।

বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক ধোঁয়া,
শ্বাসনালি ভরে নেব অনন্ত আয়ু।
গ্রহ থেকে গ্রহে উদ্ভিদ প্রাণী মিলে
দিন কেটে যাবে বিজ্ঞানসম্মত।

নির্মাণ, শুধু নির্মাণ বুঝি আজ
ডায়নোসোরের বিলুপ্তি ঘটে গেছে।
দেহ ও মনের শৃঙ্খলখানি খুলে
চলো বেঁচে উঠি বিজ্ঞানসম্মত।

জগতের আনন্দযজ্ঞে

বেশ জমাটি আড্ডায় বসে আছ ধুরন্ধর প্রেমিক পুরুষ
তোমার বন্দরে প্রতিদিন ভিড়ছে জাহাজ।
তোমার কার্গোয় চমৎকার উপচে পড়ছে
সোনাদানা, নিষিদ্ধ গন্দম
তোমার কী দরকার নাড়াচাড়া করে

AMARBOI.COM

কবে কোন কিশোরীর বুক থেকে খুলেছিলে প্রথম শরম;
কবে তার দরজা-দালান ভেঙে এনেছিলে ঝড়,
কৌটোর মোহর নিয়ে হঠাৎ পালিয়েছিলে।

স্মৃতি যদি ঠোঁটে করে খড়কুটো দুঃখ বয়ে আনে, তাই
কী দরকার নাড়াচাড়া করে
কবে কিশোরীকে একলা আঁধারে রেখে
প্রমোদে শরীর ঢেলেছিলে,
বধূটির বিষণ্নতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গোপনে সুখের কথা বলেছিলে।
তুমি তো হে বেশ আছ। জাহাজ ভিড়ছে
বন্দরে নিয়ত কোলাহল, ভিড়।

কে যে একলা কোথায় কাঁদে, স্মৃতির সুতোয়
কে যে সমস্ত বিকেল গেঁথে রাখে কষ্টের বকুল
তুমি তার কিছুই জানো না।

AMARBOI.COM

কোলাহল তো বারণ হল

এত যে দুপুর দেখি
অমন দুপুর আমি আর কোথাও দেখি না
নতুন দিল্লিতে আমাদের আনন্দ-দুপুর।

আমার আবার ইচ্ছে করে, যাই
গিয়ে দেখি ঘরদোর ঠিক ঠিক আছে কি না
ঠিক ঠিক আছে কি না বাথটাব, বিছানা-বালিশ।
লবিতে দাঁড়ালে
হাতের নাগালে আসে কি না এখনও আকাশ।
এখনও দুপুরে কেউ ভালবেসে গান গেয়ে ওঠে অমন হঠাৎ?

হাঁটুঅব্দি ট্রাউজার, স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে
বিকেলে বেরিয়ে পড়ি ফুরফুরে হাওয়ায়।
সন্ধ্যার ইন্ডিয়াগেট, সেই ঘাসমাটি, ভেলপুরি,
ঠিক ঠিক আছে কি না দেখে আসি
দেখি দিল্লি ফোর্ট, ফুটপাত, পালিকা বাজারে
কোথাও কারুকে একফোঁটা তোয়াক্কা না করে ওরকম চুমু খায় কি না।

আমার আবার ইচ্ছে করে

পৃথিবীতে এখনও দুপুর হয়।
ওরকম দুপুর কি একটিও হয়!

আমি কান পেতে রই

এক সন্ধ্যায় শীতে কেঁপে কেঁপে লাল শার্ট, নীল হাফস্লিভ
জিনসের জ্যাকেট, শীতে কেঁপে কেঁপে তোমার কোমর জড়িয়ে
হাউজ বোট থেকে (কী নাম ছিল হাউজ বোটের?), শীতে কেঁপে
কেঁপে শিকারায় নেমেছি।

চারদিকে জলবইঠার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। দূরে
নেহেরু পার্কের আলো ছাড়া আর কোনও আলো নেই। তোমার
বুকের উপর আমি, আমার বুকের মধ্যে ভালবাসার
তিনশো গোলাপ, সারা সন্ধ্যা চুমু খেতে খেতে দেখেছি পৃথিবীর
আর কোনও সন্ধ্যা এর চেয়ে কখনও সুন্দর নয়
সন্ধ্যার ওই অদ্ভুত রং, কোনও অতীত নেই, আগামী নেই,
কারও সাথে কারও কোনও জীবন জড়িত নেই।
মনে পড়ে?

শীতে ও ভালবাসায় কেঁপে কেঁপে আমাদের ওই অনন্ত সন্ধ্যা যাপন—
(কী নাম ছিল শিকারা মাঝিটির?) এত যে ভুলতে বলো,

তুমি মন ছুঁয়ে বলো দেখি, তুমি ভুলেছ?

অবতরণ

একটি রমণী শেষঅব্দি রমণীই থেকে যায়
প্রথমে সে ফুঁসে ওঠে, ভাঙে
দশ নখে খামচায় আরোপিত রীতির কলার।
তছনছ করে, ওলোট পালোট...
সমাজের জেব্রাক্রসিং না ছুঁয়েই হেঁটে চলে
ডানদিকে নয়, বামে নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিছনে নয়, সে সামনে উদ্ধত হাঁটে।

রাস্তায় মানুষ সমস্বরে সিটি দেয়,
ফুটপাতে ভিড় বাড়ে, ছাদের রেলিংয়ে বুকে ভর রেখে
উবু হয়ে দেখে কেউ,
কোনও ক্লিষ্ট নারী বিস্ফারিত চোখে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ায়;
আর দু'-একটা লকলকে জিভের কুকুর ঠিক পিছন পিছন চলে।

তখন সে ক্রুদ্ধ, ক্ষোভে প্রায়োন্মত্ত
বিশ নখে আঁচড়ায় সামাজিক দোষত্রুটি,
সেই মেয়ে শেষঅব্দি রমণীই থেকে যায়
সেও আলনা গোছাতে চায়
সন্ধ্যার পায়েসে শখ করে দিতে চায় দু'-তিনটে লবঙ্গ এলাচ।

একদিন নিষেধের বরফে ডুবিয়ে তার সমস্ত আগুন
সেও পোষ মানে,
স্বর্ণকারের দোকান থেকে গোপনে গড়িয়ে আনে
দু'ভরি অনন্ত বালা।

AMARBOI.COM

অভিমান

কাছে যতটুকু পেরেছি আসতে, জেনো
দূরে যেতে আমি তারও চেয়ে বেশি পারি।
ভালবাসা আমি যতটা নিয়েছি লুফে
তারও চেয়ে পারি গোগ্রাসে নিতে ভালবাসাহীনতাও।

জন্মের দায়, প্রতিভার পাপ নিয়ে
নিত্য নিয়ত পাথর সরিয়ে হাঁটি।
অতল নিষেধে ডুবতে ডুবতে ভাসি,
আমার কে আছে একা আমি ছাড়া আর?

সাদামাটা কথাবার্তা

একটা এক্স নামের ক্রোমোজোম বেড়াতে বেড়াতে
আরেকটি এক্স নামের ক্রোমোজোমের গায়ে গা লাগাল,
সে ওয়াই নামের ক্রোমোজোমের গায়েও গা লাগাতে পারত।
এক্স এবং ওয়াই-এর ভেতর মূলত কোনও পার্থক্য নেই,
এ এবং বি-র ভেতর যেমন নেই, অথবা আর এবং
এস-এর ভেতর। এ এবং বি কেউ কারও চেয়ে কম নয়,
ও এবং পি-র ওজন কিম্বা আয়তন কারও চেয়ে কারও
কম নয়, এক্স এবং ওয়াইও তেমন কেউ কারও চেয়ে
কম মূল্যবান নয়।

এক্স এক্স থেকে জন্ম নিচ্ছে মানুষ, এক্স ওয়াই থেকেও
জন্ম নিচ্ছে মানুষ। শারীরিক দু'-একটি ছাড়া যাদের মধ্যে
আর কোনও পার্থক্য নেই। তারা হাসে, কাঁদে, খায়-দায়,
ঘুমোয়। তারা অল্প অল্প করে মানবিক দোষগুণে বর্ধিত হয়।
তারা কেউ কারও চেয়ে কম অর্থবহ নয়।

ভাগাভাগি হবার কোনও কারণ নেই, তবু একদল
নিজের ভাগে তড়িঘড়ি নিয়ে নিল গদিঅলা চেয়ার,
বিছানার পুরু তোশক, সম্পত্তির আশি ভাগ ও মাছের মুড়ো।
আরেক পাতে পড়ে রইল এঁটো ও কাঁটা, পড়ে রইল
সস্তা আলতার শিশি ও সুগন্ধি কেশতেল।

AMARBOI.COM

এক্স এবং ওয়াই-এর মধ্যে আশি এবং বিশের, উঁচু এবং
নিচুর, অধিক এবং অল্পের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ
ওয়াই এক্সের কাঁধে চেপে বসে আছে, ওয়াই আনন্দে
পা দোলাচ্ছে, শিস দিচ্ছে, বগল বাজাচ্ছে। এক্স-এর
ঘাড়ে ঘা, এক্স-এর জানুতে ব্যথা, কোমরে খিল।
এই বৈষম্য চোখের সামনে দেখছি সবাই। অথচ কেউ কোনও
কথা বলছি না। আমাদের জিভ কাটা, ঠোঁটে সেলাই, আমাদের
হাত বাঁধা, পায়ে শিকল।

আমরা কি কেউ কোনওদিন কথা বলব না?

বর্ষামঙ্গল

আমি তোমার সব ঋতুকে বর্ষা করে দেব।
খরায় দেখি হলকা ওঠে, ফুলকি ফোটে গায়ে
অহর্নিশি চুল্লি জ্বলে
জলন্ত সে কাঠকয়লা হেঁটে বেড়ায়, হাসে
ভর দুপুরে দাওয়ায় বসে পা ছড়িয়েও কাঁদে।

বসন্ত তো নামে মাত্র
বিষ্ঠে মেখে নিকষ কালো কোকিল এত ডাকে
বিকেল বড় দীর্ঘ মনে হয়।
গা ম্যাজম্যাজ, জ্বর ছাড়ে না
জিভের তেতো মিছরি মেখে কমে
আর বুঝিনে—

বর্ষা এলে উলটোদৌড়, ছলছলনা, আলটপকা হাওয়া
স্মৃতিস্বপ্ন ভুলে তোমার মনো-পলির মোহ
সব গুলোবে,
তোমার সব ঋতুকে তাই বর্ষা করে দেব
দেশসুদ্ধ লোক দেখিয়ে সারা বছর ঘরবন্দি হব।

AMARBOI.COM

চিঠিপত্রের গল্প

ইদানীং আমি আবার দরজা খুলে
সকালের দিকটা বাইরে দাঁড়াই।
চুল শুকোনোর জন্য নয় কিন্তু
বাদামঅলা বিকেলে যায়,
দু'-একটা পাখির ডাক—সে ভেতর -াড়ি থেকেই ভাল।
ডালের বড়ি ছাদে শুকোয়।
রাস্তায় টেরিকাটা ছেলেছোকরা দেখব
সে বয়েস নেই।
তবে?

আসলে নতুন একটা দোষ হয়েছে আমার,
পোস্টাপিসের পিয়ন যায় সকালবেলা
যদি হঠাৎ একটা চিঠি ফেলে রেখে যায়,

বাড়ির বাচ্চারা না বুঝে উড়োজাহাজ বানিয়ে খেলবে
সেই ভয়ে দাঁড়াই এসে।

অবশ্য এ-ও যে একেবারে মনে হয় না তা নয়, যে
তুমি তো এখন রীতিমতো সংসার করছ
বিকেলে কাঠগোলাপের চারায় জল দিচ্ছ,
সন্ধ্যায় বউবাচ্চা নিয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছ,
তুমি চিঠি লিখবে কেন?

সুখে থাকলে কেউ বুঝি কারুকে চিঠি লেখে?

সীমানা

বোধোদয় হবার পর সে যখন পৃথিবীর রূপরসগন্ধ ও বর্ণ দেখবে বলে
চৌকাঠ ডিঙোতে চাইল,
তাকে বলা হল—না। এই দেয়াল দিগন্তরেখা
এই ছাদ তোমার আকাশ।
এই বিছানা-বালিশ, সুগন্ধি সাবান, ট্যালকম পাউডার,
এই পিঁয়াজ-রসুন, সুঁই-সুতো, অলস বিকেলে বালিশের অড়ে
লাল নীল ফুল তোলা, এইটুকু তোমার জীবন

ওই পারে কতটা বিস্তৃত বিচরণভূমি আছে, দেখবে বলে
যখন সে কালো ফটকের তালা খোলে,
তাকে বলা হল—না, উঠোনে সজনের চারা রোপো
পুঁইশাক, লাউ, মাঝে-মধ্যে রকমারি টবে দু'রকম
ফণিমনসা, হলুদ গোলাপ,
এই যে নিকোনো উঠোন, এটুকুই তোমার জমিন।

চক্র

তাকে লাল রং জামা পরানো হয়
কারণ লাল একটি চড়া রং, সহজে চোখে পড়ে।
তার গলায় মালা পরানো হয়, সেই মালা যা
অবলা জন্তুর গলায় দড়ির এবং পালা-পার্বণে কাগজের।
তার কান ছিদ্র করা হয়, একই সাথে নাকও।
সেই নাক ও কানে পরানো হয় ধাতব পদার্থ
নিজস্ব দ্যুতি কম বলে ধাতু অথবা পাথরের দ্যুতি যেন তাকে
আলোকিত করে।

তার হাতে চুড়ি পরানো হয়
অনেকটা হাতবেড়ি, অনেকটা শিকলের মতো এর আকার।
তার পায়ে মল পরানো হয়
কোথায়, কখন সে কী করে যেন জানাজানি হয়।
তার মুখে রং লাগানো হয়
যেন কোনও জড় বস্তুর উপর রং।
তার চোখ, তার গাল, তার ঠোঁট যেন যথার্থ নয়
যেন কিছু প্রলেপযুক্ত না হলে সে যথেষ্ট নয়
সে সম্পূর্ণ নয়।
একটি মানুষকে এভাবেই পণ্য করা হয়
সে গ্রামে পণ্য, শহরে পণ্য,
সে ফুটপাতে, রাস্তায়,
সে বস্তিতে, অভিজাত এলাকায়
সে দেশে, বিদেশে সর্বত্রই
বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দরে পণ্য।

সে বিক্রি হয়
প্রকাশ্যে বিক্রি হয়
এই বিক্রির কোথাও কোথাও বেশ আধুনিকীকরণ হয়েছে।
এই আধুনিকীকরণকে নারী প্রগতির নামে কেউ হাততালি দেয়।

অধিকাংশ নির্বোধ নারী নিজেকে সাধ করে শৃঙ্খলে জড়ায়
যারা ভাঙে, ভেঙে যারা ভাবে যে বেরিয়ে এসেছে
মূলত তারাও জড়িয়ে যায় কোনও না কোনওভাবে
আরেক শৃঙ্খলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন

মানুষগুলো কেমন দেখ চোখ রাঙিয়ে দেখে
যেন আমার হাঁটতে মানা, হাসতে মানা পথে
যেন আমার রঙ্গ দেখে পিত্ত জ্বলে যায়
যেন উঠোন ছেড়ে আমার বাইরে আসা ভুল।

আসলে ভুল জন্ম নিয়ে অপবিত্র দেশে।
পা বাড়ালেই পায়ের নীচে কাঁপন তোলে মাটি
মাটিও বোঝে হিংস্র এক জন্তু বাস করে
ইট-পাথরে, দরদালানে মানুষ বলে নাম।

মানুষ দেখ, মানুষ শোনো চতুর্দিকে ঘিরে
ওরা আমার সুডোল বাহু, কবজি কেটে নেবে
ওরা আমার জিহ্বা কেটে উদর ফেঁড়ে উপড়ে নেবে চোখ
কণ্ঠনালি চেপে আমার শিরায় দেবে বিষ
ওদের আমি চিনি ওদের মানুষ বলে নাম।

বন্য মোষ, সাপ ও শার্দূলের ভয়ে নয়
মানুষ হয়ে মানুষ-ভয়ে দৌড়ে ফিরি ঘর।

AMARBOI.COM

দুঃসময়

সুসময় বেটে আমি কাঁচা হলুদের মতো এর-ওর গায়ে আলতো মাখাই
দুঃসময় শুধু নিভৃত আমার।
সকলে সকল কিছু নেয়, চাঁদমুখ, প্রতিভার দশটি আঙুল, খেলাধুলা।
পাপ ও পুণ্য গুলে কেউ খায়,
চুমুকে নিঃশেষ করে সবুজ অমৃত।

সকলে সকল কিছু নেয়, এত নেয়, এত সুখ
সুখের উঠোনে চাষবাস, এত ফুল, এত অনঙ্গ আনন্দ নেয়, নেয়
সব নেয়,
এসময়, ওসময়, এফোঁড়, ওফোঁড় করে সকল সময় নেয়,
দুঃসময় নেয় না মানুষ।

কষ্টচারণ

আমার বুকের মধ্যে একটা গোপন হাতুড়ি থাকে।
আমি তোমার স্বপ্নগুলো ভেঙে টুকরো করি
গুঁড়ো করি,
তরল করি,
অতঃপর পান করি।
স্বপ্ন পান করতে আমার বড় ভাল লাগে।

স্বপ্নগুলো এত ভারী পাথর,
আমি না পারি লোফালুফি করে আদর করতে,
না পারি ঝাড়-জঙ্গলে ফেলে দিতে।
পাথর নিয়ে আমি আর পারি না, তবু তোমার
স্বপ্ন আমাকে এমন বাঁচা বাঁচায়, যে
আমার সারা গায়ে সুখের কুষ্ঠ হয়
সুখে ভুগতে ভুগতে আমি মরে যাই।

আমার বুকের মধ্যে একটা খালি কৌটো আছে,
ওতে কিচ্ছু নেই,
কিছু না থাকার রিনরিন শব্দ শুনি মাঝে-মধ্যে মধ্যরাতে।
এই শব্দ আমাকে ঘুম পাড়ায়, ঘুম ভাঙায়।

কিছু নেই,
আসলে কিছু না-থাকাই আমার ভাল।

AMARBOI.COM

শিকড়

শিকারি পুরুষ হাতিয়ার নিয়ে ধ্বংসের খেলা খেলে
নারী খড়কুটো, ফলমূল খোঁজে, অরণ্যে হাঁটে পথ।
হাতিয়ার যার মুল্লুক তার, তখন বোঝেনি নারী।
মায়া ও মমতা, ভালবাসা ভরা সন্তানবতী দেহ
ক্রমে নুয়ে আসে, বশ্যতা মানে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

ভূমি ও নারীর সত্ত্বাধিকার চায় গোষ্ঠীর ছেলে
বণ্টন হয় ভূমি আর ভাগ বাটোয়ারা হয় নারী।
প্রজাতি উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া নারী কিছু নয়,
কিছু নয় নারী, মানুষ সে নয়, জড় বস্তুর দলা
নতজানু হয়, বশ্যতা মানে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতিয়ার যার মুল্লুক তার, এখন বুঝেছে নারী
এখন বুঝেছে ধর্মের আর সমাজের নীতি নামে
পুরুষতন্ত্র ডালপালা মেলে বিস্তার করে থাবা।
এখন খুলেছে বহু বছরের ষড়যন্ত্রের জাল
এখন সরেছে স্নেহের কুয়াশা, চেতনার কালো মেঘ।

ব্যক্তির নামে ভূমি নয় আর, আর নয় কোনও নারী
যে জীবন যার, সে জীবন তার, জীবনের মূল কথা।
হাতিয়ার দিয়ে কতকাল আর সভ্যতা কেনা-বেচা!
বৈষম্যের জট ছিঁড়ে নারী সমতার সুতো খোঁজে,
এখন বুঝেছে যে-জীবন যার, সে-জীবন শুধু তার।

জল নেই

আমি কাঁদলে এখন আর ব্রহ্মপুত্র কাঁদে না
সারাদিন ব্রহ্মপুত্র চরের বালিশে মাথা রেখে ঘুমোয়, ঘুমোয়।
এত ঘুম ওর, বছর চলে যায়, চোখের পাতা খোলে না
এখন আমি কাঁদলেও ব্রহ্মপুত্র কাঁদে না।

আগে আমার চোখে জল তো ব্রহ্মপুত্রের চোখ ভেসে যায়
আগে আমার বুকের মধ্যে হইচই তো
ব্রহ্মপুত্র তীরে এসে এলোপাথাড়ি আছড়ে পড়ে।
আগে আমার ঘুম নেই তো ব্রহ্মপুত্র
চুলে বিলি কেটে হাওয়া করে, মাথার কাছে সারারাত জেগে বসা।

এখন ব্রহ্মপুত্র কারও দিকে ফিরে তাকায় না
কারও মনে আনন্দ হলে ব্রহ্মপুত্রের কী এসে যায়,
কারও চোখে জল তো ব্রহ্মপুত্রের কী,
কেউ মরে গেলে মরে যাক।

ব্রহ্মপুত্র এখন এত একা, শহর উপচে-পড়া মানুষ,
কোলাহল, এক-একটা কষ্টের পাথর, হাহাকার
ব্রহ্মপুত্র তবু ফেরে না, কারও জন্য একফোঁটা কাঁদে না।
জল কই যে ব্রহ্মপুত্র কাঁদবে?

একলা মানুষ

(যুবক বলেছে অন্য রমণীর কথা)

কোথাও যাবার না থাকলে এরকমই হয়,
এরকম সাদা উঠোন, বেলগাছ, একাকী বেড়াল
দু'-চারটে লেবু গাছের পাশে অন্য মনে হাঁটাহাঁটি।
কোথাও যাবার না থাকলে হেঁটে হেঁটে
ঘরের আঙিনায় বার বার ফিরে আসা
এক একটি শীতের বিকেল এত দীর্ঘ মনে হয়
ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে একে পার করে
কোনও সুনসান রাত অথবা ঝলমলে দুপুর নিয়ে আসি।
স্বপ্ন আর হই-হট্টগোলে দিন কেটে যাবে।

কোথাও যাবার না থাকলে দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসি
মনে মনে কুয়াশা কেটে অন্য এক ঘরে যাই।
সেই ঘরে সৌম্য যুবক না জানি কার অপেক্ষায় থাকে!

আমার কোথাও যাবার নেই। চেনা ঘরবাড়ি,
উঠোন, পাঁচিল আগলে বসে প্রতিটি শীতের বিকেলে
আমি মনে মনে অন্য এক দরোজায় টোকা দিই
টোকা দিই, টোকা দিই
বুকের উনুন থেকে উপচে-ওঠা কান্না চেপে বলি—
যুবক, তুমি কার অপেক্ষা কর!

ভ্রূণ

যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
সে ইচ্ছে করলেই একঝাঁক তুলতুলে শিশুকে কুয়োর কাছে
ডেকে এনে আচমকা ধাক্কা দিতে পারে।
যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
সে বাগানের সমস্ত গোলাপ গাছ উপড়ে ফেলতে পারে
স্নানের পুকুরে নামাতে পারে অসংখ্য হাঙর।
যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
বিশাল জনসভায় সে শখ করে ছেড়ে দিতে পারে একলক্ষ বিষধর সাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
মিছিলের সকল মানুষের জিহ্বা সে কেটে নিতে পারে,
নাগাড়ে পৃথিবীর সকল নারীকে ধর্ষণ করতে পারে
সে বড় আহ্লাদ করে জ্বালাতে পারে ঘরবাড়ি
গ্রাম, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম।

তুমি আমার ভ্রূণ নষ্ট করেছ
তুমি আমার সকল আনন্দ ও সুন্দরের গালে থাপ্পর মেরেছ।

আমার জন্য এই শহরে একটি আদালতও নেই
যে আমি বিচার দেব।

চন্দনা, শোন

দিন যায়, যায়
আঙুলের কড়ায় গুনে এক-একটি সোনালি বছর
এক দুই তিন করে
কৈশোরের গোল্লাছুট যায়, ছাদে দলবেঁধে হাসাহাসি,
চোখ লাল করে সারারাত শরৎচন্দ্র

চার পাঁচ ছয় করে বছর যায়
উথাল ঢেউয়ের মতো সকল তারুণ্য যায়,
সংস্কৃতির এ-মাথা ও-মাথা চষে মধ্যরাতে ঘরে ফেরা,
প্রেম ও প্রেমহীনতায় নিভৃত ক্রন্দন, যায়
আট নয় দশ করে বছর যায়
তোকে আমার ভোলা হয় না।

করতলে পড়ে আছে অর্ধেক যেটুকু জীবন
জানি তা-ও যাবে, ভোলা হবে না
তোকে আমার ভোলা হবে না।

AMARBOI.COM

মাত্রা

এত যাই,
তবু আমি মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারি না।

ঘুরে ঘুরে ফিরে আসি, চক্রাকারে
আমূল আন্দোলিত হই, মনে মনে
যাকে ডেকে রাত পার করি, সে ছাড়া সকলেই আসে,
হাসে, কুশল জিজ্ঞাসা করে।
এত ভাবি চলে যাব অপর দ্রাঘিমায়
দৃষ্টির ওপারে যাব, ভালবাসারও ওপারে,

যাই,
তবু মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারি না।
খোলা মাঠে চমৎকার যুবতীরা তাকে ঘিরে কানামাছি খেলে।
যেতে চাই, কে যেন পেছন থেকে ডাকে।
কেউ কি আসলেই ডাকে?
নাকি আমাকে আমিই ডাকি।

ডাকি, নিজেকে নিজেই ফেরাই,
অভিমানে আহত হলে দূরে যাই, যত দূরেই যাই
আমি মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারি না।

AMARBOI.COM

দুঃসহবাস

তুমি আমার সর্বনাশ করেছ।

আমার সুস্থতার দিকে এমন এক জীবাণু আক্রান্ত ঢিল ছুড়েছ
যেন যতদিন বাঁচি, ধুঁকে ধুঁকে
অসুস্থ জরায়ু, অসুস্থ ফুসফুস-যকৃত নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে।
সারাদিন উলটো সাঁতার, দড়িলাফ, প্রিয় গোল্লাছুট
নেশা যার ভ্রমণ ভ্রমণ
সে যদি বিছানায় সটান শুয়ে থাকে, শিয়রে
জমা হয় কমলালেবু, আঙুর!
আমার অমল আনন্দের দিকে কেন তুমি ছুড়ে দিলে ছেঁড়া জুতো
বিদ্রুপের তির।
তুমি আমার তাবৎ সুন্দরকে ডুবিয়ে এনেছ নোংরা নর্দমায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর তিলার্ধও অবশিষ্ট নেই।
এমন সমূহ সর্বনাশ কে আর করে নির্দ্বিধায়?

তুমি করো।
তুমি বলেই আমি মেনে নিই সকল দুঃসহবাস।

চাই

ক্রীতদাস চাই, ক্রীতদাস চাই, চাই
তুমি এসো যদি, পায়ে পড়ো যদি, দেব
দেব খুদকুঁড়ো, দেব অম্বল, নেব
নেব সুখ আর স্বস্তি যেটুকু পাই।

চাই, চাই, চাই, ক্রীতদাস চাই, চাই
নতমুখ চাই, বিনয় নম্র চোখ।
জীবনের প্রতি রোমকূপে শিহরন,
চাই আনন্দ, শীর্ষের সব সুখ।

ক্রীতদাস চাই, না পেলে না পাই, ব্যাস
যেভাবে যেমন হুল্লোড় হয় হবে।
কেউ আসে যদি, বিশেষত তুমি, দেব
দেব যতটুকু, নেব তার চেয়ে বেশি।

চাই ক্রীতদাস, ক্রীতদাস চাই, তাই
যদি কিছু হও, ক্রীতদাস হও ভাল
এমনও তো হয়, হঠাৎ কখনও আমি
না বুঝে অন্ধ ভালও বাসতে পারি।

AMARBOI.COM

আশ্রয়

(অথচ মানুষ যায় নির্দ্বিধায় মানুষের দিকে)

মানুষের কাছে নয়, শেষাবধি আমি শিল্পের কাছেই ফিরি
শিল্পের উঠোনে ঘাস,
দুই পা ছড়িয়ে দেহ মেলবার মতো।
শিল্পের আঁচল এত বড়
গড়িয়ে গড়িয়ে এলোমেলো ঘুম যাই সারা দ্বিপ্রহর।

মানুষে বিশ্বাস নেই
আজ চুমু খেলে কাল ফেলে দেবে দূরে
আজ দূরে গেলে বুকে তুলে নেবে কাল।

মানুষে বিশ্বাস নেই
ঐশ্বর্যের ঝুড়ি ঢেলে দিয়ে মানুষই পারবে কেড়ে নিতে ফের সব,
মানুষই পারবে সুখ দিয়ে ফের দুঃখ দিতে অবিরাম।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে শিল্পের দরোজায় কড়া নাড়ি
শিল্পের কাঁধে রাখি বিশ্বাসের ক্লান্ত করতল।

AMARBOI.COM

না বোধক

একজন আমাকে একমুঠো স্বপ্নের গুঁড়ো দিয়েছিল
আমি ভুল করে জীবনের জলে সেই গুঁড়ো গুলতে গিয়েছি।
জলে এত কিছু মেশে, দুঃখ সুখ পাশাপাশি দ্রবীভূত হয়।
এত নাড়ি-চাড়ি, ঘাঁটি, স্বপ্নের গুঁড়ো
জীবনের জলে তবু সামান্য মেশে না।
ভালবাসার চামচ নেড়ে আমি রাত্রিদিন
দ্রবণের অপেক্ষা করি।
মেশে না, মেলে না।

কত কেউ দিয়েছিল,
দিয়েছিল সাতরং গুঁড়ো। মেলে না, মেশে না।
আসলে স্বপ্নের সব গুঁড়ো শেষ বিকেলের দিকে
ফুঁ দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়াই ভাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাসে হারিয়ে যাবে, শূন্য আকাশ দেখে
মাঝে-মধ্যে হবে চমৎকার স্বপ্ন-রোমন্থন।

জীবনকে কেবল সাদামাটা যাপন করা ছাড়া
কিছুই করার নেই তৃতীয় বিশ্বের এক অনাথ মানুষের।

নয়াপল্টন

নয়াপল্টনের মোড়ে তার সাথে দেখা হবে।
কার সাথে জানো?
এক সুদর্শন যুবকের সাথে।

তার দিকে তাকালে নদীর পাড় যেমন ভাঙে
পম্পাইয়ের অগ্ন্যুৎপাতে শহর ধসে যায়
শীতের সাইবেরিয়ায় বরফের বৃষ্টি যেমন নামে
আমিও তেমন ভেঙে যাই, বরফকুচির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরি।

যুবক আমার দিকে ফিরেও দেখে না,
যুবকের সময় নেই মানুষের দুঃখ দেখার।

তবুও নয়াপল্টন যাই প্রতিদিন।
কেন যাই জানো?
যদি সেই সুদর্শন যুবকের দেখা পাই
যদি যুবক আমার দিকে একবার ফিরে দেখে।

মন বসে না

এক নদী জল, এক নদী জল সাঁতার জানি না
ডাঙায় আমার জন্মকর্ম জলের কী বুঝি!
আমার কিছু ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না ছাই

ঘরে আমার মন বসে না, মন বসে না মন
কেউ ডাকে না।

AMARBOI.COM

হৃদয় মেলে বসে ছিলাম কেউ ডাকেনি আয়
আয় যমুনা স্বর্গে যাব ভাল বাসব আয়।

সমুদ্দুরে ডুবে আছি সাঁতার জানি না।

সভ্যতা

দূরে চোখ যায় ভিড়, মানুষের কিলবিল ভিড়,
বিলি কেটে কেটে যাই, দেখি,
দেখি রক্তের জলে উলটো সাঁতার কাটছে মানুষ
চোখ খোলা, ঠোঁটে নীল ভয়, সাদাটে ত্বকের মৃত মানুষ।

দাঁড়ানো মানুষের চোখ শান্ত, নির্লিপ্ত, নিরুদ্বেগ
মৃতের নামধাম, রক্তের কারণ নিয়ে কারও উৎসাহ নেই।
কেউ আসে, অফিসের দেরি বলে তড়িঘড়ি চলে যায়
কেউ আসে, ঘড়িতে দশটা বাজে কোথাও যাবার বড় তাড়া
সবাই, যারাই দাঁড়ায়, যে যার ব্যক্তিগত কাজে দ্রুত পথ মাপে।

ফুটপাতে কুকুর ও মাছির জান্তব উৎসব চলে
মানুষেরা কেউ অফিস কামাই করে না, করে না ব্যবসায় এক পয়সা ক্ষতি,
মঞ্চে বক্তৃতা করতে দু'মিনিট দেরি, কারও আছে অলস নিদ্রা,
ভিড় কমে, ভিড় কমে যায়।
আমি দাঁড়িয়ে থাকি একা, ভিড় নেই
মৃত দেখে নয়, জীবন্ত লাশগুলো দেখে আমার বিস্ময় বাড়ে।

স্বপ্নোত্থিত

লৌহিত্য নদের পাড়ে ছিল আমার শহর
শহরের কোলে যেই বাড়ি দোল খায়
সেই বাড়ি আমাদের বাড়ি।
বাড়ির বাগান থেকে যে বছর সব ফুল ঝরে গেল
সে বছর গোপনে আমারও পার হল একুশ বছর।

মেঘনার জল দেখে লৌহিত্য নদের মুখ মনে পড়ে

AMARBOI.COM

যমুনা সাঁতার দিলে মনে পড়ে
দূর থেকে তিতাসের সামান্য কিনারা দেখে মনে পড়ে
আমার দু'চোখ থেকে নামে লৌহিত্যের লোনা জল।

আমার শহর ছেড়ে ঘুরি-ফিরি সকল শহর
পদ্মার শরীর ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ দাঁড়ালে পদ্মা ভাল না বেসে পারে না।
সকল নদীর জলে লৌহিত্যের জল
আমার শহর দেখি সকল শহরে।
খাঁচা ভেঙে ভালবাসা বাইরে বেরিয়ে দেখে অসীম আকাশ।

পৃথিবীতে এমন শহর নেই যে শহর আমার শহর নয়
পৃথিবীর কোনও নদী এমন দেখিনি আমি
যে নদী লৌহিত্য নয়।

কাল রাতের বেলা

টেলিফোন পড়ে থাকে শিয়রের কাছে একা
টেলিফোন বাজে না আগের মতো আর, যদি বাজে
চিনি না এমন স্বর বলে হ্যালো, হ্যালো।
এমনও সময় গেছে
রবীন্দ্রসংগীত শুনে সারা রাত পার করে
নিরলস দু' বাহুর আড়মোড়া ভেঙে এনেছি সকাল।
এমনও সময় গেছে, তার
নিশ্বাসের শব্দে ছিল ঘুমপাড়ানিয়া সুর
সে সুরে ঘুমিয়ে গেছি অবেলায়, ঘোর দুর্যোগের দিনে।

আনন্দধ্বনির গান স্নায়ুর সিঁড়িতে রেখে গেছে দীর্ঘ পদচ্ছাপ
পৃথিবীতে এত জল নেই ধুয়ে দেব,
এত মাটি নেই লেপে দিয়ে মুছব প্রণয়।

টেলিফোনের ওপারে কত কেউ আছে
রবীন্দ্রসংগীত শোনাবার কোনও অরূপরতন নেই,
নেই আগেকার সেই বিনিদ্র অসুখ,
'পরবাসী, চলে এসো ঘরে' বলে অতন্দ্র গলায়
গান গেয়ে পূর্ণ কেউ করে না আমার কোনও একলা দুপুর।

টেলিফোন বাজে,
চিনি না এমন স্বর বলে হ্যালো, হ্যালো।

AMARBOI.COM

প্রাপ্তি

সাতসকালে খড় কুড়োতে গিয়ে
আমার ঝুড়ি উপচে গেছে ফুলে
এত আমার কাম্য ছিল না তো!
এখন আমি কোথায় রাখি, কোথায় বসি, কোথায় গিয়ে কাঁদি।

পুরো জীবন শূন্য ছিল, ছিল
কারু তো আর দায় পড়েনি দেবে
তুমি এমন ঢেলে দিচ্ছ, ভরে দিচ্ছ, কাছে নিচ্ছ টেনে
এত আমার প্রাপ্য ছিল না তো!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতলে অন্তরীণ

মাঝরাতের আলো ১১৫ • বিপরীত খেলা ১১৫ • প্রতিবন্ধ ১১৬ • নারী পুরুষ পদ্য ১১৬ • নারীরা পারে না ১১৭ • ঝড়-জলের মন ১১৮ • প্রফুল্লদের বাড়ি ১১৯ • আগ্রাসন ১১৯ • বালিকার গোল্লাছুট ১২০ • ভালবাসা ১২০ • সোনার শিকল ১২১ • বোকা বালিকারা ১২১ • দুঃসহবাস-১ ১২২ • দুঃসহবাস-২ ১২২ • কিছু না কিছু ১২৩ • নাম ধরে ডাকো ১২৩ • বিভেদ ১২৪ • অন্য জীবন ১২৪ • শুধু যাওয়া ১২৫ • আগুন ১২৫ • নারী দ্রব্য ১২৬ • দিন যায় ১২৭ • বাহিরে অন্তরে ১২৮ • অল্প কথা ১২৮ • সমুদ্র-যাপন ১২৯ • নীলকণ্ঠ নারী ১৩০ • বিবিক্ত ১৩০ • লজ্জানারীলতা ১৩১ • নারীর মুখে চুনকালি ১৩১ • দুরারোগ্য আঙুল ১৩১ • রোজনামচা ১৩২ • সঙ্গীহীনের ঘরে ১৩৩ • মুক্ত দাম্পত্য ১৩৩ • কূল-কিনার নেই ১৩৪ • জল-জল খেলা ১৩৪ • হাওয়া, ও হাওয়া ১৩৫ • উচ্ছন্ন ১৩৬ • ভুলভাল ১৩৬ • না হয় হই ১৩৭ • অনুতাপ, তাপ ১৩৮ • যাত্রা ১৩৮ • ভয় ১৩৯ • প্রায়শ্চিত্ত ১৩৯ • মেয়ে, তুই জল খাবি? ১৪০ • শিয়রে সোনার কাঠি ১৪১ • সস্তার জিনিস ১৪১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীকে তারা কচি গরুর মাংস মনে করে
মনে করে আমের মোরব্বা,
মনে করে সেদ্ধ ডিম,
দুধের সন্দেশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝরাতের আলো

পেছনে কিছু নেই, পেছনে ফাঁকা ঘর, পেছনে খোলা মাঠ
পেছনে শূন্যতা, স্মৃতির তোরঙ্গে তিনশো আরশোলা
পেছনে ভুলচুক, পেছনে খাল নালা, পতন নিশ্চিত
পেছনে ক্রন্দন, পেছনে কেউ নেই, অন্ধ হাঁটাহাঁটি।

সামনে পেতে পারি, সামনে কিছু যদি
সামনে যদি থাকে সামনে সামান্য—
সামনে দু'একটি পাথর যদি মেলে
পাথরে পাথরেই আগুন জ্বেলে দেব।
আগুন অন্তত তাড়াবে সাপখোপ
বৃক্ষ চিনে নেব চিনব তরুলতা
সবচে ভাল হয় মানুষ যদি চিনি।

বিপরীত খেলা

সেদিন রমনায় দেখি একটা ছেলে মেয়ে কিনছে।
আমার খুব ইচ্ছে করে দশ-পাঁচ টাকায় ছেলে কিনতে
ছেলের কামানো গাল, ধোয়া শার্ট, চুলে টেরি
পার্কের বেঞ্চে, বড় রাস্তায় ত্রিভঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে—

ইচ্ছে করে ছেলের কলার টেনে রিকশায় ওঠাতে—
পেটে-ঘাড়ে কাতুকুতু দিয়ে হাসাব
ঘরে এনে হিলঅলা জুতোয়
বেধড়ক পিটিয়ে ছেড়ে দেব— যাশ্ শালা।

ছেলেরা কপালে স্যালোনপাস লাগিয়ে
ভোরের ফুটপাতে ঝিমোবে,
গা চুলকোবে, রোঁয়া-ওঠা কুকুর চেটে খাবে জংঘার ঘা থেকে
গড়িয়ে পড়া হরিদ্রাভ রস
দেখে মেয়েরা চুড়ি-ভাঙা শব্দে হেসে উঠবে রিন রিন

আমার খুব ছেলে কিনতে ইচ্ছে হয়
ডাশা ডাশা ছেলে, বুকে ঘন লোম—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে কিনে ছেলেকে আমূল তছনছ করে
কুঞ্চিত অণ্ডকোষে জোর লাথি কষে বলে উঠব— যাশ্ শালা।

প্রতিবন্ধ

প্রায়ই আমাকে হোঁচট খেতে হয়
না, কোনও পাথরে নয়, সাক্ষাৎ মানুষে হোঁচট।
হোঁচট খেলে পায়ের বুড়ো আঙুল ছড়ে যায়
মনের আঙুল ক'টি আমি জানি না—
সে আঙুলে বুড়ো কড়ে আছে কি না তা-ও আমার জানা নেই

কেবল জানি মানুষে হোঁচট খেলে
যাবতীয় ছড়ে-ফড়ে এমন এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে
এমন এক বিতিকিচ্ছিরি যে
সামনে দুর্গম অরণ্য কিম্বা পাহাড় পড়লে আমি এত বিমর্ষ হই না
যত হই মানুষ পড়লে।

AMARBOI.COM

নারী পুরুষ পদ্য

১ পুরুষ পুরুষ করে নারী
পুরুষ দেবে ঘর
এক জীবনে পুরুষ হবে
মহামূল্য বর।

পুরুষ আলো, পুরুষ ভাল
পুরুষ হল ঝড়,
সুযোগ বুঝে পুরুষ দিল
নারীর গালে চড়।

২ পুরুষ পুরুষ করে তারা
পুরুষ নাকি নর
পুরুষ ছাড়া কার কাঁধে আর
পঙ্গু নারীর ভর?

তুলো-নারী পুরুষ যাচে
পুরুষ দিল ধুন,
নগ্ন দেহ মগ্ন মাথা
নারীর মুখে চুন।

৩ পুরুষ তার বৃক্ষ হবে
পুরুষ হবে ছায়া
মহানুভব পুরুষ দেখে
নারীর জাগে মায়া।

সেই পুরুষই কষে দিল
নারীর পিঠে কিল,
ডাগর দু'চোখ উপড়ে নিল
পুরুষরূপী চিল।

৪ পুরুষ এলে ফুল ফুটবে
পুরুষ দেবে সুখ,
পুরুষ পেয়ে ফর্সা হবে
কালো নারীর মুখ।

পুরুষ নামে অন্ধ তারা
পির ফকিরের ফুঁ,
সতীসাধ্বী নারীর গায়ে
পুরুষ দিল থুঃ।

AMARBOI.COM

নারীরা পারে না

যে কোনও পুরুষ নির্দ্বিধায় পারে
যে কোনও নারীর মেদমাংস ছুঁয়ে ছেনে হরষিত হতে।
যে কোনও পুরুষ আচমকা একটি নারীর
আদ্যোপান্ত খুলে মেলে উষ্ণ হতে পারে।
আবেগের ঋতু এলে জন্তু মাত্র যে কোনও জন্তুর দিকে বাড়ায়
শরীর।

ভালবাসা ছাড়া কোনও মাংসের শরীর ছুঁতে
পারঙ্গম জন্তু ও পুরুষ,
নারী নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসা ছাড়া
কোনও অস্থি মজ্জা থেকে ঘ্রাণ শুঁকে নিতে
আর যারা পারে, পারে; নারীরা পারে না।

নারীরা পারে না, ভালবাসা ছাড়া
কোনও ত্বকে আঙুলের স্পর্শ রাখা যে পারে পারুক।

ঝড়-জলের মন

ঝড় হচ্ছে, বালু উড়ছে, জল নামছে ধুম
ঝড় হচ্ছে—গাছ-গাছালি গা মোচড়ায় বেঁকে
কোথায় যেন ঘূর্ণি দিয়ে কষ্ট নেমে আসে।

এই ঘটনা আমার বুকে, অন্য কারও নয়।
অন্যখানে শৈত্য হলে আমার বুকে দাহ
আমার যদি জলপিপাসা, ডুবসাঁতারে তারা
তারা আমার আত্মীয় না, বন্ধুও না কেউ।

আর সকলে সুখেই থাকে, আমার শুধু নেই
আমার শুধু শূন্যতার সঙ্গে বসবাস
আর সকলে তা-থই-থই, আমি নিমজ্জন
আমার চোখে ঘোর কুয়াশা, অন্য চোখে আলো।

ঝড় হচ্ছে, বাতি নিবছে, অন্ধকারে একা
দরজা খুলে জানলা ভেঙে দুঃখ ঝেপে আসে
হঠাৎ আমি কেঁদে উঠলে পাড়াপড়শি হাসে
নিজেই কাঁদি, নিজে আবার শান্ত করি মন।

প্রফুল্লদের বাড়ি

আমাদের বাড়ির একেবারে লাগোয়া বাড়িটিই প্রফুল্লদের বাড়ি
আমাদের জাম গাছের জাম, বেল গাছের বেল
বোঁটা ছিঁড়ে পড়লে ওদের বাড়িই পড়ত।
শরতের ভোরে ওদের শিউলি ফুলে
আমাদের মাঠ ছেয়ে থাকত, ওদের আমলকি
চুপচাপ লুকিয়ে থাকত আমাদের ঘাসের আড়ালে।

একবার আমার এক দূরসম্পর্কের খালু না ফুপা
আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে
সারা বাড়ি মেজাজ গরম করে হাঁটল আর
সন্ধের দিকে কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা নেই
দুটো ফলবতী গাছ গোড়ায় কেটে দিল,
সেই জাম আর বেল।

প্রফুল্লদের সঙ্গে আমাদের কখনও কোনও বিবাদ ছিল না
ওদের শিউলি ফুলে আমাদের মাঠ এখনও
ছেয়ে থাকে, এখনও আমলকিতে।

আর ও-বাড়িতে আমাদের ধুলোবালি ছাড়া
আর কিছুই পৌঁছে না।

AMARBOI.COM

আগ্রাসন

মানুষের চরিত্রই এমন
বসলে বলবে— না বোসো না
দাঁড়ালে, কী ব্যাপার হাঁটো
আর হাঁটলে, ছিঃ বসো।

শুয়ে পড়লেও তাড়া— নাও ওঠো
না শুলেও স্বস্তি নেই, একটু তো শোবে!

ওঠ-বস করে করে নষ্ট হচ্ছে দিন
এখনও মরতে গেলে বলে ওঠে— বাঁচো
না জানি কখন বাঁচতে দেখলে বলে উঠবে— ছিঃ মরো।

বড় ভয়ে গোপনে গোপনে বাঁচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিকার গোল্লাছুট

আমরা বালিকারা যে খেলাটি খেলব বলে পৃথিবীতে বিকেল নামত
সে খেলার নাম গোল্লাছুট।
সারা মাঠ জুড়ে বিষম হই চই—
সেই নিশ্ছিদ্র আনন্দ থেকে
গড়িয়ে গড়িয়ে কবেই এসেছি শতছিন্ন দুঃখের ছায়ায়,
মনে নেই, মনে নেই কোন দল কোন দিকে ছোটে,
কাকে ছুঁলে হয় নিখাদ বিজয়!
বালিকারা এখনও কি খেলে হাওয়ায় উড়িয়ে চুল গোল্লাছুট খেলা?

আমার আবার ইচ্ছে করে খেলি
এখনও মাঝে মধ্যে আকুপাকু করে পায়ের আঙুল
ধুলোয় ডুবতে চায় গোপন গোড়ালি।
ইচ্ছে করে, যাই
পৃথিবীর সকল বয়স্ক বালিকা দিই গোল্লা থেকে ছুট।

ভালবাসা

ভালবাসা পেলে কেবল বেগুন ভর্তা, দুটো লংকা চটকে ভাত
ফুটপাতে রাত
তবু অন্য এক আনন্দ হয় জেতার।

ভালবাসা পেলে
দু'আঙুলের ভেতর জীবন নিয়ে চমৎকার ফোঁকা যায়।
বুকের মধ্যে হায়!
বিনা তারে বেজে ওঠে অলৌকিক সেতার।

AMARBOI.COM

সোনার শিকল

যাকে আমার ইচ্ছে করে তাকেই দেব মন
পায়ে শিকল, হাতে শিকল, মনে শিকল নেই
শিকল যারা পরায় তারা শরীর শুধু চেনে
ক্ষুদ্র চেনা দিয়ে কি আর হৃদয় চেনে কেউ?

আর সকলে বন্দি থাকে, হৃদয় ঘোরে ফেরে
এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘোরে, উঠোন থেকে মাঠ
মাঠ পেরিয়ে বন বাদাড়ে আকাশ জুড়ে ওড়ে
শিকল যারা পরায় তারা শরীর চেখে দেখে।

খোঁজে অন্য স্বপ্ন কি না রোমকূপের ফাঁকে
শোনে ভিন্ন সুখের স্মৃতি চিবুক বলে কি না
শিকল যারা পরায় তারা শরীর শুধু চেনে
হাত বাড়ালে হাতের কাছে শরীর দেব খুলে।

শরীর দেব শরীর খুলে জৈব খেলা হোক
সৌর থেকে জগৎ তুলে তাদের হাতে দেব
তবু আমার মন দেব না অমূল্য এ মন
যাকে আমার ইচ্ছে করে কেবল তাকে ছাড়া।

AMARBOI.COM

বোকা বালিকারা

বালিকারা আসে, বালিকারা যায়
বালিকারা ভাসে, বালিকারা ডোবে
যে কোনও কথায় বালিকারা দেয় সায়।

বালিকারা বসে, বালিকারা ওঠে
বোঝা বড় দায় বালিকার হাব ভাব
লোকে যাই বলে বলুক ক্ষতি কী
বালিকারা কুঁড়ি, বালিকারা কচিডাব।

বালিকারা নাচে, বালিকারা গায়
হাত বাড়ালেই বালিকারা খুশি
যে কোনও কাজেই বালিকারা দেয় সায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃসহবাস-১

কেউ কেউ তো থাকে এমন
যার কোনও ঘর হয় না, উঠোন হয় না।

কেউ কেউ তো থাকেই এমন
শহর ভর্তি মানুষ, অথচ
ভালবাসবার একজন মানুষ জোটে না।

কেউ কেউ কি এমন থাকে না
সারা জীবন পাখি এবং আকাশ দেখতে দেখতে
মানুষ এবং অরণ্য দেখতে দেখতে
সমুদ্র এবং শূন্যতা দেখতে দেখতে বয়স বাড়ে!

আর বয়স বাড়তে বাড়তে এমনও কি হয় না
যে ধসে যাবার আগ-মুহূর্তে
আর একটি জীবন চায় জীবন— যাপনের?

হয় না এমন তো নয়, হয়।

AMARBOI.COM

দুঃসহবাস-২

যে মানুষ দূরে থাকে
দু'একটা অনুষঙ্গ পেয়ে সেও
কথায় কথায় কাছ ঘেঁষে কৌশলে দাঁড়ায়।
যে মানুষ কাছে বসে, হাসে
সে আমার শ্যামল হাতের দিকে খেলাচ্ছলে
নিশ্চিত বাড়াতে চায় নষ্ট তিনটে আঙুল।

যে মানুষ আমার শরীর ছোঁয়
সে কেবল অনিত্য শরীরই ছোঁয়
সে আমার ঠোঁট থেকে নাভিমুল ছুঁয়ে দেখে।
সে আমার ত্বক থেকে গভীর সুগন্ধ নিতে নিতে
আড়মোড়া ভেঙে, যায় অন্য সুগন্ধের দিকে।

অসহায় অনাঘ্রাতা মন পড়ে থাকে একা
তাকে কেউ ভুল করে ছুঁয়েও দেখে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু না কিছু

কিছু কিছু পেটুক পুরুষ আছে
নারীকে তারা কচি গরুর মাংস মনে করে
মনে করে আমের মোরব্বা, মনে করে সেদ্ধ ডিম, দুধের সন্দেশ।

কিছু অসুস্থ পুরুষ
নারীকে ভাবে রোগ-শোক, ভাবে বদ্ধ জলাশয়, জীবাণুর নষ্ট ভাগাড়
ভাবে পৃথিবীর নিম্নলিঙ্গ নিঃসঙ্গ মানুষ।

কিছু কিছু ধর্মান্ধ কাপুরুষ
নারীকে ভাবে পাঁজরের উচ্ছিষ্ট হাড় থেকে
বানানো কিম্ভূত প্রাণী
রমণের নিমিত্ত উপাদেয় ভোগের সামগ্রী।

কিছু বিষ্ঠা পৃথিবীতে চিরকাল থাকেই
কিছু দুর্গন্ধ নির্যাস।

AMARBOI.COM

নাম ধরে ডাকো

চোখ বন্ধ করে সিঁড়ি পার হও
গুনে গুনে তিনশো চল্লিশ সিঁড়ি।
এরপর হাতের বাঁদিকে একেবারে সোজা
সোজা, নাক বরাবর এসে নাগালের মধ্যে পাবে সাতটি দরজা।
যে দরজাটি সবচেয়ে দরিদ্র সেটি ধরে ডাক দেবে...
ভেতরে ভীষণ
অপেক্ষা করব আমি
ভেতরে অপেক্ষা
ভয়ানক কাঁদাবে আমাকে
ভেতরে আগুন
ছাই ঢেকে বৃথাই লুকোবে মুখ।

সিঁড়ি পার হও
এই হাত ধরছি তোমার
এই কাঁধ নাও, ভর রেখে পার হও
হাড়ভাঙা সবক'টি সিঁড়ি

তবু একবার ডাকো,
কতকাল কারও ডাক না শুনে নিজের
ডাকনাম ভুলে গেছি।

বিভেদ

আমাদের কথা তাহারা বলত, তাহাদের কথা আমরা
যাহাদের কাজ আমরা করিনি, তাহারা করেনি, যাহারা
আমাদের নয়, তাহাদের নয়, আত্মীয় নয় কাহারও
যাহারা নিরত ইন্দ্রিয় সুখ চর্চায় খুব ব্যস্ত
যাহাদের কথা যাহারাই বলে যাহাদের নিয়ে যাহারা
যাহারা উড়ছে, যাহারা নামছে, যাহারা খেলছে বিশ্ব
সেই খেলাগুলো তাহারা খেলে না, আমরা খেলতে জানি না
আমাদের পেটে ক্ষুধা, গোল কৃমি, বুকে ক্ষয় কাশ, হাঁপানি
তাহাদের পায়ে পচনের রোগ, ম্যালেরিয়া জ্বর, কুষ্ঠ
যাহাদের কোনও রোগ নেই কোনও শোক নেই মনে শরীরে
যাহাদের সাথে সাযুজ্য নেই বৈভব আর বিষয়ে
যাহারা বৃত্ত রচনা করেছে বৃত্তই খাবে যাহাকে
যাহারা যাহারা আগে বাড়ে বড় আগ-পাছ-তলা চিনেছি
আমরা তাহারা পৃথক হয়েছি যাহাদের থাবা সরিয়ে
আমাদের নেই, তাহাদের নেই, নেই কিছু নেই বিত্ত
না থাকে না থাক, আমরা তাহারা শুদ্ধতা নিয়ে তুষ্ট।

অন্য জীবন

দাওয়ায় বসে উকুন মেরে মেয়েদের বিকেলটা কেটে যায়
কুপি জ্বেলে কাচ্চা-বাচ্চা খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে কাটে সন্ধেবেলা।
বাকি রাত্তির ঘরের পুরুষদের চড় লাথির জন্য পিঠ পেতে রেখে
অথবা আধ ন্যাংটো হয়ে তক্তপোষে পড়ে থেকে—

কাক ও মেয়েরা একযোগে ভোর শুরু করে।
উনুনে ফুঁকনি ফুঁকে,
পাঁচ আঙুলে কুলোর পিঠ থাপড়ে আর দু'আঙুলে কঙ্কর বেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালের কঙ্কর বেছে পার হয় মেয়েদের অর্ধেক জীবন।

বেছে বেছে হৃদয়ে কঙ্কর জমে,
কেউ নেই, দু'আঙুল ছোঁয়াবার...

শুধু যাওয়া

ট্রেন চলে যায়, হুইসেল বাজাতে বাজাতে চলে যায়
আমাদের শহরের নীল ট্রেন।
ট্রেন যায়, আমাকে পেছনে রেখে ট্রেন চলে যায়—
ট্রেন যায় আমাকে একলা রেখে আমার ব্রহ্মপুত্রের দিকে।
কাশবন পেরোতে পেরোতে যায়, বাঁধানো পুকুর ফেলে, মাঠ ফেলে, ঘুড়ির আকাশ ফেলে

এত তাকে ইচ্ছে করে থামাই থামাই,
ট্রেনের তো লোহার শরীর, সে থামবে কেন?
মানুষই যখন মানুষের জন্য আজকাল কোথাও থামে না।

AMARBOI.COM

আগুন

সে আমার স্বামী, অভিধান বলে সে আমার
কর্তা, প্রভু, অধিপতি ইত্যাদি ইত্যাদি
সমাজ স্বীকার করে সে আমার অনন্য ঈশ্বর।

আমার অথর্ব স্বামী শিখে গেছে
কর্তৃত্ব করার প্রচলিত নিয়মকানুন।
সে ভীষণ যেতে চায় পুলসেরাতের পথ হেঁটে ঝলমলে বেহেস্তের দেশে
চায় ফলমূল, রঙিন পানীয় আর সুস্বাদু খাবার
সে বড় কামনা করে
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য গৌরবর্ণ হুরের শরীর।

আমার কপালে অকল্যাণ ছাড়া কিছু লেখা নেই
ইহকালের উনুনে খড়ি কাঠ ঠেলে পার করি সামাজিক আয়ু

পরকালে অথর্ব স্বামীকে দেখি সাতাত্তর সঙ্গমে প্রমোদে উল্লসিত।

আমি একা, বেহেস্তের সুখদ উদ্যানে একা আমি
পুরুষের অন্ধ অশ্লীলতা দেখে
মনে মনে দোজখের অনন্ত আগুনে পুড়ি সতীসাধ্বী নারী।

নারী দ্রব্য

মেয়ে রাখবে মেয়ে?
নানা রকম মেয়ে,
ফর্সা মেয়ে, লম্বা মেয়ে, হাঁটু অব্দি চুল
কোমর সরু, গায়ে, গতরে মাংস আঁটসাঁট
তেল হবে না, নুন হবে না, ত্বকেও কোনও ভাঁজ পড়ে না দেখ।

নাকের ফুটো, কানের ফুটো, পরিপাকের ফুটো
আঙুল টিপে পরখ করো অন্য ফুটো নেই
যৌনাঙ্গে হাত পড়েনি, জল পড়েনি, অনাঘ্রাতা মেয়ে
মেয়ে রাখবে, মেয়ে?

তিন প্রহরে ভালমন্দ খাবার দিয়ো মুখে
শাড়ি কাপড় গয়না দিয়ো, গায়ে-মাখা সাবান দিয়ো ভাল।
চোখ তোলে না, স্বর ওঠে না লজ্জাবতী মেয়ে
এক দুপুরে রাঁধতে জানে সপ্ত ব্যঞ্জন।

যেমন খুশি ব্যবহারের জিনিস বটে নারী!
ইচ্ছে হলে পায়ে শিকল, হাতে শিকল, শিকল দিয়ো মনে
ইচ্ছে হলে তালাক পারো তালাক দিয়ো, তালাক বলে দিয়ো।

AMARBOI.COM

দিন যায়

শহরের এক পুরনো বাড়িতে
এক পিতা দিন গোনে...

পলেস্তারা খসে পড়ে, পিতা দিন গোনে
কড়িকাঠে ঘুণ ধরে, পিতা দিন গোনে
পিতার শরীর থেকে জল যায়, নুন যায়
পিতা দিন গোনে

দিন গোনে আর অল্প অল্প করে
ঝরে তার চোখের আলো
ঝরে ত্বকের যৌবন, রোমরাজি।
পিতা দিন গোনে ছয় বারো বাহাত্তর
গোনে কাঁঠালের মাস, ফুলকপি, গাঁদা ফুল
দিন গুনতে গুনতে শেষ হয় মঙ্গলবাড়ির সর্বশেষ লিচু

পিতা দিন গোনে আষাঢ়ের শ্রাবণের
দিন গোনে পৌষের
ইট সুড়কি খসে পড়ে
কড়িকাঠ ভেঙে ধসে যায় ব্রিটিশের ছাদ
শূন্য কোটর মেলে বসে থাকে পিতা—

তৃষ্ণায় চৌচির হয় তার জলজ হৃদয়
খুলে পড়ে দরোজার কলকবজা, জানালার সব ক'টি শিক
মাস যায় আশ্বিনের, কার্তিকের।
দূর পরবাসে কন্যা তার সুখে নেই।
দুঃখ ঘেঁটে ঘেঁটে ক'জন কন্যা আর খুঁজে পায়
হঠাৎ নক্ষত্রের মতো একফালি সুখ?

কন্যা তার সুখে নেই।
পিতা দিন গোনে
কী জানি কীসের দিন গোনে পিতা—

AMARBOI.COM

বাহিরে অন্তরে

আমি জানি অথবা ঠিক জানিও না আমি কার আশায় আশায় থাকি।
একদিন খুব ভোরবেলা দরজা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম—
সূর্য একেবারে গায়ে হলকা লাগালে পর আমার বোধ হল যে
আমি অপেক্ষা করছি কারও।
আসলে আমি কি কারও অপেক্ষা করছিলাম
কোনও মানুষের অথবা কোনও বস্তুর?

আসলে অপেক্ষা করি কোনও বস্তু কিংবা মানুষের নয়, অপেক্ষা স্বপ্নের
তাই আমারই মনের ভুলে আমি দরজা খুলে বাইরে দাঁড়াই
কে যেন আসবে মনে হয়—
কার যেন খুব আসার কথা।

স্বপ্ন তো পায়ে হেঁটে আসে না, উড়েও না
স্বপ্ন কি খোলা মাঠ পেরিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে আসে
যে, আমি দিবস-রজনী দরজায় কড়া নড়লেই চমকে তাকাই?

আসলে আমার বুকের তলে যেন কীসের এক শব্দ শুনি
মাঝে-মধ্যে মনে হয় বহু দূর থেকে আসা আবার মনে হয়
আমার ভেতর-ঘরেই বাজে এক গোপন তানপুরা।

আমি বুঝি অথবা ঠিক বুঝিও না কে আমাকে নিরন্তর কাঁদায়।

AMARBOI.COM

অল্প কথা

—ঘরে ঘরে বিক্রি করে তারা একটি জিনিস
—তারা কারা?
—মেয়েমানুষেরা।
—কী জিনিস বিক্রি করে?
—স্বাধীনতা।
—বিনিময়ে কী দেয় ক্রেতারা?
—ভাত পরনের দু'-তিনটি শাড়ি,
আর সাপ্তাহিক মামুলি সঙ্গম।
—পৃথিবীতে স্বাধীনতার চেয়ে বড় আর কিছু নেই
স্বাধীনতা কখনও বিক্রির নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেন, এ তো এক অনন্ত বোঝা।
—কী রকম?
—তার স্বাধীনতা এ সমাজ বৈধ মানে না, যদি সে নারী হয়।
—সে যদি সক্ষম হয় শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার, হেঁটে চলবার?
—তবু নয়।
—যদি পারঙ্গম হয় খেয়ে পরে বাঁচবার, কথা বলবার, হাসবার?
—তবু নয়।
এ বাজারে যার বিক্রি নেই তাকে দুয়ো দেওয়া আমাদের সামাজিক রীতি।
—এ রীতি কাদের তৈরি?
—কতক পুরুষ।
—আহা বেশ বেশ! পুরুষেরা ভাল জানে
বাণিজ্যের ছলাকলা, রীতি আর নীতির নির্মাণ!

সমুদ্র-যাপন

আঠারো বছর ছিল আমারও বয়স
ঘুমের ভেতর সারারাত সমুদ্র ডাকত
আঠারো বছরে এসে সকলেই ভেতরে বাইরে ছলাৎ-ছলাৎ শোনে।

এখন শরীরে বড় ঢেউ-য়ের কামড়
এখন আঁশটে লাগে জলের লবণ
জীবনের বাঁধ তুলে জোয়ার ফেরাই।
আঠারো বছর আর ফুরোতে ক'দিন!
বান ডাকে, বানভাসা মানুষেরা ডাকে,
ডাকে পাখি, ডাকে পথ, পথিকের ব্যাকুল দু'হাত
বুঝি না কখন পার হয় আমাদের অনূর্ধ্ব তিরিশ।

জীবনের জল জমে জমে এত দীর্ঘ হয়, এতটা অকূল
সমুদ্রকে তুলনায় মনে হয় বিকেলের হ্রদ।

AMARBOI.COM

নীলকণ্ঠ নারী

পান করবার যে পাত্রটিই আমি বেছে নিই
সে পাত্রেই থাকে বিষ, নিকটেই ছিল
প্রিয় নাসপাতি-রস, বেদানা ও আঙুরের বাদামি পানীয়।

বরাবরই আমি রং দেখে ভুল করি
যে রঙে ঔজ্জল্য বেশি
যে রঙের মোহে আপাত আনত হই
দেখি কণ্ঠ পুড়ে নামে বিষ।

আমার ব্যর্থতা এই,
একশো গোলাপ ঘেঁটে হাতে নিই হলুদ করবী।

বিবিক্ত

দরজা জানলার জন্য যত মায়া লাগে
তত মায়া মানুষের জন্যও লাগে না।

দু'একটা তৈজস এত মায়া বাড়ায়
চামচ আর ছাইদানির জন্য যত মায়া
পাটের একটা গালিচা, একটা রঙিন চুলের ফিতা
বা পুরনো চটিজোড়ার জন্য যত মায়া
মানুষের জন্য আদপেও তেমন লাগে না।

একটা মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক পেলে
জনমনুষ্যির বিড়ম্বনা থেকে পালাতাম।
চন্দন কাঠের একটা কলমের জন্য মনে আছে
পুরো কলকাতা তন্ন-তন্ন করেছিলাম।
আজ অব্দি কোনও মানুষ খুঁজতে চৌকাঠ ডিঙোইনি।

একটা ঘাসফুলের সুগন্ধে ডুবে আদ্যোপান্ত ব্যাকুল হতে পারি
কেবল মানুষের গন্ধ পেলে আমার কি ইন্দ্রিয়ের দোষ জানি না—
বড় বমি-বমি লাগে।

AMARBOI.COM

লজ্জানারীলতা

একটি অনার্য পুরুষ দুই হাতে আমাকে ছুঁয়েছিল
ছোঁবার আছে আর আমার এমন কী, ছুঁয়েই যদি থাকে স্তনগুচ্ছ
এ ছাড়া ছুঁয়েছিল, ঠোঁট বা চিবুকের নিভাঁজ নগ্নতা
অথবা ধরে নিই নিটোল নিতম্ব, নিম্ন-নাভিমূল— আর তো নয়!

এরচে' বেশি আর নারীর কিছু নেই
নারীকে কেউ ছুঁলে শরীর ছোঁবে জানি, হৃদয় নয়।
খাদক চিরকাল বাড়ায় লোভী হাত
খাদ্য খামোকাই লুকোয় মুখ চোখ— লজ্জাবতী!

নারীর মুখে চুনকালি

গালে মাখছ, চোখে পরছ, ঠোঁটে দিচ্ছ রং
তোমাকে যারা শেখাল রং ধরাল হাতে তুলি
চেনাল যারা নালার পথ ডোবাল কাদাজলে
দাঁড়িয়ে তারা মজা দেখছে দেখ
চোখ টিপছে, জিভ চাটছে, হাতে দিচ্ছে তালি।

বোঝাল তারা গাছে চড়তে গাছের গোড়া কেটে
তুমিও বোকা বুদ্ধু মেয়ে তড়তড়িয়ে ওঠো
নিজের পায়ে কুড়োল মেরে আমূল ধসে পড়ো।
আসলে তুমি নিজের হাতে নিজের গালে নিজে মাখছ চুন
নিজের হাতে নিজের চোখে নিজে মাখছ কালি।

দুরারোগ্য আঙুল

শশীকান্তর রাজবাড়ি দেখাবে বলে এক দূর আত্মীয়
আমার আঙুল ধরে সারা শহর ঘোরাল,
শ্মশান, কালীবাড়ি পার হয়ে ঈশান চক্রবর্তী রোড,
গোলপুকুর বাঁয়ে রেখে পণ্ডিতবাড়ির দিকে,
টাউন হল, সার্কিট হাউজের মাঠ পেরিয়ে

AMARBOI.COM

ডানে জুবলিঘাটের দিকে সোজা—

পেছনে ব্রহ্মপুত্র, পেছনে কাচারি ঘর
হঠাৎ তিন ফুট গলির মধ্যে একটি টালির ছাদঅলা হলুদ বাড়িতে
ঢুকে আমার দূর আত্মীয় বেদম হাসলেন
চৌকাঠে ঘুণ, ঘরে পা দিতেই এলোপাথারি ছুটল দু'একটি
স্যাঁতসেঁতে ইঁদুর, কড়ি বরগা কাঠ থেকে ঝুলে আছে মাকড়শার জাল।
কিছু হাসির দমকে কেঁপে, কিছু আবার পঁয়তাল্লিশের ভারে কেঁপে
তিনি বললেন— এই তোর শশীকান্তর বাড়ি, এবার গায়ের জামা-প্যান্ট সব
খোল দেখি।

আমার তখন ন'বছর তিন মাস
শশিকান্ত রাজার বাড়ি এত দূর, তা দেখতে গেলে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে
আর একটি অন্ধকার ঘরে জামা-প্যান্ট খুলে ন্যাংটো হয়ে শুতে হয় কে
জানত!

পনেরোয় পা দিয়ে নিজে হেঁটে প্রথম শশিকান্তর বাড়ি দেখে এসেছি।
ধুলোবালি দেখতে হলেও নিজে যেতে হয়, কারও আঙুল ধরলেই মরণ।

AMARBOI.COM

রোজনামচা

একটা চোয়াল-ভাঙা যুবক আমাকে ভোরের দিকে
খুব কর্কশ গলায় ডাকে
ডেকে আমার ঘুম-চোখে দুর্গন্ধ থুথু ছিটোয়
একটা টেকো মাথা— কানের কাছে দু'-চারটে সরু চুল
সন্ধের মুখে আমাকে হঠাৎ উদোম করে
সারা পিঠ শোঁকে
শোঁকে আর অবিকল শুয়োরের মতো ঘোৎ ঘোৎ করে

আমার রাত কাটে বিচ্ছিরি দুঃস্বপ্নে
কাছেপিঠের বাঁশঝাড় থেকে শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে
ধেয়ে আসছে শুনি একশো সরীসৃপ

অন্ধ যন্ত্রণায় নিজেকে নিজেই ছিঁড়ি
ছিঁড়ে-ফেড়ে অন্তর্গত রক্তপাত না ফুরোতেই দেখি
গ্রীবা ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দেয় চোয়াল-ভাঙার অস্থিসার আঙুল।

সঙ্গীহীনের ঘরে

আমার দু'চোখে জল নেই দেখ, দুই চোখ পুড়ে ছাই
সারাদিন চোখ খুঁজে ফেরে এক শ্মশ্রুধারীর মুখ,
মিছিলে, মঞ্চে, পথে, ঘাটে, মাঠে, দুপুরের ফুটপাতে
খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত দু'চোখ অন্ধ-আগুনে পোড়ে
পুড়ে ছাই হয় এই সর্বাঙ্গ শীতার্ত রাত্তিরে।
তবু খুঁজে দেখি নিজেকে জড়িয়ে অবাধ ফুরিয়ে যদি
স্মৃতির শরীরে হাত ছোঁয়াবার যোগ্যতা কিছু জোটে—

ব্রহ্মপুত্রে জল ফুরিয়েছে আমার দু'চোখও ফাঁকা
ধু ধু দুই চোখ শাসন মানে না, চরে, ধানখেতে, বিলে
হাডুডুর মাঠে, ভরা পুকুরের ছিপ ফেলা জলে খোঁজে
খুঁজে ফিরে আসে ব্যর্থ দু'চোখ সঙ্গীহীনের ঘরে।
দেখে হেসে ওঠে এই শহরের নিন্দুক কবিকুল
টিপ্পনী কাটে শ্মশ্রুধারীর চৌকশ সহযোগী
আকাশের কালো কাক ও শকুন মর্তে দাঁড়িয়ে নাচে।

AMARBOI.COM

মুক্ত দাম্পত্য

ফুলশয্যা কাকে বলে আমি জানি।
কাকে বলে সারারাত জেগে থাকা বন্দরের ভয়ানক রাত।
আমি জানি, আমার হাড়-মাংস জানে
জানে বন্দরের সব ক'টি সাম্পান মাঝি, জানে কার্গোর শ্রমিক
ভোরের লঞ্চ জানে,
তুমিও কি কিছু কম জানো?
ভালবাসা কতটুকু সর্বনাশা হলে সাঁতার-না-জানা দেহ
রূপসার জলে ভেসে ফের ফিরে আসে।
দিগন্তের ওই পার থেকে ফের, চতুর্দোলায় দুলে, দ্বিধার আগুনে পুড়ে ফের
নর্দমায় পড়ে থাকা মাতালের অপুষ্ট বাহুতে
মুখ রেখে আরেকবার কেঁদে উঠতে ফের ফিরে আসে—
বানিয়াশান্তা থেকে তুলে আনা পুঁজ-রক্ত চুমুকে চুমুকে নিতে ফিরে আসে
ভিনদেশি বেভুল বালিকা।

তুমি মদে চুর, তুমি ঘুমে ঘোর
তবু তুমি কিছু কম জানো না

তোমাকে ভেলায় তুলে আমি বেহুলা হয়েছি কতবার কত ক্লান্ত যমুনায়।

যদি জানোই
জগৎ জুড়ে এত তোমার আস্ফালন কীসের?

কূল-কিনার নেই

একা মানুষকে কে আর সামলে-সুমলে রাখে কতদিন?
সকলের নাটাই সুতো কিছু না কিছু আছেই
যে যার আকাশে ফাঁক পেলেই উড়িয়ে দেয়
সাতরঙা ঘুড়ি।

একা মানুষকে গল্পগাছা শোনাতে দু'একজন যাও আসে
চলে যায়,
সকলের সময় বাঁধা কোথাও, কোনও না কোনও ডিঙি কোনও ঘাটে
কেবল যে একা, তার নেই, সময়ের ভূত-ভবিষ্যৎ নেই
যেমন আমার নেই— কূল-কিনার নেই।
সংসারী মানুষেরা আসে, দু'-চার কাপ চা পান শেষে
শুভাশিস জানায়, চলে যায়
এইসব আশিস ফাশিস জমতে জমতে আমার ঘর এখন উপচে পড়ে।

রাতবিরেতে শূন্যতার নোখলা হাত আমাকে খামচে ধরলে
শুভাশিসগুলোকে এত ডাকি, কই কেউ এসে তো আমাকে বাঁচায় না।
একা মানুষের জন্য আসলে একজন মানুষ দরকার
ঘড়া ভর্তি শুভাশিসে আমার ছাই হবে।

জল-জল খেলা

কারও কারও কাছে সমুদ্রের চেয়ে প্রিয় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘর
কারও কাছে লাগে ঝাউবনের চেয়েও ভাল কঠিন পানীয়
কেবল আমার কাছে নয়।

সমুদ্র যখন খেলে ছুট ছুট গোল্লাছুট খেলা
আমি বিলাসব্যসন ফেলে তাকে ছুঁয়ে দিই, সে ছোঁয় আমাকে

খেলা-খেলা করে বারবেলা পার হয়—

কেউ ঘরে ফেরে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে
তুলোর চেয়ারে বসে কেউ ঠা ঠা হাসে, তাস বাটে
কেউ ঘুম, কেউ স্বাস্থ্যের তাগিদে অনিচ্ছায় হাঁটে।

জলজ ভালবাসায় আমি ভেসে যাই অনন্তের দিকে—
আকাশ আমাকে যত ছায়া দেয়
পৃথিবীর চার দেয়ালের সব ক'টি ছাদ
আমাকে দেয় না তার আধকণা।

হাওয়া, ও হাওয়া

হাওয়া কেন খাবে না গন্দম?
হাওয়ার কি হাত ছিল না বাড়াবার
আঙুল ছিল না মুঠো করবার
হাওয়ার কি পেট ছিল না খিদে লাগবার
জিভ ছিল না তৃষ্ণার,
মন ছিল না ভালবাসবার?

তবে হাওয়া কেন খাবে না গন্দম!

হাওয়া কেন কেবল সংবরণ করবে ইচ্ছে,
সংযত করবে পদক্ষেপ?
দমন করবে তৃষ্ণা?
হাওয়ার কী এত দায় পড়েছে
আদমকে সুখের উদ্যানে জীবনভর ঘোরাবার?

হাওয়া গন্দম খেয়েছে বলে আকাশ ও মাটি
খেয়েছে বলেই চন্দ্র, সূর্য, নদী ও সমুদ্র।
খেয়েছে বলেই বৃক্ষ, তরুলতা
হাওয়া গন্দম খেয়েছে বলে সুখ, খেয়েছে বলেই সুখ,
সুখ, সুখ—
গন্দম খেয়ে হাওয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করেছে।

হাওয়া, তুমি গন্দম পেলে কখনও না খেয়ে থেকো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্ছন্ন

আমার বয়স যখন বিশ ছিল
ভাবতাম বাইশে গি[illegible] হবে,
হবেই।
বয়স যখন বাইশ হল, ভাবলাম পঁচিশে গিয়ে
আর পঁচিশে এসে সাতাশের আশা।

এখন সাতাশে এসে দেখি হবে না
তিরিশে না, চৌতিরিশে না।
আবার সেই বিশে ফিরতে ইচ্ছে করে—
সেই বিশ থেকে কেবল আশায় আশায় না পুড়ে
নিরাশার জল ঘেঁটে ডুবসাঁতারে পার হব নিরানন্দ নদ।

নিজে যদি নিজেকে কিছু দিই তো দিলাম।
কেউ আগ বাড়িয়ে দেবে ভাবলেই মরণ
বয়স বেড়ে সাতাত্তর হবে— ফাঁকা।
একবার বিশে ফিরতে পারলে
বিপরীত স্রোতে ভেসে ভেসে
একদিন কূলের কাছে ঠিকই ভিড়ত এই অপয়া শরীর।

AMARBOI.COM

ভুলভাল

আমি চিরকালই মানুষ চিনতে ভুল করি
গোঁড়া ধার্মিককে বুঝিয়ে বলি অবিনাশিতাবাদ সূত্র
মানুষের ক্রমবিকাশ, পৃথিবী ঘুরছে
বায়ুমণ্ডলকে ভুল করে মনে হয় আকাশ,
আকাশের দ্বিতীয় তৃতীয় কোনও সংখ্যা নেই, ফাঁকা,
বিজ্ঞানের সকল অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলি পরলোক বলে কিছু নেই।

আমি চিরকালই শিশুর সঙ্গে
উদ্ভিদের প্রাণ ও বাল্যশিক্ষার নীতিবাক্য বিষয়ক গল্প বলি
বলি পৃথিবীতে ভূত নেই
জিন পরী কিছু নেই, কিছু কেবল মানুষ আছে অহৃদয়ী,
তারা অশরীরী নয়।

চিরকাল হাড়কিপটের সঙ্গে দান ও দক্ষিণার কথা,
নপুংসকের কাছে বলি গভীর রাত্তিরে কেঁপে ওঠা

সুনন্দ শরীরের গল্প।

মানুষ চিনতে এত ভুল করি
চিরকালই খুনীর সঙ্গে চন্দ্রমল্লিকার, স্মৃতি ও স্বপ্নের,
পাঁড় মাতালের সঙ্গে সুস্থতার,
চিত্রকলা বিষয়ক সব চমৎকার কথা বলি।

আর
আপাদমস্তক মূর্খ এক লোকের সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধি।

না হয় হই

টোকা দাও,
টোকা দিলে মাধবীলতার
শিশির যেমন ঝরে,
টোকা দিলে পুরনো পলেস্তারার মতো
টোকা দিলে জলে ভেজা দু'দিনের গোলাপের মতো
নির্মল ঝরব আমি।

টোকা দাও
দিয়ে দেখ
দিনে দিনে কতটা জমেছে বুকে
বেদনার পুরো পুনর্ভবা।

অস্পৃশ্যকে শখ করে ছোঁবার সাহস করে
এমন পাপিষ্ঠ নেই।
তবু একবার টোকা দাও
না হয় তোমার আস্তিনের ধুলো হই!

AMARBOI.COM

অনুতাপ, তাপ

জীবন বসে থাকে না, চলে যায়।
জীবন যদি জলচৌকিতে দু'মিনিট জিরোত
জীবন যদি ভরদুপুরে খানিক গা এলাত
তবে গত বর্ষায় যে কথাটি ভুল করে
তাকে না বলে ওকে বলেছিলাম
সে কথাটির দাঁড়ি কমা অব্দি তুলে এনে
তাকে বলতে পারতাম—
জীবন যদি কেবল না দৌড়ে
বকুলতলায় মাঠের মধ্যে বিকেলে খেলতে নামত
তবে অন্তত ফেরাতে পারতাম তাকে।

এখন আর ফেরাব কী
ওর হাত আমার কণ্ঠনালি এমন চেপে ধরেছে যে
তাকে ডাকতে চাইলে স্বর বুজে আসে।

যাত্রা

আমার কলমগুলোয় মাঝপথে কালি আটকে যায়
আর কারও কি এমন হয়?
একজন আমাকে আঁচল ভরে কলম দিয়ে গেছে
এতকাল আঁচলে করে শুধু শিউলি কুড়োতাম
একজন খুব কানে কানে বলে গেল
শিউলি নাকি জীবনভর কুড়োতে নেই।

সে সেই যে গেছে, আর আসার নামগন্ধ নেই
এলে আমার কলমগুলো সারিয়ে নিতাম
মাঝপথে বাধা পেলে আমার কোথাও
যেতে ইচ্ছে করে না, ফিরে আসি।

কেবল ফিরে আসতে আসতে আমার এখন এমন হয়েছে যে
বছর যায়, বয়স যায়
যে আমি সেই আমি, সেই এক পিঁড়িতেই ঠায় বসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলমগুলোয় মাঝপথে ফের কালি আটকে গেলে
এই তাঁর দিব্যি দিয়ে বলি
রাত পোহালেই আমি কিন্তু শিউলি কুড়োতে নামব।

ভয়

আমাকে কেউ মাঠ পার হতে দেয়নি, যতবার দৌড়ে গেছি মাঝপথে
এমন আচমকা কাপড় ধরে টেনেছে ওরা, ভয় দেখিয়েছে
সামনের গর্তে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে চিতাবাঘ, অথবা
অশ্বত্থের গায়ে পেঁচিয়ে আছে হলুদ চন্দ্রবোড়া

আমি একটি অমল বালিকা, এত কেঁদেছি
মাঠের ওপারে ছিল রানিপুকুর, কৃষ্ণচূড়ার বাগান
মাঠের ওপারে ছিল ধবল পায়রার ঝাঁক, প্রজাপতি
মাঠের ওপারে ছিল সাদা সাদা হঠাৎ নক্ষত্রের মতো একশো জোনাকি।

দৈত্য-দানোর গল্প শুনে ঘুমিয়েছি, স্বপ্নের ভেতরে নীল রং ঘুড়ির বদলে
দেখি শাকচুন্নির পা, খোক্কসের দেশ।

বড় হতে হতে এখন কত বড় হয়ে গেছি
আমাকে তবু এক চিলতে ঘর পেরোতে দেয় না ওরা
এখন আর স্বপ্নে নয়, জেগেও দেখি চন্দ্রবোড়া সাপ
দেখি শুঁয়োপোকা, রাক্ষসের ঘর, বুনো মোষ

ঘর পেরিয়ে আমার আর আকাশ দেখা হয় না।

প্রায়শ্চিত্ত

আমি যদি চতুর সুদর্শনা
তুমি দাদা আস্ত একটা চাঁদ।
চুরি করে দেখলে আকাশ— দেখি
জোছনায় হৃদয় কেমন নাচে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি যদি আস্ত একটা চাঁদ
আমি তার নিবিড় আলিঙ্গন,
আমি যদি নিবিড় আলিঙ্গন
তুমি এত অলস বাউণ্ডুলে
দিনে করো তিনশো পঁচিশ ব্রত।

আমি থাকি ধর্মে অন্যমন
লোকে তার উলটো অর্থ করে
লোকে যদি যা-ইচ্ছে-তাই বলে
বলো তাতে হচ্ছে কি কার কিছু?
তুমি কেন বললে সবার মতো
আমি এক চতুর সুদর্শনা?

তুমি তবে অন্য একটি লোক?
তবে তুমি যে কোনও পুরুষ দাদা
বড় ভাল স্বার্থপরতা জানো?

যত তুমি দেখ না দু'চোখ মেলে
বসে আছে অমল ধবল সুখ
কোনও এক সুদর্শনার ঘাড়ে।
তবু তুমি আস্ত একটা চাঁদ
তুমি নও অন্য সবার মতো।

আমি যদি অন্ধকারের মেয়ে
ধরো আমি অন্ধকারের মেয়ে
তোমার কি আলোর অভাব দাদা?

AMARBOI.COM

মেয়ে, তুই জল খাবি?

কাল রাতে একজন আগন্তুক আমার শরীর ছুঁয়ে বলেছে
তুই একটা তৃষ্ণার্ত, একবার রাজস্থানের ধু ধু বালিয়াড়িতে
এমন এক তৃষ্ণার্ত ময়ূর দেখেছিলাম,
মেয়ে, তুই জল খাবি?

এই শহরে আমাকে কে জল দেবে
আমার সবটুকু শুষে নিয়ে
যুবকেরা যে যার মতো পালিয়েছে।

জল দেখতে কেমন
জলে কি জীবন ভেসে যায়
জলের গড়ন কি অনেকটা বুকের মধ্যে লাফ-ঝাঁপ করে
কোনও অসহ্য সুখের মতো?

আগন্তুক আমার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ঠোঁট রেখে বলেছে
তোর এত তৃষ্ণা।
ময়ূর, আমাকে নিংড়ে তুই সবটুক জল নে।

সারারাত জলে ডুবে মাছ-মাছ খেলেছি দু'জন
রাত পোহালেই মনে মনে প্রশ্ন করি
আর সব যুবকের মতো তুমি কখন পালাবে, রোদ উঠলে?

শিয়রে সোনার কাঠি

একটা ঘিয়ে রঙের বাড়ির খুব ইচ্ছে আমার
বাড়ির সুইমিংপুলে সারা দুপুর সাঁতার কাটব
আর দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়বে দুটো জার্মান শেফার্ড
বিকেল হলেই কালো মার্সিডিজ বেঞ্জে চলে যাব শহর-সীমান্ত।

হিরের একটা খনি দরকার
খনি খুঁড়ে কাড়ি-কাড়ি ইচ্ছে তুলব ঘরে
খনি খুঁড়লে চার চারে ষোলো আনা,
খনি খুঁড়লে সুখ।
সুখের রাজ্যে নিরুপদ্রব একটা রাত দরকার আমার—
একটা নিরুপদ্রব মানুষ।

সস্তার জিনিস

বাজারে এত সস্তায় আর কিছু মেলে না, যত সস্তায় মেয়েমানুষ মেলে
ওরা একটা আলতার শিশি পেলে আনন্দে তিনদিন না-ঘুমিয়ে কাটায়।
গায়ে ঘষার দুটো সাবান আর চুলের সুগন্ধি তেল পেলে
ওরা এমন বশ হয় যে ওদের গায়ের মাংস খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তাহে দু'বার হাটে-বাজারে বিক্রি করা যায়।
একটা নাকছাবি পেলে ওরা সত্তর দিন পা চাটে
ডুরে একখানা শাড়ি হলে পুরো সাড়ে তিন মাস।

বাড়ির একটা নেড়ি কুত্তাও সময়ে ঘেউ ঘেউ করে
আর সস্তার মেয়েমানুষের মুখে একটা কুলুপ থাকে
সোনার কুলুপ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিকার গোল্লাছুট

আশায় হতাশায় ১৪৭ • নগর-যাপন ১৪৭ • নিঃসঙ্গতা ১৪৮ • মঞ্জরী ঝরে যায় ১৪৮ • নারী ১৪৯ • খেলাধুলা ১৫০ • প্রশমন ১৫০ • যে জীবন যায় ১৫১ • লৌকিক কবিতা ১৫১ • এও এক অযোগ্যতা বটে ১৫২ • ভাসালে আঁখিজলে ১৫৩ • নিমগ্ন ১৫৩ • নেই ১৫৪ • স্বাদ ১৫৪ • দুঃখবতী মেয়ে ১ ১৫৫ • অন্ত্যেষ্টি ১৫৫ • দৃষ্টিপাত ১৫৬ • এই করেছি ভাল ১৫৬ • সনদপত্র ১৫৭ • পেছনের স্বপ্নের দিকে ১৫৭ • টোপ ১৫৮ • বেঁচে থাকা ১৫৯ • এখন এমন এক দুঃসময় ১৬০ • বেহুলার ভেলা ১৬০ • বেশ্যা যায় ১৬১ • খাদক ১৬১ চোখের ভেতর শান্ত পুকুর, ঢিল ছুড়ো না ১৬২ • আমলনামা ১৬২ • বকুল শুকিয়ে গেছে, গন্ধ রেখে গেছে ১৬২ • এক মাতালের গল্প ১৬৩ • সব সয়, মৃত্যু সয় না ১৬৪ • যদি হয়, হোক ১৬৫ • ভুল প্রেমে কেটে গেছে তিরিশ বসন্ত ১৬৭ • পূর্ণিমায় ১৬৮ • অপাত্রে পতন ১৬৮ • কোনও এক অদ্ভুত যুবকের কথা ১৬৯ • জয় বাংলা ১৬৯ • নিথর শীতলতা ১৭০ • বিষদাঁত ১৭১ • নিষ্কৃতি ১৭১ • শোধ ১৭২ • অপঘাত ১৭২ • সমাবর্তন ১৭৩ • জীবন ১৭৩ • সন্তাপ ১৭৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

It is far more difficult to murder a phantom than a reality.

—Virginia Woolf

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশায় হতাশায়

এত কিছু বাজে, শরীরের সব রন্ধ্রও বেজে ওঠে
বাজে মন বাজে, মনের উঠোনে সাত পাক নেচে
একলা নূপুর বাজে
হাত ভরা বাজে রুপোর কাঁকন।
রিনরিন বাজে জানালার কাচে আষাঢ়ি জলের ছাট,
মেঘে মেঘ ঘষে বিদ্যুৎ ওঠে বেজে।
ত্রিতালে স্বপ্ন বাজে,
ভেতরে বিষম তাণ্ডব করে নিঃসঙ্গতা বাজে।

এত কিছু বাজে,
দরোজায় শুধু বাজে না হঠাৎ নিবিড় একটি কড়া।

নগর-যাপন

প্রতিদিন নাস্তার টেবিলে আকাশি রঙের প্লেটে দু'চাক রুটির পাশে
বিন্যস্ত ডিম পোচ দেখি—
সে-ই আমার সকালের সূর্যোদয় দেখা।
পুবের বারান্দায় দাঁড়ালে বড়জোর উঁচু দালান-পড়শির মাথা দেখি,
এন্টেনা দেখি, টেলিফোন-বিদ্যুতের তার দেখি, অবৈধ সংযোগ দেখি,
ঝুলে থাকা বাদুড় দেখি, সূর্যোদয় দেখি না।

আজকাল সূর্যাস্তকেও ঢেকে দিয়েছে রকমারি ইটের নিসর্গ,
সোডিয়াম বাতি।

নগরের অটোরিকশা, বাস, টেম্পো ও মানুষের জট ছাড়িয়ে
একদিকে সংসদ ভবন, অন্যদিকে সুতো তৈরির কল,
দক্ষিণে গরুর হাট, উত্তরে হাড়-ভাঙা হাসপাতাল
মধ্যিখানে দেয়াল-বাঁধা লেক, লেকে কম করেও আধখানা নদী।
বিকেলে লেকের জলে পা ডুবিয়ে কেউ যদি
মেঘনা বলে মেঘনা, যমুনা বলে যমুনা,
কারও ব্রহ্মপুত্রের শখ হলে সে জল ব্রহ্মপুত্রেরই।

নয় কেন? জলে কি নাম লেখা থাকে নদীর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গতা

যেদিকে দু'চোখ যায়, যাই
কে আছে সামনে এসে অনড় দাঁড়ায়,
দু' হাত বাড়ায়!

এত যে অসুখ বুকে
কে আছে সারায়?

মঞ্জরী ঝরে যায়

যৎকিঞ্চিতে খুশি হই বলে একথা সঠিক নয়
ছিটেফোঁটা ছাড়া আদৌ রোচে না,
কৃচ্ছ্রতা ঢের ভাল জানি বলে ধারণযোগ্য নই
আকাশ অথবা ততোধিক কোনও পাতালের আয়োজন?
ইস্পাতে বেশ নেচে উঠি বলে হীরক চিনি না নাকি?

বিনীত হবার অর্থ এ নয়—বর্জন সহনীয়,
তাল থেকে যদি তিলার্ধ নিই, একথা সত্য নয়
অধিকে আমার আগ্রহ কিছু কম।
খুদকুঁড়ো দিয়ে ধন্য করার কৌশল ভাল জানো
দুর্ভাগা আমি যত বড় হই,
আমিও শিখেছি ছুড়তে জিভের ছিটেফোঁটা মিঠে স্বাদ,

দেবে যদি দাও সবটুকু দাও, যতটুকু আছে ঘরে
বাইরে যেটুকু সেটুকু দেবেই—লুকোনো যা আছে তা-ও।
তোমাকে চাইছি অক্টোপাসের সবক'টি বাহু মেলে,
দেবে যদি দাও আদ্যোপান্ত
শেকড়সুদ্ধ বৃক্ষ না হলে মঞ্জরী ঝরে যায়।

AMARBOI.COM

নারী

জন্ম

প্রকৃতির কোনও প্রাণীর স্বভাবে
নারীর জন্ম অনাকাঙ্ক্ষিত নয়
মানুষের দ্বারা শুধু অদ্ভুত চরিত-চর্চা হয়।

শৈশব

যদি বা জন্মেছে, না হয় জন্মেছে
থাকুক মুখ বুজে
ঘরের কোণে পড়ে, খাকগে দুধ রুটি
খাকগে নিজে খুঁজে।

কৈশোর

সামলে রাখো চুল, সামলে দুই চোখ
লুকোও স্ফীত বুক,
নারীরা বাঁধা থাকে শিকল সীমানায়
নিদেন ঘর-টুক।

যৌবন

অক্ষতযোনি খোঁজে পুরুষেরা
কামড়ে ছিঁড়বে বলে,
প্রেমের দাবিতে, কেউ বিবাহের
সিঁধ কাটে কৌশলে।

বার্ধক্য

টানটান ত্বকে ভাঁজ পড়ে গেছে,
রজঃযন্ত্রণা নেই।
বারবার বলা এক গল্পের
হারিয়ে গিয়েছে খেই।

মৃত্যু

আপদ বিদেয় হয়,
প্রকৃতির কোনও প্রাণীর স্বভাবে
নারীর মৃত্যু এত কাঙ্ক্ষিত নয়।

AMARBOI.COM

খেলাধুলা

তারা এসেছিল, ভালবেসেছিল
তারা বসেছিল, তারা শুয়েছিল
তারা রাত জেগে খেলা খেলেছিল
খেলে জিতে গিয়ে বলেছিল তবে যাই।

খেলে জিতে গিয়ে ধুলো ঝেড়ে তারা
দাঁড়িয়ে পড়েছে বেলা থাকতেই।
গুটিয়ে নিয়েছে পাততাড়ি যা যা
গুটোবার আছে যাযাবর খেলোয়াড়।

তারা আসে আর যায় ঘন ঘন
দাঁড়ালে আবার দাঁড়াবার মায়া
জেগে ওঠে যদি, দাঁড়ায় না কেউ
স্রোতের শরীরে ভেসে যায় সব সুখ।

তারা না আসুক, ভাল না বাসুক
তারা চরে খাক, তারা ঝরে যাক
তারা খেলা পেতে আর না ডাকুক,
খেলোয়াড় নিয়ে বসবাস আর নয়।

AMARBOI.COM

প্রশমন

দিন এনে দিন খেয়ে বারোমাস
খুলেছি খিদের ফাঁস।
একবেলা যদি উপোসে কাটাই
আর বেলা খেতে পাই।

বেদনার রং লাল কি না নীল
দেখিনি নিজের মুখে
একবেলা যদি দুঃখ জোটেও
আর বেলা কাটে সুখে।

সান্ত্বনা গুলে দুঃখ-রসের
শরবত খেতে স্বাদ,
উদ্বাস্তুর দোষ নেই ভাবা
আকাশকে বড় ছাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে জীবন যায়

যায় যে জীবন, যাক
গতকালের দিকেও আর ফিরে তাকাব না
কিছু স্মৃতি শুধু তোরঙ্গে রাখব তুলে
কর্পূর বিছিয়ে,
একদিন উড়ে যাবে সফেদ কর্পূর সব
শতচ্ছিন্ন স্মৃতি একা পড়ে পড়ে দুর্দশা পোহাবে।

যে জীবন যেতে চায়, যাক
পেছনে ডাকলে জানি অমঙ্গল হয়
পেছনে তাকালে যদি
অসতর্ক পায়ে পড়ে খানাখন্দ, সাপ
জ্যৈষ্ঠে এসে পৌষ অঘ্রাণের ঘ্রাণ নিলে খরদাহ কমেছিল কবে?

তুমি চলে যাচ্ছ, যাও
ফিরে ডাকব না,
আমাকে অতীত করে সামনে স্বপ্নের মোহে
তুমি যদি যেতে পারো সঘন আনন্দে,
আমি কেন ঘুরে দাঁড়াব না অতঃপর নিজের জীবনে?

AMARBOI.COM

লৌকিক কবিতা

মৃত্যুর ওপারে কিছু নেই, আমি জানি
কিছু নেই, আবার জীবন নেই, আবার আনন্দ নেই, কষ্ট শোক কিছু নেই।
পাদদেশে নদী নেই, ফলমূল নেই, মদ নেই, রৌপ্যপাত্র নেই
আয়তলোচনা নারী নেই,
সুরক্ষিত অনাঘ্রাতা রমণীও নেই
সাপ নেই, বিচ্ছু নেই, যাক্কুম গাছের কোনও ফল নেই
মৃত্যুর ওপারে ধু ধু সাদা—

মহাবিশ্বে যা কিছুই আছে, স্থির, নয় সন্তরণশীল
অযুত নক্ষত্র ও মানুষ
মানুষ ও বিবিধ উদ্ভিদ
জীব ও জীবাশ্ম

সত্য শুধু এটুকুই, সত্য মানুষ ও মানুষের তীব্র অনুভব।
ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, স্বল্প ছায়ার মতন মুহূর্তের লৌকিক জীবন মানুষের—

মানুষের আর সব কাটে, মেঘ কাটে, মেঘে মেঘে বেলা কাটে,
দুঃখ কাটে,
অন্ধকার, শুনশান নির্জনতা কাটে
শুধু এইটুকু জীবনের মায়াই কাটে না।

এও এক অযোগ্যতা বটে

ভালবেসে যাকে ছুঁই, ছুঁয়ে দেখি
ভালবাসবার যোগ্য নয় কেউ।
ভালবেসে যাকে বলি—এ আমার ঘরবাড়ি,
এ আমার নদী মাঠ খেত, বৃক্ষ এই,
সে এই ঘরের খড়ে মধ্যরাতে দেশলাই জ্বালে
সে এই নদীর জলে গোপনে হাঙর নামায়
শস্যখেতে ছেড়ে দেয় লক্ষ পঙ্গপাল
আমূল উপড়ে তোলে ফলবান বৃক্ষের শেকড়।

ভালবেসে যাকেই ছুঁয়েছি
ঘৃণা ছাড়া কেউ আর যোগ্য ছিল না কিছুর।
ফিরিয়ে নিয়েছি তাই ব্যর্থ দুই হাত
ফিরিয়ে নিয়েছি আমি স্বপ্নের শরীর থেকে নীল প্রজাপতি
ঘাসফুল, রেণু-রেণু সুখ।

অথচ মানুষ চোখ টেরে আমাকে অযোগ্য বলে
এও এক অযোগ্যতা বটে,
আমারই যোগ্যতা নেই নষ্ট জলে আকণ্ঠ ডোবার।

AMARBOI.COM

ভাসালে আঁখিজলে

আমার এখন কে আছে ফণিমনসা ছাড়া?
কে আছে দু'-একটি মামুলি ক্যাকটাস ছাড়া?
বুকের সিন্দুকে কিছু আরশোলা ছাড়া?

এই শহর, যদি একে শহর বলিই
যদি বলি ইটের নিসর্গ, কে এর খোঁড়ল থেকে
একবার ডাকে, কে এর ত্বক থেকে
মাংস থেকে একবার উঁকি দেয়,
কে এর অতল থেকে উঠে এসে
আমাকে স্পর্শ করে, কেউ?

কে আছে আমার সরু একটি নদী ছাড়া
কাশবন ছাড়া?
একদা তুমি ছিলে,
তুমি হলে আর কী দরকার অন্য কিছু? কী দরকার ব্রহ্মাণ্ড?
এখন কে আছে আমার এই একলা আমি ছাড়া?
কে আছে আমার অন্ধ দুই চোখ, পক্ষাঘাতের পা ছাড়া?
কে আছে শূন্য শুধু করতল ছাড়া?

একদা তুমি ছিলে,
আমার নাগাল থেকে সরে সরে এখন এত দূরত্বে থাক যে
তোমাকে ছোঁবার কোনও সাধ্য রাখনি!

AMARBOI.COM

নিমগ্ন

যত দূরে যাও, যাব
পেছন পেছন ভিক্ষার হাত পেতে
দাঁড়াব নাছোড়, কিছু
খুদকুড়ো দিলে খাব।

ঘৃণা ছুড়লেও আপত্তি নেই,
তবু তো তোমারই ঘৃণা—
লুফে নেব সব
তুমি ছুঁয়ে দিলে অস্পৃশ্যকে ঈশ্বর মানি কি না।

নেই

মাঝরাতে টেলিফোন বাজলে আমার কেমন জানি বুক কেঁপে ওঠে।
দরোজায় শব্দ হলে বুক কেঁপে ওঠে
কারও ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় দেখলে কেঁপে ওঠে
যেন কেউ, যে ছিল ভীষণ জীবন্ত, এই হাঁটত, বসত,—নেই
যেন কেউ, তুমুল হাসত, হঠাৎ নেই।
যেন কেউ, যার সঙ্গে আমার আজ দেখা হবার কথা ছিল—সে নেই।

'নেই' শব্দটি বুক, বুকের মাংস-পাঁজর ছিঁড়ে এমন নিঃশব্দ প্রলয় ঘটায়
আমি তার সবটুকু আগুন ও অঙ্গার চিনি
আমি তার ধু ধু শূন্যতা চিনি, আমি তার ফাঁকা মাঠ,
একা নদী, আমি তার দু'কূল-ছাওয়া জল, দুর্বহ দুঃখটুকু চিনি।

হঠাৎ কেউ স্থবির দাঁড়ালে সামনে কেঁপে উঠি,
রাত ফুঁড়ে কান্না এলে
বাতাসের পিঠে ভেসে আতর-লোবান এলে কেঁপে উঠি,
মনে হয়, এই বুঝি কেউ তার শেকড় উপড়ে নিয়ে ডালপালা
পত্রপুষ্পসহ হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হল
থেকে গেল শুধু তার না-থাকার বীভৎস ক্ষত।

AMARBOI.COM

স্বাদ

আমার একটা ঘর আছে, নিজের।
নিজের ঘরের স্বাদই আলাদা, ইচ্ছে হল পা ছড়িয়ে
ঘুমোতে, ঘুমোলাম; ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে গাইতে, গাইলাম
ইচ্ছে হল তুমুল হাসতে—
কেউ বলার নেই এটা নয় ওটা
কেউ আমার সারা দিনের যা-ইচ্ছে-তাই-এর মধ্যে
নাক-চোখ-মুখ গলিয়ে দেবার নেই।

কে আছে আমার ধোয়া মেঝেয় ধুলো পায়ে হাঁটে,
বইপত্র এলো করে, বিছানার টান টান চাদরে
শরীরের দাগ করে; নেই।
আমার সারাদিনের যা-ইচ্ছে-তাই-এর মধ্যে
গা-হাত-পা গলিয়ে দেবার কেউ নেই।

নিজের ঘরের স্বাদই আলাদা, ইচ্ছে যদি হয়
না নেয়ে না খেয়ে তিনদিন কাটিয়ে দিতে, কাটাই;
ইচ্ছে হয় যদি জগৎ-সংসার ভুলে হু হু কাঁদতে,
কাঁদি; তখন চিনি না বুঝি না এমন কেউ আগ বাড়িয়ে
বলে যদি—কেঁদো না।
তখন কী জানি কেন আমার ভেতর-ঘরে উৎসব শুরু হয় সুখের

ঘরের স্বাদ ভুলে আমি সেই সুখের স্বাদে ভাসি।

দুঃখবতী মেয়ে— ১

দুঃখবতী দুঃখ ভোলো
এখন বয়স বছর ষোলো
এই বয়সে সাধ করে যে দুঃখ বাঁধালে,
বাদ বাকি কাল পড়েই আছে
কাঁদবে কখন
নিজেকে যদি এই অবেলায় এতই কাঁদালে!

দুঃখবতী দুঃখ ভোলো
সব জানালা খোলো,
আলো হাওয়ার ঘূর্ণিপাকে যেমন খুশি নাচো
দুঃখবতী বাঁচো।

অন্ত্যেষ্টি

মরলে কাকের মতো মরা ভাল
অযুত নিযুত কাক উড়ে উড়ে প্রতিবাদ করবে মৃত্যুর।

মানুষ মরলে
ক'জন মানুষ আসে মানুষের না-থাকার শোকে!
মানুষের মতো কেউ নয় কৃতঘ্ন এমন
কোনও পাখি নয়, পশু নয়, ক্ষুদ্র পিঁপড়েও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাসফুল মরে যায়, নীরবে নদীও মরে
মানুষের মৃত্যুও এমন নিরুত্তাপ, ভালবেসে এক জীবনের তাপে
যদিও সে উষ্ণ করে রাখে অগণন মন!

দৃষ্টিপাত

নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি সুন্দরের দিকে
কার এমন স্পর্ধা আছে ফিরিয়ে নেয় চোখ?

চোখের কাছে গলে যাচ্ছে পাথর সমুদয়
হেরে যাচ্ছে জুয়োয় বসে দক্ষ জুয়োচোর।
দৃষ্টি যদি লক্ষ্যভেদী হয়
কার এমন সাধ্য আছে ফিরিয়ে নেয় মন?

নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি তোমার দিকে শুধু—
চারদিকে যে ঊষর মরু ধু ধু,
তোমার মতো নস্যি ছেলে
কোথায় যাবে চোখের কাছে না হয়ে বশীভূত!

AMARBOI.COM

এই করেছি ভাল

দীর্ঘ একটি জীবন একা হাঁটব বলে জুতোর সুখতলা
পুরু করে মোটা সুতোয় গেঁথেছি
দীর্ঘ একটি জীবন কেবল মানুষ দেখব বলে
চশমার কাচ পালটেছি, আঙুলের স্নায়ুগুলো
কবজির গোড়ায় দিয়েছি কেটে
মানুষ স্পর্শ করলে যদি সেই মানুষ থেকে
স্পন্দন উঠে এসে আমাকে আবার নাড়ায়!

দীর্ঘ একটি জীবনের জন্য চিঁড়ে-মুড়ি, সুতো-নাতা
অন্তর্গত বিস্মৃতি যা নেবার নিয়েছি
ধুলোবালি আর নির্গমনের জন্য চোখের জল দরকার যত—
সামনের ঝাড়জঙ্গল, পাহাড় কিংবা কাঁটাতারে তেমন বিপদ-বালাই নেই

কেবল হতচ্ছাড়া নিঃসঙ্গতাই হঠাৎ হা-মুখে গিলতে আসে।

শরীরের গোপন কলকব্‌জা থেকে নাটবল্টু খুলে
হৃদয়ের শেকড়-বাকড়গুলো সাঁড়াশিতে চেপে থেঁতো করে
এই আমি পা বাড়াচ্ছি—
দুঃখের সাহস আছে একবার মুখ ফুটে বলে—দাঁড়াও?

সনদপত্র

সতীত্ব কাহাকে বলে?
আমি এর সংজ্ঞা চাই, সতীত্ব কাহার নাম, আমি এর রক্ত-পুঁজ ঘেঁটে
ত্বক ছিঁড়ে, সুখদ মাংসের কাঁচা স্বাদ পেতে চাই।

শুনেছি সতীত্ব খুব সুস্বাদু জিনিস।
পরনের লাল শাড়ি, চুড়ি ফিতে, নাকের নোলক
খুলে ভেঙে দেখিনি সতীত্ব
দেখতে কেমন।
অস্পৃশ্য আঙুলে ছুঁতে চাই সতীত্বের সাতনরি হার।

সতীত্ব কোথায় থাকে
কার অঙ্গে বাস করে সতীত্বের সাপ?
জানে না নির্বোধ নারী এই সাপ তাকে বন্দি রাখে ঘরে
আর খোলা মাঠে ধূর্ত হাতে সাপখেলা দেখায় পুরুষ।

পুরুষেরা ভদ্রলোক,
পুরুষের জন্য সতীত্বের সনদ লাগে না।

পেছনে স্বপ্নের দিকে

আসলে যাবার কথা অন্য কোথাও
অন্য এক আকাশের নীচে, অন্য মাঠে
অন্য এক নদীর কাছে একলা দাঁড়াবার কথা,

আসলে যেতে যেতে পেছনে তাকাবার কথা নয়,

AMARBOI.COM

পেছনে সাপের সঙ্গে শিশু, চিতার সঙ্গে চিত্রল হরিণ
পেছনে শনে ছাওয়া বাড়ির সঙ্গে হঠাৎ আগুন
তাকাবার কথা নয় অথচ দু'চোখ মানে না,

অন্য এক পৌষের রাতে অন্য এক আগুন-তাপা উঠোনে
যেতে যেতে কেউ কি এমন বিষণ্ণ তাকায়
তাকিয়ে পুড়তে দেখে সেগুনের অবাধ বাগান,
পুড়তে দেখে ভাপাপিঠে ভোর!

আসলে যাবার কথা কতদূর,
অন্য এক অচেনা শহরে, অন্য দরজায়—
পেছনে তাকাবার কথা নয়
তবু তাকাতে তাকাতে কে অমন হঠাৎ দাঁড়িয়েছে
অনড় আমার মতো?
কে এমন ফিরিয়েছে গ্রীবা পেছনে স্বপ্নের দিকে?

টোপ

যেরকম ছিলে, সেরকমই তুমি আছ
কেবল আমাকে মাঝপথে ডুবিয়েছ
স্বপ্নের জলে উলটো ভাসান এত
আমি ছাড়া আর ভাগ্যে জুটেছে কার!

আগাগোড়া তুমি অবিকল সেই তুমি
বড়শিতে শুধু গেঁথেছ দু'চার খেলা
অলস বিকেল খেলে খেলে পার হলে
রাত্তিরে ভাল নিদ্রাযাপন হয়।

তুমি তো কেবলই নিদ্রার সুখ চেনো
একশো একর জমি নিজস্ব রেখে
এক কাঠা খোঁজো বর্গার তাড়নায়
বর্গার চাষ পৃথক স্বাদের কিনা!

স্বাদ ভিন্নতা পুরুষ মাত্র চায়
তুমি তো পুরুষই, অধিক কিছুই নও।

AMARBOI.COM

পুরুষেরা ভাল চোখ খেতে জানে চোখ
আমার আবার কাজলের শখ নেই।

বড়শিতে গাঁথা হৃদপিণ্ডের আঁশ
ছিঁড়ে খেতে চাও, তুমি তো পুরুষই খাবে।
সাঁতার জানি না, মধ্যনদীতে ডুবি
অন্ধকে টোপ দেবার মানুষ নেই।

বেঁচে থাকা

সকালে আমার মতো মৃত্যুও আড়মোড়া ভাঙে,
দু'হাত ওপরে তোলে, হাই ওঠে তারও, দু'আঙুলে
তুড়ি মেরে মৃত্যুও আমার মতো হঠাৎ জীবন্ত হয়।

সকালের চায়ে আমার সঙ্গে মৃত্যুও দু'-তিন চুমুক দেয়,
দু' স্লাইস রুটির মধ্যে সাধ করে সে-ও মাখন মেশায়।
রিকশায় আমার পাশে বসে
সে-ও অফিসে যায়, ফিরে আসে
দুপুরে গড়ায়,
বিকেলে বন্ধুর বাড়ি, ধুম আড্ডা
সে-ও আমার মতো ক্লান্ত, একা, বিষম একা, হেঁটে হেঁটে
ঘরে ফেরে,
নিশ্ছিদ্র আঁধার চিরে ঝিঁঝি ডাকে,
দূর অরণ্য থেকে ডাকে বিষণ্ণ তক্ষক।

আমি আর মৃত্যু মিলে সারারাত হল্লা করি,
তছনছ করি ঘর, শেষে কাঁদি
আকুল গড়িয়ে কাঁদি।
মৃত্যু তার লোমশ দীর্ঘ হাতে স্পর্শ করে
আমার নির্জন শরীর, বলে,
খুব নিবিড় করে বলে—বাঁচো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন এমন এক দুঃসময়

কেউ এখন চোখ বুজতে বললেই চোখ বুজি
খুলতে বললেই খুলি।
কেউ এখন পৌষের মাঝরাত্তিরে
ওম-ওম ঘুম ছেড়ে পুকুরে নাবতে বললেও নাবি।

উঠে কেউ বেমক্কা নৃত্য করতে চাইলে পায়ের নীচে
পেতে দিই মসৃণ ঘাড়
দাঁতে কিছু কামড়াতে চাইলে লবঙ্গলতা আঙুলগুলো দিই
আর দশ নখে ছিঁড়তে চাইলে হৃদয় খুলে দিই।

এখন এমন এক দুঃসময়
নিজেকে ছাড়া দেবার মতো সম্পদ নেই হাতে।

বেহুলার ভেলা

AMARBOI.COM

বেহুলা একা ভাসিয়ে দেবে ভেলা
উতল যমুনায়,
খোলনলচে উলটে ফেলে সনাতনের খেলা
লখিন্দর লোহার ঘরে স্বপ্নহীনতায়।

বেহুলা তাকে সঙ্গে নেবে না
পা বাড়ালেই পায়ের আগে পা
নারীর আগে বাড়িয়ে দেয় লখিন্দরের
পুরুষ প্রেতাত্মা।

বেহুলা একা ভাসিয়ে দেয় ভেলা
জীবন যার—জীবন শুধু তার
বেহুলা জানে জলের ভাষা, যমুনা জুড়ে
বেহুলা করে অন্যমনে খেলা।

বেশ্যা যায়

ওই দেখ বেশ্যা যায়,
বেশ্যার শরীর অবিকল মানুষের মতো,
মানুষের মতো নাক, চোখ, ঠোঁট, মানুষের মতো হাত, হাতের আঙুল
মানুষের মতো তার হাঁটা, পোশাক-আশাক;
মানুষের মতো হাসে, কাঁদে, কথা বলে—
তবু মানুষ না বলে তাকে বেশ্যা বলা হয়।
বেশ্যারা সকলে নারী, কখনও পুরুষ নয়।

যে কারণে নারী বেশ্যা হয়, যে সংসর্গে,
একই সংসর্গে অভ্যস্ত হয়ে পুরুষ পুরুষই থাকে।
বেশ্যারা পুরুষ নয়, মানুষের মতো অথচ মানুষ নয়
তারা নারী।

ওই দেখ বেশ্যা যায়—বলে নারীকে আঙুল তুলে
মানুষরা দেখে ও দেখায়।

AMARBOI.COM

খাদক

কাক ও শকুন মিলে আমাকে ঠুকরে খায়।
হৃদপিণ্ডে লাবডাব
ফুসফুসে বিরুদ্ধ-বাতাস
তবু ওরা ঠুকরে ঠুকরে লোকচক্ষে মৃত করে রূপশালী আমার শরীর।

যারা খায়,
দাঁত যারা ধারালো বসাতে পারে
অথবা ছোবল,
দিতে পারে তুখোড় ঠোকার—
তাদের কী দরকার শুঁকে মৃত কি না অমৃতের ঘ্রাণ!
খাদকেরা আর যা-ই পোষে, মমতা পোষে না।

চোখের ভেতর শান্ত পুকুর, ঢিল ছুড়ো না

চোখের ভেতর শান্ত পুকুর
সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছ সুবোধ ছেলে যাও, ঢিল ছুড়ো না
চোখের ভেতর শান্ত পুকুর, ঘুমিয়ে থাকে ছায়ায় রোদে লক্ষ্মী পুকুর

পুকুরপাড়ে সারা দুপুর বালিকাদের বাজে নূপুর
পুকুরপাড়ে দুরন্তরা উথলে ওঠে ভালবাসায়
এই পুকুরের স্বচ্ছ জলে মন ডুবিয়ে খেলা করো
ঢিল ছুড়ো না।

আমলনামা

আমলনামা লিখছে বসে ফেরেশতা নকীর।
হিসেব কষে খাতাপত্রে ভাল-মন্দ লেখা—
মুনকারের মন বসে না, খোঁজে হুরের ভিড়।
একটু বুঝি শখ হয় না হুর-পরীকে দেখা?

মহাকাশের হাওয়ায় উড়ে আমলনামা যায়
সামাল দিতে ফেরেশতার জীবন যায় প্রায়,
মানুষগুলো কপাল ঠুকে আদায় করে 'নেক'
আর ভাগ্যে মন্দ জোটে, নেকের ঘরে ভেক।

এর ভাগ্য ওর জুটেছে, ওর ভাগ্য এর
কপাল দোষে মানুষ হলে কী কপালের ফের!

বকুল শুকিয়ে গেছে, গন্ধ রেখে গেছে

বকুল শুকিয়ে
বাদামি রঙের ধুলো হয়ে গেছে।
শুকিয়ে শুকিয়ে অস্থিসার ফুলে
আর কোনও সুখকর শিশির জড়িয়ে নেই,
বকুল শুকিয়ে বকুলের আর রাখেনি কিছুই।
মরে গেছে, শুধু তার গন্ধ রেখে গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গন্ধগুলো ঘরময় হাঁটে, কখনও ঘুমোয়
গন্ধগুলো রাতজাগা চোখে দিন জাগে,
মরে গিয়ে বকুলের মতো এত সুগন্ধ ছড়িয়ে রাখা
আর কোনও ফুলের চরিত্রে নেই,
আর কোনও পাখি বা পিপীলিকার,
কোনও মানুষের।

মানুষ মরলে দেহের দুর্গন্ধ ছাড়া মানুষের আর কী থাকে সম্বল?

এক মাতালের গল্প

মাতালের একটা খনি ছিল টাকার,
মাতালের একটা বউও ছিল, সাদাসিধে, মাতাল বলত ডানে সূর্য,
বউ বলত হ্যাঁ ডানে।
মাতাল বলত মাটি নড়ছে, বউ বলত হ্যাঁ নড়ছে।
রাত হলে মাতাল বলত জল আনো। বউ জল আনত।
মাতাল বোতল খুলে জলের মধ্যে মদ মেশাত। বলত—গা টেপো।
বউ গা টিপত।
মধ্যরাতে মাতাল বলত শাড়ি জামা খোলো। বউ শাড়ি জামা খুলত।
মাতাল তার কোমর থেকে বেল্ট খুলে খোলা বউকে সপাং সপাং
পেটাত। বলত—গায়ে কালশিরে দাগ দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়।

সারারাত মাতালের পায়ের কাছে বসে বউ কাঁদত।
শেষরাতের দিকে মাতালের ঘুম নামত চোখে।
দুপুর অব্দি ঘুমিয়ে স্নান সেরে ইস্ত্রি করা জামাপ্যান্ট পরে
কালি করা জুতো পরে, গলায় টাই বেঁধে বেড়াতে বেরোত,
খনি থেকে মুঠো মুঠো টাকা তুলে এর ওর হাতে দিত,
স্তাবকেরা মুগ্ধ চোখে দেখত মাতালের স্থির চোখ, হাসি,
অনেকটা ঈশ্বরের মতো তার উন্নত গ্রীবা।

একদিন রাত প্রায় শেষ হয়-হয়,
মাতাল তার বউকে ডেকে বলল তোকে আজ দশ আঙুলে আদর করব
শুনে বউ আহ্লাদে নাচল।
গলায় দশ আঙুলের গাঢ় আদর দিয়ে মাতাল ঘুমোল।
সকালে কাক ডাকল,
পাড়াপড়শি এল, দল বেঁধে স্তাবকেরা এল মৃত বউ দেখতে
দুপুর অব্দি ঘুমিয়ে উঠে মাতাল চুক চুক দুঃখ করল।

স্তাবকেরা বলল আহা!
মাতাল বলল আহা!
স্তাবকেরা বলল বউ একটা বেশ্যা ছিল, আস্ত বেশ্যা।
মাতাল বলল হ্যাঁ আস্ত বেশ্যা।

সব সয়, মৃত্যু সয় না

এই আঙুল, এই টান টান ত্বকের আঙুল
এই আঙুল একদিন ভর দেবে কারও কাঁধে,
এই আয়ত চোখেও একদিন জমবে শ্যাওলা।
শিকড়ের মায়া ছেড়ে খসে পড়বে দু'সারি দাঁত
যৌনাঙ্গে জমবে ধুলো,
এই মসৃণ গ্রীবায় পড়বে ভাঁজ, বারো ভাঁজ

তখনও মাস গেলে পৃথিবীতে পূর্ণিমা হবে
তখনও সমুদ্রে জোয়ারের উৎসব হবে।
তখনও শিশুর জন্ম হবে,
তখনও ঝাউপাতা বিকেলের ছায়ায় ঘুমোবে
তখনও প্রাণবান তরুণেরা ধুম আড্ডা দেবে রেস্তোরাঁয়, খোলা মাঠে,

তখনও কৃষ্ণচূড়া ফুটবে,
তখনও ফলভারানত বৃক্ষের নীচে বালকেরা হল্লা করবে।

নিঃসঙ্গতার কালো হাত
ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে শরীরের সবক'টি রোমকূপ,
কষ্টের কীটপতঙ্গগুলো খামচে ধরে সচল হৃদপিণ্ড,
তবু সব সয়

ন্যুব্জ, ব্যর্থ, নিঃস্ব, ধূসর জীবন সয়
অন্ধত্ব
দুরারোগ্য রোগ সয়,
শ্বাসকষ্ট সয়
মৃত্যু সয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি হয়, হোক

তুই কোন দেশে থাকিস—
তোর সঙ্গে আমার দেখা হয় না কেন?
হঠাৎ রাস্তায়, সিনেমায়, শিল্পকলায়, ট্রেনে, বাসে,
নাটকে, রেস্তোরাঁয়?
এত মুখ দেখি, চেনা মুখ,
এত 'কি খবর ভাল' বলে বলে দিন কাটে, মাস কাটে,
বছরের পর বছর কেটে শরীরে-মনে শ্যাওলা জমে।
একবার দেখা হলে তোকে আমি
হাজার লোকের সামনে জড়িয়ে ধরে চুমু খাব
একবার দেখা হলে তোর শেকড়বাকড় উপড়ে নিয়ে
দেখিস দেশান্তরি হব।

আমার আর ভাল লাগে না ভাঁড়ারের পিঁয়াজ রসুন
সকালের শুকনো রুটি,
আর ভাল লাগে না ন'টা চারটা
বাঁধা বেতন, ভাল লাগে না বিকেলের এক চিলতে আকাশ,
আর ভাল লাগে না না-ফুরোনো রাত।

আমাকে নিয়ে আগের মতো
বৃষ্টিতে ভিজবি না?
আমাকে নিয়ে আগের মতো রোদ্রে?
সবাইকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে চৌতালে দুলবি না
আমার দু'বাহু আঁকড়ে ধরে আবার,
আবার কড়ইতলায়, ক্যান্টিনে, করিডোরে
আবার চল উজান ঠেলে যাই, আবার
হল্লা করে ফিরি সারা শহর, আবার
তরঙ্গ তুলি মজা-ব্রহ্মপুত্রে।

আবার চল জীবনযাপন শিকেয় তুলে সারা বিকেল
ভেসে যাই পরস্পরের চোখে,
তোর চোখ কি সেই আগের মতো এখনও তেমন?
এখনও স্বপ্নের জলে ভেজা, ধোয়া, নীল-নীল
এখনও কি তেমন অথই,
অতল তেমন?

একবার চল ডিঙিনৌকায় বইঠা ঠেলে
ওই পার যাই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই পারে পার্বতীদের উঠোন, উঠোনে পা ছড়িয়ে
কাঁচালংকায় কামরাঙা মেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাই—
নারকেল পাতার বাঁশি বাজিয়ে
চল না সর্ষের খেতে দিই ভোঁ দৌড়
কে কাকে ছুঁতে পারে দেখি
কে আগে ছুঁতে পারে কাকে।
এই আমি ঠায় দাঁড়ালাম সর্ষেক্ষেতে
চৌরাস্তায়,
কড়ইতলায়,
সিঁড়িতে,
বারান্দায়,

আমাকে তুই ছুঁয়ে দে
ছুঁয়ে দে, ছুঁয়ে দে, ছুঁয়ে দে,
এই আমি অনড় দাঁড়ালাম
আমাকে ছুঁয়ে দেখ কী ভীষণ শীতল পাথর আমি অথবা পালক,
পালক তোর গালে ছোঁয়া, ঠোঁটে, চোখে,
একবার বুকেও ছোঁয়া, তোর লোমকৃষ্ণ বুকে।

কোন অরণ্যে তুই বাস করিস
বল, ডালপাতা, সাপখোপ, ঘোর অন্ধকার
সরিয়ে সরিয়ে তোকে খুঁজব—
খুঁজে পেলে দেখিস হাজার বৃক্ষের সামনে
তোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাব।
তোর সন্ন্যাস-সংসার ভেঙে দেশান্তরি হব।
তোর মায়া হয় না?
জগতের সবচেয়ে অসুখী মানুষ আমি,
আমার অসুখী চিবুক, অসুখী চুল, চোখ,
হাতের আঙুল, আমার জন্য একফোঁটা মায়া?
মায়া হয় না তোর?
ইচ্ছে হয় না হঠাৎ একদিন দেখা হোক
সংসদের মাঠে, জাদুঘরে, ফুলের দোকানে, মেলায়, মিছিলে?
একদিন দেখা হলে পুরো জগৎ দেখুক
তোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবই।
মনে আছে সেই কত আগে, সেই প্রথম
আমার ঠোঁটে একবার ঠোঁট ছুঁয়েছিলি বলে
ভয়ে ও ঘৃণায় কেমন কেঁপেছিলাম না-ছোঁয়া তরুণী!

দুটো তিনটে চুলে আমার পাক ধরেছে
তোরও কি?

AMARBOI.COM

তোরও কি রাতে ঘুম হয় না, পেটে অম্বল?
তোরও কি গিঁটব্যথা মাঝে-মাঝে?
তোরও কি বহুমূত্র, উচ্চচাপ?
হোক, তবু দেখা হোক—
আবার ব্রহ্মপুত্রের জলে চল ভোরের আকাশ দেখি,
আবার জীবন দেখি,
খড়কুটো স্বপ্ন খুঁজি চল।

ভুল প্রেমে কেটে গেছে তিরিশ বসন্ত

ভুল প্রেমে কেটে গেছে তিরিশ বসন্ত, তবু
এখনও কেমন যেন হৃদয় টাটায়—
প্রতারক পুরুষেরা এখনও আঙুল ছুঁলে
পাথর-শরীর বেয়ে ঝরনার জল ঝরে।

এখন কেমন যেন কল কল শব্দ শুনি
নির্জন বৈশাখে, মাঘ-চৈত্রে—
ভুল প্রেমে কেটে গেছে তিরিশ বসন্ত, তবু
বিশ্বাসের রোদে পুড়ে নিজেকে অঙ্গার করি।

প্রতারক পুরুষেরা একবার ডাকলেই
ভুলে যাই পেছনের সজল ভৈরবী
ভুলে যাই মেঘলা আকাশ, না-ফুরোনো দীর্ঘ রাত।
একবার ডাকলেই
সব ভুলে পা বাড়াই নতুন ভুলের দিকে।
একবার ভালবাসলেই
সব ভুলে কেঁদে উঠি অমল বালিকা।

ভুল প্রেমে তিরিশ বছর গেল
সহস্র বছর যাবে আরও, তবু বোধ হবে না নির্বোধ বালিকার।

AMARBOI.COM

পূর্ণিমায়

আমি একা, মাথার উপর চাঁদটিও একা

পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মানুষ আমি
ফকফকে জোস্নায় মানুষের সুখ দেখি—
চাঁদ আমাকে দেখে এত বিব্রত হয়
লজ্জায় সে মেঘের পেছনে মুখ লুকোয়।

মানুষ যে এত একা হয় চাঁদের বুঝি জানা ছিল না
চাঁদেরও না হয় মস্ত এক আকাশের উঠোন আছে
খেলা করবার টুকরো টুকরো মেঘ-বালিকারা আছে।

আমার কে আছে?

অপাত্রে পতন

আমি যার অপেক্ষা করছি
সে আমার না আত্মীয়, না বন্ধু, না পড়শি, না কেউ
আমি যার অপেক্ষা করছি
সে যে আসবেই এমন নয়।

AMARBOI.COM

তবু অপেক্ষা করা, যেহেতু আমার
উঠে দাঁড়াবার কোনও ক্রাচ নেই, চেনা পথ নেই, অন্য আকাশ নেই
যেহেতু জীবন নেই জীবন-যাপনের।

এই অপেক্ষার কোনও মানে নেই
এই উষ্ণ বসে থাকা, এই শ্বাসরোধ
আশার দোলায় দোলা—এর কোনও মানে হয়?
মিছেমিছি কিছু স্বপ্ন নিয়ে
বেঁচে থাকবার কত শখ বোকা রমণীকুলের!

কোনও এক অদ্ভুত যুবকের কথা

শুনেছি পুরনো পল্টনের এক চিলেকোঠায়
রাতে কেবল ঘুমোতে ফেরো
সারাদিন যায় ধূমায়িত আড্ডায়, হাইড্রোজেনে আর
দুর্মুখেরা বলে মদ্যপানেও।

আমি অবশ্য প্রবল আপত্তি করি।
জানি দিন পার করো নিপাট চুলের চর্চায়
দু'স্লাইস রুটি ও ডিমে, দুপুরে
কইমাছ হলে কইমাছ
রুই হলে রুই।
রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে জিভের তেলে ও মসলায় তেভাজা করে
ছাড়ে হরেক টেবিল,
আর নিকটেই নিরুচ্চার তুমি কাঁধের ঝোলায় দু'প্যাকেট
পাঁচশো পঞ্চান্ন সামলে, চোখ সামলে,
জামা সামলে, প্যান্টের কড়া ইস্ত্রি সামলে,
এই যে এত সতর্ক হাঁটছ—যেন জুতোয়
ধুলো-কাদা না লাগে
যেমন ছিটেফোঁটা ধুলো নেই তোমার শরীরে ও মনে।
কী করে পারো এত ধুলোময় শহরে
নিজেকে নিজের জলে নিরন্তর স্নান করাতে?
আমিও তো হাড়-মাংসে জল ছিটিয়ে
শুদ্ধির সন্ন্যাস নিয়েছিলাম—
আমিই পারিনি।

তোমার নিথর জলে আচমকা তরঙ্গ তুলে
ইচ্ছে করে সারা দুপুর সাঁতার কেটে ফিরি।

জয় বাংলা

বাংলা ভাষায় 'জয় বাংলা'র মতো প্রাণবান শব্দ আর নেই,
যে জিহ্বা 'জয় বাংলা' শব্দটি উচ্চারণ করে
সে জিহ্বা কোনও মিথ্যের সঙ্গে আপস করে না।

জয় বাংলা শব্দের শৌর্য ও সৌন্দর্য
পান করতে যে বাঙালি শেখেনি, ধিক তাকে

AMARBOI.COM

জয় বাংলার অন্তর্গত আগুনে
হিমগ্রস্ত গা সেঁকে নিতে যে বাঙালি পারেনি, ধিক তাকে।

যত পাখি আছে দেশে, যত নদী, যত ঘাসফুল
জন্মেছে দেশে, যত বৃক্ষ—সকলে বলেছিল একদিন 'জয় বাংলা'
সূর্যোদয় বলেছিল জয়
লোনা হাওয়া বলেছিল জয়
তুমি বলেছিলে, আমিও
আমাদের পূর্বপুরুষ বলেছিল জয় বাংলা।

এই জয় বাংলাকে জীবনের রক্তেমাংসে
যারা লালন করতে না জানে—তাদের, সেই দুর্ভাগাদের মৃত্যু হোক।

নিথর শীতলতা

কে যে কোথায় টুপ করে মরে যাচ্ছে,
আর হাত পা নাড়ছে না, তাকাচ্ছে না কারও দিকে,
কথা বলছে না, শুনছে না—

কার গোপন ড্রয়ারে ছিল
ব্যাংকের জমাখাতা, পুরনো প্রেমের চিঠি, সাতনরি হার
ছিল বরাদ্দ জমির নকশা,
আর খুব গুছিয়ে নেপথলিনের নীচে ভাঁজ করে
রাখা একটি একতলা বাড়ির স্বপ্ন।

সব দুঃখ সুখ, ফলবান সবক'টি বৃক্ষ ফেলে
কে যে কোথায় মরে যাচ্ছে,
কথা বলছে না, হাসছে না
হেঁটে যাচ্ছে না মাঠ পেরিয়ে রাস্তায়, ভিড়ে

এতে আমরাও খুব একটা গা করছি না—কারণ
আমাদের রক্তের কোষে
আমাদের হাড়ের ভেতর,
যকৃতের তাকে,
আমাদেরই হৃদপিণ্ডের দেয়ালে

AMARBOI.COM

এক হিংস্র সরীসৃপ মৃত্যু
ওত পেতে আছে হঠাৎ ছোবল দেবে বলে।

আজ না হয় দিচ্ছে না, কাল তো দেবে!

বিষদাঁত

ছোটবেলায় সাপখেলা দেখেছিলাম।
মস্ত বড় সাপ আমাদের উঠোনে হিশহিশ শব্দ করে
ঘুরে বেরিয়েছে।
সাপের মতো হিংস্র জিনিসও বাধ্য শিশুর মতো
ঝুড়িতে ওঠে, নামে।
সাপের জন্য আমার বড় মায়াই হয়েছিল।
বিষদাঁত না থাকলে সাপও কেঁচোর মতো মুখচোরা, নিরীহ,
কথা মতো ঝুড়িতে ওঠে, ঝুড়ি থেকে নেমে
এদিক ওদিক হাঁটে, ফণা তুলে অনর্থক চেঁচায়।

যে মানুষের বিষদাঁত নেই
সে-ও এমন ন্যুব্জ, মেরুদণ্ডহীন ঘোরে।
সাত চড়ে রা নেই, দেশ ভাঙে, দেশের মানুষ ভাঙে
আর বিষদাঁত না থাকা মানুষগুলো দাঁত নখ গুটিয়ে
নিরুদ্বেগ চেয়ে থাকে সন্ত্রাসের দিকে।

নিষ্কৃতি

'স্বামীর পদতলে নারীর বেহেস্ত'
অথচ নারী নাকি
করে না পদসেবা, রাখে না পিঠ পেতে
কেবল কাজে ফাঁকি।

বেহেস্তের লোভে নারীরা চেটে খাবে
স্বামীর ধুলো কাদা
নিয়ম নীতি সব তৈরি করেছিল
পুরুষ নামজাদা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীই পারে দিতে নারীকে নিষ্কৃতি
রীতির গায়ে ঢেলে
সভ্য পেট্রল, নারীই দেবে জ্বেলে
সতীর ব্রতকথা, নষ্ট বেহেস্ত।

শোধ

ব্রহ্মপুত্র আমাকে আগের মতো
বারবার কাছে ডাকে না
আমাকে ভুলেছে, আমিও ভুলেছি তত।

তুমি একবার ভাল না বেসেই দেখ
একবার কাছে না ডেকে
ভুলে যাবে যত
তার চেয়ে বেশি ভুলব।
পারো যদি থেকো গা ঢেকে
শত নখে ছিঁড়ে স্বস্তি তোমার খুলব।

AMARBOI.COM

অপঘাত

পুরুষ হয়ে জন্ম নিলে
সবচেয়ে বেশি কী থাকা চাই?
মেধা।
নারীর যদি জন্ম হয়
সবচেয়ে বেশি কী থাকা চাই?
রূপ।

নারী কি জানে রূপ আসলে
রূপের নীচে তৈরি করে
অন্ধকার কূপ!
কূপের জলে হঠাৎ নারী
রূপের ছাই নেভাতে গিয়ে
অলক্ষ্যে দেয় ডুব।

জগৎ থেকে নির্বাসিত
রূপবতীর এ অনেকটা
নিজের ঘরে সেঁধা।

সমাবর্তন

১
যদি সে যাবেই যাক।
শুধু থাক
পোড়া হৃদয়ের খাক
আর উদ্যানে এক ঝাঁক কালো কাক।

২
কোথায় পালাবে,
যত দূরে যাক স্মৃতিরা ধরবে ছেঁকে
ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে
যেতে যেতে পথ শেষবার যাবে বেঁকে।

৩
ঘুরে ঘুরে ওই এক বিন্দুতে ফেরা,
খামোকাই এত দুর্বহ লুকোছাপা!
ফিরে তো দেখেই হৃদয়ের তার ছেঁড়া
বৃত্তের মাপে জীবনের পথ মাপা।

জীবন

জীবন স্থবির কোনও জলাশয় নয়।
ঢেউ
থাকবেই, জীবন কখনও
নয় পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার—
অবাধ আলোয় একাকার,
এই আলোর অরণ্যে
বাড়াবে কেউ না কেউ
হাত।
হাতে কারও ভালবাসা, কারও ঘৃণা

AMARBOI.COM

ঘাত,
একটু-আধটু প্রতারণা, বিদঘুটে রাত।

জীবন স্থবির কোনও জলাশয় নয়,
উথল স্রোতের তোড়ে হারায় স্মৃতির খড়কুটো
আর নিতান্তই দুটো
সুখের আশায় যায় জীবনের অর্ধেক সময়।

সন্তাপ

কারও কাছে আর প্রাপ্তির কিছু নেই
হারাতে হারাতে হারাবারও নেই আর!
হারিয়ে খুঁজছি ভোকাট্টা নীল ঘুড়ি
খুঁজছি আমার কাঁচামিঠে কৈশোর।
খুঁজতে খুঁজতে খোঁজা শেষ হলে দুই
হাতের মুঠোয় হাহাকার জমা হয়।

প্রেমে-অপ্রেমে যৌবন ফুরিয়েছে
ধুলোবালি ছাড়া জোটেনি ভাগ্যে কিছু।
খুঁজছি আঠারো একুশের ধূপধুনো
খুঁজতে খুঁজতে খোঁজা শেষ হলে দুই
চোখের ভেতর শূন্যতা জমা হয়।

মানুষের ভিড়ে মানুষ এমন কই
যার কাছে কিছু প্রাপ্তির যোগ আছে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা

শর্ত ১৭৭ • অবগাহন ১৭৭ • গল্প ১৭৭ • দ্বিধাহীন ১৭৮ • ছেঁড়াখোঁড়া মন ১৭৮ • সোজা পথ ১৭৯ • ভঙ্গ বঙ্গদেশ ১৭৯ • কাঁপন ১ ১৮০ • খেরো খাতা ১৮০ • গৌরী নেই ১৮১ • কাঁপন ২ ১৮১ • খড়কুটো মেয়ে ১৮২ • প্রবণতা ১৮২ • লজ্জা, ৭ ডিসেম্বর '৯২ ১৮২ • জলে ভাসা ১৮৩ • কাঁপন ৩ ১৮৩ • হতচ্ছাড়া ১৮৪ • তখন না হয় দেখা হবে ১৮৪ • পুরুষোত্তম ১৮৫ • কাঁপন ৪ ১৮৬ • মসজিদ মন্দির ১৮৬ • প্রত্যাশা ১৮৬ • কাঁপন ৫ ১৮৭ • ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে ১৮৭ • সতীত্ব ১৮৮ • ধোঁয়া ১৮৮ • জলপদ্য ১ ১৮৯ • ঘুমভাঙানিয়া ১৮৯ • মাজার ১৯২ • ধুম ১৯২ • ধাপ্পা ১৯২ • উদ্যানের নারী ১৯৩ • রোসো ১৯৪ • অকল্যাণ ১৯৫ • চাবুক ১৯৬ • বিসর্জন ১৯৬ • বাড়ি যাবে, সুরঞ্জন? ১৯৭ • কাঁপন ৬ ১৯৮ • খামার ১৯৮ • নির্ভয় ১৯৯ • বাঁশি ১৯৯ • পুরুষের দানদক্ষিণা ২০০ • কাঁপন ৭ ২০০ • দুর্বহ দুঃখটুকু ২০০ • দুরভিসন্ধি ২০১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্ত

কেবল হৃদয় নিয়ে বসে থাকা
এ আমার পোষাবে না
তোমাকে নিংড়ে সারটুকু চাই
সব স্বাদ চাই চেনা।

পরিশোধ করো যেটুকু জমেছে
শরীরের দায় দেনা।

অবগাহন

আমার আর কী দরকার অন্য কিছু যদি
তোমাকে পাই।
ইচ্ছে করে পায়ের কাছে দাঁড়াক এসে শীতলক্ষা নদী
হারিয়ে যাই।

AMARBOI.COM

গল্প

ভাজা মাছ উলটে খেতে পারে না ধরনের এক ছেলে আমাকে
একদিন বলল— আমার খুব কষ্ট।
আমি তার ঘন চুলে নিবিড় আঙুল রেখে বললাম
—মাঠ জুড়ে সাদা জ্যোৎস্না নেমেছে, চল ভিজি।
চল মেঘলা ভোরে অরণ্য পেরোই। শীতলক্ষায় উলটো সাঁতার কাটি।

ছেলে বলল— বড্ড খিদে পায় আজকাল।
আমি তাকে সর্ষে বাটা ইলিশ, চিতল মাছের কোপ্তা,
চিংড়ির মালাইকারি আর আস্ত একটা মুরগির রোস্ট খেতে দিলাম।
খাবার পর একটা তবক দেওয়া পান।

খাওয়া হল। রাতে জ্যোৎস্নায় ভেজাও হল।
ভোরের অরণ্যও পেরনো হল, ছেলের মনও হল ভাল
দুপুরের দিকে ভর-পেট এবং ভর-মন নিয়ে ছেলে বলল— যাই।
সেদিন হঠাৎ দেখি পাশের বাড়ির কিশোরীকে সে তার

খিদে ও কষ্টের কথা বলছে
কিশোরী তাকে বসতে দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে।

দ্বিধাহীন

এক নদী জল দাঁড়িয়ে আছে, নাবব আমি
যদিও ভাল সাঁতার জানি না
ষাটের যুবক, প্রেমে পড়লে পড়তে পারো
প্রেমে আমি বয়স মানি না।

ছেঁড়াখোঁড়া মন

হাট করে রেখে দরজা জানালা, দূরে
দাঁড়িয়ে দেখেছি তুমি ঢোকো কি না, খুঁড়ে
দেখ আছে কি না ভালবাসা কোনও তলে
পেয়ে গেলে লুফে নাও কি না কৌশলে।

নিজেকে লাগছে নিঃস্ব ভিখিরি নুলো
সম্ভাবনার গায়ে জমা হয় ধুলো
এত ডাকলেও দিচ্ছ না তুমি সাড়া
পথেঘাটে ঘোরো, আমার আঙিনা ছাড়া।

ফেলে চলে গেলে একলা অন্ধকারে
পেছনে কষ্ট তরতর করে বাড়ে
একবার তুমি দেখনি পেছন ফিরে
গুটিয়ে কেমন নিয়েছি নাটাই স্বপ্নের সুতো ছিঁড়ে।

AMARBOI.COM

সোজা পথ

ইচ্ছে যদি প্রেমে পড়ার, পড়ো
দেখো নিটোল দু'হাত বাড়ালাম
ইচ্ছে যদি, ধরো।

সময় নেই দাঁড়িয়ে থাকি পথে
গুটিয়ে যদি নিতেই হয় হাত
না মেলে যদি মতে,
সামনে থেকে সরো।

ভঙ্গ বঙ্গদেশ

একটি দেশ ছিল সুজলা সুফলা
দেশের মানুষেরা সোনালি ধান যেমন হাওয়ায় দুলত,
তেমন দুলত নতুন পিঠেপুলির দিনে।
একটি দেশ ছিল শরতের মেঘ আকাশে মেলা বসালে সে-ও
বসাত মেলা সুখের, মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে
মাটিতে।

AMARBOI.COM

একটি দেশ ছিল আম-কাঁঠালের,
বর্ষার জলে কাকভেজা ঘরে ফিরে তিরতির কেঁপে উঠবার—
কুয়াশাকাটা রোদে গা পোহাবার দেশ।
একটি দেশ ছিল আমার, তার, আমাদের পূর্বপুরুষের।

এই ভালবাসাবাসির দেশটিকে হঠাৎ কারা যেন দু'টুকরো করে চলে গেল
যারা দু'টুকরো করল তারা দেশের, দেশের মানুষের
লাউয়ের ডগার মতো লকলকে স্বপ্নের গোড়া ধরে টান দিল
ঝাঁকুনি দিল দেশটির শেকড় ধরে— কে যে কোথায়
ছিটকে পড়ল, কে যে মরল কে যে বাঁচল তার হিসেব মিলল না।
দেখা গেল বিক্রমপুর থেকে গিয়ে পড়ল গড়িয়াহাটার মোড়ে
বর্ধমান থেকে কেউ ফুলতলি গ্রামে, যশোর থেকে কেউ গেল হাওড়ায়,
নেত্রকোণা থেকে রানাঘাটে, মুর্শিদাবাদ থেকে ময়মনসিংহে।
ভরা ফুলের বাগানে বুনো ষাঁড় ছেড়ে দিলে যা হয়, হল।

দু'টুকরো দেশ বাড়িয়ে আছে পরস্পরের দিকে তাদের
তৃষ্ণার্ত হাত, আর এই হাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে
মানুষেরই বানানো ধর্মের ক্লেদ, কাঁটাতার।

কাঁপন ১

তিরিশে নাকি কমতে থাকে ভালবাসার শীত
আমার দেখি তিরিশোর্ধ্ব শরীর বিপরীত।

খেরো খাতা

সকালে এককাপ আদা চা না হলে আমার দিন ভাল যায় না

অপারেশন থিয়েটারে দু'চারটে মুমূর্ষু রোগীকে
দাগ মেপে ওষুধ দিই, দাগ মেপে অক্সিজেন
নাইট্রাস অক্সাইড, হ্যালোথেন
পেথিডিন দেব কি দেব না ভাবি, রোগীর নাড়ি দেখি বারবার
রক্তচাপও। বাঁ হাতের শিরায় স্যালাইন চালিয়ে দিই,
প্রয়োজনে ডান হাতেও দু'ব্যাগ রক্ত
এই করে কাটে সারা দুপুর।

বিকেলে একবার শহর চক্কর না দিলে বড় মনমরা লাগে।
সন্ধেয় গান শুনে, নয় আড্ডা দিয়ে, নয় একা ঘরে লেখাপড়া সেরে
মধ্যরাতে, অবসন্ন শরীর যখন মেলে দিই বিছানায়, একা
ইচ্ছে করে একটি হাত এসে আমার চিবুকখানা তুলুক
একটি ঠোঁট আমার ঠোঁটে চুমু খাক।

গাঢ় একটি চুমু না হলে আমার রাত ভাল যায় না।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরী নেই

কলকাতা থেকে গৌরীপুর, কতদূর?
কতদূর শিয়ালদা স্টেশন থেকে শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ?

কতদূর
রাধাপুকুর?
কাশবনে ঝুঁকে পড়া নগ্ন দুপুর?
ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে ভেসে আসা ভাটিয়ালি সুর,
কতদূর?
গৌরীপুরে ঘর ছিল, উঠোন ছিল, বনমালীদের মাঠ ছিল
শান বাঁধানো ঘাট ছিল, হাট ছিল
গৌরীপুরে গৌরী ছিল।

সে কি আছে? সে এবং তার পুতুলগুলো?
সে কি আগের মতো খেলে, এক্কাদোক্কা, হাঁটু অব্দি ধুলো?
ষোলোগুটি?
মটরশুটি, মুলো
এখনও কি রাঁধে জ্বেলে মিছেমিছির চুলো?

কে যেন বলল সেদিন গৌরী নেই
ঘর থেকে বেরিয়েছে যেই, কে বা কারা নিয়ে গেছে তুলে
শাড়ি কাপড় খুলে
ফেলেছে বাঁশখালির খালে। বড় একটা কামড় ছিল, গালে।

যদি গৌরীই নেই, গৌরীই যদি নেই, যদি হাওয়াই নেই পালে
আমি তবে উজান ঠেলে যাব কোথায় নিরুদ্দেশে ভেসে,
ভালবেসে!

কাঁপন ২

তিরিশোর্ধ্ব শরীরখানা কাঁপে
তরবারি কি আছে যুবক তরবারির খাপে?

খড়কুটো মেয়ে

তুমি হচ্ছ নদীর মতো
সমুদ্রেও যাচ্ছ, খালেও যাচ্ছ
জাগছ, আবার ঘুমোচ্ছ
কখনও কলকল শব্দ, কখনও হু হু হাহাকার।

তুমি হচ্ছ নদীর মতো, যে কোনও বাঁকেই দেখি দিব্যি চলে যাচ্ছ।
তোমার কিনার ঘেঁষে যারাই দাঁড়ায়
সুখ দুঃখ কিছু না কিছু দিচ্ছ।

আমি তোমার জলে পড়া খড়কুটো মেয়ে
ডুবছি, ভাসছি, স্রোতে ভাঙছি
তুমি হচ্ছ নদীর মতো
কেবল নিরুদ্দেশেই নিচ্ছ, দাঁড়াবার দু'টুকরো মাটি দিচ্ছ না।

প্রবণতা

যতই তুমি সরিয়ে নাও নাগাল থেকে পা
প্রায় উঠোনে এসে বাড়াও উলটো পথে পা,
যত এড়াও সুকৌশলে ভালবাসায় নিমজ্জিত কথা
আমার তত তোমার দিকে বাড়ে প্রবল যাবার প্রবণতা।

লজ্জা, ৭ ডিসেম্বর '৯২

কথা ছিল সতীপদ দাস সকালে আমার বাড়ি এসে
চা চানাচুর খাবে। দাবা খেলবে, চুটিয়ে আড্ডাও দেবে।
সতীপদ প্রতিদিন আসে, আজ আসেনি, খবর এল সতীপদর
বাড়ি ঢুকে একদল টুপি মাথার লোক
পেট্রল ঢেলে দিয়েছে ঘরের জিনিসপত্রে, টেবিল-চেয়ারে,
বিছানায়, আলমারিতে, বাসনপত্রে,
কাপড়চোপড়ে, বইয়ে।

তারপর ফস ফস করে কতগুলো ম্যাচের কাঠি জ্বেলে পেট্রল-ফেলা
জায়গায় ফেলেছে।
আগুন যখন লকলকিয়ে বাড়ছে সতীপদ উঠোনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে দেখছিল
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে তাদের তাঁতিবাজার, তাঁতিবাজারের
এক টুকরো উদাস আকাশ।

সন্ধেয় সতীপদর বাড়ি গিয়ে দেখি
বাপ-ঠাকুর্দার ভিটেয় ছাই আর কাঠকয়লার ওপর
সতীপদ বসে আছে একা, ওর গা গড়িয়ে নামছে
রক্ত, বুকে পিঠে কালশিরে দাগ।

ওকে আমি স্পর্শ করতে পারিনি লজ্জায়।

জলে ভাসা

ভালবাসার জলে ভাসার কথা
তোমাকে আমি আগ বাড়িয়ে বলেছিলাম নিজে।
তুমি বললে 'সর্দি হবে ভিজে,
কী লাভ ওতে! তার চেয়ে দাও তোমার কচি দেহখানার স্বাদ।'

বছর ধরে স্বাদ গন্ধ বিলিয়ে ধোঁকা খেলাম।
ভালবাসার জলে ভাসার স্বপ্ন গেল ডুবে
বইঠা ছিল, নৌকো ছিল, হাওয়াও ছিল পালে
আর এদিকে দুর্ভাগা মেয়ে ডাঙায় বসে জীবন ঠেলে গেলাম।

কাঁপন ৩

কাঁপছি আমি যেমন কাঁপে ঘূর্ণিঝড়ে কেরোসিনের কুপি
ভালবাসার আগুন নিয়ে এসো আমার যুবক চুপি চুপি।

AMARBOI.COM

হতচ্ছাড়া

কুঁকড়ে থাকি মাঘরাতের বস্ত্রহীন মেয়ে
গুটিয়ে রাখি হাতের কচি আঙুলগুলো হাতে।
এক বিকেলে আকাশ থেকে স্বপ্ন পেড়ে মুঠোয় নিয়ে ধেয়ে
নেচেছিলাম সারা উঠোন, গানের তোড়ে ভেসেছিলাম ছাতে।

জীবন গেল নির্বিবাদে জলের মতো বয়ে
চোখে রইল ধূসর ডাঙা, ডাঙার কোলে নদী;
একলা ঘরে অন্ধকারে সিঁটিয়ে থাকি ভয়ে
স্বপ্নগুলো মুঠো খুললে হারিয়ে যায় যদি।

তখন না হয় দেখা হবে

ডাকলেও আসো না যখন
কঠিন অসুখে একদিন শয্যাশায়ী হব।
খবর পেয়েই জানি কাগজের জঙ্গলে খুঁজবে
পাসপোর্ট। পেয়ে, ধুলো ঝেড়ে, ভিসার অফিসে যাবে
টিকিট কাটবে
বেয়াড়া ব্যস্ততাগুলো তুলোর মতন
উড়িয়ে কসমোপলিটন সিটির হাওয়ায়,
জটগুলো আলগোছে ঠেলে
ফার্স্ট ফ্লাইটেই জানি নামবে এখানে,
অবিন্যস্ত শহর ঢাকায়।

লাল গালিচা দেখবে পেতে রাখা বাড়ির সিঁড়িতে
ঘরে ঢুকে গন্ধ পাবে নাছোড় জ্বরের, ওষুধের
যদি বুক ভরে শ্বাস নাও আরও
একটু একটু গন্ধ পাবে অচেনা ভালবাসার।

কঠিন অসুখ হোক
হাত-পা না হয় কাটা যাক ট্রাকের তলায়
লিভারে রাইফেলের গুলি
কিডনি অকেজো
পক্ষাঘাত, রক্তে ক্যান্সার
যে কোনও অসুখই মেনে নেব যদি আসো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে বসে, স্নেহে যদি স্পর্শ করো শীর্ণ হাতখানি
দূর হবে দুরারোগ্য রোগ, মনে মনে সুস্থ হব,
দাঁড়াব, হাঁটব।
জানালার নীলে ছাওয়া আকাশ দেখব।

এত অসুখেও যদি পাথর না গলে
না হয় মৃত্যুই হোক
মৃত্যু হলে মুখাগ্নি করতে
তোমাকে তো আসতেই হবে। খোলা চোখ দুটো
ঢেকে দিতে অস্থির আঙুলে
পোড়াতে আগুনে— তুমি কি না এসে পারো?

পুরুষোত্তম

পুরুষের জিভে লালা গড়াচ্ছে লোভে
মেয়েমানুষের নিতম্ব দেখে খুব
খামচে ধরতে ইচ্ছে জাগছে মনে
নাগালে না পেলে একা গোঙরায় ক্ষোভে।

পুরুষের হাত নিশপিশ করে, কাঁপে
দু' হাতে পিষতে চায় মেয়েমানুষের
বুক, বুক থেকে ওঠা কষ্টের অমৃত
গলে গলে পড়ে সুখ ও শখের তাপে।

কী আছে নারীর নিতম্বে, বুকে, ঠোঁটে
মাংস, গ্রন্থি, গ্রন্থির নালি ছাড়া?
এসব চাখতে কামড়ে ছিঁড়তে দাঁতে
পুরুষের দল রমণী পেলেই খোঁটে।

AMARBOI.COM

কাঁপন ৪

যুবক তোর হৃদয়-নদে যেই নেমেছে ভালবাসার ঢল
তিরিশোর্ধ্ব শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ে শরীর-গলা জল।

মসজিদ মন্দির

গুঁড়ো হয়ে যাক ধর্মের দালানকোঠা
পুড়ে যাক অন্ধ আগুনে মন্দির মসজিদ গুরুদুয়ারা গির্জার ইট,
আর সেই ধ্বংসস্তুপের ওপর
সুগন্ধ ছড়িয়ে বড় হোক মনোলোভা ফুলের বাগান
বড় হোক শিশুর ইস্কুল, পাঠাগার।

মানুষের কল্যাণের জন্য এখন প্রার্থনালয়
হোক হাসপাতাল, এতিমখানা, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়
এখন প্রার্থনালয় হোক শিল্পকলা একাডেমি, কলামন্দির, বিজ্ঞান গবেষণাগার
এখন প্রার্থনালয় হোক ভোরের কিরণময় সোনালি ধানের খেত
খোলা মাঠ, নদী, উতল সমুদ্র।

ধর্মের অপর নাম আজ থেকে মনুষ্যত্ব হোক।

প্রত্যাশা

কারুকে দিয়েছ অকাতরে সব ঢেলে
সেও অন্তত কিছু দেবে ভেবেছিলে।
অথচ ফক্কা, শূন্যতা নিয়ে একা
পড়ে থাকো আর দ্রুত সে পালায় দূরে
ভালবেসে কিছু প্রত্যাশা করা ভুল।

আলোকিত ঘর হারিয়ে ধরেছ অন্ধকারের খুঁটি
যারা যায় তারা হেসে চলে যায়, পেছনে দেখে না ফিরে।
তলা ঝেড়ে দিলে, যদিও জোটেনি কানাকড়ি কিছু হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি অভুক্ত, অথচ তোমার সম্পদ খায় তারা
যাদের বেসেছ নিংড়ে নিজেকে ভাল।

ঠকতেই হবে ভালবেসে যদি গোপনে কিছুর করো
প্রত্যাশা কোনও, এমনকী ভালবাসাও পাবার আশা।

কাঁপন ৫

ভালবাসার আশায় কাঁপে তিরিশোর্ধ্ব গা
এগোচ্ছ যে! ঘুমকাতুরে পাষণ্ডকে শয্যা দেব না।

ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে

ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে, জিবরাইলের কাশি
মুনকার আর নাকির গেছে হুরের নিমন্ত্রণে
আল্লাহ্‌তায়ালা তালি দিচ্ছেন, ফেরেশতারা নেই

শিঙায় আবার জং ধরেছে, জং সারাবার
মিস্ত্রি এসে নাটবল্টু খুলে
উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে সয়াবিনের ড্রাম
জাহান্নামের সাপ ওদিকে খিদের চোটে ঘুম।

আল্লাহ্‌তায়ালা হাঁক দিচ্ছেন ফেরেশতারা নেই
ফেরেশতারা যে যার মতো সাত আকাশে ঘোরে
ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে শিঙা ফুঁকবে কে?
শিঙা ফুঁকতে দাঁড়িয়ে গেছে মানুষ এবং জিন
পুলসেরাতে একলা বসে শেষ বিচারক কাঁদেন
আর, আখেরাতের দাঁড়িপাল্লা কবজা খসে পড়ে।

AMARBOI.COM

সতীত্ব

কেউ আমার শরীর ছুঁলে নষ্ট হব, হৃদয় ছুঁলে নয়?
হৃদয় করে শরীর জুড়ে অবাধ বসবাস
শরীর-সিঁড়ি পার না হয়ে হৃদয়-ঘরে যেতে
যে পারে পারে, পারে না জানি মানুষ নিশ্চয়।

ধোঁয়া

সামনে মাজার,
ধোঁয়ায় গাঁজার
গন্ধ ভাসছে,
মানুষ কাশছে।

অলৌকিকের
টানে তারা ফের
শরীরের ঘুণ
লোভের আগুন
নেভাতে ঘুরছে,
স্বপ্নে উড়ছে।

সামনে গাঁজার
ধোঁয়ার মাজার,
আল্লাতালার
এবং রাজার
বেশ্যাবাজার
সব একাকার।

AMARBOI.COM

জলপদ্য— ১

ঘড়ায় তোলা জল রয়েছে, দিঘিও আছে কাছে
তুমি তোমার তৃষ্ণা মতো যে কোনও জল নিয়ো
তৃষ্ণা যদি না মেটে নিয়ো কংস নদীটিও।
জল ফুরোলে এসো,
বুকে আমার একা একটি সমুদ্দুর কাঁদে।

ঘুমভাঙানিয়া

বেঁচে আছি।
ফুটপাতে টায়ার জ্বালিয়ে ভাত ফুটোয় যে অর্ধনগ্ন নারী
তাকে বলি বেঁচে থাকো।
মুখে স্নো পাউডার মেখে পার্কের বেঞ্চে বসে থাকা
উৎসুক রমণীকে বলি বেঁচে থাকো।
শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের অলংকৃত দুঃখিতাকে বলি বেঁচে থাকো।
মধ্যরাতে ঘরে ফেরা পাঁড় মাতালের অনঙ্গ বধূকে বলি বেঁচে থাকো।
বেঁচে থাকো নারী, নারী তুমি বেঁচে ওঠো, প্রচণ্ড বেঁচে ওঠো।

ওদের কথা ভেবো না, ওরা তো মানুষ নয়, ওরা পুরুষ
ওরা তোমার বিকেলের চায়ে গোপনে বিষ মিশিয়ে দেবে
ওরা কৃষ্ণপক্ষ রাতে তোমার গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে
দেবে আম গাছের ডালে, ঘরের সিলিংফ্যানে, কড়িবরগা কাঠে
ওরা পাল বেঁধে তোমাকে ধর্ষণ করবে,
ওরা কাচপুর ব্রিজের কাছে তোমার বুকে ছুরি বসাবে
ওরা ধাবমান ট্রেনের নীচে তোমাকে ধাক্কা দেবে,
ওরা তোমার কণ্ঠদেশ চিরে দেবে ধারালো ব্লেডে
ওরা তোমার সারা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেবে
ওরা তো মানুষ নয়, ওরা পুরুষ।

ওরা জেরুজালেমে, হিমালয়ে, হেরা পর্বতে বসে ধর্ম রচনা করেছে
এই ধর্মকে ওরা পবিত্র ঘোষণা করেছে
এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে ওরা তোমাকে পাঁকে ফেলছে
ওরা তোমাকে পায়ের নীচে স্থান দিচ্ছে, ওরা
তোমাকে রন্ধনশালায় পাঠাচ্ছে, ওরা তোমাকে সাজসজ্জা করাচ্ছে
ওরা তোমাকে শয্যায় ওঠাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয্যা থেকে যখন ইচ্ছে নামাচ্ছে
ওরা তোমাকে আবৃত করছে, প্রয়োজনে অনাবৃত করছে
ওরা তোমাকে পদাঘাত করছে, পরিহার করছে
ওরা তো মানুষ নয়, ওরা পুরুষ।

নারী তুমি বেঁচে ওঠো
নিশ্বাসে নাও অমল হাওয়া,
এই আকাশ তোমার, আকাশের সব নক্ষত্র তোমার
এই ঝাউপাতা তোমার, এই নদী, কাশবন, অরণ্য তোমার
এই মেঘপুঞ্জ, এই জল-হাওয়া তোমার।
এই মাটি, এই ঘাস, ঘাসফুল, পাখি, এই সমুদ্র তোমার।
ওরা তোমার কেউ নয়, ওরা পুরুষ।
ওরা তোমাকে গ্রাস করবে, ওরা তোমাকে শত টুকরোয় ছিঁড়বে
ওরা তোমাকে পিষে পিষে নিশ্চিহ্ন করবে, করবে
কারণ ওরা মানুষ নয়, পুরুষ।

যে তুমি মুখ থুবড়ে পড়ে আছ নারী
তোমার সারা শরীরে পুরুষের কামড়,
তোমাকে শুঁকতে এসে একটি কুকুরও বেদনায় নীল হবে
তোমাকে দেখতে এসে কাক শকুনও লুকিয়ে রাখবে নখর
সেই তোমাকেই যদি কেউ পুনরায় কামড় বসায় সে কোনও
শূকর নয়, সে কোনও কালকেউটে নয়, সে পুরুষ।
তুমি উঠে দাঁড়াও নারী, মেরুদণ্ড সোজা করে একবার দাঁড়াও
তুমি হাঁটো, এই পথ তোমার
এই মাঠ তোমার, এই শস্যখেত তোমার, আলপথ তোমার
দিগন্ত অবধি যতদূর দেখ তুমি, সব তোমার।

তুমি যদি নারী হও, তুমি মৃত্যুকে অতিক্রম করে বেঁচে ওঠো
ওরা তোমাকে সতীত্ব শেখাবে, ওরা তোমাকে চিতায় ওঠাবে
ওরা তোমাকে নারীত্ব বোঝাবে,
ওরা তোমাকে মাতৃত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে
এই সব ভুল শিক্ষা, এই সব পাপ, এইসব পাতা ফাঁদে একবার পা দিলেই
ওরা তোমাকে চুমু খাবে, ওরা তোমাকে পাঁজাকোলা করে ধা ধা নৃত্য করবে
ওরা তোমাকে চার দেওয়াল দেবে
সোনার শেকল দেবে, ওরা তোমাকে পোষা টিয়ের খাঁচায়
যেমন আহার দেওয়া হয়, তেমন আহার দেবে।

তুমি যদি মানুষ হও শেকল ছিঁড়ে একবার দাঁড়াও।
দু' হাতে শেকল ছেঁড়ো, এই হাত তোমার
দু' পায়ে দৌড়ে যাও, এই পা তোমার

দু' চোখে জীবন দেখো, এই চোখ তোমার। তুমি ঠা ঠা করে হাসো
তোমার ঠোঁট, চোখ, গ্রীবা তোমার। তুমি আদ্যন্ত তোমার
তুমি আমূল তোমার।

ওই দেখ, ওরা তোমাকে খাবলে খেতে আসছে
ওরা তোমাকে চাখতে আসছে, ছিঁড়তে আসছে
ওরা মৃত্যুর আরেক নাম।
ওরা বীভৎসতার আরেক নাম, ওরা তোমাকে পান করতে আসছে
লেহন করতে আসছে, ওরা তোমাকে দলিত করতে আসছে
ওরা পুরুষ, ওরা মানুষ নয়।

নারী তুমি সতর্ক হও।
তোমার দিকে ধেয়ে আসা পুরুষেরা মূলত আসে
অবাধ কাম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধের কারণে, কর্তৃত্বের ক্রোধ।
এই জগৎ তোমার নারী, এই জগতে তুমি যেমন ইচ্ছে বাঁচো।
এই জগৎ যদি একটা আকাশ হয়, তুমি আকাশ জুড়ে ওড়ো
জীবন যদি তোমার হয়, যা আসলেই তোমার তবে
এই জীবন তুমি যেমন ইচ্ছে যাপন করো।
তোমার কর্তৃত্ব তুমি নাও নারী।

আমি মৃত্যু দেখেছি, আমি পাপ দেখেছি, পঙ্ক দেখেছি
আর যেন কোনও নারীকে এত কাঁটাতার পেরোতে না হয়
শত ছিন্ন হতে না হয়।
আর যেন কোনও নারীকে কেবল গন্তব্যে পৌঁছোবার জন্য
পেরোতে না হয় এমন দুর্গম অরণ্য
আর যেন কোনও নারীকে বুনো মোষ এমন না তাড়ায়,
আর যেন পুরুষের গুহা থেকে রক্তাক্ত বেরোতে না হয় কোনও নারীকে।
পুষ্টিহীনতায় ভুগছে যে নারী, তাকে বলি বেঁচে থাকো।
রক্তশূন্যতায় ভুগছে যে নারী, তাকে বলি বেঁচে থাকো।
যে নারী বন্ধ্যাত্বে ভুগছে, প্রসবকষ্টে ভুগছে
তাকে বলি বেঁচে থাকো।
খুব ভোরে দল বেঁধে হেঁটে যাওয়া বস্ত্রবালিকাদের বলি বেঁচে থাকো।
ঘুঁটে-কুড়োনো কিশোরীকে বলি বেঁচে থাকো, বেঁচে ওঠো নারী
চমৎকার বেঁচে ওঠো।
এই আমি সকল দুঃখ ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি
নারী তুমি হাত ধরো সুন্দরের, নারী তুমি হাত ধরো স্বপ্নের।

AMARBOI.COM

মাজার

লালশালু এসে ঢেকেছে উইয়ের ঢিবি
জটাধারী কিছু ফন্দিফিকির আঁটা
পাঁড় ব্যবসায়ী ঘিরে রাখে ঢিবিটিকে,
তারা বলে এতে শুয়ে আছে বড় পির আউলিয়া এক
মোমবাতি জ্বেলে, মরা নিমগাছে স্বপ্নের সুতো বেঁধে
কাড়ি-কাড়ি টাকা ফেলে আসা লোক চায়
ইহজাগতিক সুখ, সুস্থতা সাত আসমান গড়িয়ে নামুক গায়ে।

টাকাগুলো ওড়ে জটাধারীদের গাঁজার ধোঁয়ায় আর
ঢিবির ভেতরে হাসে আমাদের বুজুর্গ উইপোকা।

ধুম

গায়ে আমার ভালবাসার ধুম লেগেছে
সঙ্গ চাই তার,
যে আমার এ-শরীর ছুঁলে গন্ধ আসে
রজনীগন্ধার।

AMARBOI.COM

ধাপ্‌পা

ভূতের পাঁচ পা
দিচ্ছে ধাপ্‌পা
মুখোশ উপড়ে
নিলেই থুবড়ে
ধুলো ও কাদায়
পড়ছে মানুষ।

বাড়ির কবর
হাঁড়ির খবর
খুবলে তুলেই
হাড়গোড় যেই

বেরিয়ে পড়ল
মরছে মানুষ।

আল্লাহ্‌তালার
নদী ও নালার
মধ্য থেকেই
জাল ফেলে খেই
হারিয়ে পুঁটির
পেটের মধ্যে
গদ্যে-পদ্যে
নতুন জীবন
গড়ছে মানুষ।

উদ্যানের নারী

আদম ছিলেন সাদাসিধে ভদ্রলোক, বাগানে হাঁটেন
উদ্যানের প্রজাপতি, ফুল, সবুজ পাতার সঙ্গে লুকোচুরি
খেলে, অলস অবসর তাঁর, তাঁর
বুকের পাঁজর কেটে আস্ত একটি মানুষ মতো
বানানো হয়েছে, হাওয়া নাম,
খুনসুটি, জলকেলি, শৃঙ্গার ও সঙ্গমের জন্য
হাওয়া বাঁধা। পাঁজরের ভাঙা হাড় থেকে উদ্ভূত জীবের
সাধ-আহ্লাদ নেই, স্বপ্নটপ্ন কিছু
থাকাও সঙ্গত নয়, তাই হাওয়া একা একা
ঘাসফুল ছেঁড়ে, দাঁতে কাটে
উদাসীন দিন পার করে পাখিদের সঙ্গে কথা বলে, হেঁটে, শুয়ে, বসে,
রাঁধা নেই, সংসারের ঝুটঝামেলা নেই
আঁচলে চাবির গোছা নেই
ধুলো-ওড়া এমন উঠোন নেই ঝাঁট দিতে হবে
রোদে-মেলা কাপড় আকাশে মেঘ
দেখলে গুটোতে হবে, নেই,
হাওয়া হাঁটে।

একদিন অশ্বত্থের ছায়ায় বসেছে হাওয়া ধ্যানে
চিরচির করে কামড়াচ্ছে পেট খিদেয়, পাখিরা নেই
আদম হয়তো নদী পেয়ে
নেমেছেন সাঁতরাতে, হঠাৎ দেখে পাকা

এক ফল ঝুলছে হাওয়ায় তার প্রিয় জিভের সামনে
খিদেয় তৃষ্ণায়
হাওয়ার তখন চোখে অন্ধকার, চুল উড়োখুড়ো
ফল পেড়ে হাওয়া দেয় ফলের ওপর
অকস্মাৎ কামড়, সে কী রস ফলে, বিষম সুস্বাদু।
স্নান সেরে আদমও ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, হাওয়া তার
আধখাওয়া ফল দেয় খেতে
হাওয়ার উদোম লিকলিকে অপুষ্ট শরীর তিনি
কাছে টেনে করেন মন্থন, আর
টসটসে ফলে বসান ধারালো দাঁত।

আচমকা মহাপ্রভু সামনে দাঁড়ান, ছড়ি হাতে, সেই বাগানেই,
অসম্ভব ক্রুদ্ধ তিনি
কেন খেলে, এটি না নিষিদ্ধ ছিল?
কীসের নিষেধ?
দাঁতে দাঁত চেপে, হাত-খোপা করে চুল
আঁচল কোমরে বেঁধে হাওয়া বলে— 'নিষেধ মানি না কোনও
গোটা দশ পাখি,
একটি বাগান
পাদদেশে নদী
আর শত নিষেধের
শৃঙ্খল আমার শ্বাস বন্ধ করে আনে।'

ঝুঁকে পড়া ডাল থেকে
ক্ষিপ্র হাতে ছেঁড়ে হাওয়া বর্ণে গন্ধে রসে পূর্ণ ফল, আর
যখন যা কিছু করবার শর্তহীন স্বাধীনতা
একটু একটু করে মুঠোর ভেতরে তার জমা হয়।

রোসো

সাততাড়াতাড়ি চুমু খেতে চাও ছেলে
আমি কি অন্ধ বধির বন্ধ্যা নারী?
কেন ভাবো কাছে ডাকলেই ডগমগ
ঠোঁট পেতে দেব দিব্যি একথা ভুলে

AMARBOI.COM

পুরুষের খল স্বভাব-চরিত্রের
জালে পড়ে নারী কাতরায় নীল শোকে।
চুমু নয় কোনও। রক্তে তোমার আগে
আছে কি না দেখ এইডসের ভাইরাস।

অকল্যাণ

কল্যাণীকে ধরে নিয়ে গেছে কে বা কারা, ঘরে
পড়ে আছে ছেঁড়া শাড়ি,
আলুথালু বিছানা বালিশ,
ভাঙা চুড়ি,
মেঝেয় রক্তের ফোঁটা, ক'জোড়া জুতোর দাগ, পোড়া সিগারেট
কল্যাণী হয়তো এরপর পড়ে
থাকবে জংলায়, অন্ধকারে, একা, ফুলে-ওঠা উলঙ্গ শরীর
শুঁকবে কুকুর ঝাড়জঙ্গলের, ঝাঁক বেঁধে
নামবে শকুন খেতে ঠুকরে ঠুকরে মাংস।
কল্যাণীকে দেখে লোকে মুখে চেপে রুমাল বলবে— আহা।
বলবে মেয়েটি বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, সাত চড়েও রা
করত না, বিষম লাজুক।

আর যদি ক্ষত, রক্তাক্ত, খুবলে নেওয়া
ছেঁড়া ছিন্ন শরীরে সে এসে
দাঁড়ায় ঘরের দরজায়, তার
শোকাকুল মা কি স্নেহে আর শুশ্রূষায় স্পর্শ করবে কন্যার
পুরুষ-ঘাঁটা গা?
অথবা আত্মীয়, প্রিয় পড়শি, বন্ধুরা? কেউ?

নাকি চোখের তারায় খেলা করবে কৌতুক,
কেউ মুখ টিপে হাসবে, বলবে কেউ
মেয়েটি অলক্ষ্মী ছিল, ছিল বেহায়াও খুব
বুকের কাপড়খানা যখন তখন সরে যেত বুক থেকে
ঠোঁট লাল করত সে পানে, অথবা হাসত
হেসে এমন গড়াত যে পুরুষ মানত না।
আর কারও তো এমন
হয় না কেবল তার বেলা এই হাল কেন
নষ্ট ছিল নিশ্চয় মেয়েটি।

AMARBOI.COM

কল্যাণী এখন নষ্ট বটে
আর যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল
যে সুযোগ্য সন্তানেরা, তারা
আজ এই বিকলাঙ্গ দেশের সম্পদ।

চাবুক

তোমার লাগাম টেনে পুরুষেরা চাবুক মারছে পিঠে
তুমি কি নিস্পন্দ নারী? বোধহীন বোবা কোনও
অদ্ভুত ছাগল?
অথবা মাছের মতো, মেরুদণ্ডহীন কিছু?

তাকালে তোমার দিকে
মায়ার বদলে রাগ হয় খুব
দুটো হাত যদি আছে, কেন কেড়ে
নিচ্ছ না নিজের হাতে এখনও চাবুক,
তুমি তো মানুষ, নারী।
যুক্তিবুদ্ধিকামক্রোধসম্বলিত সম্পূর্ণ মানুষ!

AMARBOI.COM

বিসর্জন

চল ওই নদীর ধারে যাই
একথা আমিই তাকে বলি, সেও
কাঁধ শ্রাগ করে চোখে উদাসীন মায়া, বলে— চল।
নদী বুঝি খুব ভাল লাগে?
বলি— খুব।
নদী অনেকটা দূর শৈশবের মতো
দেখা যাচ্ছে পাড়, অথচ বাড়ালে হাত
ছুঁতে পারি না, কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

সে আমার পাশে পাশে হাঁটে, বলে
—আকাশের চাঁদও বুঝি ভাল লাগে? বলি— খুব।
—আর হেমন্তের হাওয়া?
—সেও।

—আচ্ছা পূর্ণিমায় একা অরণ্যে তোমার,
অচেনা ফুলের ঘ্রাণ,
স্রেফ একা তুমি, ভয় ভয় লাগে না একটু?

আমার শরীরে মনে অবর্ণনীয় পুলক খেলা করে,
বলি— ভয় কীসের? ভূতের?
—না আমার! বলে হেসে হেসে সে আমার
স্পর্শ করে উষ্ণ করতল।

ততক্ষণে নদী এসে গেছে পায়ের নিকটে
আমি বুঁদ হয়ে আছি তার স্পর্শে গন্ধে।
আচমকা সে আমাকে প্রবল স্রোতের দিকে দিল ধাক্কা
ক্ষুব্ধ ক্ষুধার্ত হামুখো
জলের ওপর আমি তখন হুমড়ি খেয়ে
পড়ে ডুবতে ডুবতে
আবার ভাসছি, সে দাঁড়িয়ে তখন হাসছে তীরে।
সাঁতার জানি না আমি
এইকথা তার চেয়ে বেশি আর কেউ কি জানত!
তাকে ভালবাসি
এইটুকু শুধু আমার পাপ বা পুণ্য হোক
এইটুকু হোক সুখ
কিংবা অন্তর্গত দুঃখ।

AMARBOI.COM

বাড়ি যাবে, সুরঞ্জন?

তোমাদের ধোবাউড়া এখনও আগের মতো গ্রাম
সেই যে একটি চারা রোপেছিলে মাঠে, নীলাদ্রিদের বাগান ঘেঁষে, সেই চারা
বড় হতে হতে শেকড় ছড়িয়ে বড় এক বৃক্ষ হয়ে গেছে,
সোনালি ধানের গ্রাম, সোনালি আঁশের—
তোমাদের ধোবাউড়া
বাঁশঝাড়ের ভূতের ভয়ে সন্ধেয় ঘুমিয়ে পড়ে, এখনও সে
খুব ভোরে শিশিরকণার মতো খেলা করে সবুজ পাতায়, ফুলে

বাড়িটি আগের মতো আছে, গাছগুলো শরীরে বেড়েছে
সুপুরির বাগান, উঠোনে আম জাম লিচু কাঁঠালের সারি।
চুন-সুরকির আগের খিলান সেই
সেই কড়িকাঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যাওলা জমেছে শুধু ঘাটলায়, নিকোনো উঠোনটিতে দূর্বা
তোমাদের বাড়ি, তোমার পিতার, পিতামহ, প্রপিতামহের বাড়ি
যাবে, সুরঞ্জন?

ঝিঁঝি ডাকে এখনও, এখনও ঝোপঝাড় থেকে হঠাৎ হঠাৎ
উঁকি দেয় ধাবমান হরিণের দ্যুতি
পাহাড় গড়িয়ে নামে আষাঢ়ের জল, ডালে বসে
কাক ভেজে, ভেজে উলঙ্গ উন্মূল শিশু, নদীতে ঝাঁপিয়ে খেলে,
মাছ ধরে, বাড়ি যাবে, সুরঞ্জন?

তোমার নিজের বাড়ি, কাঁঠালিচাঁপার ঘ্রাণ, চেনা পথ, হাডুডুর মাঠ
ছেলেবেলার ইস্কুল, যাবে?

কতকাল পরবাসে আছ,
এবার গঙ্গার জলে সব অভিমান ধুয়ে বাড়ি ফেরো, সুরঞ্জন।

কাঁপন ৬

AMARBOI.COM

তিরিশোর্ধ্ব খরায় তুমি বর্ষা হলে আজই
নির্দ্বিধায় আমি উষ্ণ শয্যা দিতে রাজি।

খামার

তুমি আমার ভালবাসার খামার
জল-সারের উর্বরতা আমার
অকাতরে দিচ্ছি ঢেলে, বোধ ছিল না থামার।

হঠাৎ দেখি সটকে গেছ, কোথায় গেলে
খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার হৃদয়-কাড়া ছেলে
পালিয়ে গেছ, পেছনে ছিল একটি সিঁড়ি নামার।

নির্ভয়

আমার কীসের ভয়
তুমি তো অভয় দিয়ে বলেছই, আছ

থাকো বা না থাকো
যেহেতু বধির আমি, জন্ম-অন্ধ
জানব দাঁড়িয়ে পাশে একজন থাকে।

তার কাঁধে রেখে মনে মনে পাঁচটি আঙুল
যে কোনও দিকেই আমি দ্বিধাহীন যেতে পারি।

ভালবেসে তুমি তো বলেছ, আছ।

বাঁশি

রাখালেরা আজকাল আর বাঁশি বাজায় না
তারা হুঁকো খায়, কাশে
শ্বাসযন্ত্রে ঘা তাদের
শীর্ণ গরু-মোষ জলভারনত চোখে
চোখে মায়া, ধু ধু খেত, উদাস আকাশ দেখে।

দুপুর গড়িয়ে যায়, বৃক্ষের মায়াবী ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হয়
রাখালেরা শ্বাসকষ্টে ভোগে
গনগনে রোদে বসে হাঁপায়, তাকায়
ঘাস উঠে যাওয়া ধুলোময় মাঠে
শব্দ ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাসের, হু হু হাওয়ার
শব্দ ভাসে শ্বাপদের পায়ের, মৃত্যুর—

শব্দ এত—
কেবল বাঁশির শব্দ নেই শব্দময় সন্ত্রাসের দেশে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষের দানদক্ষিণা

স্বাধীনতা কি তোমার খেতের ফসল, চাষ করো?
আমাকে এমন তবে মুঠোমুঠো দিতে চাইছ যে!
বোকা ছেলে
স্বাধীনতা তোমার জিনিস নয়, সে আমারও।

জন্মের প্রথম নিশ্বাসে যে অম্লজান আমি গ্রহণ করেছি
স্বাধীনতা তার নাম, হৃদপিণ্ডের দরজা খুলে
স্রোত নামে অবাধ রক্তের,
প্রতি লোমকূপে স্বেদজল স্বাধীনতার, আমার
স্নায়ুতন্ত্র জানে যত নত হই, নগ্ন হই
ন্যুব্জ নিমগ্ন কাঙাল যত হই
মুঠোর ভেতর থাকে যে কোনও সময়
ফুঁসে উঠবার দুর্বিনেয় স্বাধীনতা।

কাঁপন ৭

ভালবাসার বন্যা এসে একটি ফুল ফুটিয়েছিল বুকে
এক জনমে আমার যত দুঃখ ছিল, দুঃখ গেছে চুকে।

AMARBOI.COM

দুর্বহ দুঃখটুকু

কেউ আছ, দু'টুকরো দুঃখ নেবে?
কাঁধ থেকে যুগন্ধর নামাব এবার, নেবে কেউ?

যদি না নেবে, দাঁড়াও
সুখের সিন্দুক আছে একটি গোপন, সেটি নাও, সেটি তো নেবেই জানি
তবু যদি কিছু ভার কমে!
যুগন্ধর নামাব এবার
দুঃখসুখ কিছু দিয়েথুয়ে ভারমুক্ত হব।

নিয়েছে যে যার মতো সুখ, ফুরিয়েছে।

দুর্বহ দুঃখের বোঝা বাড়ে দিনে দিনে
আমাকে ছাপিয়ে তার কঠোর করাল ডানা ছুঁতে চায় মেঘের পালক,
এত যে মানুষ দেখি ঘিরে রাখে বসন্ত-বয়স
দু' ফোঁটা নেয় না দুঃখ কেউ ভালবেসে, হেসে।

দুরভিসন্ধি

আমাকে নেবার জন্য বারবার বাড়িয়েছ হাত।
আমি যদি যেচে আসি নিজেকে উপুড় করে দিতে
তখন গুটিয়ে নাও অসম্মত দশটি আঙুল।

আমি আর অপাত্রে দেব না ঢেলে
আমার অমৃত।
ফের যদি হাতছানি দিয়ে ডাকো
ডেকেও পাবে না সাড়া
অনড় পাথর হব, মূর্তিমান ঈশ্বর তোমার।

AMARBOI.COM

আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন দেব মেপে

সারাদিন কেটে যায় বিষে ও বিষাদে ২০৫ • দুঃখবতী মেয়ে ২ ২০৫ • আমি এরকম কোনও দিব্যি দিইনি ২০৬ • কাঁপন ৮ ২০৬ • সাতই মার্চ, ১৯৭১ ২০৭ • মেঘ ও চাঁদের খেলা ২০৭ • পিতা, স্বামী ও পুত্র ২০৮, তোমার এত অহংকার কেন? ২০৮ • কাঁপন ৯ ২০৯ • ধূসর শহর ২০৯ • মৃত্যুদণ্ড ২১০ • মানুষ— এই শব্দটি আমাকে বড় আলোড়িত করে ২১১ • পরাধীনতা ২১২ • কাঁপন ১০ ২১২ • ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাওনি ২১২ • হাত ২১৩ • নূরজাহান ২১৪ • অস্বীকার ২১৪ • ধর্মবাদ ২১৫ • প্লেবয় ২১৫ • কাঁপন ১১ ২১৬ • দারিদ্র ২১৬ • ভালবাসার কোনও বয়স নেই ২১৭ • কলকাতা, প্রিয় কলকাতা ২১৭ • যদি তুমি আসো ২১৯ • অন্তর ২১৯ • যাব না কেন? যাব ২১৯ • যে স্বামী প্রেমিক নয়, তাকে ২২০ • কাঁপন ১২ ২২০ • নিমজ্জন ২২১ • যাত্রা ২২১ • বিবি আয়শা ২২১ • ভালবাসায় আজকাল মন বসে না ২২২ • কামান দাগা ২২৩ • দীর্ঘ পথ যাব ২২৩ • পোকামাকড়ের গল্প ২২৪ • অনুগত ২২৪ • প্রেরিত নারী ২২৫ • বহুগমন ২২৫ • নির্বোধের দেশ ২২৬ • প্রশ্ন ২২৬ • ১৫০০ সাল ২২৬ • কবি নির্মলেন্দু গুণ ২২৮ • জলে ভাসা ২২৯ • চাওয়া ২২৯ • ঢের দেখা আছে ২৩০ • চুক্তি ২৩১ • সই ২৩১ • মেয়েবেলা ২৩২ • জীবন কখন বাঁ হাতে, কখনও ডান হাতে ২৩৩ • অন্তরীণ ২৩৩ • ব্লাসফেমি আইন ২৩৪ • এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি ২৩৫ • বাবার কাছে চিঠি ২৩৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিন কেটে যায় বিষে ও বিষাদে

সংসারে তেমন মানুষ কি আছে যে কিনা দীর্ঘ দীর্ঘ দিন দুঃখ না দিয়ে পারে?

যে মানুষই সুখের নদীতে সাম্পান ভাসাবে বলে শর্ত দিয়েছে,
যে মানুষই কাছে এসে বিস্তর গল্প শুনিয়েছে ফুলের জন্মের,
প্রজাপতির ডানায় যে রং থাকে সেই রঙের...
যে মানুষই আকাশের ডাল থেকে চাঁদ ছিঁড়ে এনে কপালে পরাতে চেয়েছে আমার
তারই খুব তাড়া পড়ে যাবার যদি হাতখানা না বাড়াই তার হাতের দিকে ক্রমশ,
অথবা যদি বাড়াই, সে ছোঁয়, ছুঁয়ে একটু একটু করে মন্থন করে মেদ মাংস, বশ করে স্নায়ু।

ভালবাসি শব্দটি যে উচ্চারণ করে বেশি, সেই যায় ভেড়াতে
এক-এক দিন এক-এক ঘাটে তার বুকের সাম্পান...
বেনিয়া প্রেমিকগুলো কড়া দরে ফেরি করে ফেরে প্রেমের অঙ্কুর।

সংসারে আসলে তেমন মানুষ নেই, যে কিনা দীর্ঘ দীর্ঘ দিন দুঃখ না দিয়ে পারে।

AMARBOI.COM

দুঃখবতী মেয়ে— ২

এ কথা কি ঢোল পিটিয়ে বলতে হয় যে আমি সুখে আছি?
সুখে থাকলে চোখের তারাই বলে,
ঠোঁট বলে,
দোলনচাঁপা-ঘ্রাণ ভাসে বাতাসে, সে বলে।
যে সুখে নেই তারও বা ঢোল পিটিয়ে বলতে হবে কেন যে সে সুখে নেই?
সুখ তো আর এমন নয় যে এটি না হলে মানুষের চলে না।
এটি না হলে ছত্রাক জমে যায় ত্বকে,
এটি না হলে ফুসফুসে ঘা হয়,
হাত পা কিছু খোঁড়া হয়,
হৃৎপিণ্ড পচে যায়,
অন্ধ হয় চোখ!

এই যে বছরে এক-আধবারও আমার ত্রিসীমানায় সুখ ঘেঁষে না, আমি কি বেঁচে নেই?

যে মেয়েটির গায়ে জামা নেই, গুটিশুটি শুয়ে থাকে রেললাইনের কিনারে, দু'দিন ভাত নেই,
সেই মেয়েটিকে ভাত, কাপড় আর একটি বাসযোগ্য ঘর দেব বলে আমি যে হাঁটছি...

দৌড়চ্ছি...এর নাম কি বাঁচা নয়?
আমি তো মাঝেমধ্যে কারও কারও কাণ্ড দেখে ঠা ঠা হাসি,
তারা এর ওর খাবার কেড়ে মার্বেল পাথরের ঘরে বসে একা একা গোগ্রাসে খায়,
ভাল কিছু খাবে বলেই বেঁচে থাকে—
পরকালেও খাবে বলে মেঝেয় কপাল ঠোকে পাঁচবেলা।

সুখে নেই এ কথা আমি ঢোল পিটিয়ে বলি না,
ঢোল পিটিয়ে আমি এ কথাও বলি না যে আমি খুব একা...
আমার কেবল আকাশ আছে আপন, আমার কেবল এক-আকাশ দুঃখ আছে আপন।

আমি এরকম কোনও দিব্যি দিইনি

ভালবাসো এ কথা এত বেশি বলো তুমি যে, মাঝে মাঝে
আমি ভুল করে বিশ্বাসও করে ফেলি যে তুমি বোধহয় সত্যিই ভালবাসো আমাকে,
এ আমার বোঝা উচিত ছিল অনর্গল কেউ কিছু বলে গেলেই সেটা সত্য হয় না।
ভালবাসা তো মুখের কথা নয়,
ভালবাসা বুঝব নিমগ্নতায়, ত্যাগে।
তুমি নিমগ্ন কতটুকু?

আমি তো এরকম কোনও দিব্যি দিইনি যে আমাকে ভালবাসতেই হবে।
বেসো না ভাল। হাজার মানুষ ভালবাসে না,
তাই বলে আমি কি মরে গেছি নাকি?
ভালবেসো না—সে অনেক ভাল, তবু মিথ্যের জলে ডুবিয়ে আমার শ্বাসরোধ কোরো না।

কাঁপন ৮

হৃদয় ছুঁতে ইচ্ছে করো যদি
তবেই আমি শরীর-জলে গড়ব এক নদী।

AMARBOI.COM

সাতই মার্চ, ১৯৭১

একটি তর্জনী উঠেছিল সেদিন রেসকোর্সের মাঠে
সেই তর্জনীর প্রতি আমি নত হচ্ছি,
একটি গর্জন উঠেছিল সেদিন রেসকোর্সের মাঠে
সেই গর্জনের প্রতি নত হচ্ছি আমি।

এখনও চোখের সামনে একটি দীর্ঘ মূর্তি দেখি,
মূর্তিটি লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের কথা বলে,
চেতনার জল মাটি পেয়ে সেই স্বপ্ন বেতস লতার মতো বাড়ে।
এখনও একটি তর্জনী আমার সামনে উঁচু করা,
এখনও একটি গর্জন কানে বাজে—
আমি আন্দোলিত হই, আমি স্বপ্নবান হই।

স্বাধীনতা এখনও অর্জন হয়নি আমার,
পঁচিশে মার্চের রাতে যারা আমার মা'কে ধর্ষণ করেছিল,
তারা আজ আমাকে ধর্ষণ করবে বলে ঘিরে ধরেছে...

আরও একটি যুদ্ধ আমার প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

মেঘ ও চাঁদের খেলা

পূর্ণিমা দেখব বলে আসা
অথচ মেঘের ঘোমটায় চাঁদ লুকিয়েছে মুখ।
তিনতলা জাহাজে দাঁড়িয়ে আমি একা একা অন্ধকারে ভিজি
অবোধ পদ্মার জল থেকে থেকে জাহাজের লোহার শরীরে চুমু খায়।

মেঘের ঘোমটা খসে গেলে চাঁদমুখ
দেখব কখন—হৃদয়ের জলে সাঁতরায় একঝাঁক অস্থির ইলিশ।
কচুরি পানার মতো ভেসে যায় গাঢ় সবুজাভ রাত
স্রোতের শরীরে একা ডিঙি
তীরের কুটিরে দু'-একটি রাতজাগা বাতি চোখের তারার মতো জাগে।

সারারাত পর
শেষরাতে মেঘ ফুঁড়ে চাঁদ জেগে ওঠে,
আর জাহাজের ডেকে নিঝুম দাঁড়িয়ে
আমার জড়িয়ে যায় চোখ ঘুমে।

পিতা, স্বামী ও পুত্র

তুমি যদি নারী হয়ে জন্ম নাও
শৈশবে তোমাকে শাসন করবে পিতা
তুমি যদি নারী হয়ে শৈশব পার করো
যৌবনে তোমাকে শাসন করবে স্বামী
তুমি যদি নারী হয়ে যৌবন পার করো
বার্ধক্যে তোমাকে শাসন করবে পুত্র!

জীবনভর তোমাকে শাসন করছে পুরুষ।
এবার তুমি মানুষ হও, মানুষেরা কারও শাসন মানে না—
তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করে স্বাধীনতা।

তোমার এত অহংকার কেন?

মানুষ আর বাঁচে কতদিন? এই ধরো ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো বছর
একটি কচ্ছপ বাঁচে যদি দেড়শো বছর, একটি শকুন বাঁচে চারশো
তবে মানুষ কত ক্ষণজীবী দেখ কচ্ছপ বা শকুনের মতো ইতর প্রাণীর কাছে।
যে কোনওদিন ট্রাক তাকে চাপা দিতে পারে,
যে কোনও জীবাণু দ্বারাই সে আক্রান্ত হতে পারে
হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের রোগ যে কোনওদিন তাকে
অকেজো শুইয়ে দিতে পারে বিছানায়।

মানুষ আর বাঁচে কতদিন,
এই হাসল, খেলল, সিটি বাজাল, বাজার করল, খেল, ঘুমোল,
ছেলেমেয়ের বিয়ে দিল,
তাদের বাচ্চা-কাচ্চা হল, নাতি নাতনিরা বুড়োধুড়ো বলে খেপাল,
অসুখবিসুখে তেমন লোক পাওয়া
গেল না কাছে বসার, জানালার ওপারে রোদ আর ছায়া দেখতে দেখতে—
জীবনের সীমানা তো এটুকুই।
গোপনে যারা টাকা জমাল বাড়ি করার, টাকা জমাল ভবিষ্যতে
গা ভাসিয়ে সুখ করবে বলে
সেই টাকার থলে রেখে স্বজন বন্ধু ফেলে মানুষকে ছাড়তেই হয় ঘর-দুয়োর,
ছাড়তেই হয় খেত-খামার, ভিটেমাটি
মানুষ আর বাঁচে কতদিন, নব্বই একশো অথবা দুশো?
বাঁচে, স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন পূরণ হয় অথবা না হয়— মরে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরে যে যায়, যে কোনও সময়ে স্বপ্নের আকাশ থেকে তাকে গুটিয়ে নিতে হবে ঘুড়ি
যদি সে জানেই তবে কেন এত অহংকার মানুষের? রূপ ও গুণের? বিষয়-আশয়ের?

কেন দু'দিনের সংসারে এর ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন মিলিয়ে গল্প করা নেই?
কেন আলিঙ্গন নেই,
কেন শস্যখেতে বিভেদের দেয়াল থাকে, কেন আলিশান বাড়ির
উলটো দিকেই থাকে রোঁয়া ওঠা নেড়িকুকুরের মতো উদ্বাস্তু মানুষ?
এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ বেঁচে থাকা— অথচ তুমি গ্রীবা ফুলিয়ে দমকে ওঠো ছলকে ওঠো ঝলসে ওঠো

তোমার কীসের এত অহংকার?

কাঁপন ৯

তোমাকে আঁচলে গিঁট দিয়ে ভাল বেঁধেছি
দিন দিন তবু তুমিহীনতায় কেঁদেছি।

AMARBOI.COM

ধূসর শহর

যখন ছ'বছর বয়স, মায়ের আঁচল ধরে কেঁদেছিলাম 'ঢাকা যাব'
ঢাকা যাব ঢাকা যাব,
ঢাকা দেখতে কেমন, ঢাকা হাতি না ঘোড়া কিছুই না জেনে আমি তখন ঢাকা যাব।
সেবারকার মতো ঢাকার স্বাদ লেবেনচুষে মেটাতে হল।
পুলসেরাত পার হয়ে বেহেস্তে ঢোকার মতো একদিন ঢাকায় ঢুকেছিলাম
তখন বয়স কত মনে নেই,
কয়লার ধোঁয়া ছেড়ে ধুঁকে ধুঁকে
মাইল মাইল অন্ধকার বস্তি পেরিয়ে ট্রেন যখন থামল তেজগাঁ স্টেশনে
আমার নেমেই মনে হল ঢাকায় কি গাছপালা নেই, ঢাকায় কি মানুষ থাকে না?

ঢাকা নিয়ে আমার বিস্ময় এখনও কাটে না
এই দেখলাম শেয়াল ডাকছে, এই দেখি দশতলা দালান উঠছে।
ঢাকা আসলে কোত্থেকে শুরু? আরমেনিয়ান গির্জা?
আহসান মঞ্জিল? লালবাগের কেল্লা? নাকি বুড়িগঙ্গা?
ঢাকা শেষই বা কোথায়? উত্তরা? না শ্যামলী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার আমি শেষ খুঁজে পাই না, শুরুও না।
এক-একবার মনে হয় ঢাকা শাঁখারিবাজার থেকে বাবুবাজার ঘুরে আরমানিটোলা হয়ে বংশালে শেষ হয়েছে,
আবার আমার এও মনে হয় ধানমণ্ডি থেকে
ক্যান্টনমেন্ট হয়ে গুলশান বনানী বারিধারায় ঢুকেছে ঢাকা।

ঢাকার কিছু চোখ-ভুলোনো ঘটনা আছে।
কাকরাইল মসজিদের দিকে যে মার্সিডিসগুলো ছোটে,
তার হেডলাইট আমাদের চোখের দিকে তাক করা,
মনে হয় শহরে বুঝি আলোর বন্যা বইছে।
ঢাকা যখন নিজেকে একমাস উপোস করিয়ে ছাড়ে, বড় কৃচ্ছ্র গন্ধ আসে নাকে,
মানুষগুলো মহামানবের মতো সন্ধের দিকে রকমারি ভোজে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
ঢাকার রাস্তায় একদিন রফিক সালাম জব্বার হেঁটেছিলেন, শেখ মুজিব হেঁটেছিলেন,
নূর হোসেন হেঁটেছেন খালি পায়ে,
এই রাস্তায় এখন আয়ুব ইয়াহিয়ার নাতির জিপ দৌড়োয়,
গোলাম আজমের বোররাক চলে,
মানুষের পিঠে চড়ে কিছু মানুষ-মতো জিনিস যায় শিকারে।

ঢাকাকে কারা যেন মূর্খতার ত্রিপল বিছিয়ে ঢেকে রাখছে,
ঢাকার চোখে কারা যে পরাচ্ছে ঠুলি...
ঢাকা কি শেষ অবধি তার শহিদ মিনার, অপরাজেয় বাংলা,
স্বোপার্জিত স্বাধীনতাকে বুকে ঢেকে আগলাতে পারবে?
আচমকা বুলডোজারে ভেঙে দেওয়া মাইল মাইল বস্তির মানুষকে
ঢাকা কি দু'বেলা ভাত দেবে?

মৃত্যুদণ্ড

এই আমি দাঁড়ালাম
শরীরে কোনও অসুখ আছে কি না পরীক্ষা করুন। শেষ স্নান করিয়ে দিন।
আখেরি ইচ্ছে-টিচ্ছের কথা জিজ্ঞেস করুন—
আপনারা তো এমন কথাই জিজ্ঞেস করবেন, কী আমার খেতে ইচ্ছে করে
বিরুই চালের ভাত? গলদা চিংড়ি? কই ভাজা? তেঁতুলের আচার? সর্ষেবাটা ইলিশ
কাকে দেখতে ইচ্ছে করে, বাবা মা? ভাই বা বন্ধু? খুব কাছের কোনও মানুষ?

না, এরকম কোনও ইচ্ছে আমার করবে না,
এসবের কিছুই না চেয়ে

আমি এমন একটি ইচ্ছের কথা বলব যে আমি জানি আপনারা চমকে উঠবেন।
আমি যদি বলি একটি সেকুলার পৃথিবী চাই, দেবেন?
অথবা যদি চাই শস্যখেতের সব আল ভেঙে যাক, কাঁটাতার সীমানা আর
দেশে দেশে দেয়াল ধসে যাক।
যদি চাই কোনও শ্রেণী নেই, নারী ও পুরুষে বৈষম্য নেই, ধর্ম নেই, দেবেন?
দেবেন তেমন একটি সুন্দর জগৎ আমার চোখের সামনে?

দিলে আমি হেসে ঝুলব ফাঁসিকাঠে
দিলে আমি মাথা পেতে মেনে নেব মৃত্যুদণ্ডাদেশ,
তা না হলে ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে আমি বেরিয়ে যাব, আবার বাঁচব।
বেঁচে আমি স্বপ্ন বপন করব একভাগ মাটি আর তিনভাগ জলে।

মানুষ— এই শব্দটি আমাকে বড় আলোড়িত করে

হ্যাঁ, এই শব্দটি আমাকে আলোড়িত করে
আমি কোনও মানুষবিহীন অরণ্যে বাস করতে পারি না,
কোনও নিঝুম ঘরেও, যদি মানুষ না থাকে, গা ছমছম করে
সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সমুদ্রের চেয়ে মানুষ দেখে উল্লসিত হয়েছিলাম বেশি।
কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয়ের চেয়েও বেশি সুন্দর মানুষ,
কাশ্মীরের আকাশছোঁয়া পর্বতের চেয়ে মানুষ সুন্দর
ম্যানহাটনের উঁচু উঁচু বাড়ির চেয়ে মানুষ অনেক উঁচু।
নায়াগ্রার জলপ্রপাতের চেয়ে বেশি ভাল লাগে মানুষের মনে যখন
প্রেমের প্রপাত বয়।
মানুষ— এই শব্দটি আমাকে আলোড়িত করে বড়
না কোনও গিরিশৃঙ্গ, না কোনও ফুল প্রজাপতি নদী বা সমুদ্র,
না কোনও অট্টালিকা-না কোনও হিরে সোনা,
না কোনও বনবাদাড়... কিছুই আমাকে এত টানে না,
যত আমাকে টানে মানুষ
যত আমাকে গ্রাস করে মানুষ। যত আমাকে প্লাবিত করে মানুষ।

মানুষ... এই শব্দটির চেয়ে আর কোনও সুন্দর শব্দ আমি পাইনি জগতে।

পরাধীনতা

এ আমার ঘর,
আমারই ঘর এটি,
লোকে বলে মেয়েমানুষের আবার ঘর কী?

এ আমার জমিন, এতে আমি নিজ হাতে ফসল ফলাব।
দেখে হাসে লোকে,
বলে, নারী নিজেই তো এক ধরনের শস্যখেত, ওতে আমরা
শখ করে বীজ বপন করি।

এ আমার হাত,
লোকে বলে ও তোমার হাত নয়, আমাদের সেবার জন্য বিশেষ অঙ্গ মাত্র।
এ আমার ঠোঁট,
লোকে বলে ও তোমার কিছু নয়, চুম্বনের জন্য তৈরি একজোড়া অলংকার।
এ আমার জরায়ু,
লোকে বলে ও আসলে আমাদের বীর্য রাখার থলে।
ওখানে বাড়বে আমাদের পৌরুষের ভ্রূণ।

AMARBOI.COM

কাঁপন ১০

আঙুল একটি চোয়ালে
রেখে ঠোঁটখানা ছোঁয়ালে
ঠোঁটে।
মোরগ যেমন খোঁটে
ধান ধুলো, রাত পোহালে।

ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাওনি

আহা, চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছ একলা যুবক।
তুমি কি চলে যাবে? যেতে চাইলে যাও
যেতে যে চায়, তাকে আমি আঁচল পেতে ফিরে ডাকি না,
যেতে যে চায়, চোখের জল চোখে নিয়ে আর দুয়োর আগলে দাঁড়াই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি যখন শেষ কথা বলে দিলে যে যাবেই,
আমি জানলা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, চোখ বুজে অপেক্ষা করছিলাম
কখন তোমার প্রস্থানের গা-ছোঁওয়া হাওয়া আমার গায়ে আছড়ে পড়ে
কখন তোমার জুতোর শেষ শব্দ আমার হৃদযন্ত্র কাঁপায়।
আমি অপেক্ষা করছিলাম যেভাবে সবাই যায়, তুমিও যাবে স্মৃতির কৌটোগুলো
এলোমেলো ছুড়ে ফেলে বারান্দায়, উঠোনে, মাঠে, খাবার টেবিলে, বিছানায়...
যেহেতু আর সব যুবকের মতো তোমার নাক চোখ মুখ দৈর্ঘ্য প্রস্থ সব।

অথচ অবাক দেখ, চোখের জল ঝরে ঝরে যখন বুক ভিজল, বুকের কাপড় ভিজল,
তখন দুয়োরে খিল আঁটতে গিয়ে দেখি তুমি আছ, চৌকাঠ ছেড়ে এক পা-ও দূরে যাওনি।

হাত

আবার আমি তোমার হাতে রাখব বলে হাত
গুছিয়ে নিয়ে জীবনখানি উজান ডিঙি বেয়ে
এসেছি সেই উঠোনটিতে গভীর করে রাত
দেখছ না কি চাঁদের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদি দুঃখবতী মেয়ে!

আঙুলগুলো কাঁপছে দেখ, হাত বাড়াবে কখন?
কুয়াশা ভিজে শরীরখানা পাথর হয়ে গেলে?
হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বর্ষা ছিল তখন,
তখন তুমি ছিঁড়ে খেতে আস্ত কোনও নারী নাগাল পেলে।

শীতের ভারে ন্যুব্জ বাহু স্পর্শ করে দেখি
ভালবাসার মন মরেছে, শরীর জবুথবু,
যেদিকে যাই, সেদিক এত ভীষণ লাগে মেকি।
এখনও তুমি তেমন আছ। বয়স গেল, বছর গেল, তবু।

নিজের কাঁধে নিজের হাত রেখে নিজেই বলি:
এসেছিলাম পাশের বাড়ি, এবার তবে চলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরজাহান

নূরজাহানকে ওরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে উঠোনের একটি গর্তে,
ওখানে কোমর ডুবিয়ে সে নতমুখ দাঁড়িয়ে রয়েছে।
নূরজাহানের দিকে পাথর ছুড়ছে ওরা,
ওই পাথর আমার গায়ে লাগছে।

আমার মাথায় কপালে বুকে পিঠে পাথর এসে লাগছে
ওরা পাথর ছুড়ছে আর হা হা করে হাসছে, হাসছে আর গাল দিচ্ছে।
নূরজাহানের কপাল ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে, আমারও।
নূরজাহানের চোখ গলে গেছে, আমারও।
নূরজাহানের নাক থেতলে গেছে, আমারও।
নূরজাহানের বুক ফুঁড়ে হৃৎপিণ্ড ছিদ্র হয়ে গেছে, আমারও।
এই পাথর কি তোমার গায়ে লাগছে না?

হা হা করে হাসছে ওরা, হাসছে আর দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে
মাথা কামড়ে পড়ে আছে টুপি, সেও হাসির দমকে নড়ছে
ওরা হাসছে আর হাতের ছড়ি দোলাচ্ছে,
ওদের ক্রূর চোখের তূণ থেকে তির ছুটে নূরজাহানের গায়ে বিঁধছে, আমার গায়েও।
এই তির কি তোমার গায়ে বিঁধছে না?

AMARBOI.COM

অস্বীকার

ভারতবর্ষ কোনও বাতিল কাগজ ছিল না যে তাকে ছিঁড়ে টুকরো করতে হবে।
সাতচল্লিশ শব্দটিকে আমি রবার দিয়ে মুছে ফেলতে চাই।
সাতচল্লিশের কালিকে আমি জল সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে চাই।
সাতচল্লিশ নামের কাঁটা গলায় বিঁধছে, এই কাঁটা আমি গিলতে চাই না,

উগরে দিতে চাই
উদ্ধার করতে চাই আমার পূর্বপুরুষের অখণ্ড মাটি।

আমি ব্রহ্মপুত্র যেমন চাই, সুবর্ণরেখাও চাই
সীতাকুণ্ড পাহাড় চাই, আবার কাঞ্চনজঙ্ঘাও চাই।
শ্রীমঙ্গল চাই, জলপাইগুড়িও।
শালবনবিহার চাই, আবার ইলোরা অজন্তাও।
কার্জন হল যদি আমার, ফোর্ট উইলিয়ামও আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তরে যে মানুষ যুদ্ধ করে,
জয়ী হয়,
দ্বিজাতি তত্ত্বকে ঠেঙিয়ে বিদেয় করে—
সাতচল্লিশের কাছে সে মানুষ পরাজিত হয় না কখনও।

ধর্মবাদ

ধর্মবাদীরা যেদিন ধ্বংস হবে, সেদিন ফিরব আমি ব্রহ্মপুত্র-পাড়ে।
তার আগে ঘোলা জলে আমি আঙুল অবধি ভেজাব না।
ধর্মবাদীরা যেদিন গুটিয়ে নেবে তাদের বাণিজ্য, সেদিন ফিরব আমি
ঘরে, তার আগে দুর্গম অরণ্য অঞ্চল ছেড়ে কোথাও যাব না।
সেদিন আমি নিশ্চিন্তে বারান্দার চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে সূর্যোদয় দেখব।
সেদিন আমি গান গাইব গলা ছেড়ে, বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাব,
সেদিন এমনও হতে পারে কাউকে খুব মন দিয়ে আমি ভালও বাসব।
ধর্মবাদীরা ধ্বংস না হলে যদি আমি হাসতে চাই সে হাসি যেন কাষ্ঠহাসি হয়
যদি আমি গান গাইতে চাই আমার কণ্ঠে যেন কোনও সুর না ওঠে...
মাটিতে বিষের বীজ বুনলে সে মাটি থেকে বিষবৃক্ষ গজাবেই।
ডাল পাতা পত্র পুষ্প কেটে তো আর বিষ দূর হয় না,
শেকড় ওপড়াতে হয়।
আজ ধর্ম তার ডাল পাতা ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা দেশে
এই আফিমে আসক্তি বাড়ছে মানুষের।
মহামারি ঠেকাবে কে? আমি? তুমি? নাকি সে?

এমনও তো হতে পারে আমি তুমি সে মিলে আমরা একজোট হব, তারপর পাথর সরাব!

প্লেবয়

তুমি আরেক শহরে থাকো, এ শহরে মাঝে মধ্যে আসো
আধঘন্টাটাক থাকো, ভালবাসো।
তারপর দিব্যি গানের সুর ভাজতে ভাজতে চলে যাও
তোমার ভালবাসাও তোমার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মতো চলে যায়।

আরেক শহরে থাকো, সেখানে এক ফর্সা রমণীকে ভালবাসো,
আবার এ শহরে এসে কালো এক মেয়ের সঙ্গে শরীর বদল করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটি নিঝুম শহর আছে এ শহরের দক্ষিণে,
ওখানে বাদামি রঙের এক নারীও পেয়েছ জানি—
এ তোমার স্বভাবের অন্তর্গত— ঘাটে ঘাটে ভেড়াতে চাও ভালবাসার ডিঙি।

মাঝখান থেকে আমার হয়েছে বিপদ, ডিঙি নেই, নদী নেই,
ধু ধু জীবন জুড়ে কেবল একটি কূল আছে দাঁড়াবার—
সে তুমি।

কাঁপন ১১

হিরে সোনাদানা থই থই করে, প্রাসাদ গড়েছি আজই,
ভালবাসো যদি, সব দিয়েথুয়ে সন্ন্যাসী হতে রাজি।

দারিদ্র

দারিদ্র কীসের আমাদের?
কেউ বলে ভাতের, মাছের,
কেউ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে কাপড়ের,
কেউ কেউ দু'-দশ মিনিট ভেবে নিয়ে মাথা ঝাঁকায় ওপর-নীচ
বাসস্থানের অভাব নাকি খুব বেশি।

কেউ কিন্তু বলেনি সামান্য
আরও এক দারিদ্রের কথা
সে হল চিন্তার।
খেলে পরলেই কি অভাব ঘোচে?
শূকর যে কাদা খায়, তার কাদা খেয়েই জীবন যাবে বলে কেবল কাদাই খায়—
আর কোনও অঙ্গীকার সে করেনি জীবনের কাছে
মানুষ কি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খাবে শুধু? পরবে? ঘুমোবে? ব্যস?
আর কোনও অঙ্গীকার নেই মানুষের কাছে তার?

দারিদ্র ঘোচাতে হবে আগে মননের।
তা না হলে গরু বা গাধার চেয়ে মূল্যবান হয় না জীবন মানুষের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসতে গেলে এমন কোনও নিয়ম আছে যে বয়স হবে কুড়ি-পঁচিশ?
ভালবাসায় বয়স কী গো?
ষোলোয় যেমন, তেমন করে ষাটে এসেও ফল্গুধারা বইতে পারে।

ষাটে এসেও হৃদয় বড় কাঁদতে পারে,
প্রেমার্ত সব আঙুলগুলো কাঁপতে পারে আলিঙ্গনে।
ষাটে এসেও বুকের জলে প্লাবন ওঠে, ষাটে এসেও কাদা ঘেঁটে পদ্ম তোলার মন মরে না।

বয়স হল তুচ্ছ সুতো, ইচ্ছে করলে ডিঙোনো যায়
বয়স যত বাড়ে তত ভালবাসার চারাটিও লকলকিয়ে আকাশ ছোঁয়, বৃক্ষ হয়।
বয়স যত বাড়ে, শোনো, মানুষ তত প্রেমিক হয়।

কলকাতা, প্রিয় কলকাতা

কলকাতা, কেমন আছ তুমি? কেমন আছে তোমার চৌরঙ্গি, গড়ের মাঠ,
ইডেন গার্ডেন, কেমন আছে হাওড়া ব্রিজ? শ্যামবাজার?
গড়িয়াহাটের মোড়? ধর্মতলা?
কথা ছিল চিৎপুরের রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটব, জীবন দেখতে দেখতে যাব খড়কুটোর,
মানুষের, কথা ছিল ফুটপাতের তেলেভাজা, কলবেরুনো ছোলাসেদ্ধ, আলুকাবলি,
লংকার আচার খেয়ে হাইড্র্যান্টের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আঁজলা ভরে পান করব জল,
হাওড়া স্টেশনে ষোলো রকম মানুষের গা-ধাক্কা খেতে খেতে হাঁটব,
হুইসেল শুনে দৌড়ে ধরব ট্রেনের
হ্যান্ডেল। ট্রেন যাবে বোলপুর দুর্গাপুর জয়পুর... কী কী সব পুরের দিকে।
কথা ছিল দেশপ্রিয় পার্কের ঘাসে শুয়ে কচ্ছপের মতো হেঁটে-আসা ট্রাম দেখব, ট্রাম দেখব
আর জীবনানন্দের জন্য আমার মায়া হবে খুব।
কখনও খিদে-পেটে বসন্ত কেবিনের কাটলেট,
কখনও গিরিশমঞ্চে নাটক, নন্দনে সত্যজিতের ছবি,
সারা দুপুর পড়ে থাকব বইয়ের ওপর উবু হয়ে বইপাড়ায়,

কফি হাউজে ঠান্ডা কফি সামনে নিয়ে ঈশ্বরের চেয়ে বেশি ভাবব ঈশ্বরচন্দ্রের কথা।
কথা ছিল। কথা কার সঙ্গে ছিল আমার?
রবীন্দ্রসদন? লেকের জল? মেমোরিয়াল? মনুমেন্ট? কার সঙ্গে?
নাকি ওই কালো পাথরের মাতঙ্গিনী হাজরার সঙ্গে কাকপক্ষী দেখেনি কথা হয়েছিল?
চুপিচুপি কাকে যে আমি কথা দিয়েছি যাব চুমু খাব দৌড়ব
ব্রহ্মপুত্রের মতো দেখতে গঙ্গার দিকে
গঙ্গার হাওয়ার দিকে তীরের বালুর দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোঁ-বাজা লঞ্চের দিকে...
কলকাতায় কারা তোমরা ব্রহ্মপুত্রের লোক গো,
কারা তোমরা পদ্মা যমুনা সুরমা তিতাস আর শীতলক্ষার
ছলছল জল দেখেছিলে? তুমি, নয় তোমার বাবা, নয় তোমার ঠাকুর্দা
তোমরা আমার গা থেকে কংসের গন্ধ নেবে নাও,
আমার নাকের ঘামে কর্ণফুলি, চোখে আস্ত একটি মেঘনা...
কথা কার সঙ্গে হয়েছিল আমার? মেট্রো রেল? শুকনো বকুল?
নাকি নিজের সঙ্গে নিজেরই?
আমার আঙুল কাঁপে তিরতির তৃষ্ণায়, কতদিন ছুঁই না কলকাতার চিবুক—
তার রোদে ভিজে বাড়ি ফিরি না,
কতদিন কেউ ঘুম পাড়ায় না সুতানটি গ্রামে পর্তুগিজ দস্যু আর
ইংরেজ বেনিয়ার ছড়ি-ঘোরানো আঙুল আর
লালচক্ষুর গল্প শোনাতে শোনাতে,
কতদিন কুয়াশা কেটে দৌড়নো হয় না এসপ্লানেডের ফুটপাথ ধরে সোজা...
আমার গা হাত পা শক্ত শেকলে বাঁধা, আমি তোমাকে একবার ছোঁবার জন্য
কাঁদছি কলকাতা, কাঁদছি বলে লোকে আমাকে দুয়ো দিচ্ছে,
ধুঁয়ো দিচ্ছে...
তোমাকে ভালবাসি বলে লোকে আমাকে ঢিল ছুড়ছে, কাদা ছুড়ছে, চোখের ভেতর
ঢেলে দিচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, মুখে পুরে দিচ্ছে
একতাল গোবর, ভরদুপুরে ন্যাংটো করছে খোলা রাস্তায়...

কবে আমাদের দেখা হবে কলকাতা? সামনের শীতে, বসন্তে?
নাকি বসন্ত যাবে, ঝরাপাতার ওপর মরমর হাঁটবে ভুঁইফোড় ইঁদুর,
বর্ষায় চুপসে যাবে রাসবিহারী এভিন্যু, তার যে গা মুছিয়ে দেব, যাওয়া হবে না;
বালিগঞ্জের আকাশে তুলো তুলো মেঘ জমবে
আর আমি বসে থাকব একা দরজা জানালা সাঁটা অন্ধকার ঘরে শ্বাস
ফেলার শব্দ যেন কেউ না শোনে এমন নিঃশব্দে, আমার আর লেজআলা
ঘুড়ির পেছনে সারা বিকেল ছোটা হবে না, স্বপ্নগুলো লাটাইয়ে পেঁচাতে
পেঁচাতে শখের বয়স ফুরোবে...

মল্লিকাদের সঙ্গে কথা ছিল দলবেঁধে গোল্লাছুট খেলব আবার,
মাঠ পড়ে আছে খরখরে, খোয়া ফেলা, খেলা হবে না;
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে একজন খুব হৃদয়বান মানুষের সামনে চেয়ার পেতে বসে
দুটো কষ্টের কথা বলার ছিল, বলা হবে না।

যদি তুমি আসো

ঝেঁপে যদি দুঃখ আসে, না হয় আসুক
বৃষ্টিতে যেভাবে ভেজে শিশু, তেমন ভিজব আমি সারাদিন।

ঝেঁপে যদি তুমি আসো,
তোমার জলেও আমি নির্দ্বিধায় ডুব দেব,
ডুবে যদি মুক্তো মেলে ভাল, না মিললে সাঁতরে সাঁতরে যাব তোমার হৃদয়ে।

অন্তর

শোনো,
দ্বিধা নেই কোনও,
ভালবেসে যদি পার হতে পারো সাঁকো
বুকে টেনে নিয়ে বলব তোমাকে—থাকো।
কত কেউ এল, গভীর হাঁ-মুখো জল দেখে ভয় পায়,
অগত্যা সাঁকো একা নির্জনে না-ছোঁয়াই থেকে যায়।

আমি,
যেতে যেতে বারবার পথে থামি,
যেখানে যাচ্ছি সেখানের প্রতি পুরো অন্তর নিবেদিত আছে কি না
নিজেকে যাচাই করে দেখে নিই বুকে জমা আছে ভালবাসা কত, কতটুকু আছে ঘৃণা।
তুমিও পরখ করে এসো,
থেকে থেকে যদি জল ফুঁসে ওঠে, তবু তুমি ভালবেসো।

যাব না কেন? যাব

যদি যাই...
যদি যাই ওইখানে যে তমাল গাছটি আছে তার পাশে
পাশ দিয়ে চলে গেছে যে নদী—
আমার শৈশবের নদী, যদি যাই—
যেতে তো পারিই, কে আমাকে বাধা দেবে, কেউ যদি বাধা দেয়
বাধা দিলে আমিই বা বাধায় জড়াব কেন—

যদি যাই গোল্লাছুট মাঠে, যদি যাই—
যাই যদি ঘাসফুল, নেবুপাতা, জামরুলতলায় আবার,
যেতে তো পারিই, তবু যেতে চেয়ে চেয়ে বারবার আটকে রাখি পা এঁটেল কাদায়।

যদি যাই আকাশ যেখান থেকে শুরু, সেইখানে
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু স্বপ্ন হাতে নিতে
যেতে চাই ঝাউবন পেরিয়ে বইচি ফলের গাছ আছে, সেইখানে।
যেতে চাই একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একা, তার হাতে একটি নিবিড় হাত রেখে
বলতে যে, ভালবাসি।
যাবার যে কত মাঠ আছে, নদী, সমুদ্দুর আছে, বৃক্ষ আছে,
উঠোনে বেড়ানো ঝাঁক ঝাঁক লাল ঘুঙুরের হাঁস,
যাবার যে কত শনে-ছাওয়া ঘর আছে। ওম ওম বুক আছে, দু' হাতের আলিঙ্গন আছে,
তবু পায়ে পায়ে লেগে থাকে লকলকে জিভের সাপ, যেতে চাই...
আমার একথা বারবারই মনে হয়
যদি যেতে চাই, যেতে চাইই আমি
তা হলে যাব না কেন? যাব।

যে স্বামী প্রেমিক নয়, তাকে

তোমার কাছে ফাঁপা একটি শরীর দাঁড়িয়েছে
হৃদয় ছিল একটি, সেটি নিলাম হয়ে গেছে।

কাঁপন ১২

মাচায় তুলে শরীর রাখ, কে না কে যায় খেয়ে।
পোকা না খাক, শরীরটাকে বয়স খাবে যে!

AMARBOI.COM

নিমজ্জন

ডোবায় কেন ডুবতে যাব, হাতের কাছে উতল নদী রেখে?
ইচ্ছে করে যার যেদিকে যাক
যেমন খুশি বেঁকে।

তুমি আমার সাত সমুদ্দুর,
ভরা পুকুর,
তুমি আমার গভীর জলাশয়।
সাঁতার কেটে সারা দুপুর
তোমার জলে ডুবে মরাও ভালবাসার জয়।

যাত্রা

আমি তাকে লঙ্ঘন করেছি অবলীলায়, ঘৃণায়
ছুড়েছি হৃদয় তাকে দূরে, ঝোপঝাড়ে;
পেছনে সে কাঁদে নাকি কামড়ায় নিজের আঙুল
ছেঁড়ে চুল, ঠোকে কি না মাথা অনড় দেওয়ালে
সে কোনও বিষয় নয় ফিরে তাকাবার

লঙ্ঘন করেছি তাকে যদি, যদি তার
মুছেই ফেলেছি নাম, তবে কেন স্মৃতির শরীরে
হাত রেখে কোমল ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধে
ফোঁটা ফোঁটা কষ্টের বকুল
ঝরাব আবার, অবেলায়?
একবার ধুলো ঝেড়ে ধুলোতে আবার কেউ গড়াগড়ি যায়?

বিবি আয়শা

কাফেলা যাচ্ছে, পেছনে পড়েছ তুমি
উটের লাগাম ধরে টেনেছিলে বুঝি!
মাহুত যুবক ভালবেসেছিল খুব,
তোমারও কিন্তু গোপনে শরীর ভেজে—

উটের হাওদা থেকে সুড়সুড় নেমে গেলে
তপ্ত বালুতে গড়াগড়ি খেলে প্রেমে।

জানাজানি হল মলত্যাগ করেছিলে।
সাত খুন মাপ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।
তুমি করেছিলে শরীরের সম্ভোগ
আমি মানি এও শারীরিক প্রয়োজন।

তোমার শক্তি নারীকে প্রাণিত করুক।

ভালবাসায় আজকাল মন বসে না

ভালবাসায় আজকাল মন বসে না
মনে হয় কিছু যেন কাজ আছে,
মনে হয় কোথাও যেন যাবার কথা, দূরে কোথাও।
ভালবাসা আজকাল আমাকে তেমন করে মালার মতো গাঁথে না
যেমন গাঁথে বেদনার দীর্ঘ সুতো।

যারা বেঁচে না থাকার মতো বেঁচে আছে, তাদের জন্য মন কেমন করে আমার।
সারাদিন যদি মন কেমন করে,
সারাদিন যদি সুচ ফোটে গায়ে—
আমি কি পাগল যে ভালবাসার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ব!

আগে তো খড়কুটো দিতে হবে তাদের—যারা ভাসছে,
আগে তো হাতখানা বাড়াতে হবে তাদের হাতের দিকে—যারা ডুবছে।
তারপর নিজে যদি বাঁচি তো বাঁচব, ভালবাসি তো বাসব।

AMARBOI.COM

কামান দাগা

আমার বাড়ির সামনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেয়
কে আসে কে যায়, বেরোই কখন, কখন ঢুকি বাড়িতে, সব নোট রাখে খাতায়
কার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কার কোমর জড়িয়ে হাসি, কার সঙ্গে ফিসফিস...সব।
কিন্তু একটি জিনিসের নোট তারা রাখতে পারে না, সে হল
আমার মাথার মধ্যে কোন ভাবনাগুলো আসে আর যায়,
কী আমি লালন করি চেতনায়।

সরকারের কামান বন্দুক আছে
আর আমার মতো তুচ্ছ মশার আছে হুল।

দীর্ঘ পথ যাব

হেঁটে হেঁটে আমি ওই পথে যাব
বাবা বলছেন—তুমি যদি কন্যা হও, ফেরো
আমি বলি—কন্যা হলে যদি আমাকে ফিরতে হয়, তবে আমি কন্যা নই।
বন্ধুরা ডাকছে—এসো, এসো খেলা করি।
আমি ফিরব না।
ও পথ এমন পথ যে, আমাকে কেউ ফুল-চন্দন পরাবে না
ও পথ এমন পথ যে, পায়ে কাঁটা বিঁধবে আমার
ও পথ এমন পথ নয় যে, ও পথে মানুষ যায় বা যেতে চায়
ও পথ এমন পথ, যে পথে হাঁটলে বড় শ্বাসকষ্ট হয়।
ও পথে হাঁটলে, একদিন, আমি জানি, পাব আলোকিত একটি ব্রহ্মাণ্ড
মানুষে মানুষে প্রেম পাব,
শুদ্ধ হাওয়া পাব—
মা বলছেন—ফেরো। ভাইবোনেরা বলছে—ফেরো।
ফিরব না। আমাকে যেতেই হবে ওই পথে, যে পথে সাহস নেই সবার যাবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোকামাকড়ের গল্প

আধ-ঘুমে চমকে তাকাই, দেখি
গায়ে কারও আঙুল নয়, তেলাপোকা হাঁটে।
হেঁটে হেঁটে নাভির কাছে থামে, শোঁকে।
জরায়ুর ফুল-ছেঁড়া ক্ষতে কী এমন মধু গো! সেও কি পুরুষ নাকি?
লোভের লাল জিভ ঝুলে থাকে কার্তিকের কুকুরের মতো?

বিষপিঁপড়েও দেখি পা বেয়ে বেয়ে উরুতেই দেবে কামড়।
উরু কি চিনির সিরায় ভাজা?
কী জানি সেও পুরুষ কি না, তারও নিশপিশ করে কি না খরখরে নখ!

বোলতার হুল ফোটে সব রেখে স্তনের গোড়ায়,
রাত গাঢ় হলে কড়িকাঠ থেকে সুড়সুড় নেমে সাদাসিধে টিকটিকি
খোঁজে মসৃণ ত্বক, ত্বকের খোঁড়ল।
ঘুণ খায় কুরে কুরে জরায়ুর নালি, নালিমুখ, ডিমের থলে...
ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি, তবু শুঁয়োপোকা ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটে সুগন্ধ খাদের দিকে,
পুরুষেরা সময় সময় শখ করে পাতালেও নামে না বুঝি!
নীল ডুমো মাছি মল থেকে উঠে সারা দিন ছল করে ঠোঁটে বসে, জল
পান করে স্যাঁতসেঁতে জিভের
এরা কি পুরুষ ছাড়া আর কিছু?

ছারপোকা ছাড় দেবে? বেছে বেছে সেও চায় নিতম্বের ঢিবি, মিহি দাঁতে টুকটুক কামড়ায় মাংসের পলি।
থাক থাক পলির তলে শেকড়ের দাঁত চলে যায়, পুরুষের দাঁতের মতো ধার তার...
যোনিলোমে জাল বোনে মাকড়শার চৌদ্দপুরুষ।
তার চতুর তন্তুর ঘেরে, এত যে বোধের আড়ত আমি,
আমিও নিভৃতে জড়াই।
পুরুষেরা খাবে বলে প্রকৃতিও কায়দা করে পাতে নারীর শরীর কেটে রসের কলস।

অনুগত

এসো বললে আসি, যাও বললে যাই
কিছু পাই বা না পাই
রাত্রিদিন তোমার কথায় নাচি।
বলো, আমি কি আমার জন্য বাঁচি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেরিত নারী

আমরা প্রকৃতি-প্রেরিত নারী
প্রকৃতি নারীকে পুরুষের পাঁজর থেকে গড়ে না।

আমরা প্রকৃতি-প্রেরিত নারী
প্রকৃতি নারীকে পুরুষের অধীন করে না।

আমরা প্রকৃতি-প্রেরিত নারী
প্রকৃতি নারীর বেহেস্ত পুরুষের পায়ের তলায় রাখে না।

প্রকৃতি নারীকে মানুষ বলেছে, পুরুষ-রচিত ধর্ম তাতে বাগড়া দিয়েছে।
প্রকৃতি নারীকে মানুষ বলেছে, সমাজ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হেসেছে।
প্রকৃতি নারীকে মানুষ বলেছে, মানুষেরা মারমুখো হয়ে বলেছে—না।

বহুগমন

AMARBOI.COM

যদি চাও চলে যেতে, দেরি করবার
কোনও দরকার
আছে কি? না হয় পৌঁছে দিয়ে
আসি আমি, যেদিকে তাকিয়ে
থাকো সারাদিন। এদিকে নিশ্চিত আমি
বুঝি আমাকেই ভাবো, অথচ কী ভীষণ বোকামি!
কোথায় তোমার মন পড়ে থাকে, জানি,
জেনেও আবার না-জানার মতো করে মনখানি
তোমার জন্যই রাখি।
সব ফাঁকি
একদিন টের পাই,
তড়িঘড়ি তখন পালাই।
তোমার আঙিনা ছেড়ে
যতই দাঁড়াতে চাই স্মৃতি-টিতি ঝেড়ে
দূরে, পারি না; সকল
ছাপিয়ে হৃদয় থেকে ঝরে অবিরল জল।

তুমি কি এসব বোঝ? আমাকে একলা রেখে অমন যে চলে যাও,
পেছনে কি একবার ভুলেও তাকাও?

নির্বোধের দেশ

চুলের মুঠি ধরে দেশটিকে দু'বেলা আছাড় দিচ্ছে যারা
তারা এখন দেশের মাথা।
আর আমরা যারা দেশটির পোড়া ক্ষতে মলম লাগিয়ে দিই
আমরা যারা সবুজের মধ্যে লাল একটি সূর্য এনেছি পতাকায়,
আমরা যারা দেশটির দুঃখে রাতভর কাঁদি,
তারা দেশের কেউ হই না।

যারা দেশটির পিঠে চাবুক চালায়, পেশিতে জোর আছে বলে
মাঝেমধ্যে দেশটিও স্তাবক হয়ে পড়ে তাদের,
আর আমরা যারা রোগা, পলকা, না-খাওয়া, মাথার ওপর আকাশ নিয়ে বাঁচি,
দেশটিকে দুধ-কলা খাইয়ে মানুষ করি,
তারা নাকি লোক ভাল নই।

প্রশ্ন

AMARBOI.COM

কেউ কি এমন কিছু দিতে পারো
ভালবাসার চেয়ে ভাল?
এমন একটি তরবারি যেটি
আমার থেকে ধারালো?

১৫০০ সাল

শতবর্ষ পরে এই কবিতাটি কেউ না কেউ পড়বে...
যে পড়বে সে যদি নারী হয়, সে কি তখনও কেবল নারীই?
ধরে নিচ্ছি নারী নয়, সে তখন আদ্যোপান্ত 'মানুষ'
সে আর চার দেওয়ালে বন্দি নেই, তার পায়ে যে সহস্র বছরের শেকল ছিল,
সে শেকল নেই
তার হাতে যে কুরশি-কাঁটা আর খুন্তি ছিল, নেই।
হাতে উঠেছে কলম, কাস্তে, কোদাল আর কলকবজা।
সে মানুষের মতো হাঁটে, দৌড়োয়, হা হা হাসে
মাছের মুড়ো খায়, দুধের সরও, তাকে আর ভুগতে হয় না পুষ্টিহীনতায়।

সে যদি নারী হয়,
তাকে কেউ পাঠশালায় না পাঠিয়ে
ঠেলে দিতে পারছে না জ্বলন্ত উনুনের কাছে, তাকে আর
পরাতে পারছে না বাল্যবিবাহের ফাঁস, তাকে আর
আবৃত করতে পারছে না ভুতুড়ে বোরখায়।
সে নিশ্চয় তখন দাবি করতে পারে সমান উত্তরাধিকার
সে নিশ্চয় তখন দাবি করতে পারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্মান
সে নিশ্চয় তখন দাবি করতে পারে জরায়ুর স্বাধীনতা, কন্যা জন্ম
সে নিশ্চয় তখন দাবি করতে পারে চাঁদ বা সূর্যের
নীচে তার অবাধ বসবাস!

যে পড়ছে এই কবিতা, সে নারী বা পুরুষ হোক
সে নিশ্চয় ধর্মের গ্রাস থেকে ইতিমধ্যে মুক্ত
তাকে আর পাঁচবেলা কপাল ঠুকতে হয় না মেঝেয়
তাকে আর প্রসাদ খেতে হয় না ঠাকুরের
মসজিদ-মন্দির ভেঙে গজিয়ে গেছে মনোলোভা ফুলের বাগান।
জুসমে জুলুসে নেই, পিরের মাজার নেই, স্বৈরাচারের উৎপাত নেই, কাঁটাতার নেই
বদলে দিগন্ত অবধি রজনীগন্ধার ঘ্রাণ, মুগ্ধ ভালবাসা।

শতবর্ষ পর নেতার বাড়িতে, শিক্ষাঙ্গনে, শহরে, গ্রামে কি
দ্রিম দ্রিম বর্ষণ চলে গুলির? ককটেলের?
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সন্ত্রাসের দেশে
অক্ষত আছে কি শহিদ মিনার, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা,
অপরাজেয় বাংলা, জয়দেবপুরের মুক্তিযোদ্ধা, স্মৃতিসৌধ?
তখনও কি একুশের ভোরে খালি গায়ে ফুল দিতে ভিড় করে অগণন বাঙালি?
তখনও কি বৈশাখে, শরতে, অঘ্রানে, ফাগুনে উৎসব হয়
প্রথম প্রভাতের, সাদা মেঘের, নবান্নের, ঝরাপাতার হাওয়ার...
তখনও কি মানুষ মানুষের জন্য গান গায়, কাঁদে?

যে তুমি পড়ছ এই কবিতা, তুমি কি জানো শত বছর আগে
কী ভীষণ স্বপ্নহীন অন্ধকারে একাকী হেঁটেছিলাম
নত, ন্যুব্জ নষ্ট মানুষেরা? দারিদ্রে, পারমাণবিক ধোঁয়ায়,
অশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, জরায়, ব্যাধিতে ক্লান্ত ক্লিষ্ট...
তুমি বা তোমরা নিশ্চয় হাতের মুঠোয় নিতে পারো
সততা ও সমতার আলোকিত ব্রহ্মাণ্ড?
আমরা পারিনি।

এই সুফলা মাটির শরীর ফুঁড়ে ততদিনে নিশ্চয় জন্মেছেন আরেক রামমোহন,
আরেক ঈশ্বরচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, সুভাষ বসু, আরেক রবীন্দ্রনাথ,
জন্মেছেন সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বেগম রোকেয়া, শেখ মুজিব,

জন্মেছেন নূর হোসেন। শতবর্ষ পরে সমৃদ্ধ বাংলায়,
আমার কবিতা যদি ধুলোয় লুটোয়, তবু
মাছ-ভাতে বাঙালি বাঁচুক,
গোলাপের গন্ধে বাঁচুক স্বপ্নবান মানুষ
শুদ্ধ স্নিগ্ধ ভালবাসায় বাঁচুক, বৃক্ষেরা সবুজ হোক আরও।

কবি নির্মলেন্দু গুণ

সারা দুপুর কমপিউটারকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে দাবা খেলছেন,
মানুষকে শতরঞ্চির অপর পারে বসাবার চেয়ে যন্ত্রকে বসানো বোধহয় ঢের নিরাপদ!
হবে হয়তো। তা না হলে তিনি কেন আজিমপুর কবরখানার খুব কাছে বসে, এত কাছে যে
মৃত্যুর গন্ধ পাওয়া যায়, সারা দুপুর বোড়ে চালাচ্ছেন, ঘোড়া হাতি রাজা মন্ত্রী চালাচ্ছেন!
কখনও কখনও কমপিউটারকেও তিনি হারিয়ে দেন।
অথচ তিনি বারবার হেরে যান রহিমুদ্দিনের কাছে, বদর আলির কাছে

আজকাল তিনি মদ এবং মেয়েমানুষে তেমন বিশ্বাসী নন
সন্ধেয় বসেন জুয়ো খেলতে, হাইড্রোজেন।
জুয়ো না খেললে তাঁর ভাল ঘুম হয় না, জুয়োতে না হারলেও
তাঁর অস্থির-অস্থির লাগে।
জুয়োতে দু'-চারশো টাকা হেরে গেলে তাঁর ক্রোধ হয় এক ধরনের
ক্রোধ হওয়াটাই চান তিনি।
ক্রোধ হলে দু'-একজনকে হারামজাদা বলে গাল দিতে পারেন।
বদর আলিরা তাঁকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নেত্রকোণা থেকে দুর্গাপুর ঠেলে দিচ্ছে
রহিমুদ্দিনেরা তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে পলাশি থেকে...
এদের তিনি প্রকাশ্য রাস্তায় শাহবাগের মোড়ে দাঁড়িয়ে
গুলিস্তানের মাথায় কিংবা প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচশো লোক শুনিয়ে
হারামজাদা বলে গাল দিতে চান, কিন্তু ভয়ে তাঁর গলার স্বর বুজে আসে।
তাই জুয়োর টেবিলে বসে একটি হারামজাদা গাল দেবার জন্য তিনি ইচ্ছে করেই হারেন
লোকে ভাবে এ বোধ হয় নিস্পন্দ তাসকে গাল দেওয়া, ইস্কাপনের বিবিকে
বা রুইতনের সাহেবকে।

নির্মলেন্দু গুণকে আমি বাংলাদেশ বলি,
বদর আলিদের কাছে সর্বস্ব হেরে
ছেঁড়া বালিশে মাথা রেখে পুলি কাঁথায় গা ঢেকে শুয়ে থাকে আমার বাংলাদেশ।

AMARBOI.COM

জলে ভাসা

আকাল পড়েছে দেশে প্রেমিকের,
দেখেছি তো ঢের
শরীরের কূপে ডুব দেয় সোনা ব্যাঙগুলো
শেষে ধুলো
আর জল ঝেড়ে চলে যায় তারা, যেন রাজহাঁস।
আমি ঘাস
পেতে বসে থাকি,
রাখি
আশা মনে, কেউ এসে একদিন বলবেই বাসি, ভালবাসি
অবোধ স্বপ্নের জলে সারাদিন ভাসি।

তুমি যদি আসবেই ভাবো,
যাব
যেদিকে দু'চোখ যায়,
পাখিরা যেমন করে হঠাৎ হারায়।

এসো,
আমার একটি শর্ত শুধু, ভালবেসো।

AMARBOI.COM

চাওয়া

তোমাকে আমি বিষম চাই, বুঝলে!
এরকম ডাকাবুকো মেয়ে তোমাকে চাইছি, বুক কাঁপছে বুঝি!
দুর, বুকে কিন্তু কামড়ে দেব। এই যে রাজ্যিসুদ্ধ মেয়ে খুঁজলে...
অবশ্য আমি লাইনে দাঁড়ালেই তোমার সব এদিকওদিক খোঁজাখুঁজি।

পেলে? অন্তত দু'-একটি? আমি যদি ধরে এনে তোমাকে বিছানায় শুইয়ে...
ভয় পাচ্ছ? বিছানায় শুইয়ে আবার কাপড় না টেনে খুলে ফেলি!
ধরো জল পড়ছে ঘরে, ভাঙা জানলা আর টিনের চাল চুঁইয়ে,
আর আমি বলছি তোমাকে, 'চলবে? জলকেলি?'

তুমি তখন 'না' বলতে পার যদি, আমি নাম বদলে রাখব,
স্পর্শ করব আর তুমি আকাশে নক্ষত্র গুনবে অত সন্ন্যাস তোমার নয়,
লোকের সামনে ভান করবে, নাচতে জানে না গাইতে জানে না চাইতে জানে না মেয়ে
নোবো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আড়ালে আবডালে যত ডাকাবুকো আর দস্যি আছে, সবার সঙ্গে প্রণয়।

অমন রাখঢাক করে নয়, আমি সোজাসাপটা বলতে চাই—চাই।
চাই মানে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ঈশ্বরবাদীরা যেমন ভান করে যে ঈশ্বর থাকে,
অমন থাকা চাই তোমার, সর্বত্র। খাড়াইয়ের
দিকে যেতে যেতে মস্ত এক অরণ্য পড়বে, দক্ষিণে দাঁড়িয়ে ঢিল দেবে মৌচাকে।

মৌমাছিরা হুল ফুটোতে আসলে আমি করব কী জানো? পিঠ পেতে দেব,
তুমি বাঁচবে পড়ে আমার গায়ের আড়ালে,
ও কিছু না, মেয়েদের কে না কামড়ায়, না হয় মৌমাছিই, এই ফাঁকে নেব
তোমার সারা শরীরের ঘ্রাণ, তোমার কি সাধ্য আছে ডিঙোবার, ওরকম সুনসান রাতে,
দু'জনে দাঁড়ালে?

ঢের দেখা আছে

দেখ, বাজে বোকো না
যখন তখন বলা নেই কওয়া নেই, হুড়মুড় ঢুকো না।
কোথায় আবার? ঘরে, বিছানায়—
আচ্ছা, প্রেম কি এভাবে কেউ করে? নাকি করা যায়?

পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকি, হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে, তুমি যে ঢোকো
কে জানে ঢুকে কী সব লুকিয়ে লুকিয়ে শোঁকো...
অথবা, তোমার আর গন্ধ নেবার কী দায়
কোথাও জাদুর কাঠি-টাঠি পুঁতে রাখো কি না, দেয়ালে বা জানালায়...
আমি কি কখনও বশ হতে পারি। বোকা!
অবশ্য একদা যত্রতত্র খেয়েছি বিস্তর ধোঁকা।
আর নয়! ন্যাড়া বুঝি বারবার বেলতলা যায়?
এত যে দুর্যোগ গেল, ঢের দেখা আছে, এক আমি ছাড়া কেউ নেই আমাকে বাঁচায়।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুক্তি

এক বিকেলে মেঘনা যাব, ঠিক তো!
আগের সব অভিজ্ঞতা তিক্ত,
একটু ভাই বুঝে চলবে, নৌকো যদি চড়ি
শেষ বিকেলে খিদে লাগলে কাঁচকি-চচ্চড়ি,
চন্দ্রমুখী আকাশখানি আয়না-জলে ফেলে
উপুড় করে রাখব কিছু স্বপ্ন এলেবেলে।

সুখে কিন্তু শরীর ভাসে, জল-জোয়ারে সুখ,
একটু তুমি জানি জলের পা ছুঁতে ইচ্ছুক।
আমার বড় শহর ছেড়ে দূরে যাবার শখ
সঙ্গে যদি ইচ্ছে যেতে চঞ্চল বালক
একটু ভাই দেখে চলবে, পিছলে যদি পড়,
সাঁতার জানো? মনে হয় না। নৌকো নড়বড়।

এক বিকেলে জীবন ছোঁবো, ঠিক তো!
সেই কতকাল ভেতরখানা রিক্ত।

AMARBOI.COM

সই

সবার জন্য আমি আর আমার জন্য কেউ নয়,
যে মানুষই যায় আর যে মানুষই আসে—
আমি সবার পদতলের পথ হই।

সবার জন্য আমি আর আমার জন্য কেউ নয়,
তাদের জীবন টইটম্বুর আমার শুধু শূন্যতাময়।
যে মানুষই আসে আর যে মানুষই যায়—
নাগাল পেলে অন্ধকারে ছিঁড়ে ছিবড়ে খায়।
বন্ধু কোনও নেই, একা আমিই আমার দুঃখ-পোষা সই।

মেয়েবেলা

১

তিরের মতো শীত বেঁধে গায়ে তখন, তখন আমার হাতের
তালুতে ধোঁয়া ওঠা ভাপাপিঠে আর ভাপাপিঠের
পেটের ভেতর পাটালি গুড় আর কথা বললে মুখ থেকে ধোঁয়া বার হয় যেন
চুলো, যেন জঙ্গলের ঝরাপাতায় আগুন, যেন ভাত ফুটছে, যেন
ডালে হচ্ছে পাঁচফোড়ন, যেন
বাড়িঘর পুড়ছে, পেটের নাড়ি পুড়ছে, জিভ পুড়ছে

তখন একহাতের ভাপাপিঠের দাগ, আরেক হাতে ডাংগুটির গুটি
ডাং হাতে দাঁড়িয়ে যায় লাবু বাবু সাবু হাবু...ছয় ভাই
অপর পক্ষে একা আমি, গুটি হাতে, গুটির পেছন ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়, গুটি
ওড়ে কড়ইগাছে, চালে, পগারে, খাটা পায়খানায়, রোদে দেওয়া শুকনো মরিচে,
বরইয়ের আচারে...হাত পা মেখে যায় কাদায়, তেলে, গুয়ে পিঁপড়েয়;
লাবুরা ছক্কা মেরে ছয় ভাই আমার পিঠে চড়ে বাড়ি ফেরে, আমার হাঁটু ছিলে যায়,
হাতের তালু ছিলে যায়, ভাপাপিঠের দাগ মুছে যায়।

২

গুঙ্গি সই। মামু কই? মাছের কাছে। মাছ কই? চিলে নিছে। চিল কই? উইড়া গেছে,
ধপ্পত।
এভাবে ধপ্পত পড়তে পড়তে, মানুষের পায়ের পাতা থেকে কাত হয়ে শীতলপাটিতে
মাটিতে
পড়তে পড়তে আরও একটি খেলা খেলেছি
এই মেয়ে তোর বাড়ি কই? শিউলিতলা। শিউলিতলায় শিউলি নেই?
বানর আছে। শিউলিতলায় শিশির নেই? ইঁদুর আছে। শিউলিতলায় ঘাস নেই? কাদা
আছে।
পা পিছলে আলুর দম। ধপ্পত।
এই মেয়ে তোর বুকে কী?

৩

বুকের মধ্যে বরই হয়, বুকের মধ্যে সুপুরি, বুকের মধ্যে কমলালেবু, বুকের মধ্যে কুমড়ো
আর শেষে গিয়ে বুকের দড়িতে চামচিকে
সারা সকাল বরই পাড়ল বালকেরা, বুড়োরা কোঁচড় ভরে সুপুরি নিল, কড়া দুপুরে
কমলালেবু কামড় দিল মস্ত মস্ত যুবক, কুমড়োকে মোরব্বা করে খেল হাভাতেগুলো
আর রাতে চামচিকে ঝুলতে দেখে ছেলে বুড়ো সব পালাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন কখনও বাঁ হাতে, কখনও ডান হাতে

আজকাল ছোট একটা মার্বেল পাথরের আকার নিয়েছে জীবন,
কখনও একে বাঁ হাতে নিই, কখনও ডান হাতে,
ছুড়ে দিলে গড়গড়িয়ে ছুঁতে যায় খাটের পা।
দেয়ালে সিলিং-এ যেখানেই একে ছুড়ি, ঠক্কর খেয়ে
কিছু না কিছুর আড়ালে পড়ে থাকে, কখনও দিন দশ পরে
ইঁদুর-মারা কলের পেছনে, গাদা করা বাসনকোসনের পেটে,
শলার ঝাঁটার ফাঁকে অথবা জল-যাওয়া-গর্তের ছাঁকনিতে
দেখি, একা অন্ধকারে শুকনো মুখে ঝিমোচ্ছে জীবন...

ছোট একটা মার্বেল পাথরের মতন জীবন
ইচ্ছে করে তিনতলা থেকে ফেলে দিই সামনের চৌরাস্তায়
লোকের গোড়ালিতে, রিকশার চাকায়, ট্রাকের টায়ারে
থেতলে থেতলে মিহি নুনের মতো গুঁড়ো হবে!
জীবন নিয়ে ন'-দশ বছরের মতো এই যৌবনেও খেলতে ইচ্ছে করে
উঠোনের ঘাসে, কাচের বয়ামে পুরে লুডু খেলার ছক্কা নাড়ার
মতো, অথবা কৌটোয় চিঁড়ে-চানা-নুন-ঝাল-তেল নিয়ে
মিশেল দেবার মতো ঝাঁকাতে ইচ্ছে করে,
মনে হয় জীবনের তবু শ্বাসরোধ হবে না, খেলা সাঙ্গ হবে না।

আর অবাক কাণ্ড, হঠাৎ হঠাৎ, রাত্তিরের দিকে
অথবা ভোর হয় হয় এমন সময়
জীবন দেখি, ছোট মার্বেল পাথর থেকে আস্ত একটা পিরামিড হয়ে গেছে
কখনও একে বাঁ কাঁধে নিই, কখনও ডান কাঁধে
সারাদিন এমন অবস্থা হয় যে, জীবনের ভারে আমার হাত পা
সব খোঁড়া হতে থাকে, পিঠের হাড় ভেঙে যায়, ন্যুব্জ হতে হতে
জীবনের তলে পড়ে, রক্তমাংসের আমি এককণা ধুলো হয়ে যাই।

অন্তরীণ

ঘণ্টার কাঁটা চড়ুইপাখির মতো দ্রুত দৌড়োচ্ছে, আর আমি
আমি একটি অন্ধকার ঘরে একা
নিশ্বাসের শব্দ যেন কেউ না শোনে এমন নিঃশব্দে
বেঁচে আছি।
এর নাম কি বাঁচা না অন্য কিছু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর সঙ্গে কাল বা পরশু দেখা হবে অথবা আজই
অথবা এখন, আর দু' মিনিট পর—এরকম
আতঙ্কে আমি নীল হয়ে থাকি ভেতরে।
যে বন্ধুটি দু'বেলা খাবারের থালা হাতে ঘরে ঢোকে
তাকে দেখে ওপরে ওপরে হাসি, তার আঙুলের ফাঁকে
নলা থাকে তামাকের। আমাকেও
আগুনমুখো শলা দেয় সে, আশ্বাসের করতল রাখে পিঠে।
আমি জানি, বন্ধুরা ফাঁসির আসামীর গায়ে
এরকম আদর বুলোয়, করুণায়।
আমি জানি, আমাকে এখন কেউ কেউ
দু' গালে চুম্বন, বাহুতে 'কেয়াবাৎ মেয়ে' বলে চাপড়
আর আচমকা পাতে ঢেলে দেবে মাছ মাংস ডিম দুধ।
আর এদিকে জিভে এত তেতো লেগে থাকে আমার
যে, খাবার দেখলেই পেটের নাড়িতে পাক দিয়ে ওঠে।
এখন যে কোনও খাবারে মৃত্যুর গন্ধ পাই, বন্ধুদের
জীবিত কাঁধে যখন মাথা রাখি, তখনও মৃত্যুর গন্ধ।
এখন নদীর জল, ফুলের পাপড়ি, গাছের পাতা
আর মৃদুমন্দ হাওয়া থেকেও ভকভক করে মৃত্যুর গন্ধ বেরোয়।

আমি একা, একটি ঘোর আঁধার ঘরে
অনেকটা কফিনে,
শুয়ে থেকে থেকে দেখি একটি স্বপ্ন এসে বসে আমার চোখে—
শৈশবের খেলার মাঠে, লেবুতলায়, বাঁশঝাড়ে, অবাধ দৌড়োচ্ছি
স্বজন আর পড়শির ভিড়ে আমি, নির্ভয়ে।

AMARBOI.COM

ব্লাসফেমি আইন

সংসদ ভবন থেকে সড়সড় করে নেমে এল একটি মস্ত অজগর
নগরের বড় রাস্তায় রাজার মতো চলল, ডানে গেল, বামে গেল
অলিগলি ঘুরল আর মানুষ খেল
যে মানুষ সত্য বলে, তাকে।
যে মানুষ সভ্যতা চায়, তাকে।
যে মানুষ নোংরা ঘাঁটে না, তাকে।
অজগরের খিদে মেটে না তবু, সে এক নগর থেকে
আরেক নগরে গেল, বড় শহর থেকে ছোট শহরে,
সেখানেও তাজা মাংসের স্বাদ পেল—
যে মানুষ ছবি আঁকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে মানুষ কবিতা লেখে,
যে মানুষ গান গায়।
অজগর বিষম খুশি। সে এঁকেবেঁকে নেচে নেচে
গঞ্জে গ্রামে নদী হাওড় খেত খামার পেরিয়ে আরও খাদ্য পেল—
যে কৃষক পাঁচবেলা লাঙল চালায়,
যে নারী মাঠে কাজ করে,
যে রাখাল বাঁশি বাজায়।
খেতে খেতে পেট যখন ভরল অজগরের
তখন আর মানুষ নেই দেশে, কিছু কেবল শ্বাপদ আছে
শ্বাপদ আর অজগরের বেশ ভাব হল, তারা দীর্ঘ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকল।

(দেশব্যাপী ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে আইন পাশ করবার জন্য যখন ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আন্দোলন করছে, তখন এই কবিতাটি লেখা।)

এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি

মৃত্যুর সঙ্গে এখন আমার রোজ দু'বেলা দেখা হয়
আমরা পরস্পরকে গাঢ় চুম্বন করি, পাশাপাশি বসি, ধুম আড্ডা দিই।
মৃত্যুর শরীরে চমৎকার সুগন্ধ, হাঁটুতে থুতনি রেখে
জীবনের গল্প যখন করি, থই থই নদী, নদীতে
ডুবে ভেসে কৈশোর-যাপন, ধুলো খেলা—
যখন গল্প করি ফিতে-বাঁধা বেণী উড়িয়ে গোল্লাছুট
গোলাপ-পদ্ম, হাডুডু আর ভোকাট্টা ঘুড়ির পেছনে দৌড়ে দৌড়ে
ভর সন্ধেয় মাঠ পেরিয়ে, খাল পেরিয়ে
রাত্তিরে পুকুরপাড়ে বসে সারা গায়ে জ্যোৎস্না মাখানো—
জলের ওপর শুয়ে থাকা রুপোলি মাছ দেখে
সেই মাছের দিকে হাত বাড়ালে হাতের মুঠোয় আসে
মাছ নয়, টুকরো টুকরো চাঁদ।
যখন গল্প করি ঘাসের বিছানা থেকে ফ্রক ভরে শিউলি তুলে
পড়শির দেয়াল ডিঙিয়ে দে দৌড় দে দৌড় দিনের কথা
মৃত্যুর চোখেও তখন অল্প অল্প শিশির জমে।
তারও কণ্ঠ বুজে আসে। বলে—যাই।

মৃত্যুর সঙ্গে রোজ দু'বেলা দেখা হয় আমার
দেখা হলে পরস্পরকে গাঢ় চুম্বন করি আর যখন গল্প করি
কৈশোর পেরোতেই গহন অরণ্যে এক পাল বুনো মোষের মুখে
আমাকে ছেড়ে দিল কারা যেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারা যেন একটি ডোবায় ঠেসে ধরল আমার মুখ, মাথা
কারা যেন আমার পায়ে হাতে শেকল পরাল
কারা যেন পাথর ছুড়তে ছুড়তে আমার কপাল, মাথার খুলি...
মৃত্যুর চোখেও তখন গভীর কুয়াশা নামে, বলে—যাই।

মৃত্যুর সঙ্গে রোজ দু'বেলা দেখা হয় আমার।
আমার চুলে পিঠে হাত বুলিয়ে সে কথা দিয়েছে
আবার আসবে সে, এবার আর ঘোর অন্ধকারে
আমাকে একলা বসিয়ে কোথাও যাবে না, তার
বাড়ি আছে একটি আলোয় ঝলমল, ওখানে নেবেই আমাকে।

বাবার কাছে চিঠি

বাবা, তুমি কেমন আছ?
এখনও কি আগের মতো মর্নিং ওয়াকে যাও ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে?
ব্রহ্মপুত্রে তো জল নেই, তুমি তবে কার দিকে তাকাও?
কাশফুল? কাশফুলও তো আজকাল তেমন ফোটে না।
তবে কি মানুষ দেখ, মানুষের ঢল নামে যে সার্কিট হাউসের মাঠে
সেই মানুষ?
মানুষেরা কি এখন আর তোমার দিকে এগিয়ে আসে আগের মতো,
চেনা মানুষ? বন্ধুরা? অথবা দু'-চারজন পড়শি?
নাকি ধর্মদ্রোহী কন্যা জন্ম দেবার অপরাধে তোমাকে হাঁটতে হয়
মাথা নিচু করে গাছগাছালির আড়ালে
মানুষের শ্যেন দৃষ্টি থেকে গা বাঁচিয়ে?
হয়তো আজকাল মর্নিং ওয়াকও ছাড়তে হয়েছে ভোরের হাওয়া খেতে
আসা মানুষগুলো তোমাকে আঙুল তুলে শাসায় বলে!

তোমার জন্য আমার বড় মায়া হয়,
বড় মায়া হয় আমার।
সেই ছোটবেলায়, জুতোর মচমচ শব্দ তুলে ঢুকতে যখন বাড়িতে
এক্কাদোক্কার দাগ মুছে দৌড়ে যেতাম পড়ার টেবিলে।
এখনও মনে আছে, একদিন চুলোর কাছে বসে কী একটা
রান্না শিখছিলাম বলে উঠোনে সজনে ডাঁটা ছিল, তা নিয়েই
তাড়া করেছিল, যেন ঘরে যাই, পড়তে বসি। যেন মানুষ হই।
পড়তে পড়তে লিখতে লিখতে দিনে সত্তর বার
তোমার 'ছাত্রানাম অধ্যয়নং তপঃ' মন্ত্র শুনতে শুনতে

মানুষ কতটুকু হয়েছি জানি না,
তবে এটুকু জানি দুর্যোগ এলে মিথ্যের খোপের মধ্যে যখন
তাবৎ লোকেরা লুকোয়,
তখন মেরুদণ্ড শক্ত করে বেশ দাঁড়াতে পারি একা,
সত্যগুলো জিভের আগুনে খইয়ের মতো ফোটে।

আর এ কারণেই আজ আমাকে লক্ষ মিথ্যুকেরা খুঁজছে
ফাঁসি দেবে বলে, আমি হুলিয়া মাথায় নিয়ে
ছুটছি ঘোর অন্ধকারে, আলো নেই, বুঝলে বাবা এতটুকু আলো নেই কোথাও—
দেশ কি এভাবেই এরকম ভুতুড়ে অন্ধকারে ডুবে থাকবে, মানুষগুলো
খোপের ভেতর বোবা কালা অন্ধ—স্বপ্নহীন বেঁচে থাকবে দীর্ঘ আয়ু
আর খাদ্য আর তসবিহর গোটা আর লোভ আর মোহ-মাৎসর্য নিয়ে
তুমিও কি চোখের সামনে বোঝো যে আলো নেই?
তুমিও কি পায়ের তলায় বোঝো যে মাটি সরছে?
তুমিও কি হাতের কাছে বোঝো যে কোনও বন্ধুর কাঁধ নেই?
তুমিও কি মাথার ওপর বোঝো যে মেঘ জমছে?

এখনও কি নতুন বাজারের 'আরোগ্য বিতানে' বসো? রোগী দেখ?
গরিব রোগীরা বিনে পয়সায় চিকিৎসা নেয়?
এই যে তোমার উদার দরজা মানুষের সেবার জন্য খোলা
তুমি কি জীবনের শেষ বয়সে এসে পারো রোগীর নাড়ি দেখতে ঠিক ঠিক?
নাকি ধর্মদ্রোহী কন্যা জন্ম দেবার অপরাধে
যারা তোমার মাথায় পাথর ছুড়ে মারে, তারা তোমার হাত
থেকে ছিনিয়ে নেয় রোগীর কবজি?
কেড়ে নেয় তোমার স্টেথেসকোপ? এক্সরে মেশিন? মাইক্রোসকোপ?
স্কালপেল, ফরসেপ?
তুমি একা পড়ে থাকো, বড় একা, কপালের দু'পাশে দপদপ শিরাদুটো দু' হাতে চেপে!

তোমার জন্য বড় মায়া হয় আমার, বড় মায়া।
একটু একটু করে যখন মানুষ হয়ে উঠছি, রক্তে টগবগ করে ফুটছে
যেন মানুষ হই, তোমার সেই মন্ত্র
কোথায় সকালে ঘুম ভেঙে তুমি দেখবে গোলাপ যেমন পল্লবিত হয়,
তেমন অন্ধকার কেটে কেটে ফুটছি
আমি, দু' হাত ভরে আলো আনছি থোকা থোকা
তোমার জন্য আর বারো কোটি মানুষের জন্য।
তোমার তো ব্লাড প্রেশার বেশি,
নিজের চিকিৎসায় কখনও তোমার মন নেই,
জ্বরে গা পুড়ে গেলেও
টলতে টলতে চলে যাও রোগী দেখতে,
বিনে পয়সার রোগী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের রক্তবমি রেখে অন্যের অম্বল সারাও!
এই তোমাকেই আজ মাথা নত করে হাঁটতে হয় রাস্তায়,
দেয়ালে পোস্টার পড়েছে ধর্মদ্রোহী কন্যার ফাঁসির দাবিতে
আমাদের বাড়ির দেয়ালেও কি, বাবা?
সেদিন ওরা তিন দফা ভাঙচুর করল আমাদের বাড়িতে, তোমার চেম্বারে
ওই ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে তোমার কি মনে হয়নি
ধর্ম বেচে খায় এরা, ধর্ম এদের মসনদে ওঠার মসৃণ সিঁড়ি।
ধর্ম কি তখন মনে হয়নি তোমার যে, এটি আসলে বেচে খাওয়ার
এটি কেবল বোকা বানাবার অন্ধ বানাবার বধির বানাবার একটি তেতোমিষ্ট ফল,
আফিম!
তোমার জন্য বড় মায়া হয় আমার, বড় মায়া।

কতদিন দেখা হয় না তোমার সঙ্গে, কত দীর্ঘদিন!
শেষ যখন দেখি, দেখে তোমাকে মনে হয়নি তুমি সেই আগের তুমি,
আগের সেই ঋজু শরীর আর নেই, আগের সেই গমগমে কণ্ঠস্বর,
আগের সেই জুতোর মচমচ শব্দ, আগের সেই...
তুমি তো হেরেছ জীবনে অনেক, আমিও।
তুমি তোমার গ্রামকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলে, চেয়েছিলে
ধানে পাটে শাকে সবজিতে বৃক্ষে ফলে ছেয়ে যাক
তোমার শখের গ্রাম, এত সবুজের স্বপ্ন তুমি
কী করে লালন করতে, তোমার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে যতই
ওপরে উঠি, যতই উঠি কোনও শীর্ষের নাগাল পাই না এই কৌতূহলী আমিও।
বিনিময়ে ওই গ্রামের লোকেরাই তোমার মাথায় কুড়ুলের
কোপ বসাল।
আর আমার স্বপ্নের ওপর দেশসুদ্ধ মানুষ ফেলে দিচ্ছে মণ মণ পাথর,
গজারি কাঠ, হাতবোমা, আগুন, বিষাক্ত সাপ, ফাঁসির দড়ি,
কী ভীষণ তাণ্ডব চারদিকে তাই না?
একটি মানুষকে হত্যা করবে বলে লক্ষ লোক তাড়া করছে,
হন্যে হয়ে খুঁজছে—
তুমি কি ভয় পাচ্ছ, ব্লাড প্রেশার বাড়ছে?
না বাবা ভয় পেয়ো না, আমি ঠিক দাঁড়াবই
ওদের পাথর, বোমা, তলোয়ার, পিস্তলের সামনে
আমি অনড় দাঁড়িয়ে থাকব। এত অনড় দাঁড়াব যে
ওরা হয়তো ওদের অস্ত্র নিক্ষেপ করে
আমার দেহকে নির্মূল করবে, কিন্তু বিশ্বাস?
বিশ্বাস তো মরবে না, যা আমি ছড়িয়ে দিয়ে
গেছি হাজার মানুষের মধ্যে, তা মানুষ
গোপনে হলেও রোপণ করবে, ওতে জল দেবে,
আর চারা যদি বড় হতে হতে বৃক্ষ হয়,

AMARBOI.COM

মহীরূহ হয়, তবে জগতে কত কুড়ুল আছে
যে কোপ বসাবে ওদের গায়ে? না হয় বসাক
মরা বৃক্ষের আনাচ-কানাচ থেকে আবার বুঝি অঙ্কুরোদগম হয় না? হয়!

বাবা তুমি ভেঙো না, যেমন মেরুদণ্ড শক্ত করে
দাঁড়াতে শিখিয়েছিলে আমাকে, তেমন দাঁড়িয়ে থাকো,
আমরা হেরে গেছি বটে আজ, মানুষ আজ চাবুক
মারছে আমাদের পিঠে
একদিন দেখো তোমার গ্রামও ধানে পাটে শাকে সবজিতে
বৃক্ষে ফলে সমৃদ্ধ হবে,
একদিন দেখো আমার স্বপ্নগুলোও ডালপালা মেলে বিকশিত হবে,
বিত্ত নেই, মান নেই
আমাদের বুকের ভেতর নিষ্কলুষ স্বপ্ন ছাড়া আর আছে কী, বলো?

AMARBOI.COM

নির্বাসিত নারীর কবিতা

তবু ফিরব ২৪৫ • সোল নিলসন ২৪৫ • মৈথুন ২৪৬ • সুদর্শন ফরাসি যুবক, শোনো ২৪৬ • মানুষ এবং কুকুর বেড়াল ২৪৭ • ফ্রান্স ২৪৭ • বরফে এক রাতে ২৪৮ • আমাকে নিষ্কৃতি দাও ২৪৮ • এপ্রিলেও বরফের ঝড় ২৪৯ • প্রেম ২৪৯ • না জানুক ২৫০ • নারী ২৫০ • পণ্য ২৫১ • বার্লিনের চাঁদ ২৫১ • ঘরের দীর্ঘবাদনে হরিপ্রসাদের বাঁশি ২৫২ • অভিমান ২৫২ • রাতের লন্ডন ২৫৩ • 'আইরিশ, ইন্ডিয়ান এন্ড ডগস আর নট এলাউড' ২৫৪ • আমরা চার বন্ধু ২৫৪ • প্রিয় এডিনবরা ২৫৫ • পুরুষের বিশ্ববিজয় ২৫৫ • নীল চোখের যুবক ২৫৬ • ভালই তো ছিলে, বেঁচে ছিলে, খামোকা মরতে গেলে কেন? ২৫৬ • পরবাস ১ ২৫৭ • পরবাস ২ ২৫৭ • পরবাস ৩ ২৫৮ • পরবাস ৪ ২৫৮ • পরবাস ৫ ২৫৮ • পরবাস ৬ ২৫৯ • পরবাস ৭ ২৫৯ • ভেনিস ২৫৯ • মিকিলেঞ্জেলো, তোমার ডেভিড ২৬০ • চন্দনা ২৬০ • দিলরুবা ২৬১ • আমি হৃদয় ফিরিয়েছি ২৬১ • নারীর অন্তর্দাহ নারীই বুঝেছে বেশি ২৬১ • মাছে ভাতে বাঙালি ২৬২ • সুইৎজারল্যান্ডের মেয়ে ২৬২ • আল্‌প্‌স্‌ ২৬৩ • মা, এবারের শীতে ২৬৩ • ঘরকুনো যুবকের জন্য আহ্বান ২৬৪ • উদাসীন দিন ২৬৪ • ভূমধ্যসাগরের সি-গাল ২৬৫ • বাড়ি ফিরব ২৬৫ • প্রার্থনা ২৬৬ • দূরে, দূরে দূরে ২৬৬ • রং বদল ২৬৭ • ইওরোপে তৃতীয় বিশ্বের মেয়ে ২৬৮ • মধ্যরাতের ফোন ২৬৮ • ফেরাও ২৬৯ • এমন বাদল দিনে ২৭০ • ব্যবচ্ছেদ ২৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু ফিরব

আমার জন্য অপেক্ষা করো মধুপুর, নেত্রকোণা,
অপেক্ষা করো জয়দেবপুরের চৌরাস্তা
আমি ফিরব। ফিরব ভিড়ে হট্টগোলে, খরায়, বন্যায়,
অপেক্ষা করো চৌচালা ঘর, উঠোন, লেবুতলা, গোল্লাছুটের মাঠ
আমি ফিরব। পূর্ণিমায় গান গাইতে, দোলনায় দুলতে, ছিপ ফেলতে বাঁশবনের
পুকুরে—
অপেক্ষা করো আফজাল হোসেন, খায়রুন্নেসা, অপেক্ষা করো ইদুল আরা,
আমি ফিরব। ফিরব ভালবাসতে, হাসতে, জীবনের সুতোয় আবার স্বপ্ন গাঁথতে—
অপেক্ষা করো মতিঝিল, শান্তিনগর, অপেক্ষা করো ফেব্রুয়ারির বইমেলা,
আমি ফিরব।
মেঘ উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে, তাকে ক' ফোঁটা জল দিয়ে দিচ্ছি চোখের,
যেন গোলপুকুরপাড়ের বাড়ির টিনের চালে একবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে।
শীতের পাখিরা যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে, ওরা একটি করে পালক ফেলে আসবে
শাপলা পুকুরে, শীতলক্ষ্যায়, বঙ্গোপসাগরে।

ব্রহ্মপুত্র শোনো, আমি ফিরব।
শোনো শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, সীতাকুণ্ড পাহাড়—আমি ফিরব।
যদি মানুষ হয়ে না পারি, পাখি হয়েও ফিরব একদিন।

AMARBOI.COM

সোল নিলসন

ডালবি থেকে সোল নিলসন নামের এক মেয়ে মাসে দু'বার আমাকে দেখতে আসে,
ছ' ঘণ্টা পথ পেরিয়ে, ট্রেনে।
মেয়েটি সঙ্গে করে নিয়ে আসে পাঁপড়, কাজুবাদাম, তেঁতুল, আমের আচার, রসগোল্লার
রেসিপি,
ভাবে, এগুলো আমাকে দেশের স্বাদ বা গন্ধ কিছু হলেও দেবে।

মেয়েটি আমার কাপড়-চোপড়, বইপত্র, থাল-বাসন গুছিয়ে,
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালিয়ে সাফ করে সিগারেটের ছাই ফেলা মেঝে, সন্ধে হবার আগেই
জানালায়
সাজিয়ে রাখে মোমবাতি।
দৌড়ে যায় কনসামে, ফুল কেনে, কেনে ঝুড়ি ভরে মাছ মাংস প্যাপ্রিকা কমলালেবু
ইত্যাদি,
রেঁধে বেড়ে—খেতে ডাকে, ব্যস্ত টেবিলে ঘন ঘন চা দেয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি অনেকটা মায়ের মতো।

আমার মা উড়োজাহাজের শব্দ শুনলে আকাশে তাকিয়ে ভাবেন আমি ফিরছি দেশে,
আমার দুঃখিনী মা গুছিয়ে রাখেন দেশে ফেলে আসা আমার ঘরদোর বিছানা বালিশ।
জল গড়াতে গড়াতে তাঁর চোখের নীচে ঘা হচ্ছে—
একদিন যখন সত্যিই ফিরে যাব দেশে,
ডালবির বরফ ছাওয়া পথে হাঁটতে হাঁটতে কাঁদবে সোল নিলসন,
আমার স্মৃতিগুলোই তাকে দু'বেলা গুছোতে হবে,
একদিন সেও আকাশে উড়োজাহাজের শব্দ শুনে ভাববে ওই বুঝি আমি।

দেশ বলে আসলে কিছু থাকতে নেই কারও।
মানুষের হৃদয়ই হতে পারে এক একটি নিরাপদ স্বদেশ।
আমার মায়ের আঁচল থেকে যেমন দেশ দেশ গন্ধ ভেসে আসে, সোল নিলসনের জামা
থেকেও।

মৈথুন

মনে মনে নিজে হই নিজের প্রেমিক,
খুলি অন্তর্বাস, চুমু খাই নাভিমূলে, স্তনে।
শরীর যখন জেগে ওঠে মাঝরাতে, ভোরে
নিজেই মৈথুন সারি।
এই দূর মরুবাসে এক বিন্দু জলে সাঁতরে মেটাতে হয় নদীর পিপাসা।

সুদর্শন ফরাসি যুবক, শোনো

কবে আমাদের দেখা হবে ইফেল টাওয়ারের জুল ভার্ন রেস্তোরাঁয়?
কবে আমরা হাঁটতে বেরোব রাতে সাঁস-এলিসে,
কবে তুমি চুমু খাবে ফরাসি কায়দায় বের্নার্ড, আবার আমাকে?

আবার কবে বসনিয়া-আলজেরিয়া, পুঁজিবাদ-মৌলবাদ, আবার কবে ধর্ম-জাত,
পুব-পশ্চিম নিয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের চা জুড়িয়ে জল হবে!
আবার আমরা মুখোমুখি বসব কি না ক্যাফে দ্য ফ্ল্যুর-এ,
মিউচুয়ালিটিতে, ফ্ন্যাকে, নতুন অপেরায়...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেঁটে হেঁটে কোনও অলস বিকেলে ভিক্টর হুগোর বাড়ি দেখতে যাব কি না,
সে জানি না।
আমার তো যথেষ্ট হয়েছে দেখা রোদ্যাঁ বা পিকাসো, নেপোলিয়ন, জোন অব আর্ক
যথেষ্ট হয়েছে দেখা মিউজিয়ম, মূর্তি, মনুমেন্ট—
আমার কেবল তোমাকেই দেখা বাকি রয়ে গেছে, তোমাকেই বের্নার্ড।
সব তৃষ্ণা ফুরোয়, কেবল তোমার তৃষ্ণাই রয়ে যায় সমস্ত শরীরে।

মানুষ এবং কুকুর বেড়াল

সাদা চামড়ার মেয়ে-পুরুষ বিকেলে হাঁটতে বেরোয় কুকুর নিয়ে রাস্তায়,
দুটো চারটে বেড়াল ওরা পোষে, ঘরে।
হাঁটতে হাঁটতে ওদের চোখে প্রায়ই পড়ে সোমালিয়ার, ইথিওপিয়ার, রুয়ান্ডার
কালো কালো মানুষ রাস্তায় ধুঁকছে,
দেখে গা গুলিয়ে ওঠে ওদের, কুকুরেরও।
ঘরে ফিরে ওরা রুটি-মাংস খেতে দেয় কুকুরকে, বেড়ালকে দুধ।
সোফায় বসে কুকুর বেড়াল টিভি দেখে, হাসে।

আর কালো মানুষগুলো টুপটাপ মরে যেতে থাকে।
কেউ কেউ দস্তুর মতো চারপায়ে হেঁটে বড়লোকের বেড়াল হতে চায়, কেউ কুকুর।

AMARBOI.COM

ফ্রান্স

ফ্রান্সে আমাকে বারোশো পুলিশ ছিল ঘিরে
পেতেছিল লাল গালিচা রাজ্যপালেরা,
শহর উপচে পড়েছিল কোটি দর্শকে,
রাজা মন্ত্রীও দাঁড়িয়েছিলেন মহাউৎসবে ভিড়ে।

ঘর ছিল ভরা ফুলে আর উপহারে
কে আগে আমাকে সোনার মেডেল দেবে
তাই নিয়ে ছিল সভ্য লোকের লড়াই।
মাঝখানে আমি নাস্তানাবুদ অভিনন্দন-ভারে।

রাজা মন্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে একা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসি একটি তরুণী কাতর চোখে
বলেছিল 'তুমি একা নও, আমি আছি'
ইচ্ছে আমার তাকেই হয়েছে বারবার ফিরে দেখা।

বরফে এক রাতে

কাল রাত্তিরে বরফে খেলেছি খেলা,
জ্যোৎস্নায় ভিজে আমি আর মাইব্রিট।
কাল রাত্তিরে ভেসেছে নিবিড় ভেলা
যতদূর নেয় নিতে পারে বল্টিক।

রূপ যে কেবল সবুজের আছে, তা নয়,
বরফ থেকেও নির্গত হয় আলো,
নগ্ন গাছেরা বিনিময় করে প্রণয়,
আমরাও খুব বেসেছি নিজেকে ভাল।

অনেক হয়েছে নিজের কবর খোঁড়া,
দাঁড়াবার মাটি নিশ্চিত চায় পা,
আগুনে তো হল বিষম আমার পোড়া
বরফে এখন না ভেজালে নয় গা।

AMARBOI.COM

আমাকে নিষ্কৃতি দাও

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আমাকে এবার নিষ্কৃতি দাও
ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে শম্ভুগঞ্জ, তার দক্ষিণে সোয়া মাইল হেঁটে একটি
জামগাছতলা, পেছনে কুঁড়েঘর, ওখানে যাব আমি। ওটিই পার্বতীদের বাড়ি।
পার্বতী কে জানো? দু'বেলা ভাত ফোটে না চুলোয়, ফুটো চাল চুইয়ে বর্ষার জল
নামে যার ঘরে,
আমাকে নিষ্কৃতি দাও নিউ ক্যাসেল, নটিংহাম, বেলফাস্ট,
নিষ্কৃতি দাও ব্রাসেলস, বন, ড্রেসডেন, মিউনিখ,
আমি আর বক্তৃতা করতে চাই না তোমাদের উঁচু উঁচু মঞ্চে, মানুষের হাততালি
ফুলের তোড়ায় আমার মোটে শখ নেই,
আমাকে ক্ষমা করো চার্লস ব্রিজ, ক্ষমা করো কুকসহেভেনের পাব, ক্ষমা করো

ইওরোপিয়ান পার্লামেন্ট—

স্বপ্নের চারাগাছে পার্বতী আর জল ঢালে না, আমি যাব পার্বতীদের বাড়ি
আমার তো আছে জল, চোখে।

এপ্রিলেও বরফের ঝড়

এপ্রিলে এমন হয় সুইডেনে, সকালে ঝকঝকে রোদ তো বিকেলে বরফের ঝড়
বসন্ত এসেও বলে যাই।
মরা গাছে পাতার কলি উঁকি দেয়, পাখিরা পিউ পিউ ডেকে ওঠে হঠাৎ, কয়েক
টুকরো নীল আকাশ মেঘের আড়ালে বসে হাসে।
ন' মাসের শীতে কুঁকড়ে থাকা মানুষেরা খুশিতে লাফায় বসন্ত এসেছে বলে—
ফুল ফুটবে, বল্টিকের পাড়ে শুয়ে রোদ পোহাবে এবার যুবক-যুবতী। কিন্তু কই!
তাবৎ স্বপ্নের গালে চড় কষে বরফ আর অন্ধকার মুহূর্তে ঢেকে ফেলে গোটা দেশ।

তুমি অনেকটা এপ্রিলের বসন্ত, আসছ বলেও আসো না,
ভালবাসছ বলেও বাসো না, হঠাৎ আসো, ভালবাসো, আবার কাঁদিয়ে ভাসিয়ে
আচমকা চলে যাও।

AMARBOI.COM

প্রেম

জীবনের ডালপালা থেকে বয়স পড়ছে খসে,
তবু প্রেম ফুটছে হৃদয়ে, এ কি কোনও বাঁধ মানে আর...
বল্টিকের কোনও জোয়ার-ভাটা নেই, আর দেখ তারই তীরে বসে
আমার সর্বাঙ্গে জোয়ার।

না জানুক

সে কি জানে তাকে আমি আজও মনে রাখি, চাই!
আজও তার স্মৃতির আগুন জ্বেলে
মাঝরাতে শরীর তাপাই!

সে যদি না জানে, তাতে কার কী! আমার এ-ই সুখ
আমি ভালবাসি, সে আমাকে বাসুক বা না বাসুক।

নারী

নারী নির্যাতিত পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নারী নির্যাতিত ঘরে, ঘরের বাইরে,
নারী নির্যাতিত চুল তার কালো বা সোনালি
চোখ তার বাদামি বা নীল।

সে ধর্মে নির্যাতিত, অধর্মেও।
সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী, নির্যাতিত
সে সুন্দরী কি অসুন্দরী, নির্যাতিত
সে সৎ কি অসৎ, নির্যাতিত।

সে খোঁড়া কি খোঁড়া নয়,
সে অন্ধ বা বধির,
সুস্থ বা অসুস্থ—নির্যাতিত
সে ধনী কি দরিদ্র, নির্যাতিত
সে অশিক্ষিত কি শিক্ষিত, নির্যাতিত।
সে শিশু কি বালিকা কি যুবতী কি বৃদ্ধা—নির্যাতিত
সে আবৃত কি নগ্ন, সে নির্যাতিত।

সে মুখরা কি বোবা, নির্যাতিত
সাহসী কি ভীরু, নির্যাতিতই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ্য

বিলবোর্ডে কার ছবি?
নারীর।
শরীর উদোম হাঁটছে কে?
নারী।
আগাগোড়া কে ঢাকছে?
নারী।
চুলের নানা ঢং কার?
নারীর।
কার মুখে বাড়তি রং?
নারীর।
কানে গয়না, নাকে গয়না, হাতে পায়ে গয়না কার?
নারীর।
পিঠে কার কালশিরে?
নারীর।
চোখের জল?
নারীর।
মধ্যরাতে খুন হচ্ছে?
নারী।
বিলবোর্ডে হাসছে কে?
নারী।

AMARBOI.COM

বার্লিনের চাঁদ

এ যেন ঠিক পুকুরপাড়ের
হাসনুহেনা গাছের ধারের চাঁদ।
ফুলবাড়িয়ায় যেতে যে বাঁশঝাড়, সেই ঝাড়ের
দিকে পা বাড়ালেও ঘাড়ের ওপর হেলে পড়বে ঠিক এরকম চাঁদ।

বার্লিনের এই মাটি শুঁকলে গন্ধ আসে পচা মাংস-হাড়ের
স্মৃতিগুলো হিটলারের
এখানে কিছু সেখানে কিছু, মনে ও মস্তিষ্কে কিছু। কল-কারখানার ধোঁয়া,
আকাশছোঁয়া
ভাঙা গির্জা, নতুন দালান—সব ডিঙিয়ে চাঁদ উঠেছে।
এ যেন ঠিক বড়ুয়াদের পোড়োবাড়ির চাঁদ
দিনের বেলা মাছ কুটেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঁটির মতো বঁটি আছে, আঁশগুলোও পাশে, কিশোরীরা চাঁদের জলে গা ধুতে যায় মধ্যরাতে ছাতে।
এ যেন ঠিক আমলাপাড়ার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা পাড়ার সুশান্তদার হাসি, লোকে বলত সুশান্তটা পাগল!
ধুর, পাগল বুঝি বাজায় এমন পাগল করা বাঁশি?

চাঁদের কোনও পুব-পশ্চিম নেই, আকাশ তার উঠোন-মতো
কেবল মানুষেরই যত
মন্দভালর সাদাকালোর ওপার-এপার।
চাঁদ আসলে তার, যার হৃদয় ভরা আলো আর অঙ্গ গাঢ় আঁধার।

ঘরের দীর্ঘবাদনে হরিপ্রসাদের বাঁশি

তার অপেক্ষা করতে করতে আমার রান্না হয় না, স্নান হয় না, কাপড় ধোয়ার বাঁধা সময় পার হয়ে যায়—
দুর্ভিক্ষের ভিখিরি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাতের থালায়
তেমন আমিও পড়ি দরজায়, টেলিফোনে; যদি বাজে।

রাজ্যির লোকের স্বর সারাদিন, কেবল তারই নেই,
কেবল তারই একা বাণিজ্য-ব্যস্ততা, অন্যত্র সঙ্গম।
অপেক্ষা করতে করতে রাত কাটে
না ঘুমিয়ে, ভিড়ের রাস্তায় হাঁটলেও মনে হয় একা, কোনও অরণ্যে।
তাকে না পেয়ে ক্ষয়রোগ বাড়ে, লাফিয়ে বাড়ে বয়স।

গুমরে কাঁদি খালি ঘরে, বিষাদে বিভুঁই-এ, তবু কী এমন কাঁদি আর, আমার চেয়ে দ্বিগুণ কাঁদে হরিপ্রসাদের বাঁশি।

অভিমান

কেউ জানে না
জীবন ঝরে যায় বার্চের পাতার মতো,
আর পায়ে মাড়িয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যায়, পেছন ফেরে না, শরীরে জমতে থাকে বরফের চাঁই, পাথর।

চিৎপুরে কিংবা আরমানিটোলার গলি হলে কেউ নিশ্চয় আহা বলত
পলাশির রাস্তায় ভিড় হত, গাড়িঘোড়া শ্লথ হত শ্যামবাজারে, নীলখেতে।
জীবন উড়ে যায় দুরন্ত সি-গালের মতো, কেউ জানে না কোথায়,
পেছনে কেউ হাত নাড়ে না, কেউ জল মোছে না আঁচলে বা শার্টের হাতায়,
কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে বলে না ফিরে এসো।

জীবন পড়ে থাকে ফুটপাতে শুকনো ফুলের মতো, সিগারেটের ফিলটারের মতো,
কাগজের ঠোঙার মতো,
পেছন ফেরে না কেউ, শরীরে জমতে থাকে শ্যাওলা, ব্যাঙের ছাতা।
ঝরে যেতে থাকি বার্চের পাতার মতো, পড়ে থাকি ঘোর অন্ধকারে
কে আর আলো জ্বেলে বলবে—বাঁচো!
এ তো আর বোলপুর নয়, বনানী বা বঙ্গবাজারের মোড় নয়।

রাতের লন্ডন

সারারাত তুমি কত কী দেখালে—
পিকাডেলি সার্কাস, বাকিংহাম প্যালেস, ট্রাফালগার স্কোয়ার,
আমার আসলে কিছুই হয়নি দেখা ঘাস আর ঘাসফুল ছাড়া।
সারারাত দেখালে টাওয়ার ব্রিজ, চায়না টাউন, হাউজ অব কমনস—
নিঃসঙ্গ আকাশ ছাড়া আমি আসলে দেখিনি কিছুই!

শহর ঘুমিয়ে যায়, জেগে থাকি সারারাত
উত্তরের সমুদ্র থেকে ঝড় বৃষ্টি কাঁধে হাওয়া আসে বিষম আর
সারারাত অপ্রকৃতিস্থ বালিকার মতো ভিজি টেমস নদীর জলে,
আসলে, কেউ বোঝে না, মনে মনে ভিজি আমি বহুদূরে রেখে আসা গহন ব্রহ্মপুত্রে।

AMARBOI.COM

'আইরিশ, ইন্ডিয়ান এন্ড ডগস আর নট এলাউড'

ডাবলিন শহরের পুব পশ্চিম ঘুরে,
রাস্তায় রেস্তোরাঁয় বাঁশি আর চমৎকার গান শুনে
মধ্যরাতে আমি, আমার এক আইরিশ বন্ধু, সাদা একটি কুকুর কোলে নিয়ে
যখন বাড়ি ফিরি, দেখি
এক ইংরেজ ভিখিরি এক টুকরো রুটির জন্য ফুটপাতে কাতরায়
পকেটে খুচরো যা পয়সা ছিল, দিয়ে মনে মনে বলি—আজকাল সূর্য অস্ত যায়
ভারতে, আয়ারল্যান্ডে, দক্ষিণ আফ্রিকায়
কুকুরেরও মায়া হয়, জিভে চাটে ভিখিরির ছেঁড়া জিনিস
আহ্লাদে আটখানা নিঃস্ব ইংরেজ কুণ্ডুলি পাকিয়ে প্রাণপণ আড়াল করে
পূর্বপুরুষের পাপ—
দেখে আমি বা আমার আইরিশ বন্ধু বা কুকুর কেউই বড় একটা অবাক হই না।

আমরা চার বন্ধু

স্ট্রাসবুর্গের রাস্তায় মধ্যরাতে আমরা চার বন্ধু
হাঁটতে হাঁটতে পুরনো শহরের গলিতে
কালভার্টে বসে চুমু খাওয়া যুগল দেখে হঠাৎ তৃষ্ণা বোধ করি
আর শুনতে থাকি শব্দ
জলের, শীতের পাখিদের, শুকনো পাতার।

সারারাত শ্যাম্পেন পান করে রেস্তোরাঁ থেকে রেস্তোরাঁয়
ফ্রেডেরিক, আমি, জিল, জিল ক্রিশ্চান আর আমি আমাদের ক্লান্তিগুলো ভুলে যাই,
আমাদের বেদনাগুলো।
সারারাত এক জীবন থেকে আরেক জীবনে গড়াতে গড়াতে ভুলে যাই আমাদের
নাড়িনক্ষত্র
পরস্পরকে কথা দিই আমরা আর বাড়ি ফিরব না
কথা দিই গোটা আলপস একদিন তুলে আনব হাত বাড়িয়ে
আর মাটি খুঁড়ে আটলান্টিকের জল।
ভালবাসতে বাসতে শ্যাওলা দূর হবে আমাদের বয়সের, শ্যাওলা দূর হবে আর
চার বন্ধু রোদে আর জ্যোৎস্নায় ভিজে জীবনভর চন্দ্রমল্লিকা ফোটাব,
ফোটাব স্ট্রাসবুর্গে।

আমরা ভুলে যেতে থাকি উড়োজাহাজ বন্দরে দাঁড়ানো
আর আগামীকাল ভোরেই কেউ চলে যাব উত্তরে, কেউ দক্ষিণে—

AMARBOI.COM

প্রিয় এডিনবরা

এডিনবরায় এসে হঠাৎ খুব মন ভাল হয়ে যায় আমার,
কোনও কোনও শহর এরকমই, দেখলেই মনে হয় চিনি।

চিনি, এর অন্তর-বাহির চিনি, কানা গলি, খোলা মাঠ, উতল সমুদ্র সব চিনি
চিনি পুরনো প্রাসাদ, পাহাড়, পুকুরের রাজহাঁস—
এডিনবরা আমার শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে সবগুলো বিষাদের ধুলো
তারপর শীতের ন্যাংটো গাছে প্রথম পাতা যেমন ফোটে, বরফের তলে পড়া
মরা মাঠে সবুজ পাপড়ি মেলে যেমন ঘাস
তেমন এই শ্যাওলা-পড়া শরীরে হঠাৎ ঝেঁপে বসন্ত আসে।

আগের জন্মে এডিনবরা বুঝি আমার জন্মের শহর ছিল।

পুরুষের বিশ্ববিজয়

পিকাসো খুব ভালবাসতেন বুল ফাইট
আর কী ভালবাসতেন? ভালবাসতেন 'মেয়েমানুষ',
আর? 'কুকুর'।
খাবার টেবিলে কুকুর নিয়ে বসতেন, খাওয়াতেন।

বারসেলোনায় পিকাসোর বালকবেলার ছবি দেখতে দেখতে
তাঁর বুল ফাইটের গল্প শুনতে শুনতে
কুকুরের মেয়েমানুষের—
আমার বড় ইচ্ছে করে পিকাসো হতে, বাড়ির ছাদে বসে ছবি আঁকতে,
ইচ্ছে করে পুরুষ আর কুকুর নিয়ে খেলতে।

এতে কী হবে?
পিকাসোর চেয়ে ভাল আঁকলেও ছবি, লোকে বলবে—ছি ছি
আর পিকাসো খারাপ আঁকলেও—বাহ।

AMARBOI.COM

নীল চোখের যুবক

হ্যামবুর্গে, আটলান্টিক হোটেলের লবিতে, এক মধ্যরাতে, নোরবার্ট
প্ল্যামব্যাকের জন্য আমার শরীর কেমন করে ওঠে, মনও।
এক জোড়া নীল চোখের জন্য আমার চোখে তৃষ্ণা জমে
সাদা আঙুলগুলোর জন্য আঙুল,
আর তার ঠোঁটের তৃষ্ণায় আমার ঠোঁট হয়ে যায় ধূসর মরুভূমি।

শ্যাম্পেনের গ্লাসগুলো দুলতে থাকে, মুখাগ্নি হয় প্যাকেট প্যাকেট
মার্লবোরোর, ধোঁয়া চুমু খায় চুলে, চিবুকে, চোয়ালে,
নোরবার্টের নীল চোখ পান করি বাকি রাত, বাকি রাত শ্যাম্পেনের গ্লাসে নীল
দুটো তারা পড়ে থাকে, যত পান করি তত ফুটে ওঠে, তত ঝরে নীল নীল মায়া।

এসবের বোঝে না কিছু নোরবার্ট, নোরবার্ট মার্সিডিজ বোঝে,
ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ বোঝে, ডয়েচেমার্কের বাজারদর বোঝে।
বোঝে না হৃদয় যার বারোমাস খরার আগুনে পোড়ে,
টাকাকড়ি তার কাছে নিতান্তই খড়কুটো।

AMARBOI.COM

ভালই তো ছিলে, বেঁচে ছিলে, খামোকা মরতে গেলে কেন?

পেয়েছ কী তোমরা, দুম করে এক-একজন মরে যাবে আর মানুষগুলো
চিতার পাশে, কবরের পাশে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকবে!
এই তো ভাবছি আবার আমাদের দেখা হবে
আবার তুমি কবিতায় নগ্ন হবে, আবার অভদ্র মাতাল,
আবার গণ্ডি-টণ্ডি ভেঙে বেদম হাসবে, ভান করবে সামাজিক,
গোবেচারা কখনও, মধ্যরাতে বিষম খিদে নিয়ে বাড়ির পথ ভুলে
খালসিটোলার ফুটপাতে বেয়াড়া কুকুরগুলোর সঙ্গে হল্লা করবে, খাবে জ্যোৎস্না।
হ্যাঁ জ্যোৎস্না, তুমি তো এমনই রাজ্যিছাড়া বুড়ো-বালক।
আর হঠাৎ শুনি কিনা...

আমার সয় না এত, এত অপচয়, এত ঝড়-জল,
শরীরের ফাটল থেকে উঠে আসে বুকে পদ্মগোখরা—
এই তো ভাবছি সুন্দরবনে—নয় শান্তিনিকেতনে আবার জমবে মেলা
জীবনের, আবার মদের ডোবায় পা পিছলে ভেজা বেড়াল, আবার বেসুরো লালন
বা অতুলপ্রসাদ—
জীবনকে জিভের ডগায় নিয়ে বিষম উলু খেলা, উলু খেলা বিষম,—তাই বলি
ভালই তো ছিলে, বেঁচে ছিলে, খামোকা মরতে গেলে কেন, শক্তিদা?

পরবাস ১

পরবাস তার সস্নেহ বরফে ঢেকে রাখে আমার ঘামাচির পিঠ
তবু এক বেয়াদব বাঙালি বেরিয়ে আসে
মাথা ফুঁড়ে, থই থই আগুন যেন সাদা মাঠে...

অন্তরে জোয়ার আর শরীরে ভাটার টান, বসে থাকি বল্টিকের পাড়ে একা,
জোয়ার-ভাটা নেই পৃথিবীতে এই এক আশ্চর্য সমুদ্র—নিশ্চল,
মরা-জলে জীবন ভেজালে জানি না কে কার বদলাবে স্বভাব।
বল্টিকের দোষ-গুণ একদিন আমাকেই হয়তো গ্রাস করে নেবে,
উথলে উঠবে জল মৃত-শিশু কোলে।

পরবাস ২

দেশ তুমি কেমন আছ?
কেমন আছ দেশ তুমি?
তুমি, দেশ, আছ কেমন?
আছ তুমি কেমন, দেশ?

আমার তো পরান পোড়ে তোমার জন্য, তোমার পোড়ে না?
আমার তো জীবন ফুরোয় তোমাকে ভেবে, আর তোমার?
আমি তো স্বপ্ন দেখে মরি, তুমি?

আমার ক্ষতগুলো, দুঃখগুলো
চোখের জলগুলো
গোপনে সামলে রাখি।
গোপনে সামলে রাখি উড়ো চুল, ফুল, দীর্ঘশ্বাস।

আমি ভাল নেই,
তুমি ভাল থেকো প্রিয় দেশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবাস ৩

একটি একটি করে দিন যায়,
একটি একটি করে মাস,
ফুল-পাতা ঝরে, পাখিরা লুকায়
জীবন শুকিয়ে হয় নাশ।

পরবাস ৪

নিজ-দেশে পরবাসী,
আবার পরবাসেও পরবাসী
দেশ তবে কোথায় আমার?

সুজলা সুফলা দেশ!
আমি জানি, দেশ জানে, আমার অন্তরে সে-দেশ।

AMARBOI.COM

পরবাস ৫

সে বলে সে সুখে থাকে পরবাসে।
মাঝে মাঝে হাসে
উন্মাদের মতো, একে ওকে ভালবাসে,
বেসে শেকড় ছড়িয়ে দেয় ঘাসে।

ঘাসে কি শেকড় ডোবে, বোকা!
গভীরে না গিয়ে কখনও কি হয় শোঁকা
জীবনের ঘ্রাণ! পাথরে রোপণ করে স্বপ্নের চারা, জল ঢেলে চোখের
কখনও কি কোনওদিন কমেছে ছায়া, শোকের!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবাস ৬

কার দোষে কী দোষে
আমি আজ পরবাসে
জানি না উত্তর।
জানি শুধু জীবনের উতল নদীতে
ভরা বর্ষার মাসে
পড়েছে বিস্তর চর।

পরবাস ৭

সকলেরই দু'একজন আত্মীয়, সংসার, ঘরে ফেরা ইত্যাদি কিছু না কিছু থাকে
কেবল আমারই কিছু নেই, কেউ নেই,
কেবল আমারই খরায় ফাটা বুকে বেশরম পড়ে থাকে শূন্য কলস।

সকলেরই জল থাকে, দল থাকে, ফুল ফল থাকেই,
আমারই কিছু নেই, সমস্ত জীবন জুড়ে ধু ধু এক পরবাস ছাড়া।

AMARBOI.COM

ভেনিস

জলে ভাসা পদ্ম আমার, ভাল আছিস
ভেনিস?
লোকে তোর রূপ দেখে আর আমি দেখি দীর্ঘশ্বাস!
ঘোলা জলে সাঁতার কাটিস
পালক-খসা বুড়ি হাঁস।

মাঝরাতে কার কান্না শুনে জেগে, দেখি তুই,
জলের খাঁচায় আটকে পড়া রুপোলি মাছ।
কেউ বোঝে কি? কেউ করে না আঁচ।

যুবতীদের স্তন দেখতে সকলেরই আনন্দ হয়
ক'জন জানে তার তলে কী ক্ষয়!
তোর শরীরে ভাসবে সবার গ্রীষ্মসুখের ভেলা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসব ভেবে কী হবে আর, ভাল থাকিস
ভেনিস।
ইচ্ছে হলে খেলিস
আমার সঙ্গে বাকি জীবন কষ্ট-মোচন খেলা।

মিকিলেঞ্জেলো, তোমার ডেভিড

তোমার ডেভিডকে এবার একটু নামাও তো পাথরের মঞ্চ থেকে
নামিয়ে কোটরে দুটো চমৎকার চোখ বসাও
অস্ত্র-ফস্ত্র ফেলতে বলো হাত থেকে, শত্রুরা
মরেছে সব, ভুরুর মাঝখানের কুঞ্চনও সরিয়ে দাও।

এবার ও দু'পা হেঁটে আসুক আমার দিকে,
আমি ওকে চুমু খাব মিকিলেঞ্জেলো।

AMARBOI.COM

চন্দনা

তোর আকাশের তারা লুট করেছে যারা,
তাদের সঙ্গে ঘরকন্না কেমন করিস, চন্দনা?
রাগ হয় না?
রাগ না হলে লোকে বলে, মন্দ না।

তাই বুঝি তুই হাঁড়ি চুলো আঁকড়ে ধরে
সুখের পায়ে হামলে পড়ে
কোঁচড় ভরে কষ্ট কুড়োস, চন্দনা?

দিলরুবা

দিলরুবা, তুই কই?
ছেলেবেলার সই!

আমি হৃদয় ফিরিয়েছি

পুরুষের বুক, বাহু, উরু কিংবা শিশ্নে আমার আর মোহ নেই
আমি হৃদয় ফিরিয়েছি নারীর দিকে, শরীর ফিরিয়েছি।

আমি কষ্টের গায়ে, মায়া ও মমতার চুলে আঙুল বুলোব বলে সরিয়ে নিয়েছি
পাথরের রুক্ষতা থেকে হাত।
বেদনার সঙ্গে সঙ্গম করব বলে পেরিয়ে এসেছি দশ কোটি নীল রাত
আমাকে ডেকো না তুমি প্রকৃতি, হৃদয়ে দেখ না কত কাঁটা দাগ—স্মৃতি
এবার নিষ্কৃতি চাই ধর্ম ও ধৈর্য থেকে,
রেখে ঢেকে
আর নয়, জাত যাক, সে তো দু'বেলাই যায়
তবু এই সত্য মানি—নারী ছাড়া কেউ নেই নারীকে বাঁচায়।

AMARBOI.COM

নারীর অন্তর্দাহ নারীই বুঝেছে বেশি

কাব্যকলা কম করেনি পুরুষ
স্তন যোনি নিতম্ব কম আঁকেনি, গড়েনি
নারীকে দলিত করে অনর্গল আওড়েছে বিচিত্র বয়ান।
কে বলে পুরুষ ক্ষমতা রাখে বোঝার নারীর অন্তর্গত ভাষা
কে বলে সে ক্ষমতা রাখে পোড়ার অন্তর্দাহে তার!

যেহেতু নারীই দেখতে জানে পালকের মতো খুলে খুলে ক্ষত,
নারীকেই নামাতে হবে ঠোঁট চুম্বনের জন্য স্তনে
নারীকেই মেলতে হবে যোনিফুল নারীর সজল আঙুলে
নারী ছাড়া কার সাধ্য নারীকে আমূল ভালবাসে!

এই আমি, আমি নারী, নারীর জন্য খুলে দিচ্ছি আমার অন্তর-বাহির।

মাছে ভাতে বাঙালি

ভাতমাছ নিয়ে আজকাল ঘন ঘন বসি খাবার টেবিলে
কবজি ডুবিয়ে ডাল নিই, মাখি; মাছি তাড়াবার মতো
বাঁ হাতখানা মাঝে মাঝে দুলে ওঠে স্ক্যানডিনেভিয়ার শীত-নিয়ন্ত্রিত ঘরে
পোকামাকড়ের বংশও নেই, তবু কী যেন তাড়াই মনে মনে,
দুঃখ?
মাছের মলিন টুকরো, সবজি, থালার কিনারের নুন
আর ঘন ঝোল মাখা ভাত থেকে সরতে চায় না মোটে হাত
ইচ্ছে করে সারাদিন ভাত নিয়ে মাখামাখি করি, খাই
খুব গোপনে কি বুঝি না আমি কেন সোনার চামচ ফেলে ভাতের স্বাদ গন্ধ এত চাই!
আসলে ভাত স্পর্শ করলে ভাত নয়, হাতের মুঠোয় থোকা থোকা বাংলাদেশ উঠে আসে।

সুইৎজারল্যান্ডের মেয়ে

ডিনার পার্টিতে সকলের হাতে তখন শ্যাম্পেন অথবা হোয়াইট ওয়াইনের গ্লাস।
রথী-মহারথীরা লাইন ধরে হ্যান্ডশেক করছে আর অভিবাদন জানাচ্ছে।
কেউ আসছে গল্প শুনতে কেমন করে পুরুষের গুহা থেকে বেঁচে বেরিয়েছি,
কেউ সই নিতে, কেউ আসছে কপালে চোখ তুলে সাবাস বাহ্‌বা বলতে, কেউ
চুমু খেতে, কেউ আবার হাত ভরে ফুল দিতে...
এর মধ্যে এক সোনালি চুলের মেয়ে কাছে এসে হাত বাড়াল না, সই নিল না,
কোনও গল্পও শুনতে চাইল না, কেবল বলল—
'আমি তোমার সঙ্গে একবার কাঁদব বলে এসেছি।'
বলতে বলতে মেয়েটির চোখ ভরে উঠল জলে।
আর আমার চোখেও তখন বুকের বাঁধ ভেঙে পুরো এক ব্রহ্মপুত্র উঠে আসছে।

আমি পুবের, মেয়েটি পশ্চিমের,
কিন্তু আমাদের বেদনাগুলো একইরকম গাঢ়।
আমি কালো, মেয়েটি দুধে আলতা সাদা,
কিন্তু আমাদের দুঃখগুলো একইরকম নীল।
কাঁদবার আগে আমাদের কোনও গল্প জানতে হয়নি পরস্পরের।
আমরা তো আমাদের গল্প জানিই।

আল্‌প্‌স্‌

গোটা আল্‌প্‌স্‌কে ভেবে নিতে পারি আস্ত একটি বাগান,
বাগানের ফুল হচ্ছে মানুষের লাল হলুদ বাড়িঘর।
মানুষ যদি চুড়োয় গিয়ে না উঠত, একগাদা বরফের মধ্যে
নাক ডুবিয়ে ঘ্রাণ না নিত ভেতরকার সবুজের,
আল্‌প্‌স্‌কে দেখতে বুঝি এত রূপসী লাগত!

আল্‌প্‌স্‌ আমার চোখে পৃথিবীর নিবিড় অরণ্য, যে অরণ্যে মানুষই একমাত্র পাখি।

মা, এবারের শীতে

শীত আসছে, উঠোনে শীতলপাটি বিছিয়ে এখন লেপ রোদে দেবার সময়।
মা আমার লেপ-কম্বল রোদে দিচ্ছেন, ওশার লাগাচ্ছেন, কোলবালিশে তুলো
ভরছেন-উঠোনে তুলো ধুনচে ধুনরিরা...
শীত এলেই মা'র এমন দম না ফেলা ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়।
এবারের শীতেও রোদে শুকোনো লেপ এনে বিছানায় গুছিয়ে রেখেছেন মা।
এবারের শীতেও আচারের বয়াম রোদে দিচ্ছেন,
এবারের শীতেও ভাপা পিঠে বানাবার হাঁড়ি ন্যাকড়া জোগাড় করছেন।
কার জন্য? কে আছে বাড়িতে যে কিনা সারা শীত লেপের তলায় গুটি মেরে, মনে
মনে চমৎকার চাঁদের আলোয়, অরণ্যে, কাঠখড় কুড়িয়ে আগুন তাপায়, আমি
ছাড়া!

কে আছে বাড়িতে যার জন্য মিনিট পর পর ধোঁয়া ওঠা চা, মুড়ি ভাজা, আর
দুপুর হতেই আম বা জলপাইয়ের আচার—
ভোরের খেজুর-রস আর পিঠেপুলি—কার জন্য!

এবারের শীতে আমি স্ক্যানডেনেভিয়ায়, বরফে আর অন্ধকারে ডুবে আছি
জানি, ফেরা হবে না আমার, মাও তো জানেন ফেরা হবে না, রোদ পড়া উঠোন
আর নকশি কাঁথায় ন্যাপথলিনের ঘ্রাণের ওপর পাশের বাড়ির বেড়াল এসে শোবে
এত জেনেও মা কেন রোদে দিচ্ছেন আমার কাঁথা-কাপড়, লেপ, কাপাস তুলোর
বালিশ!
এত জেনেও মা কেন ডুকরে কেঁদে ওঠেন ফোনে, যখন আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত
থেকে সুখবর দিই—'ভাল আছি'!

অবুঝ আমার মা, আঙুলের কড়ায় গোনেন দিন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষায়। আর আচমকা প্রশ্ন করেন 'কখন আসছ তুমি? তুমি তো ঘুমোবে
এখানে, তোমার বিছানায়, গল্প শুনতে শুনতে নন্দীবাড়ির ভূতের আর বনের কাঠুরের আর
ব্যাং রাজকুমারের আর...

মা কি আগামী শীতেও আমার জন্য আবার রোদে দেবেন লেপ-তোশক, আচারের
বয়াম,
আর দরজায় টোকা পড়লে বঁটিতে মাছ রেখেই দৌড়ে দেখবেন আমি কি না!

ঘরকুনো যুবকের জন্য আহ্বান

তুমি কেবল উঠোনে নামো,
আমি এগারো হাজার মাইল পেরিয়ে তোমাকে দেখতে যাব।
তুমি কেবল একবার উচ্চারণ করো আমার নাম
আমি পাহাড়ের চুড়ো থেকে সবগুলো জেনটিয়ানাস ফুল তুলে তোমাকে দেব।
একবার উচ্চারণ করো আমাকে, আমি বার্চ, মেপেলস আর জুনিপারের
সমস্ত রং আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে দেব তোমার শরীরে,
তেষ্টা পায়? ভেবো না—
দ্যানিয়ুব, সেইন, টাইবার আর রাইন নদীর সব জল তোমাকেই দেব।

একবার উঠোনে নামো,
আমি দীর্ঘতম সমুদ্র পার হয়ে তোমাকে স্পর্শ করব।
একবার কেবল বলো ভালবাসো,
এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে নিজেকে ছিনিয়ে যদি তোমার হাতে না দিই, দেখো।

উদাসীন দিন

একবার খুব ইচ্ছে করে পালাই
বার্চ বিচ্‌ ওক আর পাইনের চমৎকার অরণ্য আর
শীতল শান্ত বল্টিক-ঘেরা সাজানো নগর থেকে—
কোথায় পালাব? কোথায় নগর আছে আর আমার অপেক্ষা করে এই পৃথিবীতে?

আমার সর্বাঙ্গ এরা ঢেকে রাখে উষ্ণ চাদরে
হাত বাড়াবার আগে নুয়ে আসে হাতে থোকা থোকা প্রেমার্দ্র হৃদয়,
সব ফেলে ইচ্ছে করে পালাতে কোথাও।
কোথায় পালাব? কোথায় মানুষ আছে আর আমার অপেক্ষা করে এই পৃথিবীতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমধ্যসাগরের সি-গাল

পৃথিবীতে সকলেরই নিজস্ব একট নদী বা সমুদ্র থাকে,
আমার বাড়ির পাশে একটি নদী,
আর আমার দেশের দক্ষিণে একটি সমুদ্র এখনও আছে,
এখনও তারা ফুঁসে ওঠে, তেড়ে আসে, পোষ মানে
আর পোষ মানা জলে বর্ষায় বৈশাখে ঝাঁপিয়ে খেলে গ্রামের কিশোর।

ভূমধ্যসাগরে সি-গালের সাঁতার দেখতে দেখতে
আজকাল বড় পাখি হতে ইচ্ছে করে, ভাসতে ইচ্ছে করে জলে হাওয়ায়
ভাসতে ভাসতে একদিন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের কাদায় উপুড় হতে ইচ্ছে করে কাটা
ঘুড়ির মতো—
ভাসতে ভাসতে আমাদের গোলপুকুরপাড়ের বাড়ির কলতলায়
শিমুল তুলোর মতো একদিন।

সি-গাল, তোমার ডানায় করে নেবে আমাকে?
আমার একটি বড় চেনা সমুদ্র আছে ওইপারে
বড় চেনা একটি নদীও।
আমার একটি বড় চেনা জীবন আছে এক দেশে
একটি হৃদয় আমি ফেলে এসেছি ধু ধু মাঠে, আম-কাঁঠালের বনে, লিচুতলায়।
একটি হৃদয় আমি ফেলে এসেছি বস্তিতে ডোবায় ঘিঞ্জি গলিতে,
যেখানে কালো কালো শিশুরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাকের থালায়,
যেখানে ঝাঁক ঝাঁক মানুষের বুকের ওপর ঝুঁকে থাকে নীল মৃত্যু,
যেখানে আবার দোলনচাঁপাও ফুটে ওঠে মড়ার খুলি থেকে।

সি-গাল, তোমার ডানায় করে একদিন খুব ভোরে, চুপ চুপ করে, কেউ জানবে না,
নেবে আমাকে ভূমধ্যসাগর থেকে আমার বঙ্গোপসাগরে একদিন?

বাড়ি ফিরব

অনেক তো হল, মুগ্ধ মানুষের দল হাততালি দিল
প্যারিসে, স্ট্রাসবুর্গে, মারসেইয়ে, নান্ত্-এ। মাথায় মুকুট পরা তো হল অনেক
অনেক তো হল লাল গালিচা সংবর্ধনা—জুরিখে, বার্নে, বারসেলোনায়।
রাজা মন্ত্রীর সাক্ষাৎ, সোনার মেডেল, গোল্ডেন বইয়ে সই,
ট্রন্ডহেইম, স্টাভাংগার, অসলো, স্টকহোম,
গোথেমবার্গে যত ফুল ফুটেছিল, তার সবটুকু ঘ্রাণ নেওয়া তো হলই

পাইক পেয়াদা আর বশংবদ ভৃত্য নিয়ে ঢের দেখা হল হেলসিংকি, প্রাগ, কারলোভি ভেরি,
ঢের পাওয়া হল হইচই, নগরীর চাবি, উপঢৌকন।
এবার বাড়ি ফিরব, নিখিলদা।

বাড়ির দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে উঠোনের কাক তাড়াতে তাড়াতে
নুন লংকা মেখে পান্তা খাব, খেয়ে তবক দেওয়া পান।
ধনেখালি শাড়ি পরে কাগজি লেবুর, কামিনী ফুলের, মাচার লাউয়ের, বকনা বাছুরের,
খলসে মাছের,পাঁচফোড়নের গল্প শোনাতে শোনাতে
মা আমার হাতপাখায় বাতাস করবে আর তাঁর গায়ের ঘাম থেকে
তীব্র ভেসে আসবে আমার জন্মের, শৈশবের, কৈশোরের গোল্লাছুটের ঘ্রাণ।
অনেক তো হল মহাসাগরে সাঁতার,
এবার গ্রামের পুকুরে ভরদুপুরে দুটো ডুব দেব,
নিখিলদা।

প্রার্থনা

আমিও ঢেকে যাচ্ছি সাদা বরফে
ঘাসের মতো গাছপালার মতো, বাড়িঘরের মতো,
আমাকে উদ্ধার করো তুমি, উষ্ণতা।

AMARBOI.COM

আমিও ঢেকে যাচ্ছি নীল অন্ধকারে
পাখির মতো আকাশের মতো সমুদ্রের মতো,
আমাকে উদ্ধার করো তুমি, আলো।

আমার হৃদয়ই আমাকে উদ্ধার করে, শরীর-ভরা তার আগুন।

দূরে, দূরে দূরে

সে হেসে, ভালবেসে, গা ঘেঁষে, ভেসে
ফেঁসে যায়।
তাকে মাড়িয়ে-ছাড়িয়ে দূরে, মেঘ ফুঁড়ে
উড়ে, অচেনা আগুনে পুড়ে, শেষে—
ঘরে ফিরি।
কে যেন অশরীরী ঘুরে ঘুরে, খুঁড়ে কবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকে, আর সারারাত হৃদয় খায় কুরে
ঘুণপোকা। বোকা!
সব সরিয়ে ছড়িয়ে ডুব দিই নিজেরই জলে নিজে
ভিজে, কী যে হই! তবু ভাল
কিছুটা জুড়োয় যদি পোড়া কালো, আর পায়
অন্তরের একশো নক্ষত্র থেকে এক ঝাঁক জমকালো আলো।

রং বদল

গাছগুলো সবুজ থেকে হলুদ হচ্ছে, হলুদ থেকে লাল
রং বদলে যাচ্ছে, এরপর পাতা ঝরবে,
ডুবে যাবে সাদা বরফে।
ন'তলার জানলা থেকে আমি অন্ধকার দেখব,
অন্ধকারে তারার মতো ফুটে থাকবে
জাহাজের, বাড়ি, গাড়ির, দোকানপাট আর ল্যাম্পোস্টের আলো।
এরকম আলো তো আমার দেশেও ফোটে, আকাশে।

আমার দেশ?
আমার কি নিজের কোনও দেশ আছে আদৌ? নিজের কোনও শহর বা গ্রাম?
নিজের কোনও ঘর? নিজের কোনও শরীর বা হৃদয়?
এই যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভাসছি,
এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে, এক আকাশ থেকে আরেক আকাশে,
অথবা এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে
ভাসতে ভাসতে একদিন শেষরাতে অথবা মাঝদুপুরে কোথায় ভিড়বে আমার জীবন!

আমিও হঠাৎ হঠাৎ দেখি আমার ভেতরে যে এক দঙ্গল সবুজ, সবুজগুলো হলুদ
হচ্ছে, হলুদ থেকে লাল, রং বদলে যাচ্ছে, এরপর হু হু শূন্যতা আমাকে কামড়ে ধরবে,
ঝরে যাব, ডুবে যাব সাদা কাফনে,
তিন হাত গভীর গর্তে
স্ক্যানডিনেভিয়ার শীত আর কতটুকু কামড় বসায় গ্রীষ্মের বালিকাকে,
তারও চেয়ে বেশি দাঁত বুঝি আগুনের, যে পোড়ায় ভীষণ একা, একাকী আমাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইওরোপে তৃতীয় বিশ্বের মেয়ে

পানি এখানে ফুটিয়ে খেতে হয় না,
মশা, মাছি, ইঁদুর বা তেলাপোকা দেখতে হলে পোকামাকড়ের জাদুঘরে যেতে হয়।
সুইচ টিপলে কাপড়-চোপড় ধুয়ে শুকিয়ে বেরিয়ে আসে।
তবু বাড়ির জন্য মন কেমন করে আমার।

বোতাম টিপে টাকা চাইলে রাস্তার ব্যাংক থেকে সুড়সুড় নোট বেরিয়ে আসে
জন্মের, চরিত্রের নাড়িনক্ষত্রও পলকে দেখে নেওয়া যায়,
দোকানিও বসিয়ে রাখে না, যন্ত্রই পণ্যের গা থেকে দাম পড়ে বলে দেয়, কত।
দোকানের, হাসপাতালের, অফিস-আদালতের, বাসের, ট্রেনের দরজা আপনাতেই
খুলে যায় হেঁটে গেলে
আপেল বা কমলালেবু পিষে রস করবার দরকার হয় না, প্যাকেটেই রস থাকে,
প্যাকেটেই রান্না থাকে মাছ-মাংস, প্যাকেটেই সেদ্ধ থাকে সবজি।
তবু বাড়ির জন্য মন কেমন করে।

রাতবিরেতে রাস্তায় একা বেরোলে কেউ এসে গলার চেইন খুলে নেয় না,
ছুরি দেখিয়ে টাকা চায় না, মেয়ে দেখলে এক দঙ্গল ছোকরা লাগে না পেছনে
শিস বা টিটকিরি—কিছু না।
যখন খুশি ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে পারি, বাতাসের উলটোদিকে
দক্ষিণে উত্তরে পুবে পশ্চিমে দৌড়োতে পারি
প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে হাঁটতে পারি, চুমু খেতে পারি গাঢ়।
তবু দেশের জন্য মন কেমন করে আমার।

মধ্যরাতের ফোন

মধ্যরাতের ফোন, তুমি বেজো না।
তোমাকে বালিশ দিচ্ছি, কাঁথা-কম্বল, ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি,
তুমি ঘুমোও।
সারা শহর এখন মড়া কাঠ, আকাশও তারা নিবিয়ে ঘুমিয়ে গেছে।

তুমি বাজলে শিরদাঁড়া বেয়ে তাল তাল বরফ নেমে আমাকে পাথর করে রাখে,
কালবৈশাখীতে শীর্ণ খেজুরপাতা যেমন কাঁপে, তেমন কাঁপে
আমার সর্বাঙ্গ। নিমেষে পঙ্গপাল নেমে আসে আমার ধানদুব্বায়...

স্বজন বন্ধুহীন পড়ে আছি একা, দূর বরফের দেশে।
হঠাৎ হঠাৎ খবর আসে রাজনীতির কাদা-মাঠে আকাট মূর্খরা বিষম
দৌড়োচ্ছে, আর ফাঁক পেলেই উঠোনে মাঠে ধানখেতে বুনছে ধর্মের বীজ।
বস্তি উঠছে, গ্রাম ছেয়ে যাচ্ছে পতিতায়, পিরে, ভিক্ষুকে—

বাবার বুকের ব্যথাটি শুনেছি আজকাল আরও বেড়েছে, চোখেও কম দেখেন,
বন্ধুরা এক-একজন দুম করে কোথায় পালাচ্ছে কে জানে—
মধ্যরাতের ফোন, বেজো না। এত রাতে কেউ জেগে নেই,
রাতের মাতালগুলোও এক এক করে ঘুমিয়ে গেছে, তুমিও ঘুমোও।

ফেরাও

বল্টিক সমুদ্রের পাড়ে লাল একটি কাঠের বাড়ি
বাড়ির সামনে খোলা মাঠ, মাঠে বিস্তর চেরি, স্ট্রবেরি আর আপেলের গাছ।
পেকে একা একা পড়ে থাকে ঘাসে, হরিণ আসে মাঝে মধ্যে ঘাস খেতে
আর গাছের গায়ে গা চুলকোতে—
ম্যাগপাই পাখিরা আসে বেড়াতে বেড়াতে, কিছু নির্জন হাওয়াও,
সেই বাড়িতে অল্প অল্প করে একটি সংসার গড়ে উঠছে আমার, চাল ডাল নুনের সংসার—
বিকেলের চায়ে দু'চামচ নিঃসঙ্গতা গুলে পান করার সংসার,
সারারাত অরণ্যের অন্ধকারকে শিয়রে বসিয়ে আগুন তাপাতে তাপাতে
গল্প করার সংসার, আবার ভোরের দিকে ঘুম নামলে আড়মোড়া ভেঙে চনমনে হওয়ার সংসার।

এখনও ফেরাও আমাকে।
এখনও আমাকে ধুলোবালি, নদী-হাওড়, সরষে খেত আর ব্রহ্মপুত্র দাও।
এখনও দাও কলতলা, নিকোনো উঠোন, হাতপাখার হাওয়া, টিনের চালের রিমঝিম , ব্যাঙ আর
ঝিঁঝির ডাকের গোটা বর্ষা, ধোঁয়াওঠা ভাতে মাগুর মাছের ধনেপাতা ঝোল।
এখনও স্ক্যানডিনেভিয়ার শরীর থেকে সরিয়ে নাও আমার ছুঁই ছুঁই শেকড়,
আমাকে বাঁচাও।

এমন বাদল দিনে

দু' ফোঁটা বৃষ্টি ঝরলেই, আকাশ মেঘলা হলেই বাড়িতে ধুম পড়ত সুখের
সারাদিন হইহই রইরই, গল্প জমে উঠত ঠাকুরমার ঝুলির,
কেউ গলা ছেড়ে গাইত বর্ষার গান, কেউ কেউ বসে যেত গরম বাদাম, ঝালমুড়ি,
ধোঁয়া ওঠা চা, তাস কিংবা বাগাড়লি হাতে
কেউ আবার সুড়সুড় নেমে পড়ত উঠোনের বৃষ্টিতে—
ভুনো খিচুড়ি আর ভাজা ইলিশের গন্ধে ম-ম করত বাড়ি।

আর এখানে আকাশে মেঘ করলে লোকের মন খারাপ হয়
বৃষ্টি নামলে সকলে রাগ করে।
আমি বড় অবাক হই, বর্ষাকাল বলে কোনও কাল এদের নেই—
কালবৈশাখী নেই, আম কুড়োনো নেই, জলে ভিজে অসুখ করার সুখ—তাও নেই।
স্যাঁতস্যাঁতে সাদা ত্বক সারাদিন কাতর প্রার্থনা করে রোদ,
আমিই কেবল এই দূর ভিন দেশে কারও মনমর্জি তোয়াক্কা না করে
আকাশে মেঘ দেখলে রিমঝিম হেসে উঠি।

AMARBOI.COM

ব্যবচ্ছেদ

ওরা প্রথম আমার ঊরু কেটে নিল, একথাক মাংস ছাড়া কিছু নেই।
শিরা কাটল হাতের, পায়ের—স্রেফ ফিনকি ওঠা রক্ত।
চোখের মণি, ফুসফুস, পাকস্থলী টেনে বার করল, আগপাশতলা দেখল যকৃতের,
পিত্তথলির,
খাবলে তুলল জরায়ু— না কিছু নেই।
কিছু নেই মস্তিষ্কে, শিরদাঁড়ায়, পিঠে, পেটে
দুটো বৃক্ক পড়ে ছিল উদাস দু'দিকে, খুলে মেলে ও দুটিও দেখা গেল ফাঁকা।

কিন্তু হৃৎপিণ্ডে হাত পড়তেই,
হ্যাঁস হৃৎপিণ্ডে হাত পড়তেই স্পষ্ট বুঝল ওরা, কিছু আছে এতে।
ওরা দাঁতে-নখে ছিঁড়ল এটি, ছিঁড়ে ভেতরে একটি দেশ পেল, বাংলাদেশ।

জলপদ্য

AMARBOI.COM

একটি মৃত্যু, কয়েকটি জীবন ২৭৫ • অন্যরকম ২৭৫ • তিল পরিমাণ ২৭৬ • শরীর ২৭৬ • চুনোপুঁটির জীবন ২৭৬ • জলপদ্য ২ ২৭৭ • গ্রামটির মতো ২৭৭ • মৃত্যু যদি আছেই ২৭৮ • মন নেই ২৭৮ • ভালবাসার ভার ২৭৯ • জিগোলো ২৭৯ • বালক বালিকারা ২৮০ • তোমার না থাকা ২৮০ • দু'ইঞ্চি অহং ২৮১ • যদি যেতে দাও ২৮১ • কপাল ২৮২ • বস্তিতে ভগবান এসেছেন ২৮২ • উৎসব ২৮৩ • স্বপ্নের পালক ২৮৩ • জন্মদিন ২৮৪ • আমার মায়ের গল্প ২৮৪ • সেন নদীর পারে ২৮৭ • সাত আকাশ ২৮৭ • রাতে ২৮৮ • তুমি নেই বলে ২৮৮ • পুরুষের কথা বলি ২৮৯ • নারী এবং কবিতা ২৯০ • দেশ বলতে এখন ২৯০ • দুঃখবতী মা ২৯১ • দুঃখপোষা মেয়ে ২৯২ • হস্তমৈথুন ২৯৩ • নারী ২৯৩ • টুকরো গল্প ২৯৪ • তুমি ২৯৫ • আনা কারেনিনা ২৯৫ • বয়স ২৯৫ • আছে মানুষ, নেই মানুষ ২৯৬ • ফেরা ২৯৬ • লিঙ্গপূজা ২৯৭ • শূন্যতা ২৯৮ • আত্মহনন ২৯৮ • স্বেচ্ছামৃত্যু ২৯৯ • বিবি খাদিজা ২৯৯ • ডাঙা ৩০০ • একটি অকবিতা ৩০০ • ন্যাড়া দশবার বেলতলা যায় ৩০১ • সাধ ৩০১ • যদি ৩০২ • নির্মলেন্দু গুণ ৩০২ • আমার কোনও বন্ধু নেই ৩০২ • রাস্তার ছেলে আর কবি ৩০৩ • ধোঁয়া ৩০৩ • মা কষ্ট পেলে আমাদের কিছু যেত আসত না ৩০৪ • দুঃখ দেবে সমুদ্দুর ৩০৫ • কলকাতা ৩০৫ • প্রায়শ্চিত্ত ৩০৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বলেছিলেন বছরের *প্রথম দিনে কাঁদিস না,*
কাঁদলে সারা বছর কাঁদতে হবে।

মা নেই।
সারা বছর আমি কাঁদলেই কার কী।

১.১. ২০০০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মৃত্যু, কয়েকটি জীবন

একটি মৃত্যুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি জীবন।

কয়েক মুহূর্ত পর জীবনগুলো চলে গেল
যার যার জীবনের দিকে।

মৃত্যু পড়ে রইল একা, অন্ধকারে
কেঁচো আর কাদায়—

জীবন ওদিকে হিসেব-পত্তরে,
বাড়িঘরে,
সংসারে, সঙ্গমে।

অন্যরকম

তুমি এলে, দুঃখ দিয়ে চলে গেলে
বোকা ছেলে!
এ কোনও অচেনা দুঃখ নয়—
এর দাঁতগুলো, নখগুলো কতটা গভীরে যায়
মাংসে, হাড়ে, মজ্জায়
হৃদয়ের কোন কুঠুরিতে ঢুকে হল্লা করে, করে না-শুকোনো ঘা
কতটা জল শুষে নিয়ে চর ফেলে
কতটা দিতে পারে বনবাস বা সন্ন্যাস
কী রকম নিখুঁত খেলা খেলে
এ দুঃখ জানি, এ আমার অনেককালের চেনা।

এমন দুঃখ দিয়ে বুঝি স্বস্তি পেলে!
এরকম যে কেউ দিতে পারে, যে কোনও ছেলে,
তুমি অন্যরকম কিছু দুঃখ দিলে না কেন
তুমি তো আর ছিলে না যে কোনও ছেলে!
ছিলে অন্যরকম,
তোমাকে ভালওবেসেছিলাম অন্যরকম।

AMARBOI.COM

তিল পরিমাণ

আমার কাছে তিল ধারণের জায়গা হবে
তালকে যদি ফুঃ মন্তরে তিল করে দাও
জিভখানাকে খসিয়ে তুমি দু' চোখ মেলে দেখতে পারো
এর বেশি আর লোভ কোরো না।
আমার একটি অন্যরকম জীবন আছে
বড় জোর দরজা অব্দি, ভুলেও যেন পা ফেলো না,
সেই জীবনটি যেমন ইচ্ছে যাপন করে গা ছড়িয়ে শোব
প্রয়োজনে শুতেও পারো সঙ্গে তুমি, তিল পরিমাণ তুমি।

শরীর

অনেক তো কথা হল,
চাযের, তাসের, ইতিহাসের, পাশের
বাড়ির ঘাসে হাঁটা দু'-একটি রাজহাঁসের!
এবার শরীরের কথা বলি, চলো।
ভালবেসে স্পর্শ করি ত্বক, লোমকূপ,
নিবিয়ে সন্ধেবাতি, ধূপ।

শব্দের ঝড়, হৈ রৈ, চিৎকার
ফুরোলে শীৎকার
আর সঙ্গমের জন্য বাকি রাত রাখি তুলে
জীবনের জং ধরা জানলা দরজা খুলে।

AMARBOI.COM

চুনোপুঁটির জীবন

নদী থেকে ভেসে ভেসে কোথাকার খালে এসে
অন্ধকারে, সাপখোপের গা ঘেঁষে, ফেঁসে
জড়াল জালে।

যন্ত্রের জালে
হালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা কলিকালে
এমনই দুর্গতি কপালে
এমনই সংসার লুটোপুটির,
জাল থেকে আলগোছে শরীর সরানো যায়
যদি, মন সরে না চুনোপুঁটির।

জলপদ্য— ২

লিখেছি একখানা অনবদ্য জলপদ্য
তুলেছি জল থেকে এক পদ্ম
লালপদ্ম
জলপদ্ম।

কাকে দেব জলপদ্ম, এই পদ্য
যে ছিল নেবার, তার যাবার
তাড়া ছিল তাই চলে গেছে
শীতের পাখির মতো গেছে
জলগ্রস্ত নাবিকের মতো গেছে।

হাতে পদ্য, জলপদ্ম
অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি বোকার হদ্দ।

AMARBOI.COM

গ্রামটির মতো

তুমি সেই গ্রামটির মতো দেখতে
যে গ্রামের আকাশে আর সূর্য ওঠে না, জমে থাকে
গাদা গাদা কাকতাড়ুয়া মেঘ, চাঁদও লুকিয়ে রাখে পোড়ামুখ।
গাছগুলো বুড়ি বেশ্যার মতো ন্যাংটো
কোনও ফুল ফোটে না কোথাও
এমনকী বসন্ত এলে একটি গন্ধহীন গাঁদাও না।

ঘরবাড়ি পাথরের মতো পড়ে থাকে স্যাঁতসেঁতে খেতের কিনারে
পাথরগুলো পাহাড়ের চারপাশ ঘিরে
পাহাড়গুলো নদীর দু'দিকে
একটি পাখিও ডাকে না কোথাও কেবল রাত ফুঁড়ে খোঁড়া হাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁধে ভর রেখে এক তক্ষক ছাড়া
গাভিগুলো জল-চোখে মরা বেড়ালের দিকে,
মানুষের জলহীন চোখ, ভীত
গ্রামটি দেখতে ঠিক তোমার মতো, তোমার চোখের মতো
যে চোখে তাকালে *কী নেই কী নেই* করে ওঠে বুকের ভেতর।

মৃত্যু যদি আছেই

মৃত্যু যদি আছেই,
যদি বসেই আছে কোথাও ঝোপঝাড়ে ওত পেতে,
দরজার আড়ালে, ছাদে, অন্ধকার গলিতে, চৌরাস্তায়
আসবেই যদি কাছে
তবে আজই কেন নয়!
সন্ধ্যায় যখন বারান্দায় দাঁড়াব একা
কেউ খুঁজবে না,
কেউ ডাকবে না ভেতরকার ঘর থেকে,
কেউ আসবে না রাখতে একটি হাত কাঁধে
কেউ বলবে না 'কী চমৎকার চাঁদ উঠেছে দেখ।'

যদি মৃত্যুর হাতে দিতেই হয় যা আছে সব,
তবে আজ নয় কেন!
আজ সে আসুক,
আজই শেষ হোক শূন্যতার সঙ্গে আমার বেহিসেবি সংসার!

মন নেই

এ শহরে টাকা ওড়ে, যে পারে সে ধরে
যাদের জোটে না, যাদের দায় দেনা
তারাও তক্কে তক্কে থাকে লাখপতি হতে
চতুষ্কোণ পাল উড়িয়ে ভেসে জনস্রোতে।

সব আছে, ঘর বাড়ি, গোটা দুই গাড়ি,
বারান্দায় ক্যাকটাস, ফুলের বাগান
পরবে উৎসবে বেসুরো বেতাল নাচ-গান,

চৌরাশিয়ার বাঁশি, থেকে থেকে অট্টহাসি।

সবই আছে কেবল মন নেই কোথাও
অতলান্তিক পাড়ি দাও, যে রাস্তায় হাঁটো বা যে বাঁকেই দাঁড়াও।

ভালবাসার ভার

ভালবাসা মহানন্দে চেপেছে আমার ঘাড়ে
এত ন্যুব্জ,
কুঁজো
আমি ভালবাসার ভারে—
ক্ষয় বাড়ে শরীরের হাড়ে,

ইচ্ছে করে পালকের মতো
উড়ি,
ঘুরি ফিরি
অনায়াসে ভাঙি কুড়িতলার সিঁড়ি
ছিঁড়ি
সুতো জড়িয়েছি জীবনে যত।

AMARBOI.COM

জিগোলো

তুমি তো নেহাত ছিলে এক জিগোলো, প্রেমিক ছিলে না।
প্রেম ভেবে অনর্থক আহ্লাদিত ছিলাম।

শব্দ নয়, মনে হত এক-একটি আস্ত গোলাপ ঝরে পড়ছে
চুম্বনে মোমের মতো গলে যেত গা।
তুমি এলে একআকাশ আলো আসত ঝেঁপে
হারানো পাখিরা ফিরত দেবদারু গাছে
শীতের গাছগুলো আচমকা সবুজ হত
তুমি এলে ফুল ফুটত কবেকার মরে যাওয়া বাগানে।

স্বপ্নাতুর রমণীরা হলে এমনই অন্ধ হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিক ছিলে না বলে ফিয়েস্তা শেষে বাড়ি চলে গেছ, জিগোলোরা যেমন যায়।
সমুদ্র ভেবে আমি কী ভীষণ ডুবে ছিলাম তোমার দুর্গন্ধ ডোবায়!

বালক বালিকারা

এরা কি দু'বেলা খেতে পায়!
ইসকুলে যায়! এই বালক বালিকারা!
এরা নেড়ি কুকুরের আধখাওয়া হাড় কেড়ে খায়
এরা জমে যাওয়া শীতের রাত্তিরে ধুলোকাদায় ঘুমায়
এরা জন্মায়, এই বালিকারা।
যদি-বা জন্মায়
বছর বছর মরে খরায় বন্যায়
কেউ কেউ বাঁচে অপেক্ষায়—এই বালক বালিকারা
এদের জীবন ঘোরে উলটো চাকায়।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যায়
বাবুদের বাড়ির সীমানায়
এরা সুখের-দুখের গান গায়
দু'আনা-চারআনা চায়।

বাবুরা যায়,
এদের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায়।

AMARBOI.COM

তোমার না থাকা

তুমি কি কোথাও আছ
মেঘ বা রংধনুর আড়ালে!
হু হু বাতাসের পিঠে ভর করে মাঝে মধ্যে আসো, আমাকে ছুঁয়ে যাও!
তুমি কি দেখছ চা জুড়িয়ে জল হচ্ছে আমার
আর আমি তাকিয়ে আছি সামনে যে বাড়িঘর, মানুষ, যন্ত্রযান,
দুপুরের আগুনে রাস্তা, ঝরে পড়া শুকনো পাতা, মরা ডাল
বুড়ো কুকুরের লালা ঝরা লাল জিভের দিকে
আর তোমার না থাকার দিকে!
তুমি কি খুব গোপনে দেখছ তাকিয়ে থাকতে থাকতে

চোখ কেমন জ্বালা করছে আমার—
তুমি কি কোনও বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কোথাও,
কোনও পাখি বা প্রজাপতি!
কোনও নুড়ি কোনও অচিন দেশে!

মানুষগুলোখাচ্ছেপানকরছেহাঁটছেহাসছে
দৌড়োচ্ছে, জিরোচ্ছে, ভালবাসছে
তোমার না থাকা মাঝখানে বসে আছে, একা।

দু'ইঞ্চি অহং

বড় স্বস্তি বোধ করি সমকামী পুরুষ বন্ধুদের আড্ডায়
ওদের সঙ্গে লুটোপুটি হুটোপুটি, নাচ-গান,
মাতাল হওয়া, ন্যাংটো হয়ে গড়িয়ে পড়া মেঝেয়...
যেমন ইচ্ছে বেসামাল হতে পারি
যেমন ইচ্ছে নষ্ট-ভ্রষ্ট।
ঘুমোতে পারি ওদের কোলে, কাঁখে, বিছানায়—
স্নান শেষে দাঁড়াতে পারি অনিন্দ্য আফ্রোদিতি
বুড়ো ষাঁড়ের মতো তেড়ে আসে না ওরা

যেমন আসে অসমকামী পুরুষ, দু'ইঞ্চি অহং উঁচিয়ে—
যদিও অপটু সাঁতারুগুলো জলে খাবি খেতে খেতে ডোবে।

যদি যেতে চাও

যদি যেতে চাও, এভাবেই যেয়ো—
ঠিক যেভাবে গেছ
ঠিক যেভাবে, আলগোছে, টের না পাই
দরজা আধখোলা রেখে
ফিরে আসবে ভেবে যেন কোনওদিন খিল না দিই।

যেয়ো, যেতেই যদি হয়— দু' চারটে কাপড় ভুল করে
আলনায় ফেলে— এভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নানঘরে রেখে যেয়ো তোয়ালে
এক জোড়া চপ্পল— এভাবেই।

দমকা বাতাসও কড়া নাড়ে সময় সময়
কোনও কোনও রাতে এরকমও ভেবে নেব, বুঝি ফিরেছিলে
বেঘোরে ঘুমিয়েছিলাম বলে চলে গেছ।

কপাল

কারও কারও কপালে প্রেম থাকে,
যেমন ইয়োকো ওনো।

প্রেমিক হয়তো দাঁড়িয়ে আছে পথের বাঁকে,
সেও খুঁজছে ঠিক আমার মতো কোনও...

দেখা হচ্ছে না এই যা, হলে জীবন হত অন্যরকম,
ওম শান্তি ওম!
এক জীবনে সব হয় না কন্যা,
শরীর জুড়োয় তো, মন না।

AMARBOI.COM

বস্তিতে ভগবান এসেছেন

রেললাইনের ওপর বসে আছেন কে! ও কী!
ভগবান নাকি!

ও ভগবান, দেখছেন কী!
ওদের নেভা চুলো! শুকনো সানকি!

মাছি বসে বুড়োদের দুর্গন্ধ ঘায়ে
যুবতীরা ভেজা কাপড় শুকোয় গায়ে
বেশরম যুবতীরা, যার-তার বিছানায় শোয়! আস্ত খানকি!

দেখুন এক চালার তলে ঘুমোয় ক'জন!
শরীরের তলে চাপা পড়ে মরছে ওদের মন...
কপাল কুঁচকে ভাবছেন কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নরকের নীল নকশা আঁকছেন?

হঠাৎ উঠছেন যে! ও কী ভগবান!
নাকে রুমাল চেপে বড় যে পালাচ্ছেন!

উৎসব

জানলা খুললে মেঘগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ঘরে
ডানায় করে আমাকে তুলে নিয়ে যায়—
পায়ের পাতায় চুমু খায় অরণ্যের জলধোয়া ঠোঁট।
নিতে নিতে অনেক দূরে কোনও এক জলের দেশে...
যে জলে মেঘগুলোকে লাগে ধাবমান ঘোড়ার মতো...
আমার রঙিন জামা আকাশের এপার-ওপার ছেয়ে থাকে রংধনু হয়ে।

জলের ওপর মেঘের ত্রিপল তুলে উৎসব হবে আজ—
ঘুঙুর পরে নাচবে একশো গাঙচিল।
জলের দরজা খুললে পুরো আকাশ, আকাশের পিঠে চড়া চাঁদ
হুমড়ি খেয়ে পড়ে জলে...
সারারাত জলে ডুবে গোল্লাছুট খেলে অসংসারী চাঁদ।

কারও সঙ্গে সখ্য হয় না আমার, এমনকী চাঁদের সঙ্গেও
যে কিনা বিনা শর্তে আমাকে খেলতে ডেকেছে।

স্বপ্নের পালক

একটি দোয়েলের পাখায় স্বপ্নের পালক সেঁটে দিয়েছি
আকাশের ঠিকানায় দোয়েল সেটি পৌঁছে দেবে।

আমার স্বপ্নের কথা দোলনচাঁপা জানে, তাই এত সুগন্ধ ছড়ায় ও।
আমার স্বপ্নের কথা এবার আকাশ জানবে,
জানবে সে,
যাকে ভালবেসে আকাশের একটি ঠিকানা আমিও নেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নগুলো আমার এমন কিছু আহামরি কী!
নিতান্তই সাদামাটা। দুঃসহবাস থেকে জন্মের মতো ছুটি।

জন্মদিন

মৃত্যুর দিকে আরেক পা এগিয়ে যাওয়া হল, মৃত্যুর দিকে আরেকটি বছর
স্বপ্নের জন্য আরেকটি ঘর তৈরি হল,
আরেকটি বারান্দা।
মৃত্যুর কাছে যাবে বলে জলস্থল বাড়ে জীবনের,
ঘটিবাটি বাড়ে
মমতার দড়িদড়া দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়ে
পাওয়ার সুখের চেয়ে হারাবার অসুখ পেতে ভালবাসে মানুষ।

ভালবেসে ফুল দিয়ো আমাকে যে কোনও দিন,
জন্মদিনে নয়।
ওদিন ফুলের গন্ধ পেলে নিজেকে মনে হয় নিজেরই আস্ত একটি কবর।

AMARBOI.COM

আমার মায়ের গল্প

১
চোখ হলুদ হচ্ছিল মা'র
শেষে এমন, যেন আস্ত দুটো ডিমের কুসুম!
পেট এমন তেড়ে ফুলছিল, যেন জেঁকে বসা বিশাল পাথর
নাকি একপুকুর জল—বুঝি ফেটে বেরোবে!
মা দাঁড়াতে পারছেন না,
না বসতে,
না নাড়তে হাতের আঙুল,
না কিছু।
মা'কে মা বলে চেনা যাচ্ছিল না, শেষে এমন।
আত্মীয়রা সকাল-সন্ধে শুনিয়ে যাচ্ছে
ভাল একটি শুক্রবার দেখে যেন তৈরি হন মা...
যেন *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলতে বলতে
যেন *মুনকার নকির* সওয়াল জবাবের জন্য এলে বিমুখ না হয়
যেন পাক পবিত্র থাকে ঘর-দুয়োর, হাতের কাছে থাকে সুরমা আর আতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামুখো অসুখ মা'র শরীরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সেদিন,
গিলে ফেলছে দু'ফোঁটা যে শক্তি ছিল শেষের, সেটুকুও।
কোটর থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে চোখ,
চরচর করছে জিভ শুকিয়ে,
ফুসফুসে বাতাস কমে আসছে মা'র,
শ্বাস নেবার জন্য কী অসম্ভব কাতরাচ্ছেন—
যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে কপাল, কালো ভুরু
গোটা বাড়ি তখন চেঁচিয়ে মা'কে বলছে তাদের সালাম পৌঁছে দিতে নবিজিকে,
কারও কোনও সংশয় নেই যে মা *জান্নাতুল ফিরদাউসে* যাচ্ছেন,
নবিজির হাত ধরে বিকেলে বাগানে হাঁটবেন,
পাখির মাংস আর আঙুরের রস খাবেন দু'জন বসে,
অমনই তো স্বপ্ন ছিল, মা'র অমনই স্বপ্ন ছিল।
আশ্চর্য, মা তবু কোথাও এক পা যেতে চাইছিলেন না।
চাইছিলেন বিরুই চালের ভাত রেঁধে খাওয়াতে আমাকে,
টাকি মাছের ভর্তা আর ইলিশ ভাজা। নতুন ওঠা জাম-আলুর ঝোল।
একখানা কচি ডাব পেড়ে দিতে চাইছিলেন দক্ষিণের গাছ থেকে,
চাইছিলেন হাতপাখায় বাতাস করতে চুল সরিয়ে দিতে দিতে—কপালের ক'টি এলো চুল।
নতুন চাদর বিছিয়ে দিতে চাইছিলেন বিছানায়,
আর জামা বানিয়ে দিতে, ফুল তোলা...

চাইছিলেন উঠোনে খালি পায়ে হাঁটতে,
হেলে পড়া কামরাঙা গাছটির গায়ে বাঁশের কঞ্চির ঠেস দিতে
চাইছিলেন হাসনুহেনার বাগানে বসে গান গাইতে *ওগো মায়াভরা চাঁদ আর মায়াবিনী রাত, আসেনি তো বুঝি আর জীবনে আমার।...*

বিষম বাঁচতে চেয়েছিলেন মা।

২

আমি জানি পরকাল, পুলসেরাত বলে কিছু নেই।
আমি জানি ওসব ধর্মবাদীদের টোপ
ওসব বেহেস্ত, পাখির মাংস, মদ আর গোলাপি মেয়েমানুষ!

আমি জানি জান্নাতুল ফিবদাউস নামের কোনও বেহেস্তে
যাবেন না, কারও সঙ্গে বাগানে হাঁটবেন না মা!

কবর ফুঁড়ে মা'র মাংস খেয়ে যাবে পাড়ার শেয়াল
সাদা হাঁড়গুলো বিচ্ছিরিরকম ছড়িয়ে—
গোরখোদক একদিন তা-ও তুলে ফেলে দেবে কোথাও,
জন্মের মতো মা নিশ্চিহ্ন হবেন।

তবু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে
সাত আসমানের ওপরে অথবা কোথাও
বেহেস্ত বলে কিছু আছে,
জান্নাতুল ফিরদাউস বলে কিছু,
চমৎকার কিছু,
চোখ ঝলসানো কিছু।
মা তরতর করে পুলসেরাত পার হয়ে গেছেন
পলক ফেলা যায় না দেখলে এমন সুদর্শন, নবিজি,
বেহেস্তের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মা'কে আলিঙ্গন করছেন;
মাখনের মতো মা মিশে যাচ্ছেন নবিজির লোমশ বুকে।
ঝরনার পানিতে মা'র স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে
মা'র দৌড়োতে ইচ্ছে হচ্ছে
বেহেস্তের এ মাথা থেকে ও মাথা—
মা স্নান করছেন,
দৌড়োচ্ছেন, লাফাচ্ছেন।
রেকাবি ভরে পাখির মাংস এসে গেছে, মা খাচ্ছেন।
মা'কে দেখতে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা পায়ে হেঁটে
বাগান অব্দি এসেছেন।
মা'র খোঁপায় গুঁজে দিচ্ছেন লাল একটি ফুল,
মা'কে চুমু খাচ্ছেন।
আদরে-আহ্লাদে মা নাচছেন, গাইছেন।

মা ঘুমোতে গেছেন পালকের বিছানায়,
সাতশো হুর মা'কে বাতাস করছে,
রুপোর গেলাস ভরে মা'র জন্য পানি আনছে *গেলবান*।
মা হাসছেন, মা'র সারা শরীর হাসছে
আনন্দে।
পৃথিবীতে এক দুঃসহ জীবন ছিল মা'র, মা'র মনে নেই।

এত ঘোর নাস্তিক্ আমি,
আমার বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে বেহেস্ত বলে কিছু আছে কোথাও।

AMARBOI.COM

সেন নদীর পারে

সেনের ঠান্ডা জলে ভাসছে জোনের শরীর-পোড়া ছাই
আর তার পাড় ঘেঁষে হাঁটছে পুরুষ-পোশাক পরা জোনের মতো দেখতে মেয়েরা।
এরা রোববার সকালে নতরদামের ঘণ্টা যখন একা একা বাজে
একশো লোক দেখিয়ে প্রেমিকের ঠোঁটে চুমু খায়—
(এরা কি জোনের ছাই জল ছেঁকে তুলে চুমু খায় কখনও!)

শরীর-পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে ইতিহাস হাঁসের মতো ভেসে যায় জলে
আর সেনের বাতাসে জোনের মতো দেখতে মেয়েদের হৃদয়-পোড়া গন্ধ

পুরোহিত কিংবা প্রেমিক—সবই তো আসলে পুরুষের জাত।

সাত আকাশ

দেখেছিলাম এক আকাশচারীর মুখ।
আমাকে সে উড়িয়েছিল এক আকাশ দু' আকাশ করে
সাত আকাশে, দিয়েছিল শীর্ষসুখ!

সুখে আমি ভাসছিলাম, কাঁপছিল শরীর থিরথির!

নক্ষত্রের মতো সে চুমু খেয়েছিল প্রতিটি লোমকূপ
নেমেছিল চুপ চুপ...
বিষম জোয়ার-জলে, সাঁতরেছিল সারারাত—
আহা! ছুড়ছিলাম সুখে দু'হাত।

আকাশচারী হঠাৎ হারিয়ে গেলে ভিড়ে
পেছনে দেখেনি ফিরে
কী করে পড়ছি আমি নীচে
মাটিতে, ধুলোয়, রাস্তায়, পিচে।

স্বপ্নের সেই আকাশ
যেখানে আকাশচারীর বাস,
আর কেউ যেতে চায় যাক,
পালে যার হাওয়া আছে, নিজেকে হারাক।

ধুলোর ঠিকানা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না

রাতে

যখন ঘুমিয়ে যায় পৃথিবীর মানুষ
চাঁদ থেকে নিঃশব্দে নেমে আকাশ-বারান্দায় সে দাঁড়ায়
কিছুক্ষণ উদাসীন হাঁটে
তারপর কী ভেবে মেঘের পাখা পরে নেমে আসে
নীচে, জামা খুলে স্নান করে কাছের পুকুরে
স্নান শেষে ভেজা চুল ভেজাই থাকে,
পাড়ে বসে মিহি গলায় কাকে যেন ডাকে, কে জানে কাকে!

তারপর
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো শিমুলের ডালে ফাঁসিতে ঝোলে সে।
গা থেকে অচেনা ফুলের ঘ্রাণ ভেসে
কিছু কষ্টকাতর মানুষকে রাতভর জাগিয়ে রাখে...

আমিও জেগে থাকি।

AMARBOI.COM

তুমি নেই বলে

তুমি নেই বলে ক'টি বিষাক্ত সাপ উঠে এসেছে উঠোনে, ফিরে যাচ্ছে না
জলায় বা জংলায়।

কাপড়ের ভাঁজে, টাকা-পয়সার ড্রয়ারে, বালিশের নীচে, গ্লাসে-বাটিতে, ফুলদানিতে,
চৌবাচ্চায়, জলকলের মুখে
ইঁদুর আর তেলাপোকার বিশাল সংসার এখন,
তোমার সবক'টি কবিতার বইয়ে এখন উই।
তুমি নেই বলে মাধবীলতাও আর ফোটে না
দেয়াল ঘেঁষে যে রজনীগন্ধার গাছ ছিল, কামিনীর,
ওরা মরে গেছে, হাসনুহানাও
গোলাপ বাগানে গোলাপের বদলে শুধু কাঁটা আর পোকা খাওয়া পাতা।

বুড়ো জামগাছের গায়ে বিচ্ছুদের বাসা, পেয়ারাগাছটি হঠাৎ একদিন
ঝড় নেই বাতাস নেই গুঁড়িসুদ্ধ উপড়ে পড়ল।
মিষ্টি আমের গাছে একটি আমও আর ধরে না, নারকেলগাছে
না একখানা নারকেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপুরি গাছেদের নাচের ইসকুল বন্ধ এখন।

তুমি নেই বলে সবজির বাগান পঙ্গপাল এসে খেয়ে গেছে
সবুজ মাঠটি ভরে গেছে খড়ে, আগাছায়।
তুমি নেই বলে মানুষগুলো এখন ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারে যে কাউকে।

তুমি নেই
তোমার না থাকা জুড়ে দাপট এখন অদ্ভুত অসুস্থতার,
আমার শ্বাসরোধ করে আনে দূষিত বাতাস...
আমিও তোমার মতো যে কোনও সময় *নেই* হয়ে যেতে চাই।

তোমার না থাকার দৈত্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘাড়ে,
তোমার না থাকার শকুন ছিঁড়ে খাচ্ছে আমার সর্বাঙ্গ,
তোমার না থাকার উন্মত্ত আগুন পুড়িয়ে ছাই করছে
তোমার না থাকার সর্বগ্রাসী জল আমাকে ডুবিয়ে নিচ্ছে...)

AMARBOI.COM

পুরুষের কথা বলি

পুরুষের গল্প বলা চাট্টিখানি কথা নয়।
তারাই এ যুগের ঈশ্বর কিনা!

ইঁদুরের লেজ ঝুলে থাকে পুরুষের দু' উরুর মাঝখানে...
তা নিয়েই কেশর ফুলিয়ে এদের বনফাটা গর্জন!
যেন লেজের তেজ ঝরাতে চমৎকার দক্ষ একেকজন।

লেজখানা মাঝে মাঝে ফুঁসে ওঠে তা ঠিক,
ফুঁসে ওঠা লেজ বেড়ালের মুখের মতো যৌনাঙ্গ দেখে
মুহূর্তে চুপসে যায়, পৌরুষ-ক্ষত থেকে সাদা পুঁজ ঝরে পড়ে টুপটুপ,
খসে যায় বেলুন
(ওয়াক থুঃ!)

আহা, সঙ্গমের স ও যদি জানত পুরুষ!

নারী এবং কবিতা

যতটুকু দুঃখ নিয়ে একজন মানুষ নারী হয়ে ওঠে,
ততটুকু দুঃখ নিয়ে সে নারী কবি হয়ে ওঠে।
একটি শব্দ তৈরি হতে যায় একটি দীর্ঘ যন্ত্রণার বছর,
আর, একটি কবিতা নেয় পুরো এক জীবন।

নারী যেদিন কবি হয়, সেদিন সে পুরো এক নারী
সেদিন সে কষ্টের জঠর থেকে শব্দ প্রসব করার মতো পরিণত
সেদিন সে যোগ্য শব্দকে নকশিকাঁথায় ঢাকার।

কবিতার জন্ম দিতে গেলে নারী হতে হয় আগে
যন্ত্রণা ছাড়া যে শব্দ জন্মায়—ধসে পড়ে স্পর্শমাত্র
আর নারীর চেয়ে যন্ত্রণার নাড়িনক্ষত্র কেই বা জানে বেশি!

দেশ বলতে এখন

দেশ এখন আমার কাছে আস্ত একটি শ্মশান,
শ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রতিরাতে একটি কুকুর কাঁদে,
আর এক কোণে নেশাগ্রস্ত পড়ে থাকে চিতা জ্বালানোর ক'জন লোক।
দেশ এখন আমার কাছে আর শস্যের সবুজ খেত নয়,
স্রোতস্বিনী নদী নয়, রোদে ঝিলমিল দিঘি নয়,
ঘাস নয়, ঘাসফুল নয়...

দেশ ছিল মা'র ধনেখালি শাড়ির আঁচল
যে আঁচলে ঘাম মুছে, চোখের জল মুছে দাঁড়িয়ে থাকতেন মা, দরজায়।
দেশ ছিল মা'র গভীর কালো চোখ,
যে চোখ ডানা মেলে উড়ে যেত রোদ্দুরে, রাত্তিরে
যেখানেই ভাসি, ডুবি, পাড় পাই—খুঁজত আমাকে।
দেশ ছিল মা'র এলোচুলের হাতখোঁপা,
ভেঙে পড়ত, হেলে পড়ত, রাজ্যির শরম ঢাকত আমার।

দেশ ছিল মা'র হাতে সর্ষের তেলে মাখা মুড়ি
মেঘলা দিনে ভাজা ইলিশ, ভুনো খিচুড়ি
দেশ ছিল মা'র হাতের ছ'জোড়া রঙিন চুড়ি।
দেশ ছিল বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে মা মা বলে ডাকার আনন্দ।
কনকনে শীতে মা'র কাঁথার তলে গুটিসুটি শুয়ে পড়া,

ভোরবেলায় শিউলি ছাওয়া মাঠে বসে ঝাল পিঠে খাওয়া

অন্ধকারে মুড়ে,
দূরে,
নৈঃশব্দ্যের তলে মাটি খুঁড়ে
দেশটিকে পুরে,
পালিয়েছে কারা যেন,
দেশ বলে কেউ নেই এখন, কিছু নেই আমার।
খাঁ খাঁ একটি শ্মশান সামনে, একটি কুকুর, আর ক'জন নেশাগ্রস্ত লোক।

দুঃখবতী মা

মা'র দুঃখগুলোর ওপর গোলাপ-জল ছিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল,
যেন দুঃখগুলো সুগন্ধ পেতে পেতে ঘুমিয়ে পড়ে কোথাও
ঘুমটি ঘরের বারান্দায়, কুয়োর পাড়ে কিম্বা কড়ইতলায়।
সন্ধেবেলায় আলতো করে তুলে বাড়ির ছাদে রেখে এলে
দুঃখগুলো দুঃখ ভুলে চাঁদের সঙ্গে খেলত হয়তো বুড়িছোঁয়া খেলা।

দুঃখরা মা'কে ছেড়ে কলতলা অব্দি যায়নি কোনওদিন।
যেন এরা পরম আত্মীয়, খানিকটা আড়াল হলে বিষম একা পড়ে যাবেন মা;
কাদায় পিছলে পড়বেন, বাঘে-ভালুকে খাবে, দুষ্ট জিনেরা গাছের মগডালে
বসিয়ে রাখবে মা'কে—
দুঃখগুলো মা'র সঙ্গে নিভৃতে কী সব কথা বলত...
কে জানে কী সব কথা

মা'কে দুঃখের হাতে সঁপে বাড়ির মানুষগুলো অসম্ভব স্বস্তি পেত।
দুঃখগুলোকে পিঁড়ি দিত বসতে,
লেবুর শরবত দিত, বাটায় পান দিত,
দুঃখগুলোর আঙুলের ডগায় চুন লেগে থাকত...
ওভাবেই পাতা বিছানায় দুঃখগুলো দুপুরের দিকে গড়িয়ে নিয়ে
বিকেলেই আবার আড়মোড়া ভেঙে অজুর পানি চাইত,
জায়নামাজও বিছিয়ে দেওয়া হত ঘরের মধ্যিখানে।
দুঃখগুলো মা'র কাছ থেকে একসুতো সরেনি কোনওদিন।

ইচ্ছে ছিল লোহার সিন্দুকে উই আর
তেলাপোকার সঙ্গে তেলাপোকা আর
নেপথলিনের সঙ্গে ওদের পুরে রাখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে ছিল বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে, কেউ জানবে না,
ভাসিয়ে দেব একদিন
কচুরিপানার মতো, খড়কুটোর মতো, মরা সাপের মতো ভাসতে ভাসতে দুঃখরা
চলে যাবে কুচবিহারের দিকে...
ইচ্ছে ছিল

দুঃখগুলো মা'র সঙ্গে শেষ অব্দি কবর অব্দি গেছে,
তুলে নিয়ে কোথাও পুঁতে রাখব অথবা ছেঁড়া পুঁতির মালার মতো ছুড়ব
রেললাইনে, বাঁশঝাড়ে, পচা পুকুরে। হল কই!
মা ঘুমিয়ে আছেন, মা'র শিথানের কাছে মা'র দুঃখগুলো আছে,
নিশুত রাতেও জেগে আছে একা একা।

দুঃখপোষা মেয়ে

কান্না রেখে একটুখানি বসো
দুঃখ-ঝোলা একেক করে খোলো...
দেখাও তোমার গোপন ক্ষতগুলো
এ ক'দিনে গভীর কত হল।

ও মেয়ে, শুনছ!

বাইরে খানিক মেলে দাও তো এসব
দুঃখ তোমার একদম গেছে ভিজে...
হাওয়ার একটি গুণ চমৎকার
কিছু দুঃখ উড়িয়ে নেয় নিজে।

ও কী শুনছ!

দিন!

দিন তো যাবেই! দুঃখপোষা মেয়ে!
শুকোতে দাও স্যাঁতসেঁতে এ জীবন
রোদের পিঠে, আলোর বিষম বন্যা
হচ্ছে দেখ, নাচছে ঘন বন...
সঙ্গে সুখী হরিণ।

ও মেয়ে, হাসো,
নিজের দিকে দু' চোখ দাও, নিজেকে ভালবাসো।

হস্তমৈথুন

(পুরুষ ছাড়া নারী, সাইকেল ছাড়া মাছ)

পুরুষ ছাড়া গতি নেই নারীর!
হা হা! যুক্তি ভূতের বাড়ির।
ছুড়ে দাও ওসব ছেঁদো কথা!
জড়িয়ো না আগাছা গুল্মলতা
খামোকা ওই নিখুঁত শরীরে।
কেন যাবে বিষ-পিঁপড়ের ভিড়ে!

তোমার হাতে আছে তির, তোমার হাতে তূণ
করো হস্তমৈথুন।

নারী

ওক গাছ তো নয়, আস্ত এক শিশ্ন—
মেঘেরা তার বীর্য, শিশ্ন থেকে বীর্য উড়ে গেছে—
হুম ঠ্যালা সামলা কৃষ্ণ

বীর্য যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে, উতল হাওয়া বয়
নারীগুলোন গর্ভবতী হয়।

ও কি পাহাড়-জোড়া! নাকি নিতম্ব!
নারী ওতে জন্ম দিতে গেছে
ঘাস অথবা জল, জল অথবা ভেড়া...
ডিঙিয়ে গেছে সাধসাধ্যের বেড়া!

শিশ্ন উত্থিতই থাকে, ঝরে পড়লে গুঁড়িসুদ্ধ ধপাস।
মাটি থাকে স্থবির শুয়ে, নারী ফলায় যা ফলানোর—
সারাদিনের ঘানি
টানার পর শস্য এবং প্রাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকরো গল্প

১

দুশো টাকা দেবে এই শর্তে পুরুষ চাইল একটি নয়, দুটি কিশোরী। কিশোরীরা রাজি হল। ঘরে ঢুকেই পুরুষ আদেশ করল এক কিশোরী পায়ের বুড়ো আঙুল আরেক কিশোরীকে চুষতে। তাই করল তারা। আঙুল চুষছে তো চুষছেই, পুরুষ দেখছে তো দেখছেই। চোষা থেকে মুখ ওঠালেই বলছে—থামলি যে!

২

ছেলের আবদার মেয়েকে খাবে, চাবকাবে। চাবুকে কাবু হল মেয়ে আর যৌনানন্দ কুড়িয়ে কুড়ি টাকা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল ছেলে।

৩

নারীকে শিকলে বেঁধে চারপায়ে হাঁটাল পুরুষ—কুকুরকে যেমন হাঁটায় কুকুরের বাপেরা।

৪

যৌনাঙ্গ বড় ঢিলে, সরুপথে ভ্রমণে সুখ হয় বেশ—পুরুষ তাই নারীকে উপুড় করে কলসে ঢোকালো কলা।

৫

হেগে দিয়ে নারীর মুখে বুকে পেটে বলল সে, চেটে খা। নারী চেটে খাচ্ছে দেখে খেটে খাওয়া পুরুষের হৃদয় জুড়োল।

৬

নারীর বাহুতে, নিতম্বে আগুনজ্বলা সিগারেট নেভাচ্ছে পুরুষ। একটির পর একটি। পুরুষের ভাল লাগে ত্বক পোড়ার শব্দ। চুলের কাছে ম্যাচকাঠি নিলে চিরচির করে চুল পোড়ে, শব্দ তো নয় যেন সঙ্গীত। সমঝদার পুরুষ হাত পা ছুড়ে হাসছে।

৭

মেয়েটিকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল সে। মরে যেতে থাকা মানুষটির জিভ বেরিয়ে আসছে, চোখ বিস্ফারিত হচ্ছে দেখে পুরুষাঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, উত্তেজনায় কাঁপছে পুরুষ।

AMARBOI.COM

তুমি

বেড়ালেরা ঝগড়া করলে ভাবি শিশু কাঁদছে!
হেলিকপ্টার উড়ছে আর ভেবে বসি জলের কিনারে ডানা ঝাঁপটাচ্ছে একঝাঁক হাঁস।
ক্রিসমাসের শহর দেখে ভাবি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব।
তুমি কাছে এলে মনে হয় অন্য কেউ এল
হাসো যখন, ভাবি বিষম কাঁদছ বুঝি।

আমার সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যায় আজকাল।
কিছুই মানাচ্ছে না আমাকে
বাগানবাড়ি
পর্স গাড়ি
গুচি
ভারসাচি
কেবলটিভি
ডিভিডি
গোঁয়ার্তুমি
তুমি।

AMARBOI.COM

আনা কারেনিনা

প্রতিটি নারীর ভেতর বাস করে একজন আনা কারেনিনা
জানি না নারী তা জানে কি না
সম্ভবত না।

বয়স

একটি করে দিন যায় আর বয়স বাড়ে
একটি করে রাত আসে আর বয়স বাড়ে।
গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা আসে, বয়স বাড়ে
শীতের শেষে বসন্তের ফুল ফোটে আর বয়স বাড়ে।

অসুখ যায় অসুখ সারে

কোনও এক মাঝদুপুরে অলক্ষে অসুখ বাঁধে হাড়ে।
হাড়ের ভেতর বয়স বাড়ে
ধা ধা করে বয়স বাড়ে,
আর নিশুত রাতে বুকের কোঠায় কে যেন খুব দরজাখানা বিষম জোরে নাড়ে,
হুড়মুড়িয়ে দস্যু ঢুকে নিশ্বাসের বাতাসটুকু কাড়ে।

আছে মানুষ, নেই মানুষ

এখানে যারা ছিল তারা নেই আর
যারা আছে তারাও থাকবে না
তুমি না,
আমি না।

আমাদের ত্বক থেকে গজিয়ে উঠবে ঘাস, চুলের ডগা থেকে মেঘছোঁয়া কৃষ্ণচূড়া
কারও কারও হাড় থেকে সাত তলা দালান
সেসব দালানে বসে জীবনের চারাগাছে জল দেবে যারা,
তারাও একদিন সার হবে আমজামকামরাঙার।

এখানে ছিল এখানে আছে
এখানে নেই সেখানে নেই কোথাও নেই
নেই তো নেই-ই
নেই

যারা নেই হয়ে যায়, তাদের কেউ খোঁজে না কখনও
বেঁচে থাকা মানুষের ব্যস্ততা বিষম, বাঁচার জন্য।

ফেরা

মা একদিন ফিরে আসবেন বলে
মা'র ঘটিবাটি, দু' জোড়া চটি
বিছানার চাদর, লেপ-কাঁথা,
ডালের ঘুঁটনি, হাতা
ক'টি কাপড়, ক'টি চুড়ি দুল

AMARBOI.COM

চিরুনিখানি, ওতে আটকা চুল
ফুল ফলের ছবি, মা'র আঁকা
যেখানে যা কিছু ছিল, তেমন করেই রাখা।

মা ফিরে আসবেন
ফিরে কলতলায় পায়ের কাদা ধুতে ধুতে বলবেন
'খুব দূরে এক অরণ্যে গিয়েছিলাম!
তোরা সব ভাল ছিলি তো!
খাসনি বুঝি! আহা, মুখটা কেন শুকনো লাগছে এত!'
বাঘ-ভালুকের গল্প শোনাতে শোনাতে মা আমাদের খাওয়াবেন রাতে
অনেকদিন পর মাও খাবেন মাছের ঝোল মেখে ভাতে,
খেয়ে, নেপথলিনের গন্ধঅলা লালপাড় শাড়ি পরে একটি তবক দেওয়া পান
হেসে, আগের মতো গাইবেন সেই চাঁদের দেশের গান।

একদিন ফিরে আসবেন মা
ফিরে আসবেন বলে আমি ঘর ছেড়ে দু' পা কোথাও বেরোই না
জানালায় এসে বসে দু'-একটি পাখি,
ওরাও জানে মা ফিরবেন, বিকেলের দুঃখী হাওয়াও,
আকাশের সবক'টা নক্ষত্র জানে, আমি জানি।

AMARBOI.COM

লিঙ্গপূজা

উত্থিত শিশ্নের মতো ইফেল টাওয়ার,
ঊরুদেশে সকালসন্ধ্যা পূজারির ভিড়, কড়ি ঢালছে, চুড়োয় উঠছে,
প্রসাদ খাচ্ছে...

আকাশ লুকিয়ে রেখেছে তার ভেজা মেঘযোনি,
আর লিঙ্গ কেবল লিঙ্গ দেখিয়েই জগৎ ভোলাচ্ছে।
কখনও সে কালো, কখনও সোনালি, হলুদ...
তা হোক, পূজারিরা এর যে কোনও রঙেই মুগ্ধ।

আমি লিঙ্গে বিশ্বাসী নই,
ভগবানের লিঙ্গকেই পরোয়া করি না, ইফেল কোন ছার!

শূন্যতা

কী যে হচ্ছে! কিছু কি হচ্ছে? কী হচ্ছে কে জানে।
কিছু কি হবে! কী হবে আর! কীই বা হতে পারে।
হলে কী! কী আর! কিছু কি! কী জানি কী।

হচ্ছে না কিছুই।

কিছুই হবে না।

আত্মহনন

তুমি বলেছিলে 'ন মে কিত পা,
ছেড়ো না আমাকে।
পুরনো চটিজুতোর মতো, চিরুনির মতো,
ঘরের কুকুরের মতো,
বেড়ালছানার মতো থাকতে দিয়ো কাছে,
তোমার ছায়ার মতো।'

অথচ তুমিই ছেড়ে গেলে
আর কারও ছায়া বা ছায়ার ছায়া হতে।

আমি একা বসে স্মৃতির কাঁটা নেড়ে সূক্ষ্ম জাল বুনি
নিজেই জড়াই যে জালে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে...
কে যেন শেকড়সুদ্ধ টেনে ফেলে রাখে খানাখন্দে, ঝোপে
যে ঝোপে পথ ভুলে একটি জোনাকিও আসে না কখনও—
আমার ছায়াটিও বুঝি পালাচ্ছে তোমার মতো!

AMARBOI.COM

স্বেচ্ছামৃত্যু

জীবনের চেয়ে বেশি এখন মৃত্যুতে বিশ্বাস আমার,
চেনা শহরের চেয়ে দ্বীপান্তরে
প্রেমের চেয়ে বেশি অপ্রেমে।

কেউ আমার, ধরা যাক কোথাও বসে আছি
ঘাসে অথবা ক্যাফেতে অথবা বাসস্টপে
কাছ ঘেঁষলেই মনে হয়
এই বুঝি জীবনের রঙের স্বাদের গন্ধের
কথা শোনাতে এল...
তড়িঘড়ি দৌড়ে যাই নির্জনতার দিকে
জমকালো বিষণ্ণতায়, শূন্যতার ভিড়ে

জন্ম থেকে এখানেই বাস আমার, এখানেই মানায় আমাকে।

বিবি খাদিজা

সে এমন সময়, কন্যা জন্মালে পুঁতে ফেলতে হত মাটিতে।
খাদিজা কিন্তু কারও না কারও কন্যা ছিল
তাকে কেউ পুঁতে ফেলেনি, সে বরং চুটিয়ে বাণিজ্য করেছে
টাকার থলে ভারী ছিল বলে তার পায়ের কাছে নত হয়েছে পুরুষ,
এমনকী মহাপুরুষও।

থলে ভারী বলে সে বুড়ি হয়েও তুড়ি বাজিয়ে গেল,
পুরুষের বহুগমন বন্ধ হল আপাতত
দিব্যি প্রেমিকের মতো খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুরুষ,
এমনকী মহাপুরুষও।

ধর্মও ধুলোয় গড়ায় কড়ির শব্দ শুনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাঙা

যাবে কতদূর, কতদূর আর যেতে পারো একা
ভেড়াতেই হবে নাওখানা কোনও এক তীরে,
জলে জন্ম মানুষের নয়,
দলছুট মানুষও একলা নির্জনে
গহন রাতের কোলে ক্লান্ত মাথা রেখে প্রাণপণ চায় আবার মানুষ।

আমি এক অচেনা ডাঙায়
কোঁচড়ের কানাকড়ি দিয়ে-থুয়ে খালি-হাত বসে আছি
চড়া দামে বিক্রি হয় ভালবাসা এ অঞ্চলে।

একটি অকবিতা

আমার মা যখন মারা যাচ্ছিলেন, সকালবেলা স্নান করে জামা জুতো পরে ঘরবার হলেন বাবা, চিরকেলে অভ্যেস। বড়দা সকালের নাস্তায় ছ'টি ঘিয়েভাজা পরোটা নিলেন, সঙ্গে কষানো খাসির মাংস, এ না হলে নাকি জিভে রোচে না তাঁর। ছোড়দা এক মেয়েকে বুকে মুখে হাত বুলিয়ে সাধাসাধি করছিলেন বিছনায় নিতে। সারা গায়ে হলুদ মেখে বসেছিলেন বড়বউদি, ফর্সা হবেন; গুনগুন করে হিন্দি ছবির গান গাইছিলেন, চাকরবাকরদের বলে দিয়েছেন ইলিশ ভাজতে, সঙ্গে ভুনা খিচুড়ি। ভাইয়ের ছেলেগুলো মাঠে ক্রিকেট খেলছিল, ছক্কা মেরে পাড়া ফাটিয়ে হাসছিল। মন ঢেলে সংসার করা বোন আমার স্বামী আর কন্যা নিয়ে বেড়াতে বেরোল শিশুপার্কে। মামারা ইতিউতি তাকিয়ে মা'র বালিশের তলে হাত দিচ্ছিল সোনার চুড়ি বা পাঁচশো টাকার নোট পেতে। খালি ঘরে টেলিভিশন চলছিল, যেতে আসতে যে কেউ খানিক থেমে দেখে নেয় তিব্বত টুথপেস্ট নয়তো পাকিজা শাড়ির বিজ্ঞাপন। আমি ছাদে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নারীবাদ নিয়ে চমৎকার একটি কবিতা লেখার শক্ত শক্ত শব্দ খুঁজছিলাম।

মা মারা গেলেন।
বাবা ঘরে ফিরে জামাকাপড় ছাড়লেন। বড়দা খেয়ে-দেয়ে ঢেঁকুর তুললেন। ছোড়দা রতিকর্ম শেষ করে বিছানা ছেড়ে নামলেন। বড়বউদি স্নান সেরে মাথায় তোয়ালে পেঁচিয়ে ইলিশ ভাজা দিয়ে গোগ্রাসে কিছু খিচুড়ি গিলে মুখ মুছলেন। ভাইয়ের ছেলেগুলো ব্যাট-বল হাতে নিয়ে মাঠ ছাড়ল। স্বামী-কন্যা নিয়ে বোনটি শিশুপার্ক থেকে ফিরল। মামারা হাত গুটিয়ে রাখলেন। আমি ছাদ থেকে নেমে এলাম। ছোটরা মেঝেয় আসন পেতে বসে গেল, টেলিভিশনে নাটক শুরু হয়েছে। বড়দের এক চোখ মায়ের দিকে, আরেক চোখ টেলিভিশনে। মায়ের দিকে তাকানো চোখটি শুকনো, নাটকের বিয়োগান্তক দৃশ্য দেখে অন্য চোখে জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যাড়া দশবার বেলতলা যায়

প্রথম টপকে গেলে নিষেধের বেড়া
বারবার টপকায়,
একবার কেন, বেলতলা দশবার যায় ন্যাড়া।

ন্যাড়ার মাথায় বেল তো বেল, আকাশ ভাঙুক ক্ষতি নেই!
যে পথে ইচ্ছে, অলিগলি ঘুরে সে পথেই যাবে ন্যাড়া,
ন্যাড়া কি তোমার ভেড়া!

ন্যাড়ার ঘাড়ের দুটো রগ বড় ত্যাড়া।

সাধ

তোমাকে কখনও বেড়াতে নিইনি
যেখানে চাঁদের নাগাল পেতে পাহাড়ের কাঁখে চড়ে বসে থাকে একটি দুষ্টু নদী, গায়ে হলুদের দিনে একঝাঁক নক্ষত্রের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুপ চুপ, টুপ করে জলে পড়ে নদীর সারা গায়ে চুমু খায় চাঁদ!
তোমাকে কি নিয়েছি
যেখানে সমুদ্র মন খারাপ করে বসে থাকে, আর তার জলতুতো পাখিগুলো অরণ্যের বিছানায় শুয়ে রাতভর কাঁদে। সমুদ্রের মন ভাল হলে নেমন্তন্ন করে পাখিদের, অঢেল খাবার আর পানীয়ের ছড়াছড়ি—পাখিরা বিষম খুশি, কিছু ফেলে, কিছু খায়। নাচে, গায়!
তোমাকে বড় নিতে ইচ্ছে করে
যেখানে বরফের চাঁইয়ের হাঁটুতে মাথা রেখে সুবোধ বালকের মতো ঘুমিয়ে আছে আগ্নেয়গিরি, আর দিগন্তের মাথায় ঠোকর খেয়ে কেঁদেকেটে চোখ লাল করে অভিমানে দৌড়ে বাড়ি ফিরে হাওয়ার কিশোরী, দেখে বরফের চোখেও জল জমে মায়ায়।
তোমাকে কত কোথাও নিতে ইচ্ছে
যেখানে সাতরং জামা পরে প্রজাপতি চুমু খেতে যায় ঘাসফুলের ঠোঁটে, পাড়ার ন্যাংটো হরিম তার জামা কেড়ে নিতে দৌড়ে আসে, দেখে প্রজাপতি লুকোয় রাধাচূড়া মাসির শাড়ির আঁচলে, ঘাসফুল ভেজা ঠোঁটে অপেক্ষা করে আরেকটি চুমুর।

তুমি নেই বলেই কি ইচ্ছেরা জড়ো হচ্ছে এমন...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি

কাউকে বাঁচতে দেখলে অসম্ভব রাগ হয় আমার।
পৃথিবীর সব গাছ যদি মরে কাঠ হয়ে যেত
পাহাড়গুলো ধসে পড়ত বাড়িঘরের ওপর,
নদী সমুদ্র শুকিয়ে চর হয়ে যেত, সেই চরে
পশুপাখি মানুষ এক বিষম অসুখে কাতরে কাতরে মরে যেত!
কদাকার পিণ্ডটি যদি মহাকাশে ছিঁড়ে পড়ত হঠাৎ,
সূর্যের দু' হাত কাছে গিয়ে ঝলসে যেত, ছাই হয়ে যেত!

এরকম স্বপ্ন নিয়ে আজকাল আমি বেঁচে থাকি
আর এই বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন বিবমিষা, প্রতিদিন ঘৃণা...

নির্মলেন্দু গুণ

মুখ চুন করে বসে আছেন নির্মলেন্দু গুণ,
এলে ফাল্গুন,
ইচ্ছে তার করেন দু'-একটি খুন
লোকে বলে এ গুণের দোষ, আমি বলি গুণ।

গুণ তো দেখছেন, দেশটিকে কুরে খাচ্ছে ঘুণ।

আমার কোনও বন্ধু নেই

আমার কোনও বন্ধু নেই, আপন কিছু শত্রু আছে শুধু
শত্রু নিয়ে পাড়া বেড়াই, শহর ঘুরি নীল গাড়িতে, পাতাল রেলে বাসেও চড়ি,
দোকানপাটে, রাস্তাঘাটে, রেস্তোরাঁতে ভিড়ে
রাত্তিবেলা ফিরে
যে যার মতো গরম জলে স্নান করে নি',
মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে দু' জোড়া ঠোঁটে মুহুর্মুহু চুমু
দু'জন বেসে দু'জনকেই ভীষণ ভাবে ভাল
এক বালিশে ঘুমিয়ে পড়ি, নিবিয়ে কড়া আলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলা দু'জন উঠে নাস্তা করি, বাজার ঘুরে শাকসবজি মাছ-মাংস কিনে
রান্না করি, বাসন মাজি, মিটিয়ে ফেলি দিনের কাজ দিনে।
শত্রু বসে বাঁশি বাজায়, মুগ্ধ চোখে তাকায় চোখে, আমি
দেখে পাগল, হৃদয়-জলে জোয়ার ওঠে, সমুদ্দুরে নামি,
সারা দুপুর সাঁতরে ফিরে ডাঙার খোঁজে, কোথায় পাব! তার অতলে থামি।
জেনেই থামি শত্রু সমকামী,
ভেতরে তার বিষ লুকোনো দাঁত, কামড়ে দেবে যখন খুশি
তারই বা দোষ দিচ্ছি কেন!
নিজেই আমি নিজের মনে অসম্ভব এক শত্রু পুষি না কি!

রাস্তার ছেলে আর কবি

এ গল্প আগেই করেছি, ওই যে ছোটবেলায় একদিন নদীর ধারে হাঁটছিলাম
আর ধাঁ করে উড়ে এসে এক রাস্তার ছেলে আমার স্তন টিপে
দৌড়ে পালিয়ে গেল, অপমানে নীল হয়ে বাড়ি ফিরে সারারাত কেঁদেছিলাম!

এ গল্প এখনও করিনি যে বড় হয়ে, কবিতা লিখতে শুরু করে
কবিদের আড্ডায় যেই না বসি,
হাতির মতো কবিরা স্তন টিপে দিয়ে চলে যায়।
পরদিন দেখা হলে বলে *কাল খুব মদ পড়েছিল পেটে*
মদের দোহাই দিয়ে কবিরা বাঁচে,
কবিতার দোহাই দিয়েও পার পায় বটে।

ধোঁয়া

ধোঁয়ায় উড়ছে ঘর, কবিতার হারানো অক্ষর,
উড়ছে আমার শিশুকাল আর ধূসর যৌবন
যা ছিল লুকোনো ঝাড়ে-জঙ্গলে যক্ষের ধন,
উড়ছে নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে বেহায়া ঈশ্বর।

দেয়ালে টাঙানো মা'র হাসিমুখ
ভেতরে লুকিয়ে হামুখো অসুখ,
হতচ্ছাড়া আমি বেঁচে আছি বেদনায়—
ঈশ্বরের লেজ ধরে ঝুলছি ধোঁয়ায়।

AMARBOI.COM

মা কষ্ট পেলে আমাদের কিছু যেত আসত না

আমার একটি মা ছিল
চমৎকার দেখতে একটি মা,
একটি মা আমার ছিল

মা আমাদের খাওয়াত শোয়াত ঘুম পাড়াত,
গায়ে কোনও ধুলো লাগতে দিত না, পিঁপড়ে উঠতে না,
মনে কোনও আঁচড় পড়তে দিত না
মাথায় কোনও চোট পেতে না।
অথচ
মাকে লোকেরা কালো পেঁচি বলত,
আমরাও।
বোকা বুদ্ধু বলে গাল দিতাম মা'কে।
মা কষ্ট পেত।
মা কষ্ট পেলে আমাদের কিছু যেত আসত না।

আমাদের কিছুতে কিছু যেত আসত না,
মা জ্বরে ভুগলেও না,
মা জলে পড়লেও না,
মা না খেয়ে শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গেলেও না
পরনের শাড়ি ছিঁড়ে ত্যানা হয়ে গেলেও না,
মা'কে মা বলে মনে হত, মানুষ বলে না।
মা মানে সংসারের ঘানি টানে যে
মা মানে সবচেয়ে ভাল রাঁধে যে, বাড়ে যে,
কাপড়-চোপড় ধুয়ে রাখে গুছিয়ে রাখে যে
মা মানে হাড়মাংস কালি করে সকাল-সন্ধে খাটে যে
যার খেতে নেই, শুতে নেই, ঘুমোতে নেই
যার হাসতে নেই

যাকে কেবল কাঁদলে মানায়
শোকের নদীতে যার নাক অব্দি ডুবে থাকা মানায়
মা মানে যার নিজের কোনও জীবন থাকে না।
মা'দের নিজের কোনও জীবন থাকতে নেই!
মা ব্যথায় চেঁচাতে থাকলে বলি
ও কিছু না, খামোকা আহ্লাদ!
মরে গেলে মাকে পুঁতে রেখে মাটির তলায়,
ভাবি যে বিষম এক কর্তব্য পালন হল

মা নেই।
আমাদের এতেও কিছু যায় আসে না।

AMARBOI.COM

দুঃখ দেবে সমুদ্দুর

আমার কাছে দুঃখ আছে রং-বেরঙের দুঃখ আছে, দুঃখ নেবে দাদা?
ক'কিলো চাই?
ঠকাব কেন! কী যে বলছ ছাই!
জীবনভর ঠকিয়ে গেছি নিজেকে শুধু, অন্যকে না,
এ খবরটি শহর জুড়ে সবাই জানে, কে না!
তুমি তো দাদা সুখের বিলে ডিঙি ঠেললে, গায়ে মাখলে কাদা,
দুঃখ কেনো, দুঃখ দেবে সমুদ্দুর,
দুঃখ দেবে স্রোতের কাঁধে জীবন রেখে পরান খুলে কাঁদা।

কলকাতা

কলকাতা তেমনই আছে,
ভিখিরির ভিড় আর ধুলো
ফুটপাতে টিমটিমে চুলো,
কড়ায়ে গরম হয় তেল—
গন্ধে, বন্ধে
সন্ধেবেলা বসে নন্দনে আঁতেল।

কলকাতায় কী নেই!
মহারানি ভিক্টোরিয়া থেকে নোংরা গঙ্গা
দুটোকে মাথায় তুলে হারায় সংজ্ঞা।
বারো মাসে তেরো পুজো, পাগলের কুম্ভমেলা,
চোখে ঠুলি পরে অলক্ষুণে ধর্ম ধর্ম খেলা।
কলকাতা ঠিক সেই,
যেমন বেয়াড়া ছিল, নেশায় হারিয়ে খেই
ভুল ঠিকানায় বাড়ি ফেরে মাতাল কবিরা
অনায়াসে ছুড়ে দিয়ে মণি মুক্তা হীরা
কেউ কেউ বেছে নেয় আটপৌরে জীবনের কাসা
কলকাতা এমন শহর, যে শহরে প্রাণ খুলে যায় হাসা

কলকাতা এমনও শহর, যাকে অনায়াসে যায় ভালবাসা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায়শ্চিত্ত

একটি অসুখ চাইছি আমি, ঠিক সেই অসুখটি—
সেই বৃহদন্ত্রের অসুখ, হামাগুড়ি দিয়ে যকৃতে পৌঁছবে,
যকৃত থেকে হেঁটে হেঁটে হাড়ে, হাড় থেকে দৌড়ে ধরবে ফুসফুস
ফুসফুস পেরিয়ে রক্তনদী সাঁতরে মস্তিষ্ক।
ভুল কাটাছেঁড়া, ভুল ওষুধ, ভুল রক্তের চালান
অসুখের পেশিতে শক্তির জোগান দেবে, কুরুক্ষেত্রে বাড়তি সৈন্য, রণতরী।
সেরকম পড়ে থাকব বিষণ্ণ বিছানায় একা, যেরকম ছিলে তুমি
যেরকম আস্ত কঙ্কাল, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া হাড়ের কঙ্কাল
মাংস খসে পড়ছে, রক্ত ঝরে যাচ্ছে
ধসে পড়ছে স্নায়ুর ঘরবারান্দা

ঠিক সেরকম হোক আমারও,
আমারও যেন চোখের তারা জন্মের মতো অচল হয়
যেন তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়, ফুসফুস
ফুলে ঢোল হয়ে থাকে জলে, নিশ্বাসের হাওয়া পেতে যেন কাতরাই,
যেন হাত পা ছুড়ি,
যেন না পাই।
যেন কারও স্পর্শ পেতে আকুল হই,
যেন কাতরাই, হাত বাড়াই,
যেন না পাই।

AMARBOI.COM

খালি খালি লাগে

একদিন একটি পদক্ষেপ ৩০৯ • পাথর-মতো ৩১০ • পূর্ব পশ্চিম ৩১০ • ইট-ভাঙা মেয়ে ৩১১ • মক্কা মদিনা ৩১৩ • হাজেরা বিবির দিন ৩১৫ • সবিতার কবিতা ৩১৬ • বস্ত্রবালিকারা ৩১৭ • ঈদুল আরা ৩১৮ • ধনীর আবর্জনা ৩১৯ • দৌলতুন্নেসা ৩২০ • সুলেখা ৩২০ • রং ৩২১ • ও মেয়ে ৩২৩ • বেঁচে থাকা ৩২৩ • খাবার-জল ৩২৪ • সাবলীল ৩২৪ • সুখ ৩২৫ • শিশুকন্যা ৩২৭ • পণ ৩২৭ • আজ আছ তো কাল নেই ৩২৮ • আমার মনুষ্যত্ব ৩২৮ • তুমি চাও অথচ চাও না ৩২৯ • ফুলন দেবী ৩৩০ • ন' বছর বয়সি ছেলেটি ৩৩১ • বাহান্ন থেকে একাত্তর ৩৩২ • দুর্নীতি ৩৩৩ • উত্তরের দেশগুলো ৩৩৩ • বিশ্বায়ন ৩৩৪ • নমঃশূদ্র ৩৩৫ • পদ্মপাতা, তুমি ভাসো ৩৩৬ • তাসের রাজ্য ৩৩৭ • শিউলি বিছানো পথ ৩৩৮ • খালি খালি লাগে ৩৩৯ • তোমার শরীর, তুমি নেই ৩৪০ • যদি হত ৩৪০ • ঠিক তাই তাই চাই ৩৪১ • কাল ৩৪২ • দাঁড়াও, সময় ৩৪২ • শরতের গ্রাম ৩৪৩ • স্মৃতিরা পোহায় রোদ্দুর ৩৪৪ • বৃষ্টিতে ভিজছে হৃদয় ৩৪৫ • ভালবাসা ৩৪৫ • সবাই, সবকিছু এখন স্মৃতি ৩৪৬ • ভালবাসা টালবাসা ৩৪৭ • ভাল আছি, ভাল থেকো ৩৪৮ • তৃষ্ণা ৩৪৮ • দিনগুলি রাতগুলি ৩৪৯ • মৃত্যুভয় ৩৪৯ • জীবন ৩৫০ • মানুষের জাত ৩৫১ • হঠাৎ একদিন ধুম ৩৫২ • স্রষ্টা ৩৫৩ • হৃদয় ৩৫৩ • বৃক্ষনিধন ৩৫৩ • কণিকার গানগুলি ৩৫৪ • কাঁপন ১১ ৩৫৪ • কাঁপন ১২ ৩৫৪ • কাঁপন ১৩ ৩৫৫ • জয় গোস্বামী ৩৫৫ • মায়ের কাছে চিঠি ৩৫৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন একটি পদক্ষেপ

ডায়নোসোরের রাজত্ব আর নেই। মরে সব ভূত হয়ে গেছে
একদিন
ছশো পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে হঠাৎ একদিন।
কিছু ধারালো ঠোঁটের পাখি ডায়নোসোরের নাতির ঘরে পুতি
আকাশ কালো করে উড়তে শুরু করেছে,
সেও অনেকদিন।

এর মধ্যে সমুদ্র এই পার থেকে বেড়াতে বেড়াতে
ওই পারে গেছে, ধু ধু বালির-মরুকচ্ছপের মতো
হেঁটে হেঁটে দিগন্তের কাছাকাছি গভীর জঙ্গলে মিশেছে।
আর ওদিকে ইথিওপিয়ার এক গভীর জঙ্গলে বুনো হাতি
বুনো ঘোড়া বুনো ভালুক আর বুনো ইঁদুরের সঙ্গে বাস করছে বুনো শিম্পাঞ্জি
আগ্নেয়গিরির লাভা শুকোনো পাথুরে মাটিতে শিম্পাঞ্জি
ভূমিকম্পে-কম্পে চৌচির মাটিতে শিম্পাঞ্জি।
নদীর কিনারে, কাদাজলে, ঝোপঝাড়ে চারপেয়ে শিম্পাঞ্জি
বৃক্ষচূড়ায় শিম্পাঞ্জি।
আর তখনই হঠাৎ ডাল থেকে ডালে লম্ফঝম্ফ
দে দৌড় দে দৌড়,
মোটে ভাল লাগে না বলে
দু' পায়ে ভর করে দাঁড়াল
কোনও এক শিম্পাঞ্জির খুড়তুতো দিদি
সাতান্ন লক্ষ বছর আগে হঠাৎ একদিন।

খুড়তুতো দিদি শিরদাঁড়া সোজা করে প্রথম দাঁড়াল,
খুড়তুতো দিদি একটি পা ফেলল সামনে,
একটি পদক্ষেপ রচিত হল।

একটি ছোট্ট, কিন্তু বিশাল পদক্ষেপ।

AMARBOI.COM

পাথর-মতো

শহরভর্তি মানুষ, মানুষের কাঁধে কাঁধে মানুষ
পায়ে পায়ে কুকুর
কাউকে চেনা লাগে না, না কুকুর, না মানুষ।
অন্য কোনও গ্রহ থেকে নেমে আসা এরা
বুঝি না, নাকি আমিই অন্য গ্রহের!
নাকি আমারই এমন, আর কারও নয়, খালি খালি লাগে।
গাছে পাতা ধরলেও মনে হয় ধরেনি
ফুলগুলোকে মনে হয় ফুল নয়
ঘাসে হাঁটছি অথচ ঘাসে হাঁটছি না, ঘাসগুলোকে
পাথর-মতো লাগে
মেঘগুলোকে ঠিক মেঘ মনে হয় না
চাঁদকেও চাঁদ না।

নিয়ন আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকি এক শরীর অন্ধকার
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই পাথরের শরীর ফুঁড়ে ঢুকে যায়
শেকড়।
আমিও, আমার কাছেই, দিনদিন অচেনা ঠেকছি
শহরটি বড় ধূসর ধূসর
শহরের মধ্যিখানে ঘোলা জলের নদীটিও।
নদীটিই আমার আপন ছিল, আমার উদাস চুলে স্পর্শ দিত তার,

ফুলে ফুলে আমার জন্য কেঁদেছেও অনেক।

নদীটিকে সেদিন বলেছি, তোমাকে খুব পাথর-মতো লাগে,
নদীও বলল আমার কানে কানে, আঁচল উড়িয়ে দিয়ে হু হু হাওয়ায়,
—তোমাকেও।

AMARBOI.COM

পূর্ব পশ্চিম

মারগটের বাগান দেখলে
আমার মায়ের বাগানটির কথা মনে পড়ে,
আমার মায়ের বাগানও ছিল এরকম
সুগন্ধী ফুলের গাছ, সুস্বাদু ফলের, শবজির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মা যেমন গাছের গোড়ায় জল ঢালতেন,
মারগটও ঢালে তেমন।
মারগটের বাগানে চারটে আপেল গাছ,
ছোট্ট একটি পুকুর-মতো, ওতে পদ্ম ফোটে
আরও একটি বাড়তি জিনিস আমার মা'র বাগানে ছিল না,
সূর্যঘড়ি।
মা'র কখনও সময় দেখা হয়নি,
মা'র সময় উড়ে গেছে হাওয়ায়
মা'র দিনগুলো গেছে, এভাবেই বছরগুলো।

মারগট বাগান করে মারগটের জন্য
আমার মা বাগান করতেন অন্যের জন্য
একটি ফুলের ঘ্রাণও তিনি নিতেন না, একটি ফলের স্বাদও
একটি শবজিও মুখে তুলতেন না।
আমার মা অন্যের জন্য নিজের জীবন যাপন করতেন,
নিজের জন্য নয়।
মারগট নিজের জন্য ঘর করে, নিজের জন্য বাগান,
নিজের জন্য পদ্ম ফোটায় ও,
মারগটের স্বামী সন্তান সব আছে, মা'র যেমন ছিল।

মারগট নিজের জন্য বাঁচে, মা নিজের জন্য বাঁচেননি।

AMARBOI.COM

ইট-ভাঙা মেয়ে

রাস্তার ধারে বসে একটি মেয়ে ইট ভাঙছে,
লাল শাড়ি পরা মেয়েটি ইট ভাঙছে,
রোদে পুড়ে পুড়ে ভাঙছে ইট,
তামাটে রংয়ের মেয়েটি ভেঙে যাচ্ছে ইট।
একুশ বছর বয়স, অথচ দেখতে লাগে
চল্লিশ ছাড়িয়ে যাওয়া।
ঘরে একটি নয়, দুটি নয়, সাতটি সন্তান।
সারাদিন মেয়েটি ভেঙে যায় ইট, সারাদিন পর মহাজন দেবে
গুনে গুনে দশ টাকা।

দশ টাকায় না হয় তার, না হয়
সাত পোষ্যের ভরপেট খাওয়া,
মেয়েটি তবু ভেঙে যায় ইট প্রতিদিন।
পাশে বসে যে পুরুষটি ইট ভাঙে,
সে একটি ছাতার তলে বসে ভাঙে,

দিন গেলে সে পুরুষ পায় কুড়ি টাকা,
পুরুষ বলেই সে পায় দ্বিগুণ।
মেয়েটির একটি গোপন শখ আছে, রোদ থেকে গা বাঁচাতে
কোনও একটি ছাতার তলে বসার,
মেয়েটির আরও এক গোপন শখ, হঠাৎ একদিন
কোনও এক স্নিগ্ধ ভোরবেলা পুরুষ হয়ে যাওয়া,
পুরুষ হলে কুড়ি, পুরুষ হলে দ্বিগুণ।

অপেক্ষা করে সে, কিন্তু তার হয় না হঠাৎ একদিন
ফুসমন্তরে পুরুষ হওয়া,
একটি মলিন ছাতাও তার ভাগ্যে জোটে না।
মেয়েটির ভাঙা ইটে নতুন রাস্তা হয়,
বড় বড় দালান ওঠে শহরে,
অথচ মেয়েটির ঘরের চাল উড়ে গেছে
গত বছরের ঝড়ে ছেঁড়া চট চুঁইয়ে পড়ে বর্ষার জল,
একটি ঢেউটিন কেনার শখ
সে গোপন রাখে না,
পাড়ায় চেঁচিয়ে জানায় তার ঢেউটিন চাই,
লোকে হাসে শুনে, বলে আহা
চুলে তার তেল চাই, মুখের পাউডার চাই!

সাতটি পোষ্য ঘরে, মেয়েটি দিন দিন
রোদে পুড়ে তামাটে হতে থাকে,
দিন দিন মেয়েটির আঙুলগুলো ইটের মতো
শক্ত হতে থাকে
মেয়েটি নিজেই হতে থাকে আস্ত ইট,
হতে হতে ইটের চেয়েও কঠিন, হাতুড়িতে ইট ভাঙে,
মেয়েটি ভাঙে না।
রোদে পোড়ার, না-পেট না-মন ভরার,
ঢেউটিন না পাওয়ার কোনও কষ্ট
তাকে স্পর্শ করে না আর।

AMARBOI.COM

মক্কা মদিনা

মক্কা আর মদিনা দুই বোন, এক বোনের বয়স নয়, আরেক বোনের এগারো।
এক বিকেলে ইশকুল থেকে ফিরছে দু' বেণী দুলিয়ে দু' বোন,
আলপথে হাঁটতে হাঁটতে এক বোন আরেক বোনের কাছে জানতে চাইছে
আকাশ কেন নীল!
কেন সূর্য কেন চাঁদ, কেন হাওয়া কেন নদী!
আলপথ পার হয়ে সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছের তল দিয়ে হাঁটছে দু' জন,
হাঁটতে হাঁটতে মদিনা উত্তর দিচ্ছে মক্কার নতুন প্রশ্নের
প্রজাপতিতে রং কেন, ফুলে গন্ধ কেন!
উত্তর মদিনা যে করেই হোক দেয়, কারও কোনও
প্রশ্নের সামনে কখনও হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে থাকে না
বই থেকে, মন থেকে, আজব আজব রূপকথা থেকে হলেও
দেয়
মক্কাকে কখনও সে অতুষ্ট করে না।
একটি হাত বোনের কাঁধে রেখে হাঁটছে সে,
মক্কাকে দেখে দেখে রাখে মদিনা, যেন আঁচড় না লাগে গায়ে,
কাদাজল থেকে, খানা খন্দ থেকে, গোরুঘোড়া থেকে।
মাতবর আলী ফুলতলি মসজিদ থেকে আসরের নামাজ সেরে ফিরছে—
দেখে দু' বোনের দু' বেণী
বেণী তো নয় যেন দু'টো কালনাগিনী,
আঙুলে তসবিহর গোটা পাথর হয়ে থাকে,
মাতবর আলীও পাথর।
হযরে আসওয়াদের মতো কালো পাথর, চুম্বনের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে থাকে
হযরে আসওয়াদ,
জগতের সব বিষ শুষে নেওয়া হযরে আসওয়াদ।
এক হাত তসবিহতে, আরেক হাতে মদিনার বেণী ধরে
টেনে নেয় সে বারবাড়ির ঘরে, সুনসান ঘরে,
অন্দরে ব্যস্ত মাতবর আলীর চার বিবি, পুত্রকন্যা, নাতি নাতনি
বারবাড়িতে মাতবর আলী, ব্যস্ত মক্কা আর মদিনাকে
আদব কায়দা শেখাতে,

ব্যস্ত বেপর্দা ঘরবার হলে দোজখের আগুনে কী করে দু' বোন
জ্বলবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়।

জমির মিয়া বিচার চাইছে ফুলতলি গ্রামে, মক্কা মদিনাকে
রক্তাক্ত করার বিচার।
জমির মিয়ার বাড়ির আঙিনায় বসে বিচার, বিচারপতি
ফুলতলি মসজিদের ইমাম,

AMARBOI.COM

গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত,
উপস্থিত মাতবর আলীও, সাদা দাড়িতে সাদা পোশাকে
অনেকটা আল্লাহতায়ালার মতো দেখতে।
রক্তাক্ত কে করেছে, কে নিয়েছে দু' বোনের ইজ্জত?
জমির মিয়া আঙুল তুলে দেখায় মাতবর আলীকে।
সাক্ষী আনো জমির আলী, সাক্ষী আনো। ঠান্ডা গলায় ইমামের আদেশ।
সভার লোকের দিকে অসহায় তাকায় জমির আলী, কে দেবে সাক্ষী!
কেউ সেই দৃশ্য দেখেনি মক্কা মদিনা ছাড়া!
সাক্ষী নেই। নেই সাক্ষী। জমির মিয়া লুটিয়ে পড়ে ইমামের
পায়ে,
গলা ছেড়ে কাঁদে, সাক্ষী আল্লাহতায়ালা।
আল্লাহতায়ালাকে সাক্ষী মানে না ইমাম, ইজ্জত খুইয়েছে
মক্কা মদিনা,
অপরাধ মক্কা মদিনার।
বিচারে পাঁচ হাজার টাকা ধার্য হয় জরিমানা, জমির আলীকে
এক সপ্তাহ সময় দেন ইমাম, টাকা অনাদায়ে দুই কলঙ্কিনীকে
একশো করে দুররা,
সাবাস সাবাস, দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সোল্লাসে
চিৎকার করে সভার গণ্যমান্যগণ।

দিনমজুর জমির মিয়ার টাকার জোগান হয় না,
মক্কা আর মদিনাকে দুররা মারা হয়, পুরো ফুলতলি গ্রাম সে দৃশ্য দেখে,
মাতবর আলীও।
মক্কার চোখে জগতের সকল বিস্ময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে,
কী দোষের শাস্তি পেলাম বুবু?
মদিনা যে কোনও প্রশ্নের উত্তর যে করেই হোক দেয়,
বই থেকে মন থেকে
আজব আজব রূপকথা থেকে হলেও দেয়,
মদিনার কাছেও প্রশ্নটি বড় কঠিন, সে এর উত্তর জানে না,
হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে থাকে এই প্রথম।

হাজেরা বিবির দিন

জন্মেছিল আকালের বছর
বারো বছর বয়সে সোহাগি বাজারে সের দরে বিক্রি হয়ে গেছে,
কন্যাকে বিক্রি করে হাজেরার বাবা এক পোয়া চাল কিনে
বাড়ি ফিরেছিল একা।

যে গৃহস্থ লোক হাজেরাকে কিনেছিল, সে লোকের বাড়ি
গতর খেটেছে সে তিরিশ বছর।
শৈশব কৈশোর গেছে একটি স্বপ্ন নিয়ে,
এক থাল সাদা ভাত।
যৌবনও সেই।
এই মধ্যবয়সেও একটি স্বপ্ন নিয়ে সকালে সে জাগে,
এক থাল সাদা ভাত
একটি স্বপ্ন নিয়েই সে ঘুমোতে যায় মধ্যরাতে,
কাল যেন জোটে এক থাল সাদা ভাত
আকালের দিন যায়, হাজেরার স্বপ্ন যায় না কোথাও।
সাদা ভাত ছাড়া আর কিছু চায়নি হাজেরা জীবনে,
শৈশবে কোনও পুতুল নয়, কৈশোরে পাঠশালা নয়,
যৌবনেও কোনও বটবৃক্ষতলের প্রেম নয়,
ঘর আলো করা ফুটফুটে সন্তান নয়—
কেবল এক থাল সাদা ভাত।

বেঁচে থাকাই এরকম হাজেরার, বেঁচে থাকার অর্থই এমন—
এক থাল ভাতের জোগাড়
এক থাল ভাত জোগাতে সে দিন শুরু করে, শরীরের শেষ
বিন্দু শক্তি খাটিয়ে সাদা ভাত
আবার নতুন শক্তি নিয়ে পরদিন সে শক্তির ক্ষয় করে
ভাত জোগাতেই
এক থাল সাদা ভাত, আর কিছু নয়। আর কোনও স্বপ্নের
কথা সে কখনও জানে না, কখনও শেখেনি।
এই মধ্যবয়সে ভাত সামনে নিয়ে বসে দূর আকাশের দিকে
মুখ করে হাসে হাজেরা
কৃতজ্ঞতার হাসি।
পরম করুণাময়ের কৃপায় এ ভাত জুটেছে তার
বাকিটা জীবন তাঁর কৃপা পেতে হাজেরার দু'চোখে আকুতির জল...

সবিতার কবিতা

সবিতা তার নবজাতক কন্যাটিকে সাততলা থেকে
ফেলে দিয়েছে নীচে।
ছিঃ সবিতা ছিঃ
এত পাষণ্ড তুই!
কে পারে অবোধ শিশুর চোখ ফুটি ফুটি করে ফুটছে যখন,
যখন ঠোঁট খুঁজছে কিছু মধু, কিছু দুধ বা জল—
তুলোর মতো নরম শরীর খুঁজছে কোনও উষ্ণ স্পর্শ
তখন কিনা শিশুটিকে আচমকা ছুড়ে ফেলে দিলি।
হৃদয় কী দিয়ে গড়া তোর?
পাথর!
হ্যাঁ পাথর। সবিতার চোখেও বসানো দু'টো কালো পাথর।
সবিতা কি মানুষ? কে বলেছে মানুষ! আস্ত ডাইনি!
নীচের রাস্তায় থেঁতলে যাওয়া মাংসপিণ্ড নিয়ে
একশো নেড়ি কুকুর
উৎসব করছে ভূরিভোজনের।
ছিঃ সবিতা ছিঃ।

সবিতা পাগল, সকলেই একবাক্যে রায় দেয় সবিতা পাগল।
পাগল মেয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে আকাশে,
যেমন করে কবিরা তাকায়।
সবিতা তো কবি নয়। তবে সে একটি কবিতা লিখেছে আজ,
তৃপ্ত সে কবিতাটি লিখে।
সেই শৈশব থেকে চেয়েছিল
চমৎকার একটি কবিতা লিখতে, পারেনি।
নবজাতক কন্যাটিকে সাততলা থেকে ছুড়ে ফেলাই
সবিতার কাছে
নিটোল একটি কবিতা নির্মাণ করা।
যদি বেঁচে থাকত কন্যাটি, বেঁচে থাকত পঞ্চাশ বছর,
পঞ্চাশ বছর ধরে সইতে হত তার,
সে নিজে যেমন সয়েছে মেয়েমানুষ হওয়ার যন্ত্রণা।
নিজেকে সে যতটা ভালবাসে, তার চেয়ে বেশি বাসে কন্যাটিকে,
পঞ্চাশ বছরের যন্ত্রণাকে পঞ্চাশ মিনিটে কমিয়ে একটি
অনবদ্য কবিতা লিখেছে সবিতা
এ কবিতা নিজের কন্যাকে হত্যা নয়, বাঁচানো।

কবিতা তো মানুষের মঙ্গলের জন্যই মানুষ লেখে।

বস্ত্রবালিকারা

বস্ত্রবালিকারা দল বেঁধে হাঁটছে
যেন এক ঝাঁক পাখি উড়ছে বাংলাদেশের আকাশে।

বস্ত্রবালিকারা দল বেঁধে গভীর রাত্তিরে বস্তিতে ফিরছে,
ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত
বালিকাদের গুটিকয় টাকার দিকে হাত বাড়াচ্ছে
রাস্তার অকর্মা যুবক
বালিকাদের শরীরের দিকে শরীর বাড়াচ্ছে বখাটে মদারু
বালিকাদের খোয়াতে হয় সব, যা আছে যা নেই সব।

রাতটুকু নিদ্রাহীন কাটিয়ে সূর্য ওঠার আগে
বালিকারা দল বেঁধে হাঁটে
দেখে শহরের তাবৎ ভদ্রলোকের জিভে লোল জমে
দেখে অতি ভদ্রলোকেরা থুতু ছিটোয়
বালিকাদের গায়ে
বালিকারা তবু হাঁটে, হেঁটে যায়—
কারও খায় না পরে না তারা হেঁটে যায়

বস্ত্রবালিকারা বাঁধা ধনীর শক্ত দড়িতে,
কলুর বলদের মতো ঘানি টানছে ধনীর। ধনীরা পাচ্ছে তেল, বালিকারা খাদ।
রংধনুর রং দেখা বস্ত্রবালিকাদের হয় না কখনও।
ঘুরঘুট্টি অন্ধকার গায়ে মুড়ে তাদের ধর্ষণ করে বস্তির মাস্তান।
রূপসী চাঁদের জলে স্নান করা তাদের কখনও হয় না।

বস্ত্রবালিকারা দল বেঁধে হাঁটছে
যেন পৃথিবীর আকাশে উড়ছে এক ঝাঁক বাংলাদেশ।

AMARBOI.COM

ঈদুল আরা

ঈদুল আরার বইখাতা ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলেছে
ঈদুল আরার স্বামী
ঈদুল আরা এখন রাঁধবে বাড়বে, সন্তান জন্ম দেবে।

ঈদুল আরা রাঁধে বাড়ে সন্তান জন্ম দেয়,
তবু ঈদুল আরার মন পড়ে থাকে বইয়ে, ঈদুল আরার
দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ওড়ে,
কেউ দেখে না
দীর্ঘশ্বাস তো দেখার জিনিস নয়।
ঈদুল আরার স্বামী দীর্ঘশ্বাসও দেখে তৃতীয় নয়নে
ছিঁড়ে দু' টুকরো করে নর্দমায় ছুড়ে দেয় দীর্ঘশ্বাস
ঈদুল আরা এখন সন্তানকে খাওয়াবে গোসল করাবে
ঘুম পাড়াবে।

ঈদুল আরা সন্তানকে খাওয়ায়, গোসল করায়, ঘুম পাড়ায়,
তবু ঈদুল আরার মন পড়ে থাকে দীর্ঘশ্বাসে,
ঈদুল আরার দুঃখ বাতাসে ওড়ে,

কেউ দেখে না
দুঃখ তো দেখার জিনিস নয়।
ঈদুল আরার স্বামী তৃতীয় নয়নে এই দুঃখ দেখে না,
নারীর দুঃখ ঈদুল আরার স্বামীর চোখে কেন,
দেবতাদের চোখেও পড়ে না।

AMARBOI.COM

ধনীর আবর্জনা

আবর্জনার স্তূপে সেদিন দেখি আস্ত একটি সোফা, কয়েকটি
চেয়ার টেবিল,
মখমলের গালিচা,
দেখি গাড়ি, আধখানা বাড়ি, রেডিও-টেলিভিশন, এমনকী
না-ভাঙা কমপিউটার
দেখি থাল বাসন, মাখনে ভাজা মুরগি, তাজা তাজা আপেল
আঙুর, ডিম, দুধ, দেখি ঝলমলে জামা জুতো।
যারা ছুড়েছে তাদের কাছে এসব বড় বাসি বাসি ঠেকে
দাম দিয়ে নতুন কায়দার আসবাব, যন্ত্রপাতি, কাপড় চোপড়
থাল বাসন কিনে নেবে
কিনে নেবে নতুন কায়দার খাবার।
আবর্জনার স্তূপে অনেকক্ষণ বিমূঢ় দাঁড়িয়েছিলাম আমি
যে বন্ধুটি সঙ্গে ছিল টেনে সরাল আমাকে
—ছিঃ ওখানে কী কর?

ওখানে কিছুই করিনি আমি, ওখানে কিছুই করার নেই আমার

ওখানে দাঁড়ালে সখিনা বেগমের শুকনো মুখটি
মনে পড়ে শুধু।
চালচুলো নেই, পরনে ছেঁড়া ত্যানা সেই সখিনা বেগম
গোসলের পর শরীরের ত্যানা শরীরেই শুকোনো সখিনা বেগম
ক্ষিধেয় পুকুরের শাপলা চিবিয়ে খাওয়া সখিনা বেগম
ফুটপাতে ঘুমোনো সখিনা বেগম

সাদা ধবধবে বন্ধুটি নোংরা থেকে সরে এক পরিচ্ছন্ন বাগানে
বসে উচ্ছ্বসিত
—দেখ দেখ কী চমৎকার সবুজের উৎসব চারদিকে,
ফুলের বন্যা বইছে দেখো!

ফুলে আমার মন বসে না, মনে আমার লক্ষ লক্ষ সখিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৌলতুন্নেসা

দৌলতুন্নেসার দৌলত নেই এক কড়ি
অন্যের দৌলতে খায় পরে,
অন্যে দিয়েছে সোনা তিন ভরি
অন্যে দিয়েছে সাতনরী হার গড়ে।
অন্যের সুখে সুখী সে, অন্যের দুখে দুখি
তবু অন্যেরা বলে রে পোড়ারমুখি
দূরে সর, দূরে সর
দূরে গিয়ে তুই অসুখে অভাবে মর।
অন্যেরা তাকে আজ চুমু খায়
কাল ফেলে দেয় নোংরা নর্দমায়,
তার দৌলত নেই কোনও
অন্যকে তার শরীর দিয়েছে, মনও।

যে কোনও নারীর মতোই নিঃস্ব সে
শূন্যতা প্রতি নিশ্বাসে
দাঁড়াবার কোনও মাটি নেই বলে বেঁচে আছে এক বিশ্বাসে
একদিন এক ভাল লোক হয়তো দাঁড়াবে পাশে।

দৌলতুন্নেসা জানে না এখনও
দাঁড়াবার মাটি নিজেকেই পেতে হয়
অন্যের কাঁধে ভর দিলে অন্যকে সব দিতে হয়
নিজের একটি জীবন, সেটিও তখন নিজের নয়।

সুলেখা

সুলেখার চুল ওড়ে না, দখিনা হাওয়ায়,
আপাদমস্তক ঢাকা বোরখায়।
এরকমই নিয়ম সংসারে
এমন নিয়মের তলে সুলেখার গা-গতর বাড়ে।
অসভ্যের মতো চুল বেড়ে নিতম্বে গড়ায়
বৃন্ত বিকশিত স্ফীত স্তনজোড়ায়।

ঢেকে রাখ ঢেকে রাখ সুলেখা, লজ্জা ঢেকে রাখ,
তোর চুল চোখ চিবুক
নাক, চোখ, মুখ, বুক,

হাত পায়ের আঙুল, হুল, ভুল সব ঢেকে রাখ,
তোর পেট পিঠ ঢাক, ঢাক অশ্লীলতা,
বুজে থাক মুখ, না শব্দ না কথা।
ঢুকে যা বন্ধ খাঁচায়
নারীকে খাঁচাই বাঁচায়।

সুলেখা অঙ্গ ঢাকে তার, সর্বাঙ্গ ঢাকে সর্বাঙ্গের অশ্লীলতায়।
পচা রক্তের গন্ধ শরীরে,
ছিঃ লজ্জা, ছিঃ লজ্জা, ঘরবার হোস না সুলেখা,
যাসনে ভিড়ে।
বেঢপ মাংস বেজন্মার মতো উত্থিত রে,
মর্তে জন্মালি স্বর্গের হুরী
তোকে দেখে ঘেন্না লাগে, ভয় লাগে, তোকে দেখে
লাগে পর-পুরুষের পুরুষাঙ্গে সুড়সুড়ি
ছিঃ লজ্জা ছিঃ লজ্জা!
ঢিলে কর শরীরের কলকবজা,
স্থির হ রে, ঢুকে যা আঁধারে, যা বন্ধ খাঁচায়
নারীকে খাঁচাই বাঁচায়।

পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-ভোগ হয় না সুলেখার,
নেই দেখার অধিকার নারীর অধিকার।

রং

বুদ্ধিমতী মেয়ে, মুগ্ধ করা ব্যবহার
সুচারু আচার,
গুণে টইটম্বুর, কেবল একটিই অপরাধ ওর
যদিও সে ভাল, সে কালো।

মেয়েটির যৌবন কাটে একা,
কালো বলে কেউ বাসে না ভাল
রূপসী বলে না কেউ, যদিও রূপসী সে,
সুযোগ্য অযোগ্য কালো কালো পাত্র এসে
তার চুল দেখে খুলে, রান্না-বান্নায় ভাল কি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কণ্ঠে সুর আছে কি নেই, হাঁটা চলা চলে কি না, দেখে
যথেষ্ট লজ্জাবতী কি না,
সব সয় পাত্রের, কেবল রংটি সয় না।
একটিই অপরাধ ওর, ত্বকে মেলানিন বেশি,
কারণ ওর পূর্বপুরুষ দ্রাবিড়ভাষী দেশি
কোনও বহিরাগত সাদার সঙ্গে
যৌনমিলনে মিশ্রিত হয়নি ওরা
রোদে শরীর পোড়া
কড়া রোদের দেশে এই হয়, এরকমই প্রকৃতির নিয়ম
পরিবেশ-প্রয়োজন দেয় কারও ত্বকে মেলানিন কিছু বেশি,
কারও ত্বকে কম।

পৃথিবীর প্রথম মানুষটি কালো।
তার থেকে যে জন্মেছে সে কালো,
তার থেকেও জন্মেছে আরেক কালো।
কালো মানুষেরা হেঁটেছে পৃথিবীর পথে,
জন্ম দিয়েছে আরও লক্ষ লক্ষ কালো।
কেবল বরফের তলে আটকে পড়ে কিছু কালোর মেলানিন গেছে ফুরিয়ে,
ওরা যায় সাততাড়াতাড়ি বুড়িয়ে
কুড়িতেই ভাঁজ পড়ে ত্বকে, সূর্যরশ্মিতে ত্বক কর্কটরোগে ভোগে
ওইসব ফ্যাকাশে দস্যু কালো মানুষের সম্পদ লুটেপুটে
ধর্ষণ করেছিল কালো নারী
সেই থেকে কিছু জারজ ঘুরছে হর্ষে ভারতবর্ষে।

মেলানিন নেই ত্বকে, এ কোনও অহংকার নয়,
ফ্যাকাশে দেখতে ত্বক, এ কোনও সৌন্দর্য নয়,
এ নেহাত মূর্খতা ভারতের
ফ্যাকাশে খেদিয়ে ফ্যাকাশের কাছে মাথা নত করে ফের।

ফ্যাকাশে সঙ্গিনীর লোভে পুরুষেরা হন্যে হয়ে ঘোরে,
কৃষ্ণকলি জগৎনন্দিনী পড়ে থাকে একা অন্ধকারে মরে।

ও মেয়ে

নিজেকে প্রথম ভালবেসো মেয়ে তারপর বেসো সুশান্তদাকে
সামলে রেখো যা আছে নিজের, সামলে রেখো জোছনাকে
সহস্র হাত এগোচ্ছে লোভে এগোক, হৃদয় তুমি যখন তখন
দিয়ো না যাকে তাকে।

ফুরিয়ে গেলে তোমাকে ওরা একফোঁটা দেবে না।
হাতগুলো যত নেবার বেলায়, দেবার বেলায় তত নয়,
ও মেয়ে তুমি যত্রতত্র দিয়ো না পরিচয়।
যতই করুক সুশান্ত পালেরা নর্তন-কুর্দন
বাঁকা হাসিটির রহস্য ভেঙো না, ওটিই তোমার যাকে বলে
যক্ষের ধন।

নিজেকে প্রথম ভালবেসো মেয়ে, তারপর বেসো অন্যকে
আগে দেখে নিয়ো যা আছে তার সব দেবে তোমার জন্য কে।

বেঁচে থাকা

একটি কফিনের ভেতর যাপন করছি আমি জীবন
আমার সঙ্গে একশো তেলাপোকা
আর কিছু কেঁচো।

যাপন করছি জীবন, যেহেতু যাপন ছাড়া কোনও পরিত্রাণ নেই
যেহেতু তেলাপোকাদেরও যাপন করতে হবে,
কেঁচোগুলোকেও
যেহেতু শ্বাস নিচ্ছি আমি, তেলাপোকা আর কেঁচো
যেহেতু শ্বাস ফেলছি, বেঁচে থাকছি,
বেঁচে থাকছি যেহেতু বেঁচে থাকছি।
একটি কফিনের ভেতর কিছু প্রাণী
পরস্পরের দিকে বড় করুণ চোখে তাকিয়ে আছি
আমরা পরস্পরকে খাচ্ছি পান করছি
এবং নিজেদের জিজ্ঞেস করছি, কী লাভ বেঁচে!

না আমি না তেলাপোকা না কেঁচো
কেউ এর উত্তর জানি না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবার-জল

আস্ফালন করছ রাগে,
প্রতিবেশী দেশ উড়িয়ে দেবে তো বোমায়, সে দাও,
আমাকে খাবার-জল দাও আগে।

মঙ্গলগ্রহে যেতে ইচ্ছে যাও, খাবার-জল দিয়ে যাও
পচা পুকুরের জল খেয়ে আছি, বৃষ্টিজল খাব, বর্ষা এসে নিক,
কুয়োর বা জলের কলের যে জলই মুখে নিই,
জলে আর্সেনিক।

মঙ্গলগ্রহে মঙ্গল হোক তোমার, আরও পারো যদি
আরও গ্রহে যাও
আমার নাম ঠিকানা নাও, নাম ফুল্লরা বিবি
সাকিন হরিণপুর, জেলা ফরিদপুর, দেশ বাংলাদেশ,
গ্রহ পৃথিবী।

AMARBOI.COM

সাবলীল

আমি রাতকে রাত বলি, শর্বরী বলি না।
বলি না কারণ একুশ কোটি বাঙালি রাতকে রাত বলে,
শর্বরী বলে না।

কুয়াশা কুয়াশা করে ভালবাসার কথা, রেখে ঢেকে ঘৃণা
পোষাতে পারি না,
সশব্দে সজোরে যা বলার বলি, যা হয় হোক, রাস্তায় পড়ে
থাকবে লাশ থাকুক,
এসবে আর যে করে করুক, বাঙালিই পরোয়া করে না।
যে ভাষায় দুঃখ সুখের কথা বলে তারা
ভাব বা অভাবের কথা,
যে ভাষায় যুদ্ধ বা সংগ্রামের কথা বলে
যে ভাষায় শান্তি স্বস্তির কথা, সে ভাষায় বলি
সংগোপনে যে স্বপ্নটি একুশ কোটি বাঙালি দেখে, সে স্বপ্ন
আমিও দেখি।

আমি সুবিধাকে সুবিধা বলি, সৌকর্য বলি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলি না কারণ একুশ কোটি বাঙালি সুবিধাকে সুবিধা বলে, সৌকর্য বলে না।

মুঠোর মধ্যে আধুলি নিয়ে মুহূর্তে জগতের অধীশ্বর বনে
যেতে পারি,
সকল বৈভব ছেড়ে বৈরাগ্যসাধনে মগ্ন হতে।
সকল নিয়ে সর্বনাশের আশায় বসে থাকা, খড়কুটোর মতো
বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া নির্মোহ জীবন
জীবন তো নয়, শুদ্ধ কবিতা,
একুশ কোটি বাঙালির জীবন একুশ কোটি কবিতা।

শুদ্ধ স্নিগ্ধ সহজ কবিতায় আমি মগ্ন নিমগ্ন
তাই কোমলকে কোমল বলি, শ্লক্ষ্ণ বলি না
বলি না কারণ একুশ কোটি বাঙালি কোমলকে কোমল বলে,
শ্লক্ষ্ণ বলে না।

সুখ

দরিদ্র দেশে দরিদ্র থাকে সুখে,
সুখে থাকে, কারণ জানে না তার কী কী সব পাওয়ার কথা,
অথচ পাচ্ছে না।
তাকে কি অসুখী করবে জানিয়ে কী কী হারাচ্ছে,
কী কী পাচ্ছে না সে
না কি সুখেই থাকতে দেবে, যেমন আছে!

একটিই জীবন মানুষের, এ জীবনে সুখের চেয়ে বড়
অন্য কিছু কী আর!
বিশাল অট্টালিকায় মনমরা বসে থাকে সব-পাওয়া লোক,
আত্মহত্যার জন্য গোপনে বিষ খোঁজে, কড়িকাঠ খোঁজে।
ওদিকে আধপেট পান্তা খেয়ে ন্যাংটো বালক
পাখির একটি ডিম হাতে পেয়ে সুখের হাসি হাসে।
বালকের বরগাদার বাবা পরম সুখে আছে
মাত্র দু' মাইল দূরে বসেছে বলে একটি জলের কল,
বালকের মা সুখী লেবুগাছে লেবুর ফুল ফুটেছে বলে,
এক খাঁচা গোবর কুড়িয়ে
লেপছে সে তার মাটির ঘরখানি।
রাতে টিমটিম করে দাওয়ায় জ্বলে প্রদীপ।
দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ, অমাবস্যায় প্রদীপ,
আর কী চাই বালকের বাবার!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে কি অসুখী করবে বিদ্যুৎ-বাতির কথা বলে?
অসুখে-বিসুখে তার চিকিৎসার অধিকারের কথা বলে!
তাকে কি অসুখী করবে বলে যে-যে ঘরে থাকছে, সে ঘরে নিরাপত্তা নেই,
যে কোনও সময় চোরছ্যাঁচড় সিঁধ কেটে ঢুকে যাবে,
নিয়ে যাবে জমানো এক হাঁড়ি ধান তার, ঝড় বা তুফানে উড়ে যাবে ঘর,
বন্যায় ভেসে যাবে, তাকে কি বলবে যে এর চেয়ে ভাল
দরদালানের কোনও পোক্ত ঘর, বর্ষা বাদলে জল ঝরবে না যে ঘরে,
যে ঘরে আবার বৈদ্যুতিক পাখাও থাকতে পারে,
হাতপাখায় যে সুখ, তার চেয়ে বেশি সুখ সে পাখায়?
তাকে কি বলবে যে মাছ বা মাংস, পাউরুটি, মাখন, পনির,
পুষ্টিকর খাবার—মাস বা বছর গেলে নয়,
প্রতিদিনই জুটতে পারে, জুটছে অন্যের। তার ঘরে কি
একটি টেলিভিশন থাকা জরুরি বলবে,
যেখানে নানা দ্রব্যের বিজ্ঞাপন চোখ কপালে তুলে দেখবে সে,
তাকে কি এসব বলে তার অভাববোধ বাড়াবে,
যে অভাববোধ তাকে নিশ্চিত অসুখী করবে, না কি তাকে
সুখে থাকতে দেবে সে যেমন আছে!
পরনের একটি সুতি শাড়িই বালকের মার।
দু' বছর পর আরেকটি জুটবে,
এ ভেবেই সুখী সে।
তাকে কি বলবে চমৎকার রেশমি শাড়ির কথা,
সোনার অলংকারের কথা,
পরে সে কোনওদিন শহরেও যেতে পারে বায়োস্কোপ দেখতে।
তার পা দুটো কোনওদিন জুতো ছুঁয়ে দেখেনি,
তাকে কি বলবে রঙিন রঙিন জুতোর কথা!
তাকে কি রকমারি প্রসাধনীর গন্ধ শোঁকাবে! নাকি
সুখেই থাকতে দেবে তাকে, যেভাবে আছে সে!
অসুখে অভাবে আধপেটে, যেভাবে ধর্মে, কর্মে, ঝাড়ফুঁকে ধুঁকে, সুখে।
বালক যাচ্ছে আরও বালকের সঙ্গে বিলে ঝাঁপাতে,
গামছায় ট্যাংরা পুঁটি ধরতে, সুখে তিরতির কাঁপে সে।
তাকে কি বলবে জামা জুতো পরে ইশকুলে যাবার কথা
যেন ইশকুল কলেজ পাশ দিয়ে
বড় বড় জজ ব্যারিস্টার হয়!
বালক হাডুডু খেলেই সুখী, তাকে কি
স্বপ্ন দেখাবে কমপিউটারে টুম রাইডার খেলার!
তাকে কি পড়াতে চাও সেই বই
যে বই পড়ে তুমি ভাবছ শিক্ষিত তুমি?
নাকি তাকে তার মতো সভ্য থাকতে দেবে, তার মতো সুখী।
তার মতো গাইতে দেবে তার গান, দেখতে দেবে তার নিজের স্বপ্ন।

শিশুকন্যা

সন্তান কালা হোক খোঁড়া হোক, মায়ের কাছে প্রিয়
সন্তান ভালবাসে হিংস্র বাঘিনীও।
এমন কোনও পশু নেই, এমন কোনও পাখি
শৈশবে যত্নে যার মা দিয়েছে ফাঁকি।
প্রাণীর সংসারে পিতা বলে কোনও স্বজন নেই,
মানুষই করেছে পিতাকে প্রিয়, পিতাকে পরম আত্মীয়।
পাখি-পিতা খায় পাখির ডিম
পশু-পিতা খায় পশু-সন্তান
মানুষ ভাবে মানুষ শ্রেষ্ঠ, মানুষের আছে মান।

মানুষ-পিতা নখরথাবা গুটিয়ে রাখে বটে
এমন ঘটনা ঘটে,
আড়ালে-আবডালে অঙ্গ উচাটন
শিশুকন্যাকে গায়ের জোরে পিতা করে ধর্ষণ।

AMARBOI.COM

পণ

মেয়ের বিয়েতে পণের গ্যাঁড়াকল,
চাষের জমি বিক্রি করে সমীরণ মণ্ডল,
এতে হবে না, আরও চাই। এবার বাড়িঘর বিক্রি হল,
এতেও হয় না আরও
এত চাই চাই মেটাতে পারে না সমীরণ,
বাকিটা আজ নয় কাল দেবে বলে
ঘটিয়ে দিয়েছে বিয়ে।

স্বামীর সংসারে উঠতে বসতে গাল খায় মেয়ে,
উঠতে বসতে কিল চড়, ঝাঁটা
মেয়েটির বাগানে ফুল ঝরে যায়, ফুটে থাকে শুধু কাঁটা
বছর গড়িয়ে যায় সমীরণ, দিচ্ছ না কেন পণ?
এই তো দিচ্ছি সবুর কর, এই তো হয়ে এল,
কিন্তু ওদিকে বেলা তো গেল,
দেরি বলে স্বামী কুপিয়ে মেরেছে মেয়ে।
মুখ বুজে থাকে সমীরণ, মাথা নত শরমে।

আজ আছ তো কাল নেই

যে মানুষই জন্ম নিচ্ছে, একটি সত্যই সামনে তার, মৃত্যু।
মৃত্যু আছে বলেই জীবন এমন সুন্দর,
অথবা মৃত্যু আছে বলেই এত অর্থহীন।

খাও দাও নাচো গাও, যতদিন বেঁচে আছ স্ফূর্তি করো,
পান করো জীবনের রস
নাও যা পেয়ে যাও, সুখ হলে সুখ, দুঃখ হলে দুঃখ।

আজ আছ তো কাল নেই, যদি দুঃখ জোটে জুটুক
দুঃখ কি সহজ অর্জন করা! বড় শ্রম ও নিষ্ঠার ফসল
আলগোছে ঘরে তোলো, বড় যত্নে বুকে পোষো
সুখ যে কেউ পারে নিতে, দুঃখ নয়,
দুঃখ পেতে হলে হৃদয় চাই, কোমল কুমারী হৃদয়।

আমার মনুষ্যত্ব

নিজের মাকে কখনও বলিনি ভালবাসি
অন্যের মাকে বলেছি,
নিজের মা'র কোনও অসুখ কোনওদিন সারাইনি,
অন্যের মা'র সারিয়েছি।
নিজের মা'র জন্য কাঁদিনি, অন্যের মা'র কষ্টে কেঁদেছি।
এই করে করে জগতের কাছে উদার হয়েছি।
তার পাশে কখনও বসিনি, যে ডাকত
একটি হাত ভুলেও কখনও রাখিনি তার হাতে,
একটি চোখ কখনও ফেলিনি সেই চোখে।

সবচেয়ে বেশি যে ভালবাসত, তাকেই বাসিনি
যে বাসেনি, তাকেই দিয়েছি সব, যা ছিল যা না ছিল
এই করে করে মহান হয়েছি,
মানুষের চোখে মানুষ হয়েছি।

AMARBOI.COM

তুমি চাও অথচ চাও না

সাঁতার কাটতে যেতে চাইছ আবার বলছ,
জল তোমার সয় না
আসলে সবই তোমার সয়, কিছু কিছু জিনিস না সওয়ানোর
শখ তোমার
কারও টাকাকড়ির শখ থাকে , কারও বাড়ির গাড়ির নারীর...
তোমার শখ অন্যরকম, এ সয় তো ও সয় না
দুধ সয়, দই সয় না
মাছি সয়, মশা সয় না।
আমাকে কখনও সয়, কখনও না।
ভালবেসে জীবন দিয়ে দিলে এক পূর্ণিমায়, তারপর
পুরো কৃষ্ণপক্ষ জুড়ে
দিয়ে দেওয়া জীবনটির জন্য
তোমার মায়া হতে থাকে, ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে,
টাপুর টুপুর বৃষ্টি এলে
ইচ্ছেটি ঝমঝমিয়ে বাড়ে।

চাঁদ সয়, সূর্য সয় না, মাছ সয়, মাংস না
ভেড়া সয় তো গরু না
আসলে কিন্তু সবই সয় তোমার, মানুষের মতো সর্বভুক
কে আছে আর!
মানুষের জল যেমন সয়, আগুনও তেমন।
আমাকেও সইত তোমার, সওয়াতে ইচ্ছে করতে যদি
একদিন ইচ্ছে করে যদি, আরেক দিন করে না
একদিন নৌকো চড়লে, আরেক দিন ঘোড়া—
দু'টোতে দু' রকম সুখ।
এ আর এমন আশ্চর্য কী যে একশো রকম সুখের শখ তোমার।
আমাকে চাও অথচ চাও না
চাও না যেদিন বলে দিলে সাফ সাফ, মনে মনে খুব ভাল জানো যে চাও
বর্ষায় দু' কূল উপচে উঠছে আর তখন ফিরিয়ে নেওয়া
জীবনটি নতুন করে দিতে চাইছ,
এবার আর পুরোটা নয়, আধখানা।
দেওয়া আধখানার জন্য তারপর মন কেমন করে তোমার,
রাখা আধখানার জন্যও।
রাখা আধখানা দিতে চাও, দেওয়া আধখানা নিতে
আর আমি যখন আমার জীবনখানা জলের মতো তোমার
কাদামাখা হাতে উপুড় করে দিলাম,
আলগোছে তুলে রাখা হৃদয়ও

জীবনটুকু খেলে তুমি, হৃদয় ফেলে দিলে।

হৃদয় ফেরত পেতে ব্যাকুল ঘুরছ এখন
এটি ছাড়া আমার সহায় কিছু নেই জেনেও এটি তোমার চাই
পুরোটা না হলেও আধখানা চাই,
আধখানা না হলেও সামান্য
এক চিমটি হলেও।

ফুলন দেবী

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ফুলন দেবী হতে
ফুলন দেবী কি যে-সে হতে পারে!
কত সহস্র ধর্ষিতা নারী মুখে কুলুপ এঁটে আছে,
ধর্ষকের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মাথা নুইয়ে,
কত লক্ষ ধর্ষিতার নাশ হয়ে গেছে স্বপ্ন!
কত কোটি ধর্ষিতা গলায় দড়ি দিচ্ছে,
কেউ কি ফুলন দেবীর মতো পারে! কেবল ফুলন দেবীই পারে।

এই সভ্য সমাজে তোমাকে মোটেও মানায়নি ফুলন,
ওখানে ওই চম্বলের বনেই
তুমি ছিলে তুমি
ওখানেই ফুটেছিলে গন্ধরাজের মতো
ওখানেই ছিলে দেবী।
যেই কি না সভ্য হতে গেছ, হাতে চুড়ি পরে, রঙিন শাড়িতে জড়িয়ে শরীর
আর সব কুলবধূর মতো
লজ্জাশীলা বিনোদিনীর মতো, যে কোনও মালবিকা তমালিকার মতো—
দেবিত্ব ঘুচে গেছে সেই তখনই। সভ্যতার কালি গায়ে মেখে
তুমি সর্বনাশ করেছ তোমার।

AMARBOI.COM

ন' বছর বয়সি ছেলেটি

ন' বছরের ছেলেটি ঘরের মেঝেতে বসে রেল রেল
খেলেনি কোনওদিন,
তাকে কেউ দেয়নি কোনওদিন কোনও খেলনা রেলগাড়ি,
রেলের লেজের কিনারে চাবি, সেটি ঘোরালেই রেল যায়
লাইন ধরে এমন খেলনা।
গাড়ি বনবাদাড় পেরোতে পেরোতে পুঁ ঝিকঝিক শব্দ
তোলে এমন খেলনা।

ন' বছরের ছেলেটি কমলাপুর ইসটিশনে দাঁড়িয়ে
অপেক্ষা করে সত্যিকারের রেলগাড়ির।
রেল এসে দাঁড়াতেই ছেলেটি দৌড়ে যায় ভারী বোঝাঅলা
কোট প্যান্ট টাই পরা যাত্রীর দিকে,
কাতর মিনতি বোঝাটি যেন বইতে দেওয়া হয় তাকে।
দেড় কি দু' মণ ওজন মাথায় নিয়ে ছেলেটি হাঁটে,
তলে থেঁতলে যেতে থাকে,
তবু সে হাঁটে,
ইসটিশন পার হয়ে রিকশার পা দানিতে দেড় কি দু' মণ
নামালে কোট প্যান্ট টাই
ঠিক দু' টাকাই দেয় ছেলেটিকে,
টাকা শার্টের পকেটে গুঁজে ছেলে নতুন যাত্রীর দিকে
আবার দৌড়োয়।

সন্ধে পার হলে কুড়ি টাকা উপার্জন রফিকের
এ টাকায় চাল ডাল কিনে বস্তিতে ফেরে সে
পঙ্গু একটি মা আর মায়ের পাঁচটি কাচ্চা বাচ্চা বসে আছে
গোল গোল চোখ করে রফিকের অপেক্ষায়,
ডাল ভাত রাঁধা হলে গোগ্রাসে খায় সাতটি অভুক্ত প্রাণী।

সকালে বই খাতা হাতে উঁচু দালানের ছেলেরা
সাদা সাদা জামা জুতো পরে
যখন যেতে থাকে ইসকুলে,
রফিক হাঁটে কমলাপুর ইসটিশনের দিকে খালি পায়,
ছেঁড়া শার্ট, ময়লা হাফপ্যান্ট গায়ে
তার বড় ইচ্ছে করে একদিন দেখে সে
ইশকুল দেখতে কেমন,
ইচ্ছে করে একদিন কোনও একটি বইয়ের গন্ধ শোঁকে সে,
স্বরে-অ স্বরে-আ

AMARBOI.COM

গলা ছেড়ে পড়ে
ইচ্ছে করে একদিন খাতা খুলে সাদা পৃষ্ঠায় লেখে সেও,
লেখে এক দুই তিন চার
একদিন কোনও একদিন...

রফিসের বয়স ন'দু'গুণে আঠারো হয়,
বস্তার ওজন বেড়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ হয়, বস্তি ঘিঞ্জি হয় চতুর্গুণ,
কেবল সেই একদিনটি রফিকের জীবনে আসে না কোনওদিন।

বাহান্ন থেকে একাত্তর

চোখ মেলে প্রথম দেখে মুখ বাঁধা,
একদল কুচুটে লোক চোখ রাঙাচ্ছে, গাল দিচ্ছে
বাহান্নয় প্রথম তারা মুখের বাঁধন খুলে চিৎকার করেছে,
যেই না চিৎকার অমনি
লোমশ লোমশ থাবা ধরেছে গলা চেপে
এরপর তো চোখ মেলে দেখলই তারা বন্দি,
হাতে পায়ে শেকল
তবু শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়িয়েছিল
শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিল পথে, পথ ভেসে গেছে
বুকের রক্তে
সেই রক্তাক্ত পথই ছিল তাদের ঠিকানা।
একাত্তরে তারা চেতনার চূড়ান্ত শিখরে
একাত্তরে তারা যেমন হৃদয়বান, তেমন আগুন
একাত্তরে হিংস্র লোকের হিংস্রতা থেকে
মুক্ত করল নিজেদের
এরপর ধস

এরপর ধস নেমেছে একটি জাতির জীবনে
ক্ষুদ্র স্বার্থে নিমগ্ন এক-একটি হৃদয়বান মানুষ, এক-একটি
জ্যোতির্ময় আগুন,
এক-একটি সম্ভাবনার বিনাশ।
নিজেরাই নিজেদের পুড়িয়ে ছাই করেছে,
বাহান্ন থেকে একাত্তর, এই কুড়ি বছর যাপন করেই তারা
আবার আগের মতো বন্দি,
নিজেরাই নিজের পথ ভাসায় নিজেদের রক্তে।
নিজেদের শেকলে নিজেরা বাঁধা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেরাই কুলুপ এঁটেছে নিজেদের মুখে।
নিজেরাই নিজেদের চেতনার ঘরে ঢুকিয়েছে কালসাপ।

দুর্নীতি

সমাজের একশো রীতি
ঢংএর একশো রীতি
পালনেই গেছে যতটা বয়স ছিল তার চেয়ে বেশি।

শিখেছি নীতির কথা, একশো নীতি
ঘর থেকে বেরোলেই বোধিবৃক্ষ
তলে পড়ে থাকে পচা নীতি, ঝুলে থাকে
পাকা টসটসে দুর্নীতি
লোক ধায়,
হন্যে হয়ে দুর্নীতি পেড়ে খায়।

AMARBOI.COM

উত্তরের দেশগুলো

বরফের তলে পড়ে থেকে ত্বক হয়েছে মেলানিনহীন,
খড়ের রংয়ের মতো চুল,
পেয়েছে বুনো বেড়ালের চোখের মণি,
যেন অন্ধকারে দেখতে পায় বুনো শুয়োর,
ধারালো দাঁতে-নখে ছিঁড়তে পায়।
বর্বর জলদস্যুর দল এদেশে ওদেশে আচমকা উদয় হয়ে
হত্যা করেছে মানুষ
পুড়িয়েছে ঘর, ভেঙেছে মন্দির,
লুট করেছে সোনাদানা হিরে।
জলদস্যুদের যখন অক্ষরজ্ঞান নেই, ভারত তখন
বিশাল বিশাল কাব্য লিখছে,

শিল্পকলায় মগ্ন
ভারতে তখন দর্শন-বর্ষণ।

আজ সেই জলদস্যুদের দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ সেই জলদস্যুদের দেশে
কোনও ক অক্ষর গোমাংস নেই
একটিও মানুষও থাকে না অনাহারে, না-বস্ত্রে, না-বাসস্থানে,
প্রত্যেকেই ধনে মানে উপচানো
আজ সেই জলদস্যুদের দেশ থই থই করে মানবাধিকারে
ভারত রয়েছে পড়ে অন্ধকারে অদ্ভুত অনটনে।
মিশরও হারিয়ে ফেলেছে অতীত গৌরব,
পারস্যদেশ হারিয়েছে তার সব
সভ্যতা গড়িয়ে গিয়েছে জলের মতো দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

দক্ষিণী মানুষ শেকল পরাতে পারেনি সভ্যতার পায়ে,
যত শেকল ছিল নিজেরাই পরেছে শখে।

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন, বিশ্বায়ন বলে চেঁচাচ্ছে কিছু ধনী দেশ।
বিশ্বায়নে লাভ কার? ধনীর ছাড়া আর কার?
ধনীর আরও ধন জুটবে, দরিদ্র যে দরিদ্রই।

আমি স্বপ্ন দেখি দেশে দেশে কাঁটাতার নেই কোনও
পৃথিবীর সম্পদ আর ভূমির বণ্টন হয়েছে সুষম,
কোনও আমার-তোমার নেই, কোনও কলহ কোন্দল নেই
কোথাও গাদাগাদি ভিড় নেই, কোথাও সহস্র একর পড়ে
নেই খালি
স্বপ্ন দেখি, মানুষের আর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের অভাব নেই
মানুষ চাঁদে বেড়াতে যায়, মঙ্গলগ্রহে যায়,
আলোর গতির চেয়ে দ্রুত গতি তুলে যায়
মহাবিশ্বের শুরুতে।
ধর্ম বলে কিছু নেই কোথাও, কোনও রক্তপাত নেই,
কোনও জাতপাত নেই, ঘৃণা নেই
মানুষ ফুল ফোটায়, গান গায়, মানুষ হাসে, মানুষ সুখে থাকে,
মানুষ ভালবাসে,
স্বপ্ন দেখি নারী পুরুষে, কালো সাদায় হলুদ বাদামিতে
কোনও বৈষম্য নেই—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বায়ন বিশ্বায়ন বলে চেঁচায় যারা,
ধন ছাড়া আর কী চায় তারা?
বিশ্বায়নে লাভ কার? ধনীর ছাড়া আর কার?
ধনীর আরও ধন জুটবে, দরিদ্র যে দরিদ্রই।

আমি অন্যরকম বিশ্বায়নের স্বপ্ন দেখি...
আমার বিশ্বায়নে নেই দরিদ্র-শোষণ, নেই সস্তার শ্রম, নেই
লোভ, কাঁড়ি কাঁড়ির লোভ।
আমার বিশ্বায়নে ধনের নয়, আছে মনের বিকাশ।
আছে চেতনার উন্মীলন,
আছে মানববন্ধন, আছে প্রেম।

নমঃশুদ্র

আমি ক্ষুদ্র
নমঃশুদ্র
আমাকে ছুঁসনে তোরা
ছুঁয়ে নোংরা করিসনে হাত,
বড় জাত।

AMARBOI.COM

আমি নারী
পাপাচারী
ছুঁলে নষ্ট হবি নির্ঘাত।

দু'বেলা আমার চাই ভাত,
আমার পাকা ধানে মই দিসনে তোরা
তোরা বড় বড় ঘোড়া,
খিদে লাগলে অন্ন কেন, জাত খা না,
করেছে কে মানা?

তোরা ব্রাহ্মণ, তোরা ক্ষত্রিয়, তোরা বৈশ্য
তোরা বড় জাত, আমি ছোট জাত, অস্পৃশ্য
তোরা আকাশে, আমি পাতালে
তোরা ভুলে যাস ভাই পাতালে
আমি কাদাজলে তোরা চাতালে।

তোরা ভাল জাত, তোরা বড় জাত
আমি ইতর গিধড় বন্য
তোরা জ্ঞানী গুণী, মান্য গণ্য
তোরা মহীয়ান, তোরা ভগবান,
আমি মানুষের মতো দেখতে, আসলে মানুষ নই
তোরা মানুষের জাত,
দিসনে আমার পাকা ধানে কোনও মই।

পদ্মপাতা, তুমি ভাসো

ভাসো, ভেসে থাকো, পদ্মপাতা, ভেসে থাকো
তোমাকে দেখব
ভেসে থেকে সুখ দাও, পদ্মপাতা।
দুঃখগুলোর ওপর আমি ভাসতে চেয়েছি তোমার মতো, পারিনি
ডুবে গেছি।
দুঃখের গভীর জলে একটি সোনার কৌটো, সেই কৌটোর
ভেতর আরেক কৌটো,
সেই আরেক কৌটোয় আরেক কৌটো, খুলে খুলে শেষ
কৌটোয় দেখি এক টুকরো দুঃখই পড়ে আছে।
ভেসে থাকো, পদ্মপাতা
না ধুলো না জল গায়ে মেখে ভাসো,
ভেসে থাকা দেখাও সুখ, সুখ দাও পদ্মপাতা।
পদ্ম ফুটে যাক, ফুটে ঝরে যাক, রূপসীর রূপ হেমন্তের হলুদ
পাতার মতো
তুমি ভেসে থাকো জলে, ঘোলা নষ্ট জলে আবর্জনা জলে।

ভেসে থাকা যে কেউ পারে না, সাততাড়াতাড়ি ডুবে যায়
যারা সুখে থাকে, সুখের অতলে খাবি খেতে খেতে মরে, জানে না
কতটা নির্লিপ্ত হলে ভাসা যায়
না ছোঁয়া যায় মণিমুক্তো, না ধরা যায় তিমি, আকাশের সঙ্গে
কতটুকু সখ্য হলে
কে আছে কী আছে নীচে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ কী কী, খড়কুটো, বাসি
ফুল, কার কী নির্যাস
না ছুঁয়ে না কিছু ভাসা যায়।
নিরুদ্বেগ মেঘের মতো, মেঘেরা যেমন খেলে আকাশের
উঠোনে তেমন পদ্মপাতা খেল তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুঁই না ছুঁই খেলা, ভেসে থাকো,
পদ্মপাতা, ভেসে থাকো, তোমাকে দেখব।

তাসের রাজ্য

খেলতে খেলতে সময় চলে যাচ্ছে
এ সময় কোনওদিন ভুল করে আমার জানালায়
উঁকিও দেবে না জানি
যে যায়, সে যায়।
সময়ের মতো তুমিও আর ফিরে আসো না, সেই যে গেছ।

নির্মাণ করেছি তাসের ঘর আমার তাসের রাজ্যে,
খেলার প্রতিটি জয় আমাকে অর্থহীন সুখ দেয়,
তবু তো দেয়,
তুমিই দাওনি কোনও সুখ।
অর্থহীন জীবনের মতো অর্থহীন খেলা আমার
অর্থহীন খেলতে খেলতে অর্থহীন মৃত্যুর দিকে ঝুঁকছি।

খেলতে খেলতে জীবন ফুরোচ্ছে জানি, এ জীবন
ফুরোলেই কী না ফুরোলেই কী
তুমি তো আর ফিরবে না কোনও সুগন্ধী রজনীগন্ধা হাতে
তুমি তো আর জ্বালবে না আলো ঘোর আঁধার ঘরে
বাতিগুলো এক এক করে নিবিয়েই তো গেছ, সেই যে গেছ।

সেই কবে লোবান জ্বেলেছিলে ঘরে,
কেবল ছাইটুকু পড়ে আছে,
আজও আমি ঝেড়ে ফেলিনি এক কণা ছাই,
তোমার স্পর্শ ছিল লোবানে, কী করে ফেলি,
হোক না সে ছাই!

আমি তো পুড়েছি লোবানের মতো কবেই
সেই ছাইটুকু যখন গেছ সঙ্গে নিয়ে গেছ,
ওটুকু তোমারও তো স্মৃতি, ওটুকুই তোমার আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিউলি বিছানো পথ

শিউলি বিছানো পথে প্রতিদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে
মনে পড়ে তোমাকে
কী ভীষণ ভালবাসতে শিউলি তুমি।
একটি ফুলও এখন আর হাতে নিই না আমি,
বড় দুর্গন্ধ ফুলে।
আমি হাঁটছি, হেঁটে যাচ্ছি, কিন্তু হেঁটে কোথাও পৌঁছচ্ছি না।
কোথাও পৌঁছব বলে আমি আর পথ চলি না। কোনও
গন্তব্য, আগে যেমন ছিল, নেই।
অপ্রকৃতিস্থের মতো দক্ষিণে উত্তরে পুবে পশ্চিমে হাঁটি,
হাঁটতে হাঁটতে
অবশেষে কোথাও ফিরি না আমি।
এখন তো কোথাও কেউ আর আমার জন্য
অপেক্ষা করে নেই।
এখন তো এমন কোনও কড়া নেই যে নাড়ব আর
ভেতর থেকে তুমি খুলে দেবে দরজা।
এখন তো কেউ আমাকে বুকে টেনে নেবে না
সে আমি যেখান থেকেই ফিরি
শুঁড়িখানা থেকে কি বেশ্যাবাড়ি থেকে কি নর্দমা থেকে কি
চুরি ডাকাতি করে কি মানুষ খুন করে।

শিউলি বিছানো পথে প্রতিদিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে
মনে পড়ে তোমাকে
কী ভীষণ ভালবাসতে তুমি শিউলি।
ফুলগুলো আমি পায়ে পিষে পিষে হাঁটি। তুমি ভালবাসতে
এমন কিছু ফুটে আছে কোথাও দেখলে বড়
রাগ হয় আমার।
গোলাপ কি রজনীগন্ধা কি দোলনচাপা কি আমি।
এদের আমি দশ নখে ছিঁড়ি,
দাঁতে কাটি, আগুনে পোড়াই। তুমিই যদি নেই,
এদের আর থাকা কেন!
তুমি ছিলে বলেই না গোলাপে সুগন্ধ হত,
তুমি ছিলে বলেই এক একটি সূর্যোদয় থেকে কণা কণা স্বপ্ন
বিচ্ছুরিত হত,
তুমি ছিলে বলেই বৃষ্টির বিকেলগুলোয় প্রকৃতির আঙুলে
সেতার এত চমৎকার বাজত।
তুমি নেই, বৃষ্টি আর পায়ে কোনও নূপুর পরে না,
স্নান সেরে রুপোলি চাদরে গা ঢেকে

AMARBOI.COM

আকাশে চুল মেলে দিয়ে আগের মতো
চাঁদও আর গল্প শোনায় না।
তুমি নেই, কোনও গন্তব্যও নেই আমার। কোনও কড়া নেই,
কোনও দরজা
হেঁটে হেঁটে জীবন পার করি। কাঁধের ওপর
বিশাল পাহাড়ের মতো তোমার না থাকা।
গায়ে পেঁচিয়ে আছে তোমার না থাকার হাঁ-মুখো অজগর
পায়ের তলায় তোমার না থাকার সাহারা,
পুবে পশ্চিমে দক্ষিণে উত্তরে হাঁটছি আমি, আমার সঙ্গে
হাঁটছে বিকট তোমার না-থাকা।

যত হাঁটি দেখি পথগুলো তত শিউলি ছাওয়া
তুমি সে যে কী ভালবাসতে শিউলি
কী দরকার আর শিউলি ফুটে, যদি তুমিই নেই!
কী দরকার আর ফুলের সুগন্ধের, তুমিই যদি নেই!

কী দরকার আমার!

AMARBOI.COM

খালি খালি লাগে

সেই যে গেলে, জন্মের মতো গেলে
ঘর দোর ফেলে।
আমাকে একলা রেখে বিজন বনবাসে
কে এখন ভালবাসে,
তুমি নেই, কেউ নেই পাশে।

কে এখন দেখে রাখে তোমার বাগান
তুমিহীন রোদ্দুরে গা কারা পোহায়
কে গায় গান পূর্ণিমায়
তুমিহীন ঘরটিতে কি জানি কে ঘুমোয় কে জাগে।
জীবন যায়, যেতে থাকে,
যেখানেই যাই যে পথে বা যে বাঁকে দাঁড়াই
যে ঘাটে বা যে হাটে, বড় খালি খালি লাগে।

তোমার শরীর, তুমি নেই

একটু সরে শোও, পাশে একটু জায়গা দাও আমাকে শোবার
কত কথা জমে আছে
কত স্পর্শ
কত মৌনতা, মুগ্ধতা।
সেই সব সুদুর পারের কথা শোনাব তোমাকে
শুনতে শুনতে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে,
কয়েক ফোঁটা কষ্ট তোমার উদাস দু' চোখে বসবে।
শুনতে শুনতে হাসবে, হাসতে হাসতে চোখে জল।
ভেবেছিলাম রোদেলা দুপুরে সাঁতার কাটব হাঁসপুকুরে,
পূর্ণিমায় ভিজব, নাচব গাইব।
ভেবেছিলাম যে কথা কোনওদিন বলিনি তোমাকে, বলব।

এখন ডাকলেও চোখ খোল না
স্পর্শ করলেও কাঁপো না,
এখন এপার ওপার কোনও পারের গল্পই
তোমাকে ফেরায় না
নাগালের ভেতর তোমার শরীর, তুমি নেই।

AMARBOI.COM

যদি হত

এরকম যদি হত তুমি আছ কোথাও,
কোথাও না কোথাও আছ,
একদিন দেখা হবে,
একদিন চাঁদের আলোয় ভিজে ভিজে গল্প হবে অনেক,
যে কথাটি বলা হয়নি, হবে
যে কোনও একদিন দেখা হবে, যে স্পর্শটি করা হয়নি, হবে
আজ হতে পারে, পরশু, অথবা কুড়ি বছর পর,
যে চুমুটি খাওয়া হয়নি, হবে

অথবা দেখা হবে না, কুড়ি কেটে যাচ্ছে, দু' কুড়িও
তুমি আছ কোথাও, ভাবা যেত তুমি হাঁটছ বাগানে,
গন্ধরাজের গন্ধ নিচ্ছ
গোলাপের গোড়ায় জল দিচ্ছ, কামিনীর গা থেকে
আলগোছে সরিয়ে নিচ্ছ মাধবীলতা,

অথবা স্নান করছ, খোঁপা করছ, দু'-এক কলি গাইছ কিছু
অথবা শুয়ে আছ, দক্ষিণের জানালায় এক ঝাঁক হাওয়া নিয়ে
বসেছে লাল-ঠোঁট পাখি,
অথবা ভাবছ আমাকে, পুরনো চিঠিগুলো ছুঁয়ে দেখছ,
ছবিগুলো,
গা-পোড়া রোদ্দুর আর কোথাকার কোন ঘন মেঘ
চোখে বৃষ্টি ঝরাচ্ছে তোমার...
অথবা ভাবা যেত
আমি বলে কেউ কোনওদিন কোথাও ছিলাম
তুমি ভুলে গেছ,
তবু ভাবা তো যেত।

ঠিক তাই তাই চাই

একটি চমৎকার বাগানঅলা বাড়ির বড় শখ ছিল আমার,
ব্যক্তিগত গাড়ির, এমনকী জাহাজেরও, জলে ভাসার-ওড়ার।
ভালবাসার কারও সঙ্গে নিত্য সংসারের,
আমার সাধ্যের মধ্যে যদিও এখন সব, আমার সাধ্যের মধ্যে
এখন আমার সুখী হওয়া,
সুখকে বিষম ঘেন্না এখন
আমি এখন আমার জন্য এমন কিছু চাই না
যা দেখলে আনন্দ হত তোমার—
আমার আর ইচ্ছে করে না সমুদ্রের সামনে দাঁড়াতে,
তুমি ইচ্ছে করেছিলে
একদিন দাঁড়াবে।
তুমি কিছু হারাচ্ছ না, এই দেখ আমার সারা গায়ে ক্ষত,
স্মৃতির তল থেকে তুলে আনছি মুঠো মুঠো অচেতন মন,
অমল বৃষ্টি থেকে রংধনু থেকে চোখ সরিয়ে রাখি,
এই স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসে
ঠিক তাই তাই চাই, যা দেখলে কষ্ট পেতে, বেঁচে থাকায়
ছোবল দিত কালনাগিনী,
আমি অসুস্থ হতে চাই প্রতিদিনই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল

কী দেবে দাও, এক্ষুনি দাও
কালের জন্য তুলে রেখো না
প্রতিটি আগামী মুহূর্তে অতীত হয়ে যাচ্ছে।
প্রতিটি ফুলই ঝরে যায়, প্রতিটি পাতাই
প্রতিটি মানুষ
একদিন আমি, একদিন তুমি।

হৃদয় দিতে চাইলে দাও
না চাইলে সেও দাও, না চাওয়াটি দাও।

কালের জন্য আমি কিছু রেখে দিই না,
আজ যদি ইচ্ছে করে দিতে, আজই দিই
তুমি না চাইতেই যা কিছু আছে দিচ্ছি
না চাইতেই আমার যশ বিত্ত
না চাইতেই সুচারু শরীর
না চাইতেই হৃদয়।

কী নেবে নাও
কালের জন্য তুলে রেখো না।
কাল হয়তো লুঠ হয়ে যাবে আমার সকল সম্পদ
কাল হয়তো নষ্ট হবে শরীর
ঘুণে খাবে হৃদয়।

কাল হয়তো ঝরে যাবে তুমি, ঝরে যাব আমি।

AMARBOI.COM

দাঁড়াও, সময়

দু' দণ্ড দাঁড়াও, হাতের কাজগুলো সেরে নি
সংসারের ঝামেলাগুলো,
কী এত কাজ? সে বলে শেষ হবে না, অনেক।

সে বলে শেষ হবে না, বরং অপেক্ষা করো।
তোমার সঙ্গে ঠিকই যাব ওখানে, ওখানে উৎসব হচ্ছে জানি,
ওখানে আকাশ তার লাজুক মুখ লুকোচ্ছে জলে,
ওখানে লজ্জাবতীর শরীর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবগুলো রং তুলে
বিষম নাচছে প্রজাপতি
পাড়ার ফুলেশ্বরীর মতো দৌড়ে যাচ্ছে গঙ্গা পদ্মা চুল উড়িয়ে
ওখানে সমুদ্র দু' হাত বাড়িয়ে আছে উতল হাওয়ার দিকে
পাহাড়গুলো এক একটি দুষ্টু ঈশ্বরের মতো
গাঙচিলগুলো অপ্সরীর পালক
সময়, তুমি অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

শরতের গ্রাম

ফসল তোলা সারা,
গরু ভেড়ার শীতের সঞ্চয়ও জড়ো করা সারা
মেশিনগুলো ঝিমোচ্ছে, নিঝুম সারা পাড়া
কৃষকের কোনও কাজ নেই টেলিভিশনের বোতাম টেপা
ছাড়া
কমপিউটারের ইঁদুর হাতে নিয়ে বসে থাকা ভদ্র বেড়াল
কোথাও যেতে ইচ্ছে, ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়ানো আঙিনায়
প্রায় উড়ে কাছে কিংবা দূরে
চিড়িয়াখানায়, জাদুঘরে, গানের নাচের উৎসবে চলে যায়।

শরতের আকাশে মেঘবালিকারা ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতে নেমেছে,
পাতায় পাতায় লাল হলুদ রং, ঘাসের বিছানা টুপটাপ ঝরছে
আপেলে লাল হয়ে আছে মাঠ,

আসছে বুধবার।
শরৎ ছাপিয়ে কৃষকের মনে হয় এই বুঝি শীত এল, এই বুঝি
বরফে ঢেকে গেল সমস্ত সবুজ,
আকাশ আকাশ অন্ধকার
হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাথায় আর
না বন্ধু না প্রতিবেশী, মোমের আলোয় একা বসে
মাখনে ভাজা শূকর খেতে খেতে
ফুরোচ্ছে বোতল বোতল আঙুরের রস।
এত মান, এত যশ তবু এই স্বর্গকেও কৃষকের মনে হয়
স্বর্গ নয়,
স্বর্গ অন্য কোথাও, অন্য কোনও সূর্যালোকের দেশে
ওদিকে অন্য দেশে অন্য কৃষকেরা লাঙলে জমি চাষ করে
খালি পায়ে খালি গায়ে রোদে পুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ফেরে, খিদে পেটে নুন-ভাত গিলে
ছারপোকা ভরা চট পেতে শোয়
আকাশের তারার মতো দু'-একটি স্বপ্ন ঝিকমিক করে
নাগালের অনেক দূরে।
ভোর হলে শীর্ণ গরুদের তাড়িয়ে নেয় খেতে,
হাতে হাতে বুনতে হয় ধান, হাতেই কাটতে হয়,
বইতে হয় কাঁধে,
ঘামে ভেজা তামাটে কাঁধে,
সারাবছর শস্য ফলিয়েও দু' বেলা পায় না খেতে।

স্মৃতিরা পোহায় রোদ্দুর

কেউ আর রোদে দিচ্ছে না লেপ কাঁথা তোশক বালিশ
পোকা ধরা চাল ডাল, আমের আচার
দড়িতে ঝুলছে না কারও ভেজা শাড়ি, শায়া
একটি সাদা বেড়াল বাদামি রঙের কুকুরের পাশে শুয়ে
মোজা পরা কবুতরের ওড়াউড়ি দেখছে না,
কেউ স্নান করছে না জলচৌকিতে বসে
তোলা জলে।
কোনও কিশোরী জিভে শব্দ করে খাচ্ছে না
নুন লঙ্কা মাখা তেঁতুল
চুলোর পাড়ে বসে কেউ ফুঁকনি ফুঁকছে না, টগবগ শব্দে
বিরুই চালের ভাত ফুটছে না,
কেউ ঝালপিঠে খাবার বায়না ধরছে না কারও কাছে,
উঠোনে কেবল দুই পা মেলে স্মৃতিরা পোহাচ্ছে রোদ্দুর।

ঘাসগুলো বড় হতে হতে সিঁড়ির মাথা ছুঁয়েছে,
একটি পেয়ারাও নেই, একটি ডালিমও,
নারকেলের শুকনো ফুল ঝরে গেছে,
লেবুতলায় কালো কালো মৈসাপের বাসা,
জামগাছের বাকল জুড়ে
বসে আছে লক্ষ বিচ্ছু,
কেউ নেই, স্মৃতিরাই কেবল পোহায় রোদ্দুর।

AMARBOI.COM

বৃষ্টিতে ভিজছে হৃদয়

টিনের চালে রিমঝিম শব্দ হলে ঝাঁপিয়ে নামতাম উঠোনে
ভিজতে ভিজতে ঝড়ে পড়া আম কুড়োতাম—সে
ছোটবেলায়।
বড়বেলায় বৃষ্টি হলে ঝাঁপিয়ে নামার কোনও উঠোন নেই
জানালায় একা বসে বৃষ্টিতে হৃদয় ভেজাই।
জল নয়, টুপটাপ স্মৃতি পড়ে
স্মৃতিতে ভাসতে থাকে জীবন, জীবনের নিকোনো উঠোন।
মনে মনে সে উঠোনে নেমে কড়া কড়া আম কুড়োনোর মতো
অগুনতি দুঃখ কুড়োই
কুড়োতে কুড়োতে দু' হাতে কুলোয় না, উপচে পড়ে আঁচল,
ভেজা হৃদয়।

ভালবাসা

ভালবাসা এমন করে কোথায় নেবে
নিতে নিতে, নিতে নিতে
সাত সমুদ্র পার করেছে,
আর কত!
এখনও তো পাইনি কোনও
পুরুষ কিংবা নারী আমার
মন মতো।

ভালবাসা আর কতদূর?
ভিড়ভাট্টার অলিগলি, চা-র দোকান আর থিয়েটার
এই বাড়ি আর সেই বাড়ি, ব্রহ্মপুত্র নদের পার
সব খুঁজেছি, শহর ছেড়ে বিষ্ণুপুর, নিঝুম গ্রামের একলা পথও
যাকে চাইছি সে জোটে না
ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ের 'পর সেই লোকটি যাকে না চাই
মানে না আমার একটি মতও।
আমার কি আর অঢেল সময় লোক নাচাই!

ভালবাসা পাই বা না পাই
দিতে হবে যে করে হোক, এমন দাবি
ওরেব্বাস, চাষ করি যে উপচে পড়ছে বিলিয়ে যাব?

AMARBOI.COM

সটকে পড় উটকো লোক, একটু যেটুক অবশিষ্ট
নিজের জন্য রাখব আমি
বাদ দিয়েছি পাওয়ার আশা পেলে পেলাম না পেলে নাই
হা-পিত্যেশে কার কী লাভ!

ভালবাসা নিতে নিতে কোথায় নেবে আর?
কে জানে কারও সঙ্গে কি না আদৌ হবে ভাব
হলেও জানি থেকেই যায় শখের বীণায় একটি তারের
অভাব।

এটুক যেটুক অবশিষ্ট, নিজের জন্য রাখাই ভাল
লোকে না হয় চমকাল
তন্ন তন্ন খুঁজে শেষে পাওয়ার আশা বাতিল করে নিজের
দিকে মুখ ফেরালাম,
আমার যেটুক আমার থাকুক, এই ভাল,
নাহয় শুভাকাঙ্ক্ষীগণ একটুকানি ধমকাল।

সবাই, সবকিছু এখন স্মৃতি

AMARBOI.COM

যাদের সঙ্গে খোলা মাঠে গোলাপপদ্ম খেলেছি তারা এখন
স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়
সবচেয়ে আপন যে বন্ধু ছিল, কথা ছিল চোখের আড়াল
হব না কেউ কারও,
ভরদুপুরে সন্ধের অন্ধকার আচমকা বাদুরের মতো ঝুলে
থাকে,
যখন সেই মুখটি মনে করি।

সেই মাঠ, সেই কড়ইতলা, ব্রহ্মপুত্র নদ, কাশফুলে ঢাকা
নদের ওপার—সবই স্মৃতি
লাল সাদা বাড়িগুলো, লিচুগাছগুলো, ভোরবেলা পাশের
বাড়ি থেকে ভেসে আসা
রবীন্দ্রসঙ্গীত, কাঁঠালিচাপার ঘ্রাণ, সবই—
রাত জেগে গল্পগুলো স্মৃতি, সুখগুলো।
জীবনের তিনভাগ স্মৃতি নিয়ে যাপন করছি বাকি এক ভাগ।
এই এক ভাগে কিছু নেই, ফাঁকা, খাঁ খাঁ

ভালবাসা টালবাসা

বসে থাকো পাশে অথবা মুখোমুখি
চোখে চোখ রাখতে পারো, না রাখলেও চলে
হাতে হাত রাখার কথা হচ্ছে না, কাঁপা আঙুলের কথাও নয়
হাতের ভেতর ভিজে ওঠা স্যাঁতসেঁতে হাত
আর ঢোক গিলে গিলে ভালবাসা টালবাসার কথা তো নয়ই।
বসে থাকো কেবল, চোখ যদি বিরক্ত করে বাদ দাও
দূরেই বসো
এমন দূরে যেন চাইলে তোমাকে দেখি,
তোমার চুল চোখ চিবুক,
তোমার চোখের পাতা কাঁপছে কি না
ভুরুতে ভুরুতে ঠোকর লাগছে কি না
ঠোঁটে গালে লাগছে কি না কামড়—দেখি
যেন দেখি তোমার মতো দেখতে তুমি আছো ওখানে
যেখানে বসে আছো, দূরে কিন্তু তত দূরে নয়
হাতের নাগালে না হোক চোখের নাগালে আছো।
এর চেয়েও দূরে যেতে ইচ্ছে করো যদি যেও
না হয় ছায়াটুকুই রেখে যেও
ছায়ার সঙ্গে রাত কাটাব, আপত্তি কি?
ছায়ার হাতটি হাতে নিয়ে শূন্যে ওড়া
কয়েক লক্ষ তারার সঙ্গে বৌচি খেলা
আর ভোর হল যেই আকাশ থেকে গায়ের ভেতর গা
ধপাস করে পড়া!
চাঁদের আলোয় চুলে চুলে চুমোচুমি হয়,
তবু ভালবাসা টালবাসার কথা ছায়ার সঙ্গে হয় না,
তোমার সঙ্গে তো নয়ই

পারো যদি বসে থেকো পাশে,
পাশে না হোক মুখোমুখি
মুখোমুখি না হোক দূরে
বসতে ইচ্ছে না হয় শুয়ে থেকো, দাঁড়িয়ে থেকো
তবু থেকো।
দূরে গেলেও ফিরে এসো, তবু এসো, থেকো
চোখে না চাও, থেকো
কথা না বলো, থেকো
নৈঃশব্দই থাক, তবু তো সে থাকা, এ তো তোমারই
নৈঃশব্দ।
ভালবাসা টালবাসা ফালতু জিনিস, ওসবে রুচি নেই তোমার
ভাল না বাসো, তবু থাকো।
ঘৃণা যদি করো, করো। তবু থাকো।

AMARBOI.COM

ভাল আছি, ভাল থেকো

কে কোথায় আছে কেমন আছে ভেবে ভেবে
আমার দিন নষ্ট করি, রাত নষ্ট করি।
কারও পিঠে ব্যথা, কারও উদরাময়, কারও রক্তচাপ বেশি,
কারও চোখে ছানি
কারও পেচ্ছাবে গোলমাল, কারও মাথায়
—দুশ্চিন্তার চাদর মোটেও খুলি না গা থেকে।
নিজের দুরারোগ্য ব্যাধির কথা ভুলে যাই, যেন এ কিছু নয়, এ তুষার-তুলো,
এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে,
উষ্ণ স্পর্শে গলে জল হবে।

অথচ মনে মনে ঠিকই জানি
ভেঙে চুর চুর আমার ভেতরবাড়ি
ধসে পড়বে স্মৃতি স্বপ্ন সব নিয়ে হঠাৎ একদিন,
হঠাৎ নিঃশব্দে একদিন
আমার থাকায় না থাকায় না এই জগতের, না সংসারের, না
কোনও মানুষের না আমার
কিছু আসে যায়,
মানুষগুলো বেঁচে থাক,
দুধে ভাতে বেঁচে থাক, মানুষগুলো সুখে থাক,
যত দূরেই থাক
আমার না হয় নাইবা হল, না হয় নাইবা হল দেখা
অসীম আকাশ।

AMARBOI.COM

তৃষ্ণা

বেঁচে থাকলে মনে হয় বেঁচে থাকব অনন্তকাল
অনন্তকাল হাসব খেলব, ঘর বানাব, দোর সাজাব,
কাউকে কাউকে ভালবাসব
সময় তো আছে বাসব'খন,
আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় জল আর কত জলের
চেয়ে বেশি তরল সময়।

জীবন যত না ওঠে, নামে ধাপে ধাপে
বড় হতে হতে, বুড়ো হতে হতে, উচ্চ রক্তচাপে।

নিশ্ছিদ্র জীবনেও অলক্ষে ঢুকে যায়,
হঠাৎ কোনও বেজন্মা মৃত্যু
অনন্তকালের তৃষ্ণা থেকে যায়, অনন্তকাল থেকে যায়।

দিনগুলি রাতগুলি

দিনের কোনও আলো, রাতের কোনও নিবিড় আঁধার
কোনও সুখ কোনও দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না আর।
সূর্য উদয় হয়, অস্ত যায়,
পূর্ণিমা যায় আসে, শুনি
কেবল শুনিই—জন্মান্ধের মতো শুনি।

একটি ঘাসের ডগার পতন
আর একটি জলজ্যান্ত মানুষের—আমাকে একই শোক দেয়।
একই রকম মুহ্যমান থাকি অনাবৃষ্টিতে, বৃষ্টিতে, অতিবৃষ্টিতে
একই রকম মৃত্যুতে, সৃষ্টিতে।

রাতগুলির পাঁজরে দিনগুলি সেঁধিয়ে যাচ্ছে
দিনগুলির মস্তিষ্কের কোষে কোষে রাতগুলি
রাতগুলির রক্তে দিনগুলি
আলাদা করতে পারি না দিনগুলি রাতগুলি
জীবিতকে পারি না মৃত থেকে
মৃতকে জীবিত থেকে।

আমাকে পারি না এক জীবন দুঃখ থেকে।

মৃত্যুভয়

মৃত্যুকে অস্বীকার করতে
নানারকম ঈশ্বরের গল্প ফেঁদেছে মানুষ
পুনর্জন্ম ঘটবে একদিন
অবিনশ্বর আত্মারা যার যার শরীর ফিরে পাবে
একদিন না একদিন।

AMARBOI.COM

মৃত্যুভয়ে মানুষ এতই কাতর, যে করেই হোক সান্ত্বনা চায়,
এই জীবনের পরও
আরও একটি জীবন আছে,
দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘতর জীবন আছে, না ফুরোনো জীবন আছে,
বেঁচে থাকা বুঝি এমন নিমেষে নিঃশেষ হয়!
আরও বেঁচে থাকা আছে
আরও খাদ্য পানীয়, আরও সঙ্গম, আরও সুখ।
এইপারে কষ্ট আছে থাক, ওইপারে রঙ্গ-জাদু,
ওইপারে সর্বসুখ
এই ভেবে পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষ
এ পারের কষ্ট সয়ে যায়,

ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই যার,
একটি স্বল্পায়ু জীবনই সম্বল তার, একটি জীবনই সে পায়
আগাগোড়া যাপন করার,
তাকে সব পেতে দাও যা কিছু সম্ভব পাওয়ার।

AMARBOI.COM

জীবন

এই অস্তিত্ব
চপল চিত্ত, বোঝাই বিত্ত
নিত্য নৃত্য
অদৃশ্য
ভূত-ভবিষ্যৎ অদৃশ্য
রম্য জীবন অদৃশ্য
একপলকে অদৃশ্য

মহাজগতের শখের খেলা
হেলাফেলায় মায়ার মেলা
জীবন-ভেলা
বেলা থাকতেই নিশ্চিহ্ন
এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন
এই নৃত্য, বিত্ত, চিত্ত নিশ্চিহ্ন
ফুঃ মন্ত্রে স্নায়ুতন্ত্র
ছিন্নভিন্ন
নিশ্চিহ্ন

মানুষের জাত

ঈশ্বর ঈশ্বর জপছে মানুষ, ঈশ্বরের জন্য এখনও নির্বিচারে
খুন হচ্ছে নারী পুরুষ
রক্তে ভাসছে রাজপথ অলিগলি, শহর-বন্দর।

কে এই ঈশ্বর, যে কিনা ছ' দিনে তৈরি করেছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড!
যে কিনা সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরায়!
ঈশ্বরকে তো হত্যা করেছে কোপারনিকাস আজ নয়,
সাড়ে চারশো বছর আগে।
পৃথিবী যতবার প্রদক্ষিণ করেছে সূর্য, লাশে ধাক্কা লেগে
ততবার টুকরো হয়েছে ঈশ্বর,
সেই টুকরো লাশও ভস্ম করে দিল
ডারউইনের ভীষণ আগুন।
ঈশ্বর-পোড়া-ছাই-এর একটি কণাও আর কোথাও নেই।
তবে কেন আর রক্তপাত না থাকা ঈশ্বরের নামে!
তবে কেন আর ধ্বংস করা মানুষের তাবৎ সম্ভাবনা।

মানুষ, তোমরা মানুষের কথা ভাবো।

ঈশ্বর-পুজোয় আজ উন্মাদ মানুষ
মন্দির মসজিদ গির্জায় ঢাকা পড়ছে মানুষের মুখ
অন্ধ হচ্ছে চোখ, মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছে বিষাক্ত পোকা
ঘৃণায় ভর করে বুক ফুলোচ্ছে এক একজন ডাকসাইটে
ধার্মিক
তিল পরিমাণ ঈশ্বর নেই কোথাও, পুনর্জন্ম নেই,
শেষ বিচার নেই, স্বর্গ নরক নেই,
মহাজগতে মানুষের চেয়ে মহান কিছু নেই,
তবে কেন পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় মানুষের নিশ্চিহ্ন করা মানুষেরই জাত!

মানুষ, তোমরা মানুষকে ভালবাসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ একদিন ধুম

কেউ কোথাও নেই, কোনও বস্তু নেই, কোনও সময়, কোনও
বায়ু নেই, কোনও জল
চারদিকে একটি জিনিসই শুধু, শূন্যতা তার নাম
সেই অপার শূন্যতার মধ্যে হঠাৎ একদিন ধুম
সেই ধুম থেকে জন্ম হল পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র কিছুর,
আর তক্ষুনি ছিটকে পড়ল দিগ্বিদিকে
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সেইসব একের গায়ে আরেক লেগে
পরমাণু হল,
ধীরে ধীরে বাষ্পের, মাটির, পাথরের পিণ্ড—
পিণ্ডগুলো ভাসতে ভাসতে অসীমের দিকে যাচ্ছে, যাচ্ছেই
কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ, সহস্র কোটি সৌরজগত
যাচ্ছে অসীমের দিকে, যাচ্ছেই।
হয়তো উৎস থেকে টান পড়লে উৎসের দিকে চুপসে যাবে একদিন।

এই মহাবিশ্বের ছোট্ট এক সৌরজগতে একটি ছোট্ট গ্রহ,
পৃথিবী তার নাম।
এই গ্রহের জলে জন্ম হল এককোষী প্রাণী, এককোষী থেকে
প্রকৃতির বিবর্তনে একদিন বহুকোষী
বহুকোষী থেকে বিবর্তনে বিবর্তনে মানুষ
কোনও একদিন মানুষের কোনও চিহ্নও থাকবে না কোথাও, কোনও একদিন
সূর্যের আলো যাবে নিভে,
নিভে যাবার আগে আর সব নক্ষত্রের মতো সূর্যও বিশাল রাক্ষস হয়ে
গিলে ফেলবে পৃথিবীর আপাদমস্তক।

কোনও একদিন চুপসে যাওয়া উৎসে
আবার হয়তো হবে ধুম।
আবার হয়তো ছিটকে পড়া, পৃথিবীর মতো গ্রহ
আর হয়তো জন্মাবে না,
আর হয়তো জন্মাবে না মানুষ নামের কোনও প্রাণী।
প্রকৃতির এই খেলায় মানুষ কেবলই এক পলকের স্মৃতি
প্রকৃতির এই কবিতায় মানুষ একটি জ্বলজ্বলে অক্ষর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রষ্টা

ইতর প্রাণী বানাতে চাও বানাও
চতুর প্রাণী নয়
ইতরের বেলা যত টাকা লাগে নাও,
চতুর ভুলে যাও।

ঈশ্বর আছে থাক
মানুষ চাক বা না চাক
চতুর বানালে ফতুর হবে সে
যাকেই বানানো যাক ভালবেসে বা না বেসে।

হৃদয়

আমার হৃদয় আছে মাথায়, হৃদপিণ্ড বুকে
হৃদপিণ্ড রক্ত ধরে, হৃদয় ধরে স্নায়ু।
কাউকে যদি ভালবাসি, স্নায়ুর কাছে খবর যায়,
স্নায়ুই পাঠায় সুখবরটি সর্বত্র
চোখের তারায় খবর যায়,
হৃদপিণ্ডে খবর যায়
অলিগলির গ্রন্থিতে যায়।
অন্ত্র জানে, বৃহদন্ত্র জানে
মাংসপেশি ত্বক জানে
এমনকী যৌনাঙ্গ জানে...
পুরো শরীর খবর জানে কাউকে আমি ভালবাসি,
যাকে বাসি সেই জানে না।

AMARBOI.COM

বৃক্ষনিধন

বৃক্ষের কাছে ঋণী তুমি,
বৃক্ষের কাছে নত হও
বৃক্ষ দিচ্ছে ফল মূল ছায়া,
বৃক্ষ দিচ্ছে অম্লজান।
বৃক্ষ দিচ্ছে শক্তি তোমাকে,

হাত ভরে নাও বৃক্ষের দান,
বৃক্ষের কাছে ঋণী তুমি,
বৃক্ষনিধন বন্ধ করো, বৃক্ষকে করো মায়া।
বৃক্ষ নেহাত জড়কাঠ নয়, জড়কাঠ নয়, জড়কাঠ নয়,
বৃক্ষেরও আছে প্রাণ।

কণিকার গানগুলি

বিষম মেতে থাকি এরিক ক্ল্যাপটনে
ব্লুজ, জ্যাজ, সোল, কান্ট্রি শেষ করে এসে রক এন রোলে।
ব্রুস স্প্রিন্সটিনের সঙ্গে গাইতে থাকি, নাচি
ট্রেসি চ্যাপম্যানে মন দিই,
ইদানীং কে কী গাইছে, কে কেমন এসব নিয়ে গড়াতে থাকি
ঝকমকে পাথর
গড়াতে গড়াতে শ্বাসকষ্ট হয়, রক্ত শীতল হতে থাকে পশ্চিমী হাওয়ায়,
আমাকে ফিরতে হয় রবীন্দ্রনাথে, কণিকার গানে,
গানগুলি আমাকে বাঁচায়।

AMARBOI.COM

কাঁপন ১১

আর কাঁপি না আগের মতো তীব্র কোনও যৌনতায়
আকাশ দেখি দু' চোখ ভরে অসম্ভব মৌনতায়।

কাঁপন ১২

এত হা-পিত্যেশ বল কীসে
এলি তো সবে চল্লিশে
জীবন বাকি অর্ধেকই, ভালবাসি চল দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপন ১৩

চল্লিশে এসে নারীর শরীর পূর্ণতা পায় বেশি
কুপোকাত করে এক নিমেষেই বিদেশি কি দেশি পেশি।

জয় গোস্বামী

ওই যে যাচ্ছে কাবেরীর স্বামী জয় গোস্বামী
তাকে চিনি আমি।
চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সে কবি
অদ্ভুত সন্ন্যাসী
মনে মনে তাকে ভালবাসি, নাশি।
টাঙানো আছে তার ছবি
তার উদাস উদাস সবই
মনে,
গহন বনে
বসে তাকে ভাবি
একবার যদি পাই তার গোপন ঘরের চাবি।

লোকালয়ে যাব না, জয়,
বড় ভয়।
অরণ্য ঢের ভাল
জমকালো।
পাতায় পাতায় কবিতা ছড়ানো
গানও,
তুমি মানো?
তবে চলে এসো, শুকনো পাতায় শুয়ে কবিতা কবিতা খেলি,
হৃদয় মেলি।

মায়ের কাছে চিঠি

কেমন আছ তুমি? কতদিন, কত সহস্র দিন
তোমাকে দেখি না মা,
কত সহস্র দিন তোমার কণ্ঠ শুনি না,
কত সহস্র দিন কোনও স্পর্শ নেই তোমার।
তুমি ছিলে, কখনও বুঝিনি ছিলে।

যেন তুমি থাকবেই, যতদিন আমি থাকি ততদিন তুমি—
যেন এরকমই কথা ছিল।

আমার সব ইচ্ছে মেটাতে জাদুকরের মতো।
কখন আমার খিদে পাচ্ছে,
কখন তেষ্টা পাচ্ছে,
কী পড়তে চাই,
কী পরতে, কখন খেলতে চাই, ফেলতে চাই,
মেলতে চাই হৃদয়,
আমি বোঝার আগেই বুঝতে তুমি।
সব দিতে হাতের কাছে, পায়ের কাছে,
মুখের কাছে।
থাকতে নেপথ্যে।
তোমাকে চোখের আড়ালে রেখে, মনের আড়ালে রেখে
যত সুখ আছে
নিয়েছি নিজের জন্য।
তোমাকে দেয়নি কিছু কেউ, ভালবাসেনি, আমিও
দিইনি, বাসিনি।
তুমি ছিলে নেপথ্যের মানুষ। তুমি কি মানুষ ছিলে?
মানুষ বলে তো ভাবিনি কোনওদিন,
দাসী ছিলে, দাসীর মতো সুখের জোগান দিতে।
জাদুকরের মতো হাতের কাছে, পায়ের কাছে,
মুখের কাছে যা কিছু চাই দিতে,
না চাইতেই দিতে।
একটি মিষ্টি হাসিও তুমি পাওনি বিনিময়ে,
ছিলে নেপথ্যে, ছিলে জাঁকালো উৎসবের বাইরে
নিমগাছতলে অন্ধকারে, একা।
তুমি কি মানুষ ছিলে! তুমি ছিলে সংসারের খুঁটি,
দাবার ঘুঁটি, মানুষ ছিলে না।
তুমি ফুঁকনি ফোঁকা মেয়ে, ধোঁয়ার আড়ালে ছিলে,
তোমার বেদনার ভার
একাই বইতে তুমি,
তোমার কষ্টে তুমি একাই কেঁদেছ। কেউ ছিল না
তোমাকে স্পর্শ করার, আমিও না।
জাদুকরের মতো সারিয়ে তুলতে অন্যের অসুখ-বিসুখ,
তোমার নিজের অসুখ সারায়নি কেউ,
আমি তো নইই, বরং তোমাকে, তুমি বোঝার আগেই
হত্যা করেছি।
তুমি নেই, হঠাৎ আমি হাড়েমাংসেমজ্জায় টের পাচ্ছি
তুমি নেই। যখন ছিলে, বুঝিনি ছিলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন ছিলে, কেমন ছিলে জানতে চাইনি।
তোমার না থাকার বিশাল পাথরের তলে
চাপা পড়ে আছে আমার দম্ভ।
যে কষ্ট তোমাকে দিয়েছি, সে কষ্ট আমাকেও চেয়েছি দিতে,
পারিনি। কী করে পারব বল!
আমি তো তোমার মতো অত নিঃস্বার্থ নই,
আমি তো তোমার মতো
অত বড় মানুষ নই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ থাকো

(কলকাতা) এবারের কলকাতা ৩৬১ • কলকাতার প্রেম ৩৬২ • মন ৩৬২ • মেয়েটি ৩৬৩ • এসেছি অস্ত যেতে ৩৬৪ • প্রিয় মুখ ৩৬৫ • কলকাতা-কালচার ৩৬৬ • তুষারের ঝড়ে ৩৬৬ • শেষ পর্যন্ত ৩৬৮ • কলকাতা তুই তোর হৃদয় ৩৬৯ • (মৃত্যু) ছিল, নেই ৩৭১ • না-থাকা ৩৭৩ • যেয়ো না ৩৭৩ • তুই কোথায় শেফালি ৩৭৪ • ছিলে ৩৭৫ • ফিরে এসো ৩৭৬ • (প্রেম) শুনছ! ৩৭৭ • দুঃখ ৩৭৮ • রাতগুলো ৩৭৮ • তোমার কী! ৩৭৯ • অভিশাপ ৩৭৯ • চোখ ৩৮০ • আরও প্রেম দিয়ো ৩৮০ • শুয়ে শুয়ে ৩৮১ • এমন ভেঙেচুরে ভাল কেউ বাসেনি আগে ৩৮২ • অকাজ ৩৮৩ • কাঁপন ১৪ ৩৮৪ • কাঁপন ১৫ ৩৮৪ • কাঁপন ১৬ ৩৮৪ • কাঁপন ১৭ ৩৮৪ • কাঁপন ১৮ ৩৮৫ • কাঁপন ১৯ ৩৮৫ • কাঁপন ২০ ৩৮৫ • কাঁপন ২১ ৩৮৫ • নিঃস্ব ৩৮৬ • যেহেতু তুমি, যেহেতু তোমার ৩৮৬ • এ প্রেম নয় ৩৮৭ • যদি বাসোই ৩৮৭ • রাত ৩৮৮ • বাঁচা ৩৮৯ • কোথাও কেউ ৩৮৯ • তোমার জন্য ৩৯০ • যখন নেই, তখন থাকো ৩৯১ • সময় ৩৯১ • ব্যক্তিগত ব্যাপার ৩৯২ • পাখিটা ৩৯৩ • ব্যস্ততা ৩৯৩ • হিসেব ৩৯৩ • কারও কারও জন্য এমন লাগে কেন! ৩৯৪ • জীবনের কথা ৩৯৫ • (মানবতা) শেখো ৩৯৬ • আমেরিকা ৩৯৬ • লজ্জা, ২০০০ ৩৯৮ • লজ্জা, ২০০২ ৩৯৮ • এগারোই সেপ্টেম্বর ৩৯৯ • (নারী) তিন চার পাঁচ ৪০১ • ও মেয়ে, শোনো ৪০১ • পদ্মাবতী ৪০২ • নারী-জন্ম ৪০৩ • মন ওঠো ৪০৪ • ফেস অফ ৪০৪ • নষ্ট মেয়ে ৪০৫ • পারো তো ধর্ষণ করো ৪০৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারের কলকাতা

এবারের কলকাতা আমাকে অনেক দিল
দুয়ো দুয়ো,
ছ্যা ছ্যা,
নিষেধাজ্ঞা,
চুনকালি, জুতো।

কলকাতা কিন্তু গোপনে গোপনে অন্য কিছুও দিয়েছে আমাকে।
জয়িতার জল-জল চোখদুটো
ঋতা-পারমিতার মুগ্ধতা
বিরাট একটি আকাশ দিয়েছে বিরাটিতে
২ রবীন্দ্রপথের বাড়ির খোলা বারান্দাটি আকাশ নয়তো কী!

কলকাতা আমার ভোরগুলো ভরে দিয়েছে লাল গোলাপে
আমার বিকেলগুলোর বেণী খুলে ছড়িয়েছে হাওয়ায়
আলতো স্পর্শ করেছে আমার সন্ধেগুলোর চিবুক
এবারের কলকাতা আমাকে ভালবেসেছে খুব
সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়েই তো চার দিনে চার কোটি চুমু খেল!
মাঝে-মধ্যে কলকাতা একেবারে মায়ের মতো,
ভালবাসছে কিন্তু একবারও বলছে না যে বাসছে, কেবল বাসছে।

ভালবাসে বলেই বুঝি আমি কলকাতা কলকাতা করি!
না বাসলেও, দূর দূর করে যদি তাড়ায়ও
কলকাতার আঁচল ধরে আমি কিন্তু বেয়াদপের মতো দাঁড়িয়েই থাকব,
ঠেলে সরাতে চাইলেও, যা হয় হোক, এক পা সরব না।
ভালবাসতে বুঝি একা সে-ই পারে, আমি পারি না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার প্রেম

তোমাকে তিরিশ-তিরিশ লাগে, অথচ তুমি তেষট্টি
তেষট্টি হও, তিরিশ হও তাতে কার কী এল গেল।
তুমি তুমিই; তেমনই, তোমাকে ঠিক যেমন হলে মানায়।

চোখদুটোর দিকে যখনই তাকাই, মনে হয় ওই চোখ বুঝি দু'হাজার বছর ধরে চিনি
ঠোঁটের দিকে, চিবুকের দিকে, হাত বা হাতের আঙুলের দিকে
তাকাতে নিলেই দেখি চিনি
দু'হাজার কেন, তারও চেয়ে আগে থেকে চিনি।
এত চিনি যে মনে হয় চাইলেই ওগুলো ছুঁতে পারি, যে কোনও সময়,
রাতে, দুপুরে, এমনকী রাতদুপুরেও.
মনে হয় যখন খুশি যা খুশি করতে পারি ওগুলোকে,
রাত জাগাতে পারি—
চিমটি কাটতে পারি, চুমু খেতে পারি, যেন ওগুলো আমার কিছু।

আমার এই মনে হওয়ার দিকে তিরিশ-তিরিশ তুমি
অনেকবার তো তাকিয়েছ, কিছু বলোনি কিন্তু।
যখন একেবারে হাওয়া হয়ে যাব, তখন কেবল
দু'হাত ভরে লাল গোলাপ দিলে,
গোলাপের কোনও আলাদা অর্থ কী করে করি!
গোলাপ তো আজকাল যে কেউ হামেশাই যে কাউকে দিচ্ছে, কেবল দিতে হয় বলেই।
আমি কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম, কিছু বলো কি না
কিছু বলোনি।
মনে মনেও বলো কি না দেখছিলাম,
তা-ও বলোনি।

কেন?
বয়স হলে বুঝি ভালবাসতে নেই?

মন

গাছগুলোকে কেটে মেরে নকশা-কাটা বাড়িগুলো গুঁড়ো করে
ম্যাচবাক্সের মতো এমন বিদঘুটে দালান তুলছিস কেন রে?
তোর হয়েছে কী?
তুই কি স্থাপত্যে স্মৃতিতে শ্রীতে আর তেমন বিশ্বাস করিস না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর বুঝি খুব টাকার দরকার?
এত টাকা দিয়ে তুই কী করবি, কলকাতা?
নিউইয়র্ক হবি?

তোর খুব চাই-চাই বাড়ছে,
কাকে ঠকিয়ে নাম করবি, কী ভাঙিয়ে কী হবি—এই নিয়ে আছিস!
তোর সন্ধের আড্ডাগুলো
তখন মরা মানুষের মতো হাসতে থাকে যখন বোতল থেকে বেরিয়ে আসা দৈত্য ধরতে
হুমড়ি খেয়ে পড়িস আর এর-ওর নামে অর্ধেক রাত খিস্তি করে
যেমন পারিস তেমন করেই দুটো
রবীন্দ্র মেরে দিয়ে টলতে টলতে বাড়ি যাস উপুড় হতে।
তুই কি ভাল আছিস, কলকাতা?
যাহ্ বাজে বকিস নে, ভাল থাকলে কেউ বুঝি এত টাকা-টাকা করে? এত গয়না গড়ায়?

তোর কি এখন আর সময় হয় শিশির ছোঁওয়ার? রামধনু চোখে পড়লে কি
সব ফেলে দাঁড়িয়ে যাস না? কোথাও কি কারও পাশে বসিস, যদি দুঃখ দেখিস?
তোর কি সেই মন এখন আর একটুও নেই?
পকেটে পয়সা নেই, অথচ নিজেকে রাজা-রাজা মনে হওয়ার মন?

AMARBOI.COM

মেয়েটি

মেয়েটি একা,
মেয়েটি অসহ্য রকম একা, এরকমই সে একা,
এরকম নির্লিপ্তি আর জগতের সকল কিছুতে তার নিস্পৃহতা নিয়ে একা,
এভাবেই সে বেঁচে আছে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল নির্বাসনে।
কেবল কলকাতাই তরঙ্গ তোলে মেয়েটির স্থির হয়ে থাকা জলে,
কেবল কলকাতাই তাকে বারবার নদী করে দেয়, কলকাতাই
কানে কানে ভাল থেকো মন্ত্র দেয়। কেবল কলকাতাই।

কলকাতার ধুলোয় কালো হয়ে আছে মেয়েটির শরীর
আর ওদিকে তার মনের চোখের নীচে
যত কালি পড়েছিল, সব কালি শুষে নিয়ে
এই কলকাতাই কেমন ফরসা করে রেখেছে সব কিছু।
দু'জন মিলে এখন জগতের না-দেখা রূপগুলো দেখছে,
না-পাওয়া সুখগুলো পাচ্ছে।
কতরকম অসুখ কলকাতার,
কতরকম নেই-নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনটন
অথচ জাদুর মতো কোত্থেকে যে সে বের করে আনে হিরে-মানিক!
মেয়েটি প্রেমহীন ছিল অনেক বছর,
তাকে, না চাইতেই এক গাদা প্রেম দিয়ে দিল কলকাতা।

এসেছি অস্ত যেতে

পুবে তো জন্মেছিই, পুবেই তো নেচেছি, যৌবন দিয়েছি,
পুবে তো যা ঢালার, ঢেলেইছি
যখন কিছু নেই, যখন কাঁচাপাকা, যখন চোখে ছানি, ধূসর-ধূসর,
যখন খালি-খালি, যখন খাঁ খাঁ—এসেছি অস্ত যেতে পশ্চিমে।

অস্ত যেতে দাও অস্ত যেতে দাও দাও অস্ত যেতে
না দিলে স্পর্শ করো, একটু স্পর্শ করো, স্পর্শ করো একটুখানি
লোমকূপে বুকে
স্পর্শ করো ত্বকের মরচে তুলে ত্বকে, চুমু খাও,
কণ্ঠদেশ চেপে ধরো, মৃত্যুর ইচ্ছেটিকে মেরে ফেলো,
সাততলা থেকে ফেলো! স্বপ্ন দাও, বাঁচাও।

পুবের শাড়ির আঁচলটি বেঁধে রেখে পশ্চিমের ধুতির কোঁচায়
রং আনতে যাব আকাশপারে,
যাবে কেউ? পশ্চিম থেকে পুবে,
দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঘুরে ঘুরে
এই তো যাচ্ছি আনতে উৎসবের রং, আর কারও ইচ্ছে হলে চলো,
কারও ইচ্ছে হলে আকাশদুটোকে মেলাতে, চলো।
মিলে গেলে অস্ত যাব না, ওই অখণ্ড আকাশে আমি অস্ত যাব না,
কাঁটাতার তুলে নিয়ে গোলাপের বাগান করব, অস্ত যাব না,
ভালবাসার চাষ হবে এইপার থেকে ওইপার, দিগন্তপার
সাঁতরে সাঁতরে এক করে দেব গঙ্গা পদ্মা ব্রহ্মপুত্র, অস্ত যাব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় মুখ

আপনার মুখটি দেখলে আপনাকে কলকাতা বলে মনে হয়
আপনি কি জানেন যে মনে হয়?
আপনি কি জানেন যে আপনি খুব অসম্ভব রকম খুব আস্ত রকম কলকাতা?
জানেন না তো! জানলে মুখটি বারবার আপনি ফিরিয়ে নিতেন না।
একটা কথা শুনুন—
আপনার মুখে তাকালে আমি আপনাকে দেখি না, দেখি কলকাতাকে,
কপাল কুঁচকে আছে রোদে, চোখের কিনারে দুর্ভাবনার ভাঁজ,
গালে কালি,
ঠোঁটে বালি,
দৌড়োচ্ছেন আর বিশ্রীরকম ঘামছেন,
অনেকদিন ভাল কোনও খাবার নেই, অনেকদিন মেজে স্নান হয় না,
ঘুম হয় না!

আপনি কি ভেবে বসে আছেন আপনার প্রেমে পড়েছি আমি যেহেতু
আপনাকে আমি কাছে টেনে আনছি, সামনে বসাচ্ছি,
চিবুক ধরে মুখটি তুলছি, তন্ময় তাকিয়ে আছি,
আর আমার চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন জমা হচ্ছে!
আপনার ঠোঁটের দিকে যখন আমি আমার ভেজা ঠোঁটজোড়া এগিয়ে নিচ্ছি,
আপনি কেঁপে উঠছেন সুখে!
আপনি তো জানেন না কেন আমার ঠোঁট বারবার যেতে চাইছে
আপনার ঠোঁটে
গালে
আপনার কপালে
চোখের কিনারে।
কেন আমার আঙুল আপনার মুখটি স্পর্শ করছে, ধীরে ধীরে চুলগুলো গুছিয়ে দিচ্ছে,
কুঁচকে থাকাগুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছে
ভাঁজগুলোকে নিভাঁজ করছে,
ঘাম মুছে দিচ্ছে, কালি বালি সব তুলে নিচ্ছে!
কেন চুমু খাচ্ছি এত মুখটিকে, জানেন না।
আপনি তো জানেন না যখন আপনাকে বলি যে আপনাকে ভালবাসি

আসলে আমি কাকে বাসি ভাল,
জানেন না বলে এখনও আশায় আশায় আছেন।
আহ্, তুমি আশায় থেকো না তো!
কাউকে এমন কাঙালের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখতে ভাল লাগে না,
এত বোকা কেন তুই! কেন দেখিস না যে আমার হাতটি নিয়ে যতবার
অন্য কোথাও রাখতে চাস, আমি রাখি না

এত যে দৃষ্টি আমার সরাতে চাস, আমি যে তবু স্থির থাকি মুখে, মুখেই।
আমি যে পুরো রাত্তির কেবল জেগে কাটিয়ে দিই
পুরো জীবন কাটিয়ে দিতে পারি তোর মুখে চেয়েই, তোর মুখ চেয়েই!

কলকাতা-কালচার

রবীন্দ্রসদনে আজ গান হচ্ছে, নন্দনে বাজাচ্ছে আমজাদ,
শিশির মঞ্চে নাটক হচ্ছে, অ্যাকাডেমিতেও কিছু একটা
কলকাতার গরম গরম কালচার-পাড়ায় দাঁড়িয়ে এখন গরম গরম চা খাও
ইতিউতি দেখ, চেনা মুখ খোঁজো, পেলে মাথাটা ঝাঁকাও,
'এই কী খবর' বলো,
এমনভাবে দাঁড়াও সিঁড়িতে বা গাছটার তলে যেন সকলেই দেখে তোমাকে,
তুমি যে কালচার-পাড়ায় নিয়মিত, দেখে।
তুমি যে দশটা-পাঁচটা করেও কালচার নিয়ে আছ, দেখে
সংসারের সাতরকম ঝামেলা সয়েও কালচারটা যে রেখেছ, দেখে,
যেন তোমার সুতোর কাজের পাঞ্জাবি দেখে, শাড়ির নেশা-নেশা রং দেখে
তোমার গান-গান কবিতা-কবিতা মুখ দেখে
যেন তোমার থিয়েটারি চুল দেখে, ফিল্মি ভাবসাব দেখে
কালচার শালার বাপের বাপ যে তুমি, যেন দেখে।

এমনভাবে হাঁটো কথা বলো যেন দর্শক-শ্রোতারা জেনে যায়
নিদেনপক্ষে একটা অ্যামবাসাডার বা মারুতি তোমার থাকতেও পারে।
এমনভাবে হাসো যেন লোকে বোঝে মনে কোনও দুঃখ নেই তোমার,
যেন বোঝে, তুমি একটা বড়লোকের পাড়ায় বাস করো,
তুমি ওইসব বিচ্ছিরি বস্তিতে বাস করো না,
শহরের দশ লক্ষ মানুষ যেখানে করে।
আরেকটু পা বাড়াও, কারও পাশে ঘন হয়ে দাঁড়াও, মনে মনে চুমু খাও
খেয়ে পুলকে পুরুষ্টু হয়ে বোঝাও যে তুমি ওই দুর্ভাগা দশ লক্ষের কেউ নও।

তুষারের ঝড়ে

হঠাৎ কে যেন আমাকে ছুড়ে দিল এখানে, তুষারের ঝড়ে
যতদূর চোখ যায়, যতদূর যায় না, চোখ ধাঁধানো সাদা, শুধু সাদা, শুধু সাঁ সাঁ
উদ্বাহু নৃত্য চলছে তুষার-কন্যার, শুকনো পাতার মতো আমাকে ওড়াচ্ছে,

পাকে ফেলে খুলে নিচ্ছে গা ঢাকার সবক'টা কাপড়।
আমার চুল চোখ,
আমার সব,
আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে গেছে তুষারে।
আকাশ নেমে এসেছে একেবারে কাছে, ছুঁতে নিলেই
জীবন্ত একটি ডাল খসে পড়ল,
আকাশ এখন আর আকাশের মতো নয়,
মুখ থুবড়ে সে-ও পড়েছে ঝড়ে।
দু' একটি গাছ হয়তো ছিল কোথাও, ভেঙে ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে তুষার-স্তূপে
প্রকৃতির কাফন আমাকে মুড়িয়ে নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে কোথাও, কোনও গর্তে।
ঠোঁটদুটো কাঁপছে আমার, কান লাল হয়ে আছে, নাকে-গালে রক্ত জমে আছে,
হাতের আঙুলগুলো সাদা, হিম হয়ে থাকা সাদা,
আঙুলগুলোকে আঙুল বলে বোধ হচ্ছে না, কয়েক লক্ষ সুঁই যেন বিঁধে আছে আঙুলে,
আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না আর, কিছুকে দেখতে পাচ্ছি না,
সব সাদা, মৃত্যুর মতো নৈঃশব্দ্যের মতো চন্দ্রমল্লিকার মতো
একটু একটু করে রক্তহীন হচ্ছে ত্বক,
একটু একটু করে তীব্র তীক্ষ্ণ শীতার্ত দাঁত আমাকে খেতে খেতে খেতে খেতে
আমার পা থেকে, হাত থেকে উরুর দিকে বাহুর দিকে হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে উঠে আসছে,
উঠে আসছে।

আমি জমে যাচ্ছি
জমে যাচ্ছি আমি
গোটা আমিটি
বরফের
একটি
পিণ্ড
হয়ে
যাচ্ছি...

ও দেশ, ও কলকাতা, একটু আগুন দিবি?

AMARBOI.COM

শেষ পর্যন্ত

না, কলকাতা
শেষ পর্যন্ত তুমিও আমার কোনও সমাধান নও
তুমিও আমার প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর নও।
বিশ্বাস কী, তুমিও যে কোনও মুহূর্তে হয়ে উঠতে পারো
যে কোনও শহরের মতো কপট লম্পট।
যে কোনও মুহূর্তে বেছে নিতে পারো হার্দিক চারদিক ছেড়ে অমানবিক পারমাণবিক
দিক।
বিশ্বাস কী, মঞ্চে মঞ্চে তোমার ওই নাটক হয়তো নাটকই
কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে ভাল করে তাকালেই দেখব কৃত্রিমতা, ফাঁকি।
বিশ্বাস কী!

তোমার কাছে বাঁচতে এলে তুমিও যদি উষ্ণতা হারিয়ে ফেলো,
মুখ ফিরিয়ে আর সব শহরের মতো নিষ্ঠুরতা দেখাও!
ভালবাসো বলো, বলো ভালবাসো, আসলে বাসো না!
তোমার সুন্দরগুলোর পিছন-দরজায় উঁকি দিয়ে যেদিন দেখে ফেলব
কুৎসিতের ডাঁই!
যদি জেনে ফেলি মুখে যাই-বলো না কেন, আসলে তুমি তাকেই দিচ্ছ যার আছে,
যার নেই তাকে ঠকিয়েই যাচ্ছ প্রতিদিন!
যদি দেখি তলে তলে তুমিও সন্ত্রাসে ব্যস্ত, মনে মনে একটা খুনি তুমি!
যদি মন ওঠে!
মন যদি ওঠে!
তোমার থেকে মন ওঠা মানে ব্রহ্মাণ্ড থেকে ওঠা,
তুমি নেই মানে কিছু নেই, শেষ খড়কুটোটুকু নেই।

তুমি তো স্বপ্ন, তুমি স্বপ্ন, তুমি স্বপ্ন হয়েই থাকো
আমি পৃথিবীর পথে তোমাকে নিয়ে হেঁটে বেড়াব,
এক শহর থেকে আরেক শহরে, কোনও শহরই যে আপন নয় আমি জানব,
আমি জানব দূরে কোথাও একটি শহর আছে, কলকাতা নাম,
দূরে কোথাও একটি শহর আছে, আমার শহর,
জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল শহর, অনিন্দ্য সুন্দর শহর,
একটি শহর আছে, কলকাতা নাম
একটি শহর আছে আমার শহর, আমার ভালবাসার শহর।

শেষ পর্যন্ত আমি জানি তুমি আমার কোনও সুখ নও,
ওম্ শান্তি নও।
তবু স্বপ্ন আছে, প্রাণে স্বপ্ন আছে, স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বুঝি বাঁচে?
স্বপ্ন আছে থাক, কলকাতা দূরে থাক।

কলকাতা তুই তোর হৃদয়

সবখানেই পুঁজিবাদের হাতি হাঁটছে সবখানেই সাম্রাজ্যবাদ
মাথায় পাগড়ি পরে বসে আছে
তুমি একবিন্দু পিঁপড়ে কামড় দিলে টেরও পায় না কেউ
তেমন কিছু পারো না কেবল লালসার জিভ দেখতে পারো
বেলায় বেলায় জিভের একশোটা মরা মৌমাছি পারো
মুখে মুখে কৃত্রিম হাসি দেখতে পারো
হাসির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই আস্ত কঙ্কালের খুলি দেখে আঁতকে উঠতে পারো
মানুষের শরীরগুলো তুমি আর দেখতে পাচ্ছ না শরীরগুলো
এখন কাগজ এখন ডলার-ইউরো-পাউন্ড লিমোজিনে চড়ছে
মাসে মাসে আরমানি কিনছে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র সেরে আসছে
এদের বুক খুলে খুলে দেখে এসেছ হৃদয় নেই
খুলি খুলে দেখেছ মস্তিষ্ক নেই
চোখ খুলে দেখেছ দৃষ্টিহীন
হাত রাখতেই হাতের মধ্যে পচা মাংস আর পুঁজ উঠে আসছে
এরা অনেককাল মৃত
অনেককাল এরা কোনও শ্বাস নেয় না।
তুমি যখন এদের ফেলে দৌড়ে উল্টোদিকে পালাচ্ছ
দেখ ভিড় দেখ কয়েক কোটি জলজ্যান্ত মানুষ এদের অনুসরণ করছে
মানুষগুলো পাথর-পাথর হাতে তোমাকে ভিড়ের মধ্যে টেনে নিতে চাইছে
তুমি সন্ত্রস্ত তুমি সজোরে সরোষে ছাড়িয়ে নিচ্ছ নিজেকে
পাথর-পাথর জিভগুলো চুকচুক শব্দ করছে
পাথর-পাথর চোখগুলোয় করুণা
তুমি পালাচ্ছ—
প্রাণপণ দৌড়ে এবার শহর ছাড়ছ তুমি মানুষ খুঁজছ তুমি
রক্তমাংসের মানুষ
মানুষ খুঁজছ হন্যে হয়ে যে মানুষ গান গায়
যে মানুষ স্বপ্ন দেখে যে মানুষ ভালবাসে
উন্মাদের মতো মানুষ খুঁজছ
খুঁজছ
একটি শহর খুঁজছ যে শহরের হৃদয় বলে কিছু আছে
এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে তিল পরিমাণ হলেও আছে
তুমি দৌড়োচ্ছ যেন শত বছর ধরে শত শতাব্দী ধরে দৌড়োচ্ছ
ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছ তোমার চুল উড়ছে চুলে জট বাঁধছে চুলে পাক ধরছে
তোমার ত্বকে ধুলো লাগছে ভাঁজ পড়ছে
চোখের কোলে কালি পড়ছে
পায়ে জুতো নেই পায়ে কাদা পায়ে কাঁটা পায়ে রক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি খুঁজে পেলে শেষে পেলে
হাঁপাতে হাঁপাতে তুমি থামলে শ্বাস নিলে
তুমি কলকাতায় থেমেছ মেয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, নেই

মানুষটি শ্বাস নিত, এখন নিচ্ছে না।
মানুষটি কথা বলত, এখন বলছে না।
মানুষটি হাসত, এখন হাসছে না।
মানুষটি কাঁদত, এখন কাঁদছে না।
মানুষটি জাগত, এখন জাগছে না।
মানুষটি স্নান করত, এখন করছে না।
মানুষটি খেত, এখন খাচ্ছে না।
মানুষটি হাঁটত, এখন হাঁটছে না।
মানুষটি দৌড়োত, এখন দৌড়োচ্ছে না।
মানুষটি বসত, এখন বসছে না।
মানুষটি ভালবাসত, এখন বাসছে না।
মানুষটি রাগ করত, এখন করছে না।
মানুষটি শ্বাস ফেলত, এখন ফেলছে না।

AMARBOI.COM

মানুষটি ছিল, মানুষটি নেই।

দিন পেরোতে থাকে, মানুষটি ফিরে আসে না।
রাত পেরোতে থাকে, মানুষটি ফিরে আসে না।
মানুষটি আর মানুষের মধ্যে ফিরে আসে না।
মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে যে মানুষটি নেই,
মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে যে মানুষটি ছিল।

মানুষটি কখনও আর মানুষের মধ্যে ফিরে আসবে না।
মানুষটি কখনও আর আকাশ দেখবে না, উদাস হবে না।
মানুষটি কখনও আর কবিতা পড়বে না, গান গাইবে না।
মানুষটি কখনও আর ফুলের ঘ্রাণ শুঁকবে না।
মানুষটি কখনও আর স্বপ্ন দেখবে না।

মানুষটি নেই।
মানুষটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, মানুষটি ছাই হয়ে গেছে, মানুষটি জল হয়ে গেছে।
কেউ বলে মানুষটি আকাশের নক্ষত্র হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যাই-বলুক, মানুষটি নেই।
কোথাও নেই। কোনও অরণ্যে নেই, কোনও সমুদ্রে নেই।
কোনও মরুভূমিতে নেই, লোকালয়ে নেই, দূরে বহুদূরে একলা একটি দ্বীপ, মানুষটি
ওতেও নেই।
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আর যাকে পাওয়া যাক,
মানুষটিকে পাওয়া যাবে না।
মানুষটি নেই।

মানুষটি ছিল, ছিল যখন, মানুষটিকে মানুষেরা দুঃখ দিত অনেক।
মানুষটি ছিল, ছিল যখন, মানুষটির দিকে মানুষেরা ছুড়ে দিত ঘৃণা।
মানুষটি ছিল, ছিল যখন, মানুষটিকে ভালবাসার কথা কোনও মানুষ ভাবেনি।
মানুষটি যে মানুষদের লালন করেছিল, তারা আছে, কেবল মানুষটি নেই।
বৃক্ষগুলোও আছে, যা সে রোপণ করেছিল, কেবল মানুষটি নেই।
যে বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে বাড়িতে তার শৈশব কেটেছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে বাড়িতে তার কৈশোর কেটেছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে বাড়িতে তার যৌবন কেটেছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে মাঠে সে খেলা খেলেছিল, সে মাঠটি আছে।
যে পুকুরে সে স্নান করেছিল, সে পুকুরটি আছে।
যে গলিতে সে হেঁটেছিল, সে গলিটি আছে।
যে রাস্তায় সে হেঁটেছিল, সে রাস্তাটি আছে।
যে গাছের ফল সে পেড়ে খেয়েছিল, সে গাছটি আছে।
যে বিছানায় সে ঘুমোত, সে বিছানাটি আছে।
যে বালিশে সে মাথা রাখত, বালিশটি আছে।
যে কাঁথাটি সে গায়ে দিত, সে কাঁথাটি আছে।
যে গেলাসে সে জল পান করত, সে গেলাসটি আছে।
যে চটিজোড়া সে পরত, সে চটিজোড়াও আছে।
যে পোশাক সে পরত, সে পোশাকও আছে।
যে সুগন্ধী সে গায়ে মাখত, সে সুগন্ধীও আছে।
কেবল সে নেই।

যে আকাশে সে তাকাত, সে আকাশটি আছে
কেবল সে নেই।
যে বাড়িঘর যে মাঠ যে গাছ যে ঘাস যে ঘাসফুলের দিকে সে তাকাত, সব আছে
কেবল সে নেই।

মানুষটি ছিল, মানুষটি নেই।

না-থাকা

একটি ভীষণ না-থাকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি প্রতি রাত্তিরে ঘুমোতে যাই;
ঘুমোই, ঘুম থেকে উঠি, কলঘরে যাই—না-থাকাটি সঙ্গে থাকে।

দিনের হইচই শুরু হয়ে যায় দিনের শুরুতেই,
একশো একটা লোকের সঙ্গে ওঠাবসা—
এই করো সেই করো'র দৌড়োদৌড়ি—
লেখালেখি—
এ কাগজ পাচ্ছি তো ও কাগজ গেল কই!
হাটবাজার, খাওয়াখাদ্যি, সব কিছুর মধ্যে ওই না-থাকাটি থাকে।

সন্ধেবেলা থিয়েটারে
রেস্তোরাঁ বা ক্যাফের আড্ডার হুল্লোড়ে, হাসিতে
এ বাড়িতে ও বাড়িতে অভিনন্দনে, আনন্দে
ছাদে বসে থাকায়, বসে চাঁদ দেখায়
দেখে চুমু খাওয়ায়,
নিভৃতে থাকে, না-থাকাটি থাকে।

যখন ভেঙে আসি,
বই গড়িয়ে পড়েছে, চশমাটিও—
হেলে পড়া শরীরটিকে আলতো ছুঁয়ে
মাঝরাত্তিরে চুলে বিলি কেটে কেটে না-থাকাটি বলে,
'মা গো, বড় ক্লান্ত তুমি, এবার ঘুমোতে যাও।'

AMARBOI.COM

যেয়ো না

যেয়ো না। আমাকে ছেড়ে তুমি এক পা-ও কোথাও আর যেয়ো না।
গিয়েছ জানি, এখন উঠে এসো। যেখানে শুয়ে আছ, যেখানে তোমাকে শুইয়ে
দেওয়া হয়েছে
সেখান থেকে লক্ষ্মী মেয়ের মতো উঠে এসো।
থাকো আমার কাছে, যেয়ো না। কোথাও আর কোনওদিনও যেয়ো না।
কেউ নিতে চাইলেও যেয়ো না।
রঙিন রঙিন লোভ দেখিয়ে কত কেউ বলবে, এসো। সোজা বলে দেবে যাব না।
সারাক্ষণ আমার হাতদুটো ধরে রাখো,
সারাক্ষণ শরীর স্পর্শ করে রাখো,
কাছে থাকো, চোখের সামনে থাকো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্বাসের সঙ্গে থাকো,
মিশে থাকো।
আর কোনওদিন কেউ ডাকলেও যেয়ো না।
কেউ ভয় দেখালেও না।
হেঁচকা টানলেও না।
ছিঁড়ে ফেললেও না।
যেয়ো না।
আমি যেখানে থাকি, সেখানে থাকো, সারাক্ষণ থাকো।
আবার যাপন করো জীবন,
যেরকম চেয়েছিলে সেরকম জীবন তুমি যাপন করো আবার।
হাত ধরো, এই হাত থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি সুখ তুলে নাও।
আমাকে বুকে রাখো, আমাকে ছুঁয়ে থাকো, যেয়ো না।
তোমাকে ভালবাসব আমি, যেয়ো না।
তোমাকে খুব খুব ভালবাসব, যেয়ো না।
কোনওদিন আর কষ্ট দেব না, যেয়ো না।
চোখের আড়াল করব না কোনওদিন, তুমি যেয়ো না।
তুমি উঠে এসো, যেখানে ওরা তোমাকে শুইয়ে দিয়েছে, সেখানে আর তুমি শুয়ে থেকো না,
তুমি এসো, আমি অপেক্ষা করছি, তুমি এসো।
তোমার মুখের ওপর চেপে দেওয়া মাটি সরিয়ে তুমি উঠে এসো,
একবার উঠে এসো, একবার শুধু।
আমি আর কোনওদিন কোথাও তোমাকে একা একা যেতে দেব না।
কথা দিচ্ছি, দেব না।
তুমি উঠে এসো।
তোমাকে ভালবাসব, উঠে এসো।

তুই কোথায় শেফালি

আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তুই কোথায়
আমার খুব তোকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে
তোর সঙ্গে আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে
অনেকক্ষণ ধরে কথা, সারাদিন ধরে কথা, সারারাত ধরে কথা

আমার জানতে ইচ্ছে করছে অনেক কিছু
আমাকে একটু একটু করে, আমার খুব কাছে বসে, চোখে তাকিয়ে
চোখে না তাকিয়ে, হেসে, না-হেসে, চুলে বিলি কেটে কেটে না কেটে কেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই বলবি সব, যে কথাগুলো বলার তোর কথা ছিল।
আমারও তো শোনার কথা ছিল, শেফালি।
তুই কোথায়, শেফালি?
তোর কিছু গোপন স্বপ্ন ছিল,
সেই স্বপ্নের কথা তুই বলবি বলেছিলি,
একটি ঘরের স্বপ্ন ছিল তোর, তোর নিজের ঘরের,
জন্মে তো কখনও নিজের কোনও ঘর দেখিসনি!
সেই স্বপ্ন, নিজেই নিজের জীবনের কর্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন।
খুব গোপন স্বপ্ন।
আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোকে,
কাছে বসে, আমাকে ছুঁয়ে না-ছুঁয়ে, কেঁদে না-কেঁদে
তুই সেইসব সর্বনাশা স্বপ্নের কথা, বেহায়া বেশরম সুরে বলবি, সারাদিন বলবি

চারদিকে কোথাও তুই নেই কেন, হাত শুধু ফিরে ফিরে আসে,
আমাকে পেতে দে তোকে, পেতে দে,
ফিরিয়ে দিস না, শেফালি!

ছিলে

একটু আগে তুমি ছিলে, ভীষণরকম ছিলে, নদীটার মতো ছিলে, নদীটা তো আছে,
পুকুরটা আছে, খালটা আছে।
এই শহরটার মতো, ওই গ্রামটার মতো ছিলে। ঘাসগুলোর মতো, গাছগুলোর মতো।
ছিলে তুমি, হাসছিলে, কথা বলছিলে, ধরা যাক কাঁদছিলেই, কিন্তু কাঁদছিলে তো, কিছু
একটা তো করছিলে, যা কিছুই করো না কেন, ছিলে তো!
ছিলে তো তুমি, একটু আগেই ছিলে।

কিছু ঘটল না কোথাও, কিছু হল না, হঠাৎ যদি এখন বলো যে তুমি নেই!
কেউ এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলে যে তুমি নেই,
বসে আছি, লিখছি বা কিছু, রান্নাঘরে লবঙ্গ আছে কি না খুঁজছি, আর অমনি শুনতে হল
তুমি নেই। তুমি নেই, কোথাও নেই, তুমি নাকি একেবারে নেই-ই,
তোমাকে নাকি চাইলেই আর কোনওদিন দেখতে পাব না! আর কোনওদিন নাকি কথা
বলবে না, হাসবে না, কাঁদবে না, খাবে না, দাবে না, ঘুমোবে না, জাগবে না, কিছুই নাকি
আর করবে না!

যত ইচ্ছে বলে যাও যে তুমি নেই, যত ইচ্ছে যে যার খুশি বলুক,
কোনও আপত্তি নেই আমার, কেন থাকবে, আমার কী! তোমাদের বলা না বলায় কী যায়
আসে আমার! আমার শুধু একটাই অনুরোধ, করজোড়ে একটা অনুরোধই করি,
আমাকে শুধু বিশ্বাস করতে বোলো না যে তুমি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এসো

কোনও একদিন ফিরে এসো, যে কোনও একদিন, যেদিন খুশি
আমি কোনও দিন দিচ্ছি না, কোনও সময় বলে দিচ্ছি না, যে কোনও সময়।
তুমি ফিরে না এলে এই যে কী করে কাটাচ্ছি দিন
কী সব কাণ্ড করছি,
কোথায় গেলাম, কী দেখলাম
কী ভাল লেগেছে, কী না লেগেছে— কাকে বলব!
তুমি ফিরে এলে বলব বলে আমি সব গল্পগুলো রেখে দিচ্ছি।
চোখের পুকুরটা সেঁচে সেঁচে খালি করে দিচ্ছি, তুমি ফিরে এলে যেন
এই জগৎসংসারে দুঃখ বলে কিছু না থাকে।
তুমি ফিরে আসবে বলে বেঁচে আছি, বেঁচে থেকে যেখানেই যা কিছু চমৎকার পাচ্ছি, দেখে
রাখছি, তুমি এলেই সব যেন তোমাকে দেখাতে পারি।
যে কোনও একদিন ফিরে এসো, ভরদুপুরে হোক, মধ্যরাত্তিরে হোক—
তোমার ফিরে আসার চেয়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই।
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুন্দর জড়ো করলেও
তোমার এক ফিরে আসার সুন্দরের সমান হবে না।
ফিরে এসো,
যখন খুশি।
না-ও যদি ইচ্ছে করে ফিরে আসতে,
তবু একদিন এসো, আমার জন্যই না হয় এসো,
আমি চাইছি বলে এসো,
আমি খুব বেশি চাইছি বলে।
আমি কিছু চাইলে কখনও তো তুমি না দিয়ে থাকোনি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনছ!

আমি তুমুল প্রেমে পড়েছি তোমার,
শুনছ, শুনতে পাচ্ছ?
এমন প্রেমে অনেককাল আমি পড়িনি
এমন করে কেউ আমাকে অনেককাল আচ্ছন্ন করে রাখেনি।
এমন করে আমার দিনগুলোর হাত পা রাতের পেটে সেঁধিয়ে যায়নি
এমন করে রাতগুলো ছটফট করে মরেনি!
গভীর ঘুম থেকে টেনে আমাকে তুমি বসিয়ে দিলে—
এভাবে কি হয় নাকি?
আমি হাত বাড়াব আর এখন তোমাকে পাব না, রাতের পর রাত পাব না!
আমি ঘুমোব না, একফোঁটা ঘুমোব না,
কোথাও যাব না, কিছু শুনব না, কাউকে কিছু বলব না,
স্নান করব না, খাব না!
শুধু ভাবব তোমাকে, ভাবতে ভাবতে যা কিছুই করি না কেন,
সেগুলো ঠিক 'করা' হয় না—
ভাবতে ভাবতে আমি বই পড়ছি, আসলে কিন্তু পড়ছি না,
বইয়ের অক্ষরে চোখ বুলোনো ঠিকই হবে, পড়া হবে না
ভাবতে ভাবতে আমি সেন্ট্রাল স্কোয়ারে যাচ্ছি, যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না,
ঘণ্টা দুই আগে পেরিয়ে গেছি স্কোয়ার, আমি কিন্তু হাঁটছিই,
কিছুই জানি না কী পেরোচ্ছি, কোথায় পৌঁছোচ্ছি,
এর নাম হাঁটা নয়, কোথাও যাওয়া নয়,
এ অন্য কিছু, এ কারও তুমুল প্রেমে পড়া।

কিছু একটা করো, স্পর্শ করো আমাকে, চুমু খাও
শুধু ঠোঁটে নয়, সারা শরীরে চুমু খাও, তুমুল চুমু খাও
অত দূরে অমন করে বসে থেকো না, উড়ে চলে এসো, উড়ে এসে চুমু খাও।
আমার ঠোঁটজোড়া ঠান্ডায় পাথর হয়ে আছে, তোমার উষ্ণতা কিছু দাও,
তুমি তো আগুন, আমার অমল অনল, এসো তোমাকে তাপাবো,
তোমাকে তাপাতে দাও।

শুনছ,
তুমুল প্রেমে তুমিও পড়ো না গো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখ

যখন দুঃখ আমাকে অন্ধকার একটি গর্তের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে
তখন আমার শরীর কোনও একটি শরীর যে করেই হোক চায়
দুঃখের দীর্ঘ ছায়া হৃদয় ঢেকে দিতে থাকে আর শরীরখানা পাগল হয়ে ওঠে সুখ পেতে
পাগল হয়ে প্রেম চায়   কারও প্রেমের পাগলামো চায়
দুঃখ চায় না
চায় না দুঃখ

রাতগুলো

একদিন অনেক রাতে ফোন করলে,
ঘুম থেকে জেগে সে ফোন ধরতে ধরতে অনেকটা সময় চলে গেল
ইস্ আরেকটু হলে তো রেখেই দিতে!
সেই থেকে কোনও রাতেই এখন আর আমি ঘুমোই না,
যদি ফোন করো!
যদি কথা বলতে ইচ্ছে করো!
অনেক অনেক কথা আমি মনে মনে মুখস্থ করে রাখি তোমাকে বলব বলে,
যদি কোনওদিন কথা শুনতে ইচ্ছে করো!

দিনে তো ঘুমোইই না, দিনে তো হঠাৎ হঠাৎ ফোন করোই তুমি,
দিনে কিন্তু তোমাকে আমি বলি না আমি যে রাত জেগে থাকি!
সব কথা তো আর তোমার জানার দরকার নেই,
কিছু কথা আমি একা জানলেই তো হল!

যদি আবার ফোন করো, ফোন বাজতে থাকে আর ধরতে ধরতেই রেখে দাও ওদিকে,
যদিও একবারই করেছিলে, সেই রাতের পর আর করোনি, কিন্তু যদি করে ফেলো
হঠাৎ কোনও রাতে! ঘুমোই না, জেগে থাকি ফোনটা হাতের কাছে নিয়ে।
আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে হয় তোমাকে ফোন করি,
যে কথা আমার বলতে ইচ্ছে করে, বলি।
কিন্তু ফোন করি না, বলি না, তুমি যদি আবার বলে বসো প্রেমে পড়ে আমার মাথাটা গেছে,
ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান নেই!
প্রেমেও পড়ব, মাথাও ঠিক থাকবে— এরকমটা ভাল জানো বলে
মাথাটা যে সত্যি সত্যি আমার গেছে তার কিছুই তোমাকে বুঝতে দিই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চেয়ে এই ভেবে ছাড়া-ছাড়া সুখ পাও যে প্রেমে পড়েছি,
আজকালকার চালাকচতুর রমণীরা যেরকম প্রেমে পড়ে।
এই ভেবেই স্বস্তি পাও যে তুমি এখন আমাকে ছেড়ে গেলেও
আমার খুব একটা কিছু যাবে আসবে না।

তোমার কী!

বলেছিলে জিনস পরে যেন না ঘুমোই
জিনস পরেই কিন্তু ঘুমোচ্ছি,
ইচ্ছে করেই খুলে রাখছি না।
কেন রাখব?
আমার যদি ত্বকে অসুখ হয়, সে আমার হবে,
তোমার কী!

তুমি তো আমাকে আর ভালবাসো না যে আমার কিছু একটা মন্দ হলে তুমি কষ্ট পাবে!
হোক না অসুখ, হোক।

AMARBOI.COM

অভিশাপ

প্রেম আমাকে একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে,
আমি আর আমি নেই, আমাকে আমি আর চিনতে পারি না,
আমার শরীরটাকে পারি না, মনটাকে পারি না।
হাঁটাচলাগুলোকে পারি না,
দৃষ্টিগুলোকে পারি না,
কীরকম যেন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছি, বন্ধুদের আড্ডায় যখন হাসা উচিত
আমি হাসছি না, যখন দুঃখ করা উচিত, করছি না।
মনকে কিছুতেই প্রেম থেকে তুলে এনে অন্য কোথাও মুহূর্তের জন্য
স্থির করতে পারি না।
পুরো জগৎটিতে এখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে,
চাঁদ-সূর্যের ঠিক নেই, রাত-দিনের ঠিক নেই,
আমার জীবন গেছে, জীবন-যাপন গেছে,
নাশ হয়ে গেছে।

এখন শত্রুর জন্য যদি অভিশাপ দিতে হয় কিছু, আমি আর
বলি না যে তোর কুষ্ঠ হোক, তুই মরে যা, তুই মর।
এখন বড় স্বচ্ছন্দে এই বলে অভিশাপ দিয়ে দিই— তুই প্রেমে পড়।

চোখ

খালি চুমু চুমু চুমু
এত চুমু খেতে চাও কেন?
প্রেমে পড়লেই বুঝি চুমু খেতে হয়!
চুমু না খেয়ে প্রেম হয় না?
শরীর স্পর্শ না করে প্রেম হয় না?

মুখোমুখি বসো,
চুপচাপ বসে থাকি চলো,
কোনও কথা না বলে চলো,
কোনও শব্দ না করে চলো,
শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে চলো,
দেখ প্রেম হয় কি না!
চোখ যত কথা বলতে পারে, মুখ বুঝি তার সামান্যও পারে!
চোখ যত প্রেম জানে, তত বুঝি শরীরের অন্য কোনও অঙ্গ জানে!

AMARBOI.COM

আরও প্রেম দিয়ো

আরও প্রেম দিয়ো আমাকে, এত অল্প প্রেমে আমার হয় না, আমি পারি না।
আরও প্রেম দিয়ো, বেশি বেশি প্রেম দিয়ো
যেন আমি রেখে কুলিয়ে উঠতে না পারি,
যেন চোখ ভরে,
হৃদয়ের সবক'টি ঘর যেন ভরে যায়
যেন শরীর ভরে, এই তৃষ্ণার্ত শরীর।
প্রেম দিতে দিতে আমাকে অন্ধ করে দাও,
বধির করে দাও, আমি যেন শুধু তোমাকেই দেখি,
কোনও ঘৃণা, কোনও রক্তপাত যেন আমাকে দেখতে না হয়,
আমি যেন আকাশপার থেকে ভেসে আসা তোমার শুভ্র শব্দগুলো শুনি,
কোনও বোমারু বিমানের কর্কশতা, কারও আর্তনাদ, চিৎকার আমার কানে যেন না পৌঁছোয়।
দীর্ঘকাল অসুখ আর মৃত্যুর কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত
দীর্ঘকাল প্রেমহীনতার সঙ্গে পথ চলে আমি ক্লান্ত,
আমাকে শুশ্রূষা দাও, স্নান করিয়ে দাও তোমার শুদ্ধতম জলে।

যদি ভাল না বাসো, তবে বোলো না কিন্তু যে ভালবাসো না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যে করে হলেও বোলো যে ভালবাসো,
মিথ্যে করে হলেও প্রেম দিয়ো,
আমি তো সত্যি সত্যি জানব যে প্রেম দিচ্ছ,
আমি তো কাঁটাকে গোলাপ ভেবে হাতে নেব,
আমি তো টেরই পাব না আমার আঙুল কেটে গেলে কাঁটায়,
রক্ত শুষে নেবে আঙুল থেকে, ভাবব বুঝি চুমু খাচ্ছ।

প্রেম দিয়ো, যত প্রেম সারাজীবনে সঞ্চয় করেছ তার সবটুকু,
কোথাও কিছু লুকিয়ে রেখো না।
আমার তো অল্পতে হয় না, আমার তো যেন-তেন প্রেমে মন বসে না,
উতল সমুদ্রের মতো চাই, কোনওদিন না-ফুরনো প্রেম চাই,
কলঙ্কী কিশোরীর মতো চাই,
কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো চাই।

পাগল বলবে তো আমাকে? বলো।

AMARBOI.COM

শুয়ে শুয়ে

আমার সঙ্গে শোবে এসো।
তোমার উরুতে আমি আমার মাথাটি রাখছি,
আর আমার কাত হয়ে শোওয়া কোমরের খাঁজে তোমার বাহু রাখো,
এভাবে ভাই-বোনের মতো, বোন-বোনের মতো, টোনা-টুনির মতো, শুক-শারির মতো,
পেঙ্গুইন দম্পতির মতো চলো শুয়ে থাকি।

শুয়ে শুয়ে কবে কোন শিশুকালে দুপুরের পুকুরে হাঁসের সাঁতার দেখেছিলে,
একটি বাচ্চা হাঁস পথ হারিয়ে কাঁদছিল, ওকে তুলে নিয়ে মা-হাঁসের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলে—
শুয়ে শুয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ একটি শিমুলগাছকে ছুঁয়ে ছিলাম যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই আমার প্রথম শিমুল ছোঁয়া, প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে একটি পাহাড়ের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই আমার প্রথম পাহাড়—
এইসব বলব আমরা পরস্পরকে,
আমাদের কৈশোর বলব, যৌবন বলব।
বার্ধক্যের কথা মুখে বলব না, ওটি আমরা
গাঢ় করে গভীর করে চুমু খেতে খেতে পরস্পরের প্রতিবিন্দু স্পর্শ করতে করতে
নগ্ন হতে হতে
ভালবাসতে বাসতে
বলব।

এমন ভেঙেচুরে ভাল কেউ বাসেনি আগে

কী হচ্ছে আমার এসব
যেন তুমি ছাড়া জগতে কোনও মানুষ নেই, কোনও কবি নেই, কোনও পুরুষ নেই, কোনও প্রেমিক নেই, কোনও হৃদয় নেই!
আমার বুঝি খুব মন বসছে সংসারকাজে?
বুঝি মন বসছে লেখায়-পড়ায়?
আমার বুঝি ইচ্ছে হচ্ছে হাজারটা পড়ে থাকা কাজের দিকে তাকাতে?
সভাসমিতিতে যেতে?
অনেক হয়েছে ওসব, এবার অন্য কিছু হোক,
অন্য কিছুতে মন পড়ে থাক, অন্য কিছু অমল আনন্দ দিক।
মন নিয়েই যত ঝামেলা আসলে, মন কোনও একটা জায়গায় পড়ে রইল তো পড়েই রইল।
মনটাকে নিয়ে অন্য কোথাও বসন্তের রঙের মতো যে ছিটিয়ে দেব, হয় না।
সবারই হয়তো সবকিছু হয় না, আমার যা হয় না তা হয় না।

তুমি কাল জাগালে, গভীর রাত্তিরে ঘুম থেকে তুলে প্রেমের কথা শোনালে,
মনে হয়েছিল যেন স্বপ্ন দেখছি
স্বপ্নই তো, এ তো একরকম স্বপ্নই,
আমাকে কেউ এমন করে ভালবাসার কথা বলেনি আগে,
ঘুমের মেয়েকে এভাবে জাগিয়ে কেউ চুমু খেতে চায়নি
আমাকে এত আশ্চর্য সুন্দর শব্দগুচ্ছ কেউ শোনায়নি কোনওদিন
এত প্রেম কেউ দেয়নি,
এমন ভেঙেচুরে ভাল কেউ বাসেনি।
তুমি এত প্রেমিক কী করে হলে!
কী করে এত বড় প্রেমিক হলে তুমি? এত প্রেম কেন জানো? শেখাল কে?
যে রকম প্রেম পাওয়ার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি, পাইনি
আর এই শেষ বয়সে এসে যখন এই শরীর খেয়ে নিচ্ছে একশো একটা অসুখ-পোকা
যখন মরে যাব, যখন মরে যাচ্ছি—তখন যদি থোকা-থোকা প্রেম এসে ঘর ভরিয়ে দেয়,
মন ভরিয়ে দেয়, তখন সবকিছুকে স্বপ্নই তো মনে হবে,
স্বপ্নই মনে হয়।
তোমাকে অনেক সময় রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না,
হঠাৎ ঝড়ে উড়ে হৃদয়ের উঠোনে
যেন অনেক প্রত্যাশিত অনেক কালের দেখা স্বপ্ন এসে দাঁড়ালে।
আগে কখনও আমার মনে হয়নি ঘুম থেকে অমন আচমকা জেগে উঠতে আমি আসলে খুব ভালবাসি
আগে কখনও আমার মনে হয়নি কিছু উষ্ণ শব্দ আমার শীতলতাকে একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় পাঠিয়ে দিতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে কখনও আমি জানিনি যে কিছু মোহন শব্দের গায়ে চুমু খেতে খেতে আমি রাতকে
ভোর
করতে পারি।

অকাজ

অনেকবার ফোন বাজল, কেউ ধরল না
কথা বলতে চাইলাম, কেউ বলল না
সারাদিন কোনও চিঠি নেই, কেউ লিখল না
কেউ ভাবল না
মনে করল না
কেউ জাগাল না
ভালবাসল না।

কী জানি, হয়তো এই ফোন করা, কথা বলা, চিঠি লেখা সবকিছুকে এখন বড় অকাজ বলে
মনে হচ্ছে কারও কাছে!
ধীরে ধীরে ভুলে যায় মানুষ, ভুলেই তো যায়, কেউ হয়তো ভুলে যাচ্ছে।
আমার কিন্তু কখনও এসবের কিছুকে অকাজ বলে মনে হবে না,
সকলে ভুলে যাক, আমি ভুলব না,
ভাল কেউ না বাসুক, নিভৃতে আমিই বাসব,
এ জগৎটিকে, জগতের হৃদয়বান মানুষগুলোকে ভালবেসে আমি তো অন্যকে নয়,
নিজেকেই ধন্য করি,
এর চেয়ে বড় কাজ আর কী আছে জীবনে?

আমি আছি, দূরে বা বহুদূরে, কোথাও, কোনওখানে
এখনও শ্বাস নিচ্ছি, নিজের শ্বাসের শব্দে হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠি,
স্বপ্নটাকে রেখে দিয়েছি খুব যত্ন করে নেপথলিনে মুড়ে
যাব কলকাতায়
যাব আবার
দেখা হবে প্রিয় প্রিয় মানুষের সঙ্গে,
হাতে হাত রেখে হাঁটা হবে, রাতের কলকাতাকে কোনও কোনও রাতে
ঘুম থেকে তুলে পালিয়ে যাওয়া যাবে,
সারারাত অকাজ করে ভোর হলে আবার অকাজে মন দেব,
সারাদিন অকাজে দিন যাবে, এই শোনো তুমি,
রাজি?

কাঁপন ১৪

বয়স যত বাড়ে তত বয়স খসে পড়ে
শরীর আগে স্পর্শ করো, প্রেমের কথা পরে।

কাঁপন ১৫

সাঁতার কাটতে আসছ না যে! ব্যস্ত বুঝি কাজে?
যুবক, তুমি কাকে দিচ্ছ ফাঁকি!
ভাটার দিন তো শেষ হয়েছে আমার, জোয়ার শুধু বাকি।

কাঁপন ১৬

চল্লিশে এসে ক্ষয়রোগে পড়ে আজ মরি তো কাল মরি
এ শরীর ভয়ংকরী
কী জানি কিসেতে গড়েছি
প্রেমিক পেলেই দেখি সবে আমি যোলোয় পড়েছি।

AMARBOI.COM

কাঁপন ১৭

শরীরের এই হাল, শরীরে গ্রীষ্মকাল!
স্নানের জল আছে? ও যুবক, জল আছে তো!
তোর একার জলে না হলে? যুবকের দল কাছে তো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপন ১৮

শরীর কি শুধু রাত্তিরেই চায় বজ্রপাত! চায় ছিঁড়ে ফুঁড়ে আসা ঝড়-তুফান!
সারাদিন দেখি ফুঁসে ওঠে জল, সারাদিন দেখি অলিতে-গলিতে বান!

কাঁপন ১৯

আমি ততটা যুবতী নই যতটা ছিলাম আগে
কিন্তু তত তো বৃদ্ধা নই যত আমি হব।
তোমার স্পর্শে যদি এ শরীর জাগে,
তুমি যে হও সে হও, কোনও দ্বিধা নেই, শোব।

কাঁপন ২০

মনের বয়স এখনও আমার ষোলো,
শরীর সেদিন একুশ পেরোল।
—বলল সে এই বিয়াল্লিশে,
তোমাকে পিষে প্রেমের বিষে।

AMARBOI.COM

কাঁপন ২১

এমন তোলপাড় করে, আমূল তছনছ করে শরীরের সব মধু নিলে তুমি মৌমাছি
অবশিষ্ট যেটুকু আছি সেটুকু লেহন করে আমাকে নিঃশেষ করো, আমি বাঁচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃস্ব

শরীর তোকে শর্তহীন দিয়েই দিলাম,
যা ইচ্ছে তাই কর,
মাচায় তুলে রাখ বা মশলা মেখে খা
কী যায় আসে আমার তাতে, কিছু কি আর আমার আছে!
সেদিন থেকে আমার কিছু আমার নেই, যেদিন থেকে মন পেলি তুই,
সবই তোকে দিয়ে থুয়ে নিঃস্ব হয়ে মরে আছি।
আমি তোর হাতের মুঠোয়,
আমি তোর মনের ধুলোয়,
গায়ে পায়ে শক্তি ছিল, নেই। সবই তোর, তুই ঋদ্ধ ভগবান।

শরীরটাকে কষ্ট দিলে আমার কেন কষ্ট হবে!
এ তো এখন তোরই শরীর।
মনটা যদি নষ্ট করিস, ছিঁড়ে-ফিরে কুকুর খাওয়াস,
ক্ষতি আমার একটুও নেই,
ও মন আমি ফেরত নিয়ে কোথায় যাব!
ও মন ধুয়ে জল খাব কি!
ও মন কি আর আমাকে চেনে! আমাকে বাসে ভাল!
বাসে এক তোকেই, তোকেই জাদুকর।

AMARBOI.COM

যেহেতু তুমি, যেহেতু তোমার

তোমার কপালের ভাঁজগুলোকেও আমি লক্ষ করছি যে আমি ভালবাসি,
ভালবাসি কারণ ওগুলো তোমার ভাঁজ,
তোমার গালের কাটা দাগটাকেও বাসি, যেহেতু দাগটা তোমার
আমার দিকে ছুড়ে দেওয়া তোমার বিরক্ত দৃষ্টিটাকেও ভালবাসছি,
যেহেতু দৃষ্টিটা তোমারই।
তোমার বিতিকিচ্ছিরি টালমাটাল জীবনকেও পলকহীন দেখি, তোমার বলেই দেখি।

তোমাকে দেখলেই আগুনের মতো ছুটে যাই তোমার কাছে, তুমি বলেই,
হাত বাড়িয়ে দিই, তুমি বলেই তো,
হাত বাড়িয়ে রাখি, সে হাত তুমি কখনও স্পর্শ না করলেও রাখি, সে তুমি বলেই তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রেম নয়

সারাক্ষণ তোমাকে মনে পড়ে
তোমাকে সারাক্ষণ মনে পড়ে
মনে পড়ে সারাক্ষণ।
তুমি বলবে আমি ভালবাসি তোমাকে, তাই।
কিন্তু এর নাম কি ভালবাসা?
নিতান্তই ভালবাসা? যে ভালবাসা হাটে মাঠে না চাইতেই মেলে!
ভাল তো আমি বাসিই কত কাউকে, এরকম তো মরে যাই মরে যাই লাগে না!
এ নিশ্চয় ভালবাসার চেয়ে বেশি কিছু, বড় কিছু।
তোমার কথাগুলো, হাসিগুলো আমাকে এত উষ্ণ করে তোলে যেন
হিমাগারে শুয়ে থাকা আমি চোখ খুলছি, শ্বাস নিচ্ছি।
বলবে, আমি প্রেমে পড়েছি তোমার।
কিন্তু প্রেমে তো জীবনে আমি কতই পড়েছি,
কই কখনও তো মনে হয়নি কারও শুধু কথা শুনেই, হাসি শুনেই
বাকি জীবন সুখে কাটিয়ে দেব, আর কিছুর দরকার নেই!
এ নিশ্চয়ই প্রেম নয়, এ প্রেম নয়, এ প্রেমের চেয়ে বড় কিছু, বেশি কিছু।

AMARBOI.COM

যদি বাসোই

তুমি যদি ভালই বাসো আমাকে, ভালই যদি বাসো,
তবে বলছ না কেন যে ভাল বাসো! কেন সব্বাইকে জানিয়ে দিচ্ছ না যে ভালবাসো!
আমার কানের কাছেই যত তোমার দুঃসাহস!

যদি ভালবাস, ওই জুঁইফুলটি কেন জানে না যে ভালবাসো!
ফুলটির দিকে এত যে চেয়ে রইলাম, আমাকে একবারও তো বলল না যে ভালবাসো!
এ কী রকম ভালবাসা গো! কেবল আমার সামনেই নাচো!
এরকম তো দুয়োর বন্ধ করে চুপি চুপি তুমি যে কারও সামনেই নাচতে পারো।
আমি আর বিশ্বাস করছি না, যতই বলো।
আগে আমাকে পাখিরা বলুক, গাছেরা গাছের পাতারা ফুলেরা বলুক,
আকাশ বলুক, মেঘ বৃষ্টি বলুক, রোদ বলুক, চাঁদের আলো বলুক, নক্ষত্ররা বলুক,
পাড়া-পড়শি বলুক, হাট-বাজারের লোক বলুক, পুকুরঘাট বলুক, পুকুরের জল বলুক যে
তুমি ভালবাসো আমাকে!
শুনতে শুনতে যখন আর তিষ্ঠোতে না পারব তখন তোমাকে ওই চৌরাস্তায় তুলে একশো
লোককে দেখিয়ে চুমু খাব, যা হয় হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসা কি গোপন করার জিনিস! দেখিয়ে দেখিয়েই তো
শুনিয়ে শুনিয়েই তো ভালবাসতে হয়।
ভালবাসা নিয়ে আমরা জাঁকালো উৎসব করব, ধেই ধেই নাচব, নাচাব,
সুখবর বুঝি আমরা চারদিকে ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দিই না!
জুঁইফুলটি যেদিন বলবে যে তুমি আমাকে ভালবাসো, সেদিনই কিন্তু তোমাকে বলব যে
তোমাকেও বাসি, তার আগে একটুও নয়।

রাত

কত কত রাত কেটে যাচ্ছে একা বিছানায়,
রাতগুলো ঘুমিয়ে, না-ঘুমিয়ে, একা
স্বপ্নে, না-স্বপ্নে, একা
একাকিত্বে একা
পিপাসায় তৃষ্ণায়
বিছানার এক কিনারে আমি, বাকিটা ফাঁকা, অসভ্যের মতো ফাঁকা।
তাকে পেতে ইচ্ছে করে আমার, আমার বাঁ পাশে, আমার ডানে,
আমার ওপরে, আমার নীচে।

একজনকে এনে মনে মনে আমি শুইয়ে দিই বিছানায়
সে আমাকে চুমু খায়, চুল থেকে পায়ের নখ অবধি ভিজিয়ে ফেলে
সে আমাকে নগ্ন করে, ভালবাসে
সারারাত ভালবাসে
সারারাত সাত আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঘুড়ি ওড়ায়,
সারারাত আমি শীর্ষসুখে মরি—
এরকম রাত কাটে আমার, মনে-মনের রাত কাটে।

রাতগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দিন দিন, রাতগুলো নিভে যাচ্ছে
তাকে হয়তো পাব একদিন, একদিন পাব তাকে, শুধু রাতগুলোকেই পাব না।

AMARBOI.COM

বাঁচা

আমার ভালবাসা থেকে তুমি বাঁচতে চাইছ,
দৌড়োচ্ছ যেন তোমাকে ছুঁতে না পারি,
দৌড়োচ্ছ আর বলছ যে তুমি কচি খোকা নও,
কিশোর নও, যুবক নও, তোমার অনেক বয়স এখন,
তুমি এখন বৃদ্ধ, ধীশক্তি দৃষ্টিশক্তি কমছে, তুমি চাও না ভালবাসা এসে তোমার
হৃদ্‌পিণ্ডটাকে এখন মারুক, তোমার ঘুম হারাম করুক, তোমাকে এক শরীর ছটফট দিক।
তুমি বাঁচতে চাইছ ভালবাসার উৎপাত থেকে।
ভাবছ, তোমার বয়স দেখে উল্টোপথে হাঁটব আমি, মন গুটিয়ে নেব!
ভাবছ, বয়স তোমাকে বাঁচাবে।

কী করে তুমি ভাবলে যে বয়স তোমাকে ভালবাসা থেকে বাঁচাবে?
বয়স তোমাকে আমার ভালবাসা থেকে বাঁচাবে না,
ভালবাসা তোমাকে বাঁচাবে বয়স থেকে।

এসো এখানে, লক্ষ্মী ছেলের মতো এসো আমার কাছে, আমার ভালবাসা নাও।

AMARBOI.COM

কোথাও কেউ

কোথাও না কোথাও বসে ভাবছ আমাকে, আমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোমার,
মনে মনে আমাকে দেখছ, কথা বলছ
হাঁটছ আমার সঙ্গে, হাত ধরছ,
হাসছ।
এমন যখন ভাবি, এত একা আমি, আমার একা লাগে না,
ঘাসগুলোকে আগের চেয়ে আরও সবুজ লাগে,
গোলাপকে আরও লাল,
স্যাঁতস্যাঁতে দিনগুলোকেও মনে হয় ঝলমলে,
কোথাও না কোথাও আমার জন্য কেউ আছে
এই ভাবনাটি আমাকে নির্ভাবনা দেয়,
ঘোর কালো দিনগুলোয় আলো দেয়,
আর যখন ওপরে-ওপরে দেখাই যে পায়ের তলায় খুব মাটি আছে,
আসলে নেই, আসলে পা তলিয়ে যাচ্ছে, তখন মাটি দেয়।
যখন মনে হয় ভীষণ এক ঝড়ো হাওয়ায় উল্টে যাচ্ছি, যেন একশো শকুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দিকে উড়ে
আসছে, হিংস্র হিংস্র মানুষ দৌড়ে আসছে আমাকে খুবলে খাবে— অসহায় আমিটিকে
ভাবনাটি নিরাপত্তা দেয়।
কেউ ফিরে তাকায় না, কেউ স্পর্শ করে না, ভালবাসে না
দেখেও আমি যে ভেঙে পড়ি না, আমি যে ভেসে যাই না, আমি যে কেঁদে ভাসাই না—
সে তো তোমার কারণেই, কোথাও না কোথাও তুমি আছ বলে।
আছ, কোথাও আছ
যে কোনওদিন আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে পেতে পারি,
এই ভাবনাটি তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারছে আমাকে,
আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে।

তোমার জন্য

আমি ঘুম থেকে জেগে উঠছি, তোমার জন্য উঠছি,
শুয়ে আছি অনেকক্ষণ বিছানায়, তোমার জন্য,
মনে মনে আমি তুমি হয়ে আমাকে দেখছি,
তুমি আমাকে এরকম শুয়ে থাকতে দেখতে পছন্দ করছ হয়তো,
শুয়ে থেকে তোমাকে ভাবছি, তোমাকে কাছে চাইছি,
হয়তো তুমি পছন্দ করছ আমি যে ভাবছি, আমি যে চাইছি।
উঠে চা করে আনছি,
তোমার দেখতে ভাল লাগবে যে আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি।
স্নান করছি, তোমার জন্য করছি।
তুমি হয়ে আমার নগ্ন শরীরে আমি তাকিয়ে আছি,
যে পোশাকে আমাকে মানায় মনে করো, সে পোশাক পরছি,
গান গাইছি, যে রকম গাইলে তুমি বিহ্বল হও,
হাসছি, যে ভাবে হাসলে তুমি হাসো,
দিনের কাজগুলো প্রতিদিন আধখেঁচড়া থেকে যাচ্ছে, মন নেই কোথাও,
দিনকে ঠেলে পাঠাতে থাকি দ্রুত রাতের দিকে, রাত পার করছি যেন রাত নয়,
ভয়ংকর একটি সাঁকো দৌড়ে পেরোচ্ছি।
আমি দিন পার করছি কোনওরকম কাটিয়ে না কাটিয়ে
সব এড়িয়ে পেরিয়ে সেই সময়ের কাছে পৌঁছতে চাইছি, যে সময়টিতে তুমি আসবে।

আমি বেঁচে আছি তোমার জন্য, তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে একদিন।

যখন নেই, তখন থাকো

যখন আমার সঙ্গে নেই তুমি,
আমার সঙ্গে তুমি তখন সবচেয়ে বেশি থাকো।
আমি হাঁটি, পাশাপাশি মনে হয় তুমিও হাঁটছ,
তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যাই,
যা যা খেতে পছন্দ করো, কিনি, তুমি নেই জেনেও কিনি।
রাঁধি যখন, দরজায় যেন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছো,
মনে মনে কথা বলি।
খেতে বসি, ভাবি তুমিও বসেছ।
যা কিছুই দেখি, পাশে দাঁড়িয়ে তুমিও দেখছ,
শুনি, শুনছ।
তত্ত্বে-তর্কে, গানে-গল্পে পাশে রাখি তোমাকে।
তুমি সারাদিন সঙ্গে থাকো,
যতক্ষণ জেগে থাকি, থাকো,
ঘুমোলে স্বপ্নের মধ্যে থাকো।
তুমি নেই, অথচ কী ভীষণভাবে তুমি আছো।

তুমি যখন সত্যিকার সঙ্গে থাকো, তখন কিন্তু এত বেশি সঙ্গে থাকো না।

AMARBOI.COM

সময়

সময় চলে যাচ্ছে—এই বীভৎস ব্যাপারটি দেখতে ইচ্ছে করে না
তাই অনেককাল ঘড়ির দিকে তাকাইনি,
অনেককাল হাতে আমি ঘড়ি পরি না,
আর যেই না তুমি বলছ সোয়া দশটায় কোথাও দেখা হবে কি দেড়টায় বাড়িতে আসবে কি সাতটায় থিয়েটারে,
অমনি তড়িঘড়ি ঘড়ি খুঁজে হাতে পরছি, ঘরের সবগুলো টেবিলে দেয়ালে
বাচ্চা-মেয়ের মতো রাখছি, টাঙাচ্ছি।
যেন একটি দিনের একটি বেলার একটি মুহূর্ত বেরিয়ে না যায় কোনও ফাঁক দিয়ে,
যেন ভুল করে সময়ের সামান্য এদিক-ওদিক করে তোমাকে না হারাই,
না হারাই কোনওদিন।

জীবনের তিনভাগ পার করে এসে যখন একভাগ বাকি,
জানি যে জীবন খুব ভয়ংকর রকম ছোট, খুব বিচ্ছিরি রকম ছোট,

জানি যে প্রতিটি মুহূর্ত বড় অমূল্য, একটি মুহূর্তকেও
কোথাও তাই একফোঁটা দিতে চাইনি যেতে।
আর এখন, কখনও কোনও রাতে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা থাকলে
পুরো দিনটুকুকে জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চাই,
দিন দৌড়ে চলে যাক চাই,
সময়ের আগেই সময় যাক চাই,
রাত আসুক চাই,
তুমি এসো চাই।
কবে যে কখন সময়ের চেয়েও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠলে তুমি!
সময় যে যাচ্ছে, সে খেয়ালটি নেই,
জীবন যে ফুরোচ্ছে, সে বোধটি নেই,
মৃত্যু জিনিসটি যে খুব ভয়ংকর, সে ভাবনাটি নেই।
তুমি এসে কি আমার ভাল করলে কিছু!

ব্যক্তিগত ব্যাপার

AMARBOI.COM

ভুলে গেছ যাও,
এরকম ভুলে যে কেউ যেতে পারে,
এমন কোনও অসম্ভব কীর্তি তুমি করোনি,
ফিরে আর তাকিয়ো না আমার দিকে, আমার শূন্যতার দিকে।
আমি যেভাবেই আছি, যেভাবেই থাকি এ আমার জীবন, তুমি এই
জীবনের দিকে আর করুণ করুণ চোখে তাকিয়ো না কোনওদিন।
ভুলে গেছ যাও,
বিনিময়ে আমি যদি ভুলে না যাই তোমাকে, যেতে না পারি
সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তুমি এই ব্যাপারটি নিয়ে ঘেঁটো না,
এ আমার জীবন, কার জন্য কাঁদি, কাকে গোপনে ভালবাসি
জানতে চেয়ো না।

ভুলে গেলে তো এই হয়, ছেড়ে চলে গেলে তো এই-ই হয়—যার যার জীবনের মতো
যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপারও যার যার হয়ে ওঠে।
তুমি তো জানোই সব, জেনেও কেন বলো যে মাঝে-মাঝে যেন
খবর-টবর দিই কেমন আছি!
আমার কেমন থাকায় তোমার কীই বা যায় আসে!
যদি খবর দিই যে ভাল নেই, যদি বলি তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে,
যদি বলি তোমার জন্য আমার মন কেমন করছে,

শরীর কেমন করছে!
তুমি তো আর ছুটে আসবে না আমাকে ভালবাসতে!
তবে কী লাভ জানিয়ে, কী লাভ জানিয়ে যে আমি অবশেষে সন্ন্যাসী হলাম!

পাখিটা

তোমার হৃদয়টা জমে পাথর হয়ে আছে,
পাথরটা দাও আমাকে, স্পর্শ করি,
ওকে গলতে দাও।
ভালবাসা নামের পাখিটাকে তোমার বন্ধ খাঁচা থেকে উড়তে দাও,
না হলে ও তো মরে যাবে।

ব্যস্ততা

তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, যা কিছু নিজের ছিল দিয়েছিলাম,
যা কিছুই অর্জন-উপার্জন!
এখন দেখ না ভিখিরির মতো কেমন বসে থাকি!
কেউ ফিরে তাকায় না।
তোমার কেন সময় হবে তাকাবার! কত রকম কাজ তোমার!
আজকাল তো ব্যস্ততাও বেড়েছে খুব।
সেদিন দেখলাম সেই ভালবাসাগুলো
কাকে যেন দিতে খুব ব্যস্ত তুমি,
যেগুলো তোমাকে আমি দিয়েছিলাম।

হিসেব

কতটুকু ভালবাসা দিলে,
ক' তোড়া গোলাপ দিলে,
কতটুকু সময়, কতটা সমুদ্র দিলে,
ক'টি নির্ঘুম রাত দিলে, ক' ফোঁটা জল দিলে চোখের— সব যেদিন ভীষণ আবেগে
শোনাচ্ছিলে আমাকে, বোঝাতে চাইছিলে আমাকে খুব ভালবাসো, আমি বুঝে নিলাম তুমি

AMARBOI.COM

আমাকে এখন আর একটুও ভালবাসো না।
ভালবাসা ফুরোলেই মানুষ হিসেব কষতে বসে, তুমিও বসেছ।

ভালবাসা ততদিনই ভালবাসা
যতদিন এটি অন্ধ থাকে, বধির থাকে,
যতদিন এটি বেহিসেবি থাকে।

কারও কারও জন্য এমন লাগে কেন!

জানি না কেন হঠাৎ কোনও কারণ নেই, কিছু নেই, কারও কারও জন্য খুব
অন্যরকম লাগে
অন্যরকম লাগে,
কোনও কারণ নেই, তারপরও বুকের মধ্যে চিনচিনে কষ্ট হতে থাকে,
কারুকে খুব দেখতে ইচ্ছে হয়, পেতে ইচ্ছে হয়, কারুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে
বসতে ইচ্ছে হয়,
সারাজীবন ধরে সারাজীবনের গল্প করতে ইচ্ছে হয়,
ইচ্ছে হওয়ার কোনও কারণ নেই, তারপরও ইচ্ছে হয়।
ইচ্ছের কোনও লাগাম থাকে না। ইচ্ছেগুলো এক সকাল থেকে আরেক সকাল পর্যন্ত
জ্বালাতে থাকে। প্রতিদিন।
ইচ্ছেগুলো পূরণ হয় না, তারপরও ইচ্ছেগুলো বেশরমের মতো পড়ে থাকে,
আশায় আশায় থাকে।
কষ্ট হতে থাকে, কষ্ট হওয়ার কোনও কারণ নেই, তারপরও হতে থাকে,
সময়গুলো নষ্ট হতে থাকে।

কারও কারও জন্য জানি না জীবনের শেষ বয়সে এসেও সেই কিশোরীর মতো
কেন অনুভব করি।
কিশোরী বয়সেও যেমন লুকিয়ে রাখতে হত ইচ্ছেগুলো, এখনও হয়।
কী জানি সে, যার জন্য অন্যরকমটি লাগে, যদি
ইচ্ছেগুলো দেখে হাসে!
সেই ভয়ে লুকিয়ে রাখি ইচ্ছে, সেই ভয়ে আড়াল করে রাখি কষ্ট।
হেঁটে যাই, যেন কিছুই হয়নি, যেন আর সবার মতো সুখী মানুষ আমিও, হেঁটে যাই।
যাই, কত কোথাও যাই, কিন্তু তার কাছেই কেবল যাই না, যার জন্য লাগে।

কারও কারও জন্য এমন অদ্ভুত অসময়ে বুক ছিঁড়ে যেতে থাকে কেন!
জীবনের কত কাজ বাকি, কত তাড়া!
তারপরও সব কিছু সরিয়ে রেখে তাকে ভাবি, কষ্ট আমাকে কেটে কেটে
টুকরো করবে জেনেও তাকে ভাবি। ভেবে কোনও সুখ নেই জেনেও ভাবি।
তাকে কোনওদিন পাব না জেনেও তাকে পেতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের কথা

জীবন এত ছোট কেন! এত ছোট কেন জীবন!
ছোট কেন এত!
জীবনের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়,
হলিই যদি, এত ছোট হলি কেন!
এর রূপ রস গন্ধ ঘ্রাণ
উপভোগ করতে দে, দিলিই যদি জগৎকে হাতে।
ভালবাসা যদি শেখালিই, পেতে দিস না কেন,
দিতে দিস না কেন সাধ মিটিয়ে!
খালি চলে যাস, খালি ফুরিয়ে যাস।

জীবন খসে যাক ধসে যাক
জীবন জাহান্নামে যাক,
চলো ভুলে যাই জীবন ফুরোচ্ছে সে কথা,
ভুলে যাই মৃত্যু বলে ভয়ংকর কিছু একটা ঘাড়ের ওপর বসে আছে।
চলো ভালবাসি,
চলো বেঁচে থাকি, প্রচণ্ড বেঁচে থাকি
হৃদয় বাঁচিয়ে রাখি হৃদয়ের তাপে
যেমনই ভাঙাচোরা হোক জীবন, চলো জীবনের কথাই বলি,
চুম্বনে চুম্বনে শুকোতে থাকা শরীরকে ভিজিয়ে রাখি, তাজা রাখি।

AMARBOI.COM

শেখো

দু'দিনের জীবন নিয়ে আমাদের কত রকম ঢং
কিছুক্ষণ পরই তো ঢং ঢং ঘণ্টা বাজবে!
চোখে তখন আর রং নেই, সব সাদাকালো,
জং-ধরা ত্বকে জাঁকালো।
অসুখ হাঁটবে, অসুখ তো নয়, সং।
কিছুতে কি আর ফিরে পাব চোখে, চোখের আলো!
বাদ দাও না ওইসব অহেতুক অহং,
যতদিন বাঁচো, ভালবাসো, ভাল।
যতসব বোমা আর ভড়ং
প্রজাতি কি কোনওকালে টিকেছে এভাবে! হলে আস্ত মানুষখেকো!
এবার একটু শেখো। ভালবাসতে শেখো।

AMARBOI.COM

আমেরিকা

কবে তোমার লজ্জা হবে আমেরিকা?
কবে তোমার চেতন হবে আমেরিকা?
কবে তোমার সন্ত্রাস বন্ধ করবে তুমি আমেরিকা?
কবে তুমি পৃথিবীর মানুষকে বাঁচতে দেবে আমেরিকা?
কবে তুমি মানুষকে মানুষ বলে মনে করবে আমেরিকা?
কবে এই পৃথিবীটাকে টিকে থাকতে দেবে আমেরিকা?
শক্তিমান আমেরিকা, তোমার বোমায় আজ নিহত মানুষ,
তোমার বোমায় আজ ধ্বংস নগরী,
তোমার বোমায় আজ চূর্ণ সভ্যতা,
তোমার বোমায় আজ নষ্ট সম্ভাবনা,
তোমার বোমায় আজ বিলুপ্ত স্বপ্ন।

কবে তোমার হত্যাযজ্ঞের দিকে তাকাবে, কুৎসিত মনের দিকে,
কলঙ্কের দিকে তাকাবে আমেরিকা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবে তুমি অনুতপ্ত হবে আমেরিকা?
কবে তুমি সত্য বলবে আমেরিকা?
কবে তুমি মানুষ হবে আমেরিকা?
কবে তুমি কাঁদবে আমেরিকা?
কবে তুমি ক্ষমা চাইবে আমেরিকা?

আমরা তোমার দিকে ঘৃণা ছুড়ে দিচ্ছি আমেরিকা,
আমরা ঘৃণা ছুড়তে থাকব ততদিন, যতদিন না তোমার মারণাস্ত্র ধ্বংস করে তুমি হাঁটু গেড়ে বসো, ঘৃণা ছুড়তেই থাকব যতদিন না তুমি প্রায়শ্চিত্ত করো, আমরা ঘৃণা ছুড়ব, আমাদের সন্তান ছুড়বে, সন্তানের সন্তান ছুড়বে, এই ঘৃণা থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে না আমেরিকা।

তোমার কত সহস্র আদিবাসীকে তুমি খুন করেছ,
কত খুন করেছ এল সালভাদরে,
খুন করেছ নিকারাগুয়ায়,
করেছ চিলিতে, কিউবায়,
করেছ পানামায়, ইন্দোনেশিয়ায়, কোরিয়ায়,
খুন করেছ ফিলিপিনে,
করেছ ইরানে, ইরাকে, লিবিয়ায়, মিশরে, প্যালেস্তাইনে,
ভিয়েতনামে,
সুদানে, আফগানিস্তানে
—মৃত্যুগুলো হিসেব করো,
আমেরিকা তুমি হিসেব করো, নিজেকে ঘৃণা করো তুমি আমেরিকা।
নিজেকে তুমি, এখনও সময় আছে, ঘৃণা করো।
এখনও তুমি তোমার মুখখানা লুকোও দু' হাতে,
এখনও তুমি পালাও কোনও ঝাড়-জঙ্গলে,
তুমি গ্লানিতে কুঁকড়ে থাকো,
কুঁচকে থাকো, তুমি আত্মহত্যা করো।

থামো,
একটু দাঁড়াও।
আমেরিকা তুমি তো গণতন্ত্র, তুমি তো স্বাধীনতা!
তুমি তো জেফারসনের আমেরিকা,
লিংকনের আমেরিকা,
তুমি মার্টিন লুথার কিংএর আমেরিকা,
তুমি রুখে ওঠো,
রুখে ওঠো একবার, শেষবার, মানবতার জন্য।

লজ্জা, ২০০০

পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করছে এগারোটি মুসলমান পুরুষ, ভরদুপুরে।
ধর্ষণ করছে কারণ পূর্ণিমা মেয়েটি হিন্দু।
পূর্ণিমাকে পূর্ণিমার বাড়ির উঠোনে ফেলে ধর্ষণ করছে তারা।
পূর্ণিমার মাকে তারা ঘরের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছে,
চোখদুটো খোলা মা'র, তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার কিশোরী কন্যার বিস্ফারিত চোখ,
যন্ত্রণায় কাতর শরীর।
পূর্ণিমার বোনটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাকে শক্ত করে ধরে।
উঠোনে হুড়োহুড়ি, পূর্ণিমার মা পাথর-কণ্ঠে মিনতি করছেন, 'বাবারা, এক সাথে না,
একজন একজন কইরা যাও ওর কাছে।'
এগারোটি উত্তেজিত পুরুষাঙ্গে তখন ধর্মের নিশান উড়ছে।
পূর্ণিমার কান্না ছাপিয়ে পূর্ণিমার মা'র, গ্রামের কুলবধূটির তুমুল চিৎকারে তখন দুপুর
দ্বিখণ্ডিত, তিনি ভিক্ষে চাইছেন বাবাদের কাছে,— 'যা করার আমারে করো, ওরে ছাইড়া
দেও।'

মুসলমানেরা পূর্ণিমাকে ছেড়ে দেয়নি,
পূর্ণিমার মাকেও দেয়নি,
ছ' বছর বয়সি ছোট বোনটিকেও দেয়নি।

AMARBOI.COM

লজ্জা, ২০০২

প্রথমে মেয়েটির ভ্রূণটি বের করে নিল পেট কেটে, খুব ধারালো ছুরিতে কেটে,
দু'হাতে কেটে, রক্তাক্ত দু'হাতে
এরপর গলা কাটল,
মাথাটি ত্রিশূলে গেঁথে নাচল, দল বেঁধে নাচল
সম্ভাব্য হিন্দুরাজ্যের দেশপ্রেমিক নাগরিক নাচল।
বুক ধুকপুক করা ভ্রূণটির হাত-পাগুলো ছুড়ে দিল
টুকরো টুকরো করে ছুড়ে দিল
পেটপিঠ ছুড়ে দিল মেয়েটির সর্বাঙ্গে।

মেয়েটি চিৎকার করছে বাঁচার জন্য
তখনও বাঁচতে চাইছে,
তখনও নাচছে ওরা
নাচছে আর হাসছে আর আগুন ধরাচ্ছে মেয়েটির শরীরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি পুড়ছে,
পুড়ছে,
পুড়তে পুড়তে কয়লা হচ্ছে মেয়েটি
তার ত্বক পুড়ে মাংস পুড়ে হাড় পুড়ে কয়লা হচ্ছে,
তার হৃদ্‌পিণ্ড, তার ফুসফুস, তার জরায়ু
পুড়ে কয়লা হচ্ছে, ছাই হচ্ছে।
ছাই হচ্ছে।

ছাইয়ে গেঁথে আছে ত্রিশুল
ত্রিশুলে গেঁথে আছে তখনও না-জন্মানো মুসলমান।

এগারোই সেপ্টেম্বর

উঁচু দুটো বাড়ির পতন মানে উঁচু কিছুর পতন
অহংকারের পতন
মহাশক্তির পরাশক্তির অহংকারের পতন
তিমির গায়ে খলসে মাছের কামড় লাগলে তিমির বুঝি মান যায় না!
সাকুল্যে তিন হাজার মানুষের কথা বলছ!
মৃত্যুর কথা বলছ।
হাউমাউ করে কাঁদছ যে! মানুষের জন্য কাঁদছ?
এ তো দেখছি সত্যিই মাছের মায়ের কান্না গো! এত শোক কেন! এত কেন হাহাকার!
সাগর বানিয়ে দিচ্ছ চোখের জল ফেলতে ফেলতে, মাসের পর মাস ফেলেই যাচ্ছ,
বছর ধরে ফেলছ।
ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ যখন এক ইরাকেই তোমাদের ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়ামের
কারণে ঘরে ঘরে ক্যান্সার হচ্ছে, পঙ্গু শিশু জন্ম নিচ্ছে! আর দশ লক্ষ মানুষ মরে গেল
কেবল আন্তর্জাতিক এমবারগোতে?
ওরা বুঝি মানুষ নয়?
ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধে লক্ষ লোকের মৃত্যুতে,
একটুও তো কাঁদোনি? সৌধ বানাতে চাওনি তো!
রুয়ান্ডার মানুষ বুঝি মানুষ নয়? কেবল তোমাদের উঁচু বাড়িতেই ছিল মানুষ!
আসলে ওরাও তো আর আলাদা করে খুব বেশি মানুষ ছিল না, বেশির ভাগই ছিল
দরিদ্র, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এশিয়ার, লাতিন আমেরিকার।
(তবে কি মানুষের জন্য নয়, উঁচু বাড়িটার জন্যই কেঁদেছ! মানুষগুলোর কোনও
নিরহংকারী ছোট বাড়ি ধসে মৃত্যু হলে এত তো কাঁদতে না।)
ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ বসনিয়ার মৃতদের জন্য?
অনাহারে মরে যাওয়া সোমালিয়ার তিনলক্ষ মানুষের জন্য?
ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ যখন তৃতীয় বিশ্বের মানুষ কেবল না খেতে পেয়ে, কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না চিকিৎসা পেয়ে, কেবল খাবার জলের অভাবেই মরে যাচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিদিন সহস্র!
খবর রাখো? চোখে পড়ে ওসব?
কেবল উঁচু বাড়ি ভাঙলেই বুঝি চোখে পড়ে, উঁচু বাড়ির মৃত্যুই চোখে পড়ে,
ছোট বাড়ির, বস্তির, রাস্তার ঘরহীন মানুষ মরলে চোখে পড়ে না!
মৃত্যুটাও, মানুষের মৃত্যুটাও বীভৎসরকম রাজনীতির পাকে পড়ে গেল।
নিরীহ জীবন তো নয়ই, মৃত্যুর মতো করুণ কাতর কষ্টকর জিনিসও
শেষ পর্যন্ত এই পাক থেকে সামান্যও মুক্তি পেল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন চার পাঁচ

লোকটি বেরোল ঘর থেকে, মুখে স্মিত হাসি,
পাড়ায় বলাবলি হয়, হাসিটি বেশ মানায় ও মুখে,
বয়স ষাট পেরিয়েছে কেউ বলবে না, স্ত্রীটিরও বেশ চোখ-কাড়া রূপ।
আজ দুপুরবেলা লোকটি একাই বেরোল,
একাই সে ভাবল আজ ও বাড়িতে যাবে, ও বাড়ির যুবতীটি
ক'দিন ধরে কেমন কেমন চোখে যেন তাকাচ্ছে!
হাত ধরলেই যুবতী গলে যাবে, লোকটি নিশ্চিত,
মোম যেমন আগুন পেলেই গলে। গা-টা এখন সত্যিকারের তার আগুন-আগুন।
যুবতীটি একা থাকে, বছর দুই হল একা থাকে, বিচ্ছিরিরকম হিমহিম একা।
যুবতীর ফুটফুটে বাচ্চা-মেয়েটিরও সঙ্গী নেই, একা একাই বালুতে মিছিমিছির
ঘর বানিয়ে খেলে, যেমন ধারালো যুবতী, তেমন তার কন্যা।
লোকটি ওই বাড়িটির দিকে যাচ্ছে, ভরদুপুরে বাড়িটি খুব ফাঁকা থাকে।

খাপ থেকে উন্মাদ সেনাপতির তলোয়ারের মতো
বেরিয়ে পড়তে চাইছে লোকটির অঙ্গ, পুরুষ-অঙ্গ।
ঢুকে যাচ্ছে সে সুনসান বাড়িটির ভেতর,
গাল গলা টিপে যুবতীটিকে গলিয়ে খেলতে থাকা শিশুটিকে
লোকটি, দীর্ঘদিন মনে মনে যা চাইছিল, তার তীব্র, গভীর গোপন সাধটি সে মেটায়,
ধর্ষণ করে।
শিশুটির বয়স পাঁচ। লোকটি সিদ্ধান্ত নেয়, পাঁচ তার অনেক হয়েছে,
এখন থেকে সে আর পাঁচের নয়, তিন-চারের স্বাদ নেবে।

ও মেয়ে, শোনো

তোমাকে বলেছে— আস্তে,
বলেছে— ধীরে,
বলেছে— কথা না,
বলেছে— চুপ।

AMARBOI.COM

বলেছে— বসে থাকো,
বলেছে— মাথা নোয়াও,
বলেছে— কাঁদো।

তুমি কী করবে জানো?
তুমি এখন উঠে দাঁড়াবে
পিঠটা টান টান করে, মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াবে,
তুমি কথা বলবে, অনর্গল বলবে, যা ইচ্ছে তাই বলবে,
জোরে বলবে,
চিৎকার করে বলবে,
এমন চিৎকার করবে যেন ওরা দু'হাতে ওদের কান চেপে রাখে।

ওরা তোমাকে বলবে, ছি ছি! বেহায়া বেশরম
শুনে তুমি হাসবে।
ওরা তোমাকে বলবে, তোর চরিত্রের ঠিক নেই,
শুনে তুমি জোরে হাসবে
বলবে তুই নষ্ট-ভ্রষ্ট
তুমি আরও জোরে হাসবে
হাসি শুনে ওরা চেঁচিয়ে বলবে, তুই একটা বেশ্যা
তুমি কোমরে দু'হাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলবে, হ্যাঁ আমি বেশ্যা।
ওদের পিলে চমকে উঠবে। ওরা বিস্ফারিত চোখে তোমাকে দেখবে। ওরা পলকহীন
তোমাকে দেখবে। তুমি আরও কিছু বলো কি না শোনার জন্য কান পেতে থাকবে।
ওদের মধ্যে যারা পুরুষ তাদের বুক দুরু দুরু কাঁপবে,
ওদের মধ্যে যারা নারী তারা সবাই তোমার মতো বেশ্যা হওয়ার স্বপ্ন দেখবে।

পদ্মাবতী

স্বাতী আর শাশ্বতী ছিল, ওদের মধ্যে কী করে যেন চলে এল পদ্মাবতী, স্বর্গ থেকে উড়ে এল, কোনও হাওয়া তাকে এনে দিল, স্বপ্ন তাকে এনে দিল নাকি এ পাশের বাড়ির বউ কেউ কিচ্ছু জানে না।
ফিনফিনে শাড়িটি আর ছোটখাটো যা ছিল গায়ে, খুলে ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল পদ্মাবতী রূপবতী। স্বাতীর দুটো হাত আপনাতেই উঠে এল পদ্মাবতীর বুকে ফুটে থাকা পদ্মে। শাশ্বতীর গায়ে স্নানের পর ফোঁটা ফোঁটা জল তখনও,
চুলের শেষ বিন্দু থেকে ঝরছে
বিন্দু বিন্দু জল মসৃণ পিঠে, জল নয়, যেন নক্ষত্র। পদ্মাবতী ওই নক্ষত্রগুলো আঙুলে করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে এনে এনে নিজের ঠোঁটে রাখছে। শাশ্বতী উঠে এল লতার মতো
পদ্মাবতীর বাঁ হাতে,
ঠোঁটের জল শুষে নিতে। ওদিকে স্বাতীর জিভের জল ভিজিয়ে দিচ্ছে পদ্মাবতীর
পদ্মবৃন্ত।
স্বাতীর ঠোঁটের সামনে এখন জগৎ, জগতের জ্যোতির্ময় জাদু।
পদ্মাবতী ধীরে ধীরে নিজেকে মেঘের মতো শুইয়ে দিল আকাশে। আর তুলো তুলো এক শরীর মেঘের ভেতর শাশ্বতী হারিয়ে যাচ্ছে, স্বাতী পথ খুঁজে পাচ্ছে না। জলতৃষ্ণায় কাতর দু'জন। পদ্মাবতীই দিল তাদের তৃষ্ণা মেটাতে। জন্মের তৃষ্ণা ছিল,
মেঘে মুখ ডুবিয়ে জল পান
করছে দু'জনই। আহ, আকাশের গায়ে যেন একটি পুরো সমুদ্র এলিয়ে পড়েছে।
পদ্মাবতীর ভেজা ঠোঁটে উঠে এসেছে শাশ্বতীর ঠোঁটজোড়া। স্বাতীর ঠোঁটেও ঠোঁট।
বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে পদ্মাবতীর গায়ে, সেই বিদ্যুৎ ঝলসে দিচ্ছে স্বাতীকে, শাশ্বতীকে।
জোড়া জোড়া ঠোঁট মিলে যাচ্ছে মিশে যাচ্ছে বিদ্যুতে।
প্রেম হচ্ছে ঠোঁটে ঠোঁটে।
প্রেম হচ্ছে আকাশপারে।
নারী থেকে নারী জন্ম নিচ্ছে।

AMARBOI.COM

নারী-জন্ম

তাদের জন্য আমার করুণা হয় যারা নারী নয়
দুর্ভাগাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, যারা নারী নয়।
অবিশ্বাস্য এই শিল্প, অতুলনীয় শিল্প এই নারী, বিশ্বের বিস্ময়, বিচিত্রতা।
আমি নারী, বারবার চাই, শতবার চাই নারী হতে, নারী হয়ে জন্ম নিতে। সহস্র জন্ম চাই আমি, নারী-জন্ম চাই। নারীর প্রেম চাই, তার কামরসে স্নান চাই, মৈথুন চাই।
মৈথুনে মোহাচ্ছন্ন হতে হতে মরিয়া হয়ে চাই একটি শিশু,
আমার তীব্র প্রচণ্ড চাওয়া তীব্রতর
হতে থাকে যতক্ষণ না আমার নারী-শরীরটিই শুক্রাণুর জন্ম দিচ্ছে।
একটি ভ্রূণ আমার জরায়ুতে।
নারী-শিশু জন্ম দেব আমি, আমি নারী, জন্ম দেব নারী-শিশু।
আমি ভালবাসছি সর্বদর্শী সর্বময়ী সর্বব্যাপিনী শাশ্বতী নারীশক্তি। ভালবাসছি নারীশিশু, কিশোরী, তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধা। হিরণ্ময়ী ইচ্ছাময়ী প্রাণবতী হৃদয়বতী আবর্তিত
হতে হতে বিবর্তিত হতে হতে সম্রাজ্ঞী হতে হতে গোটা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হচ্ছে।
ভালবাসছি আমাকে!
নারীকে।
নারী-জন্মকে।
মন ওঠো

মন তুমি ওঠো, ওঠো তুমি, তুমি ওঠো মন,
মন মন মন ওঠো মন ওঠো মন তুমি ওঠো ওঠো মন
মন ওঠো তুমি
ওঠো তুমি মন
মন মন মন
ওঠো, লক্ষ্মী মন, তুমি ওঠো এবার,
ওঠো ওই পুরুষ থেকে, মন ওঠো,
ওঠো তুমি, শেকল ছিঁড়ে ওঠো, ভালবাসার শক্ত শেকলটা ছিঁড়ে এখন ওঠো
তুমি তোমার মতো করে কথা বলো,
তুমি তোমার মতো তাকাও
তোমার মতো হাসো
আনন্দ তোমার মতো করে করো। দুঃখ তোমার মতো করো।

মন তুমি ওঠো, যতক্ষণ তুমি ওই পথে, পথিকে, ওই পতিতে, ওই পুরুষে,
পুরুষের পদাঙ্কে, পদাশ্রয়ে, ওই পাতে, পতনে,
যতক্ষণ তুমি পরজীবী, তুমি পরোপজীবী, যতক্ষণ পরায়ত্ত, পরাহত,
ততক্ষণ তুমি তুমি নও।
যতক্ষণ প্রণত, প্রচ্ছন্ন, ততক্ষণ তুমি প্রফুল্ল নও, প্রবল প্রখর নও, প্রতাপান্বিত নও
ওঠো, পরিত্রাণ পেতে ওঠো, প্রাণ পেতে ওঠো।
মন ওঠো মেয়ে, ও মেয়ে, ওঠো,
পুনর্জন্ম হোক, পুনরুত্থান হোক তোমার।

হৃদয়ে কখনও এমন আস্ত একটি পুরুষ পুরে রেখো না,
পুরুষ যখন ঢোকে, একা ঢোকে না, গোটা পুরুষতন্ত্র ঢোকে।
এই তন্ত্রের মগজ-মন্ত্রে মুগ্ধ হবে, প্রেমে প্রলুব্ধ হবে, মৃত্যু হবে তোমার তোমার।
ও মন তুমি ওঠো, নাচো, তোমার মতো, তোমার মতো করে বাঁচো।

ফেস অফ

মেয়েটি আসছে
মুখটি পোড়া
মুখটি এখন আর মুখের মতো দেখতে নয়,
একতাল কাদার ওপর দিয়ে যেন দৈত্য হেঁটে গেল,
বীভৎস মুখটি। মুখ বলতে আসলে কিছু আর নেই।
সে কোনও অ্যাসিড হাতে নিয়ে আসছে না,
কোনও অ্যাসিড সে ছুঁড়বে না তোমার মুখে,

সে এত নিষ্ঠুর নয়, এত নিষ্ঠুর সে হতে পারে না,
তোমার মুখটিকে তোমার মুখ থেকে সে খামচে তুলবে না।

কিন্তু সে তোমার দিকে হেঁটে আসছে,
তার চোখদুটো ইলেকট্রিক তারে ঝুলে থাকা
মরা বাদুরের মতো ঝুলে আছে কোটর থেকে,
সম্পূর্ণই থেতলে গেছে নাক
কোনও কপাল নেই, গাল নেই, কোনও ঠোঁট নেই।
কিন্তু তার সবগুলো দাঁত এখনও আছে,
দাঁতগুলো পুড়ে যায়নি, দাঁতগুলো এখনও সাদা, এখনও ধারালো,
দাঁতগুলো তোমাকে কামড় দেওয়ার জন্য।
সে তোমার মুখে কামড় দিচ্ছে না, বাহুতে বা বুকে কামড় দিচ্ছে না,
পেটে দিচ্ছে না, পিঠে দিচ্ছে না।
কিন্তু সে কামড় দিচ্ছে, সে তোমার পুরুষাঙ্গে কামড় দিচ্ছে,
সি বাইটস ইওর ডিক-অফ।

(কবিতাটি প্রথম ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। এটি তার বাংলা অনুবাদ)

AMARBOI.COM

নষ্ট মেয়ে

ওরা কারও কথায় কান দেয় না, যা ইচ্ছে তাই করে,
কারও আদেশ-উপদেশের তোয়াক্কা করে না,
গলা ফাটিয়ে হাসে, চেঁচায়, যাকে-তাকে ধমক দেয়
নীতি-রীতির বালাই নেই, সবাই একদিকে যায়, ওরা যায় উল্টোদিকে
একদম পাগল!
কাউকে পছন্দ হচ্ছে তো চুমু খাচ্ছে, পছন্দ হচ্ছে না, লাথি দিচ্ছে
লোকে কী বলবে না বলবে তার দিকে মোটেও তাকাচ্ছে না।
ওদের দিকে লোকে থুতু ছোড়ে, পেচ্ছাব করে
ওদের ছায়াও কেউ মাড়ায় না, ভদ্রলোকেরা তো দৌড়ে পালায়।
নষ্ট মেয়েদের মাথায় ঘিলু বলতেই নেই, সমুদ্রে যাচ্ছে, অথচ ঝড় হয় না তুফান হয়
একবারও আকাশটা দেখে নিচ্ছে না।
ওরা এরকমই, কিছুকে পরোয়া করে না
গভীর অরণ্যে ঢুকে যাচ্ছে রাতবিরেতে, চাঁদের দিকেও দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে!

আহ, আমার যে কী ভীষণ ইচ্ছে করে নষ্ট মেয়ে হতে।

(এ কবিতাও ইংরেজি থেকে অনুবাদ)

পারো তো ধর্ষণ করো

আর ধর্ষিতা হয়ো না, আর না
আর যেন কোনও দুঃসংবাদ কোথাও না শুনি যে তোমাকে ধর্ষণ করেছে
কোনও এক হারামজাদা বা কোনও হারামজাদার দল।
আমি আর দেখতে চাই না একটি ধর্ষিতারও কাতর করুণ মুখ,
আর দেখতে চাই না পুরুষের পত্রিকায় পুরুষ সাংবাদিকের লেখা সংবাদ
পড়তে পড়তে কোনও পুরুষ পাঠকের আরও একবার মনে মনে ধর্ষণ করা ধর্ষিতাকে।
ধর্ষিতা হয়ো না, বরং ধর্ষণ করতে আসা পুরুষের পুরুষাঙ্গ কেটে ধরিয়ে দাও হাতে,
অথবা ঝুলিয়ে দাও গলায়,
খোকারা এখন চুষতে থাক যার যার দিগ্বিজয়ী অঙ্গ, চুষতে থাক নিরুপায় ঝুলে থাকা
অণ্ডকোষ, গিলতে থাক এসবের রস, কষ।
ধর্ষিতা হয়ো না, পারো তো পুরুষকে পদানত করো, পরাভূত করো,
পতিত করো, পয়মাল করো
পারো তো ধর্ষণ করো,
পারো তো ওদের পুরুষত্ব নষ্ট করো।
লোকে বলবে, ছি ছি, বলুক।
লোকে বলবে এমনকী নির্যাতিতা নারীরাও যে তুমি তো মন্দ পুরুষের মতোই,
বলুক, বলুক যে এ তো কোনও সমাধান নয়, বলুক যে তুমি তো তবে ভাল নও
বলুক, কিছুতে কান দিয়ো না, তোমার ভাল হওয়ার দরকার নেই,
শত সহস্র বছর তুমি ভাল ছিলে, মেয়ে, এবার একটু মন্দ হও।

চলো সবাই মিলে আমরা মন্দ হই,
মন্দ হওয়ার মতো ভাল আর কী আছে কোথায়!

AMARBOI.COM

সংযোজন

AMARBOI.COM

যদি স্পর্শ চাও ৪০৯ • মধ্যবিত্ত স্বাধীনতা ৪০৯ • পুরুষের ব্যবচ্ছেদ ৪১০ • প্রেম ৪১১ • ধর্মনিরপেক্ষতা ৪১১ • যাওয়া ৪১২ • Dhop ৪১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি স্পর্শ চাও

তুমি ঠোঁটে চুমু খেলে, চিবুকে বুকে, আমি ভিজে উঠি।
স্তনবৃন্তে ঠোঁট রাখলে ভিজে উঠি
নগ্ন নাভিমূলে তৃষ্ণার জিভ দিলে— ভিজে উঠি
তুমি আমার লোমকূপেই আঙুল রেখে দেখ কেমন ভিজি।

হৃদয় কি কেবল বুকের মধ্যে?
মুখে, মস্তিষ্কে, বাহুলতায় নয়?
বুকে, পিঠে, কোমরে, নিতম্বে নয়?
উরু, জংঘা, পা বা পায়ের গোড়ালিতে?
হৃদয় কি কেবল হৃদ্‌পিণ্ডে?
যকৃতে, বৃক্কে, জরায়ুতে নয়?
হৃদয় কি পাকস্থলী, অন্ত্রে, অগ্নাশয়ে নয়?

হৃদয় আছে সর্ব শরীরে
তাকে স্পর্শ করতে চাইলে তুমি আমার সর্বাঙ্গে চুম্বন করো,
তুমি আমার ভিজে ওঠা শরীরে নগ্ন স্নান করো।

AMARBOI.COM

মধ্যবিত্ত স্বাধীনতা

আমি তৃতীয় বিশ্বের—
আমি ক্লিষ্ট ক্লিন্ন হাভাতে দেশের
একটি মানুষ।

মানুষ আকারে যত তিল-তিলার্ধই হোক, সে সামান্য নয়
সামান্য আমিও নই
আমার মস্তিষ্ক কাজ করে, হাত করে
কাজ করে পায়ের প্রতিটি পেশী

মানুষ মাত্রই যে জিনিস সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন
তার নাম স্বাধীনতা।
আমাকে তোমার স্বাধীনতা বিক্রি করতে হয়েছে
এমন কাঙাল নই, ভাতের বদলে
এমন কাঙাল নই, বস্ত্রের বদলে।
নারী স্বনির্ভর হলে নাকি যাবতীয় দুঃখ ঘোচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এই অথর্ব সমাজে এক মধ্যবিত্ত মেয়ে
কই দুঃখতো ঘোচেনি?
ভাত কাপড়ের জন্য নয়
সাপ্তাহিক সঙ্গমের কাছে বিক্রি করেছি সকল স্বাধীনতা।

যে তৃষ্ণা মেটায়
সে খুব কায়দা করে পরায় শিকল
আমার দু'পায়ে, হাতে
মাঝে মাঝে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষেও
শিকলের ঝনঝন শব্দ শুনি।

পুরুষের ব্যবচ্ছেদ

ভালবেসে এরকম অন্ধ হওয়ার কথা ছিল না
কেউ হয় না।
আমি অন্ধ হতে হতে, বধির হতে হতে
সর্বস্ব হারাতে হারাতে এখানে এসেছি

এখানে এক পুরুষের মস্তিষ্ক হাতড়ে দেখেছি
প্রেম নেই
যাবতীয় উলঙ্গ করে দেখি সব আছে
নাক চোখ ঠোঁট, ঠোঁটের তিল, বুকের লোম
পা ও পায়ের গোড়ালি
প্রেম নেই।
শিশ্নের তুমুল উত্থান আছে, প্রেম নেই।
এক ঘর জুড়ে সংসার আছে, প্রেম নেই।
কোথাও নেই
দেয়ালে, চৌকাঠে, আসবাবে।

বিষণ্নতার প্রস্তর হতে হতে আমি শৈশব ভুলেছি
সেই সোনালি মার্বেল, সবটা গোধূলি জুড়ে গোল্লাছুট
ভালবেসে ব্যর্থতার ভারে ন্যূব্জ হতে হতে
না পাওয়াকে বারবার পেতে পেতে এখানে এসেছি
কে আছে আমাকে ছুঁয়ে বলে
এর চেয়েও জল ধরতে পারে কোনো অতল সমুদ্র?
এর চেয়েও আছে কোনো বেদনার বিশাল প্রপাত?
এর চেয়েও গাঢ় নীল আর কোনো সুনীল আ কাশ?

এর চেয়েও মরুময় নিঃসঙ্গতা আর কোনো
ধূধু বালিয়াড়ি অথবা অরণ্য?
শূন্যতা আর কত ব্যাপক হয়, কতটা অসীম?
কে আর কতটা পাথর হয়েছে
এত ভালবাসাহীনতায়?

প্রেম

কিছুতে হেলান যদি দিতে হয়, যুবকে দিও না,
দিতে যদি তীব্র ইচ্ছে করো, অগত্যা দাও
শরীরে স্বর্গীয় সুগন্ধ মাখাও,
দু'-চারদিন গেলে ভাল হয় যদি ভুলে যাও,
এ-পাড়া ও-পাড়া যেখানেই তাকে নাও, বাড়িতে নিও না।
বাড়িটা শুদ্ধ রাখো।

যত ইচ্ছে চুনকালি মাখো,
চুমু খাও মুখে,
প্লাবিতও হতে পারো শীর্ষসুখে।
তবে ভুলেও কিন্তু পড়ো না প্রেমের ফাঁস
আর যাই কর, কোরো না পুরুষে বিশ্বাস।

AMARBOI.COM

ধর্মনিরপেক্ষতা

শুনুন, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ জাতি,
ধর্মের একশো রকম উৎসবে মাতি।
অনেকগুলো ধর্ম, কেউ কারও ওপরে নয়।
হচ্ছে সর্ব ধর্মের সমন্বয়, লোকে নির্বিবাদে যন্ত্রণা সয়
তবু সকলের প্রতি সকলে সদয়।
সব ধর্মই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কাতারে,
এমন কোনও দুর্যোগ নেই না ঘটাতে পারে!

সব ধর্মের গোড়াতেই সমান জল ঢেলে

বিষবৃক্ষ পুষ্ট রাখি ধর্মখেলা খেলে।
ধার্মিকের জয়জয়কার,
নাস্তিকের হার।
এমন ধর্ম-দেশ আপনি কোথায় পাবেন আর!

যাওয়া

এভাবে, ঠিক এভাবেই, খুব ধীরে, শান্ত পায়ে হেঁটে, তুমি একদিন চলে যাবে,
একদিন তুমি পিছন ফিরবে না,
তোমার চলে যাওয়ার দিকে কেউ তাকিয়ে আছে বা নেই,
দেখার ইচ্ছে তুমি করবে না,
এভাবে, একদিন ধারালো ছুরির মতো নির্বিকার সরে যাই বা যাচ্ছি বলে চলে যাবে,
উচ্চারণও করবে না কখনও আমাদের দেখা হবে কি না কোথাও,
কোনওখানে, কাল না হোক, পরশু না হোক, কোনও একদিন— জানতাম।
এভাবেই যায়, যারা যায়।

তুমি চলে গেছ বলে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছি না,
ফিরে তাকালে দেখতে তোমার দিকে আমি তাকিয়েও ছিলাম না যখন যাচ্ছিলে,
চোখে জল ছিল ভেবে সুখ পেয়েছিলে বুঝি!
নাহ্, চোখ ছিল যে কোনও কাঠের দিকে তাকানো চোখের মতো,
জানতাম এভাবেই যাবে একদিন তুমি, এক মাঠ স্বপ্নের শস্যে নিমেষে আগুন ধরিয়ে,
হঠাৎ,
পুড়ে, যেতে দিয়েছি সব, আকাশ আকাশ জল ঢেলে কিছুই বাঁচাইনি,
স্মৃতির স্বার্থেও দু একটি শিকড় বা শস্যের শাঁস।
পথের পাথর সরিয়ে লাল গালিচা পেতে দিই, যেতে দিই, যারা যেতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Dhop

ঘুম ভাঙার আগেই চাই suprovat,
না হলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকি, হাত
গুটিয়ে পা গুটিয়ে, বেড়াল কুণ্ডুলি,
সূর্যকিরণ আলতো করে স্নায়ুতন্ত্রে ঢুকিয়ে দেয় ঠাকুরমার ঝুলি।

সকাল জুড়ে ki karcho? Ki hacche? Kamon accho?র জ্বালা
তার ঘূর্ণিঝড়ে ওড়াতে থাকে মনের চৌচালা।
— tomake khub jalacchi ki?
— se ki!
— satti kore bolte paro, jalacchi na, tomake?
— jalacchen, khub jalacchen এক পলকে লিখে দিই লেখালেখির ফাঁকে।
— Thik acche ar jalabo na.
— konodin na?
— konodin na.
— satti satti tin satti
— Jodi ami jolte bhalobasi tobuo na?
— tobuo na.
ওপাশে এক তবুও না-র ভুতুড়ে নিঃশ্বাস
মুঠোফোনের ভেতর হঠাৎ নৈঃশব্দ্যের বাজনা বাজে, বাজে সর্বনাশ।
— dhut!!
এদিকে দেখি সন্ধে হলেই লাল ধুতিতে সেজেগুজে সামনে দেবদূত
চমক দিয়ে উদয় হলেন, চক্ষে হাসি, ওষ্ঠে হাসি, তিনি,
যাকে হাজার বছর চিনি।
সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার পাড়, মৃদুমন্দ হাওয়া খাওয়া, এট্টুআট্টু নাচানাচির
পাট চুকোলে
বাড়ি ফেরার পথে আমার মাতাল জাদুকর, মাথাটিকে নিজের কোলে
নিয়ে চুলে হাত বুলিয়ে বলে দিলেন, তোমাকে খুব ভালবাসি।
তখন কেবল চক্ষে নয়, ওষ্ঠে নয়, সর্বাঙ্গে হাসি।

এস এম এস মধ্যরাতে, হাতেনাতে ধরি বুকের বিষম ধুকপুক,
মুচড়ে দিয়ে হৃৎপিণ্ড হুড়মুড়িয়ে নামে তীব্র সুখ।
— Jatakkhan jege thaki tomar katha bhabi, jatakkhan
ghumoi ami, tomay swapno dekhi.
— se ki! esob kotha satti naki meki?
— satti satti tin satti.
— huh! biswas nei ak rotti.
বলি কিন্তু সারারাতই না ঘুমিয়ে কাটাই,

সারারাতই গোত্তা খেয়ে ঘুড়ির মতো তার দিকে ধাই, যার হাতে
লাটাই।
পরের দিন ভর দুপুরে উন্মাদিনী দৌড়ে যাই,
দেখে হাসেন বাবুমশাই।
হৃদয় যখন গলে পড়ছে, শরীর জুড়ে প্রেমের অনুভব,
তিনি তুমুল হেসে বলেন, কালকে রাতে ঢপ মেরেছি, ঢপ।

— Dhop mane ki?
— eeh, bojhona bujhi?

AMARBOI.COM

গ্রন্থপরিচয়

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা।

প্রথম প্রকাশ: ফাগুন ১৩৯২। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
প্রকাশক: দ্রাবিড় প্রকাশনী, ঢাকা। পৃষ্ঠা: ৪৮।
মূল্য· পনেরো টাকা।

গ্রন্থের পশ্চাৎ প্রচ্ছদে এই গ্রন্থেরই 'বিশ্বাসের হাত' কবিতাটি থেকে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত লাইন তুলে নিয়ে পরপর সাজিয়ে লেখিকা তাঁর বক্তব্য ও গ্রন্থের মূল কথাটি সংক্ষেপে সুচারুভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে লেখা রয়েছে—

"আমি ডানেনা। বামেনা। আমি আছি
আমার মাটিতে। আমার মাটিতে আমি
মাটিযোগ্য শিল্পরীতি চাই। মাটিযোগ্য
রাজনীতি চাই। আমার মাটিতে আমি
বাসযোগ্য ঘর চাই। আয়ুঅব্দি জীবনের
নিশ্চয়তা চাই। আমার মাটিতে আমি
শোষকের রক্ত ঢেলে সরাবো বিষাদ।"

নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে

ষষ্ঠ প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৩।
প্রকাশক: আবু মুসা সরকার। হাতেখড়ি, ৩৭ বাংলাবাজার ঢাকা। পৃষ্ঠা: ৫৬।
মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা।
প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার।
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত 'রাজাকারের সুরতহাল রিপোর্ট' কবিতাটি কবি-কর্তৃক কবিতাসংগ্রহ ১ থেকে বর্জিত।

আমার কিছু যায় আসে না

পঞ্চম প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৩।
প্রকাশক: আবু মুসা সরকার। হাতেখড়ি, ৩৭ বাংলাবাজার ঢাকা। পৃষ্ঠা: ৫৬। মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা।
প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার।
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ গ্রন্থের 'মিছিল' এবং 'দেবদারুপুরুষ' কবিতা দুটি 'শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা' কবিতাগ্রন্থে থাকার জন্যে এখানে বর্জিত।

অতলে অন্তরীণ

প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
প্রকাশক: মজিবর রহমান খোকা। বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা। পৃষ্ঠা: ৫৬।
মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা।
প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার।
এ গ্রন্থের 'দুরাশা' কবিতাটি 'শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা' গ্রন্থে পূর্বেই মুদ্রিত হওয়ার জন্য এখানে বর্জন করা হল।

বালিকার গোল্লাছুট

দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ১৯৯২।
প্রকাশক: আলতাফ হোসেন। পাল পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।
পৃষ্ঠা: ৫৬।
মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা।
প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার।
অলংকরণ: ধ্রুব এষ।
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।
'তৃষ্ণা' কবিতাটি 'শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা' গ্রন্থে 'তৃষ্ণার্ত আমাকে' নামে পূর্বেই প্রকাশিত। এই কবিতাসংগ্রহে বালিকার গোল্লাছুট গ্রন্থে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা

দ্বিতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৯৩।
প্রকাশক: কাজী মোঃ শাহজাহান। শিখা প্রকাশনী, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। পৃষ্ঠা: ৬০।
মূল্য: চল্লিশ টাকা।
উৎসর্গ: গ্রন্থটি শ্রীশঙ্খ ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়েছে।
প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার।
অলংকরণ: ধ্রুব এষ।
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

AMARBOI.COM

আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন দেব মেপে

দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০০৩।

প্রকাশক: সুবীরকুমার মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা: ১১১।

মূল্য: পঞ্চাশ টাকা।

প্রচ্ছদ: সুনীল শীল।

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৫।

গল্প • দ্বিধাহীন • ছেঁড়াখোঁড়া মন • ভঙ্গ বঙ্গদেশ • খেরো খাতা • গৌরী নেই • কাঁপন ২ • খড়কুটো মেয়ে • প্রবণতা • লজ্জা, ৭ ডিসেম্বর '৯২ • জলে ভাসা • কাঁপন ৩ • হতচ্ছাড়া • তখন না হয় দেখা হবে • পুরুষোত্তম • কাঁপন ৪ • মসজিদ মন্দির • প্রত্যাশা • কাঁপন ৫ • ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে • সতীত্ব • ধোঁয়া • জলপদ্য • ঘুমভাঙানিয়া • মাজার • ধুম • ধাপ্‌পা • উদ্যানের নারী • রোসো • অকল্যাণ • চাবুক ১ বিসর্জন • বাড়ি যাবে, সুরঞ্জন? • কাঁপন ৬ • খামার • নির্ভয় • বাঁশি • পুরুষের দানদক্ষিণা • কাঁপন • দুর্বহ দুঃখটুকু • দুরভিসন্ধি— কবিতাগুলি 'বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা' কবিতাগ্রন্থে থাকায় এই গ্রন্থ থেকে বর্জিত হল।

নির্বাসিত নারীর কবিতা

দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০০২।

প্রকাশক: সুবীরকুমার মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা: ৬৪।

AMARBOI.COM

মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা।

প্রচ্ছদ: সুনীল শীল।

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৬।

মেয়েবেলা • চুক্তি • ঢের দেখা আছে • চাওয়া— কবিতা চারটি 'আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন দেব মেপে' কাব্যগ্রন্থে থাকার জন্য কবিতাসংগ্রহ ১-এ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুচ্ছ থেকে বাদ দেওয়া হল।

জলপদ্য

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০০।

প্রকাশক: দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা: ৬৮।

মূল্য: চল্লিশ টাকা।

প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী।

খালি খালি লাগে

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২।

প্রকাশক: সুবীরকুমার মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা ৮৮।

মূল্য: পঁচাত্তর টাকা।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী।

কিছুক্ষণ থাকো

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৪।

প্রকাশক: সুবীরকুমার মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা ৮৮।

মূল্য: পঁচাত্তর টাকা।

উৎসর্গ: গ্রন্থটি শ্রীমতী ইয়াসমিনের উদ্দেশে নিবেদিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: বিপ্লব মণ্ডল।

সংযোজন

এই অংশের কবিতাগুলি পূর্বে গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। Dhop কবিতাটি শারদীয় দেশ ১৪১২-তে প্রকাশিত।

AMARBOI.COM

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

প্রথম পঙ্‌ক্তি	কবিতার নাম	গ্রন্থনাম	পৃষ্ঠা
অথচ মানুষ যায় নির্দ্বিধায়...	আশ্রয়	আমার কিছু যায় আসে না	১০৬
অনাবৃত আকাশ রেখে আমি...	যার যা খুশি	"	৮৮
অনেক তো কথা হল,	শরীর	জলপদ্য	২৭৬
অনেক তো হল, মুগ্ধ মানুষের...	বাড়ি ফিরব	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৫
অনেক বলেছে নারী,	নারী ৪	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩১
অনেকবার ফোন বাজল,...	অকাজ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৩
অন্ধের মতো হাতড়ে ফিরছি	হা হতোস্মি	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৭
আকাল পড়েছে দেশে...	জলে ভাসা	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২৯
আঙুল একটি চোয়ালে	কাঁপন ১০	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১২
আজকাল ছোট একটা মার্বেল...	জীবন কখনও...	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২৩৩
আঠারো বছর ছিল আমারও...	সমুদ্র-যাপন	অতলে অন্তরীণ	১২৯
আদম ছিলেন সাধাসিধা...	উদ্যানের নারী	বেহুলা একা ভাসিয়েছিল...	১৯৩
আধ-ঘুমে চমকে তাকাই, দেখি	পোকামাকড়ের...	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২৪
আপনার মুখটি দেখলে আপনাকে	প্রিয় মুখ (কলকাতা)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬৫
আবর্জনার স্তূপে সেদিন দেখি	ধনীর আবর্জনা	খালি খালি লাগে	৩১৯
আবার আমি তোমার হাতে..	হাত	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১৩
আবার আমি সকাল হব,	সকাল	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৮
আমরা প্রকৃতি-প্রেরিত নারী	প্রেরিত নারী	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২৫
আমরা বালিকারা যে খেলাটি...	বালিকার গোল্লাছুট	অতলে অন্তরীণ	১২০
আমলনামা লিখছে বসে...	আমলনামা	বালিকার গোল্লাছুট	১৬২
আমাকে আমার বয়সি একটি...	তুমি দুঃখ দিতে...	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫১
আমাকে কেউ মাঠ পার হতে...	ভয়	অতলে অন্তরীণ	১৩৯
আমাকে নেবার জন্য বারবার...	দুরভিসন্ধি	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	২০১
আমাদের কথা তাহারা বলত,	বিভেদ	অতলে অন্তরীণ	১২৪
আমাদের বাড়ির একেবারে..	প্রফুল্লদের বাড়ি	অতলে অন্তরীণ	১১৯
আমাদের সন্তানেরা অনাহারে...	আমাদের সন্তানেরা	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৫
আমার আর কী দরকার	অবগাহন	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৭৭
আমার একটা ঘর আছে, নিজের।	স্বাদ	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৪
আমার একটি মা ছিল	মা কষ্ট...	জলপদ্য	৩০৪
আমার এখন কে আছে ফণিমনসা	ভাসালে আঁখিজলে	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৩
আমার কলমগুলোয় মাঝপথে...	যাত্রা	অতলে অন্তরীণ	১৩৮
আমার কাছে তিল ধারণের...	তিল পরিমাণ	জলপদ্য	২৭৬
আমার কাছে দুঃখ আছে	দুঃখ দেবে সমুদ্দুর	জলপদ্য	৩০৫
আমার কীসের ভয়?	নির্ভয়	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৯৯

আমার কোনও বন্ধু নেই,	আমার কোনও...	জলপদ্য	৩০২
আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে	তুই কোথায়...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৪
আমার ঘরে আমি ছাড়াও অন্য...	বসবাস	আমার কিছু যায় আসে না	৮৫
আমার জন্য অপেক্ষা করো...	তবু ফিরব	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৫
আমার জীবন	শুভ বিবাহ	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৪৮
আমার দু'চোখে জল নেই দেখ,	সঙ্গীহীনের ঘরে	অতলে অন্তরীণ	১৩৩
আমার বয়স যখন বিশ ছিল	উচ্ছন্ন	অতলে অন্তরীণ	১৩৬
আমার বাড়ির সামনে স্পেশাল...	কামান দাগা	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২৩
আমার বুকের মধ্যে একটা...	কষ্টচারণ	আমার কিছু যায় আসে...	১০০
আমার ভালবাসা থেকে তুমি...	বাঁচা (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৯
আমার মতো কে আর এত...	তারা?	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৪৯
আমার মা যখন মারা যাচ্ছিলেন,	একটি অকবিতা	জলপদ্য	৩০০
আমার সঙ্গে শোবে এসো	শুয়ে শুয়ে (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮১
আমার হৃদয় আছে মাথায়,	হৃদয়	খালি খালি লাগে	৩৫৩
আমি একা, মাথার উপর	পূর্ণিমায়	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৮
আমি কাঁদলে এখন আর...	জল নেই	আমার কিছু যায় আসে না	১০১
আমি ক্ষুদ্র নমঃ	শুদ্র	খালি খালি লাগে	৩৩৫
আমি ঘুম থেকে জেগে উঠছি,	তোমার জন্য প্রেম	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯০
আমি চিরকালই মানুষ চিনতে...	ভুলভাল	অতলে অন্তরীণ	১৩৬
আমি জানি অথবা ঠিক জানিও...	বাহিরে অন্তরে	অতলে অন্তরীণ	১২৮
আমি ডানে না, বামে না	বিশ্বাসের হাত	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৯
আমি ততটা যুবতী নই যতটা...	কাঁপন ১৯ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৫
আমি তবে কোথায় যাব?	দুঃসময়	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৭
আমি তাকে লঙ্ঘন করেছি...	যাত্রা	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২১
আমি তুমুল প্রেমে পড়েছি...	শুনছ! (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৭
আমি তৃতীয় বিশ্বের—	মধ্যবিত্ত স্বাধীনতা	সংযোজন	৪০৯
আমি তোমার সব ঋতুকে বর্ষা...	বর্ষামঙ্গল	আমার কিছু যায় আসে না	৯৬
আমি যদি চতুর সুদর্শনা	প্রায়শ্চিত্ত	অতলে অন্তরীণ	১৩৯
আমি যাব	তবু যাব	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৭
আমি যার অপেক্ষা করছি	অপাত্রে পতন	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৮
আমি রাতকে রাত বলি,	সাবলীল	খালি খালি লাগে	৩২৪
আমি সামনে এগোব	সীমান্ত	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৬
আমিও ঢেকে যাচ্ছি সাদা বরফে	প্রার্থনা	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৬
আমিও মানুষ বটে	শিকড়ে বিপুল...	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬১
আর কত ফাঁকি দেবে,	নির্বাসন ৩	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৬
আর কাঁপি না আগের মতো	কাঁপন ১১	খালি খালি লাগে	৩৫৪
আর ধর্ষিতা হয়ো না, আর না	পারো তো ধর্ষণ...	কিছুক্ষণ থাকো	৪০৬
আরও প্রেম দিয়ো আমাকে,	আরও প্রেম প্রেম	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮০
আরক্ত দু'চোখে নামে সুবর্ণ...	দেবদারুপুরুষ	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৪
আসলে যাবার কথা অন্য কোথাও	পেছনে স্বপ্নের...	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৭
আস্ফালন করছ রাগে,	খাবার জল	খালি খালি লাগে	৩২৪
আহা, চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে...	ভাবি ছেড়ে গেছ...	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১২
ইচ্ছে করছে তালদিঘি মাঠে...	ভোকাট্টা ঘুড়ি	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৩
ইচ্ছে যদি প্রেমে পড়ার, পড়ো	সোজা পথ	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৭৯

AMARBOI.COM

ইতর প্রাণী বানাতে চাও বানাও	স্রষ্টা	খালি খালি লাগে	৩৫৩
ইদানীং আমি আবার দরজা খুলে	চিঠিপত্রের গল্প	আমার কিছু যায় আসে না	৯৬
ইসরাফিলের জ্বর হয়েছে	ইসরাফিলের জ্বর	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৭
ঈদুল আরার বইখাতা ছিঁড়ে...	ঈদুল আরা	খালি খালি লাগে	৩১৮
ঈশ্বর ঈশ্বর জপছে মানুষ	মানুষের জাত	"	৩৫১
ঈশ্বরকে মানুষ খেলায়, না...	খেলা	আমার কিছু যায় আসে না	৮৩
ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই	আত্মচরিত	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৯
উঁচু দুটো বাড়ির পতন মানে	এগারোই সেপ্টেম্বর	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৯
উত্থিত শিশ্নের মতো ইফেল...	লিঙ্গপূজা	জলপদ্য	২৯৭
ওই তো ফেনায়ে ওঠে, শরীর...	সমুদ্র বিলাস ১	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২০
ওই দেখো বেশ্যা যায়	বেশ্যা যায়	বালিকার গোল্লাছুট	১৬১
ওই যে যাচ্ছে কাবেরীর স্বামী	জয় গোস্বামী	খালি খালি লাগে	৩৫৫
ওক গাছ তো নয়,	নারী	জলপদ্য	২৯৩
ওরা কারও কথায় কান দেয় না	নষ্ট মেয়ে (নারী)	কিছুক্ষণ থাকো	৪০৫
ওরা প্রথম আমার ঊরু কেটে...	ব্যবচ্ছেদ	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৭০
ওলো নারী আয় করি পরানের...	পরানের গল্প ২	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৯
এ আমার ঘর	পরাধীনতা	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১২
এ কথা কি ঢোল পিটিয়ে...	দুঃখবতী মেয়ে—২		২০৫
এ গল্প আগেই করেছি,	রাস্তার ছেলে...	জলপদ্য	৩০৩
এ যেন ঠিক পুকুরপাড়ের	বার্লিনের চাঁদ	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫১
এ শহরে টাকা ওড়ে,	মন নেই	জলপদ্য	২৭৮
এই অস্তিত্ব	জীবন	খালি খালি লাগে	৩৫০
এই আঙুল, এই টান টান ত্বকের...	সব সয়, মৃত্যু...	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৪
এই আমি দাঁড়ালাম	মৃত্যুদণ্ড	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১০
এই যে মুগ্ধতার সুতো	হাওয়ায় হাওয়ায়	আমার কিছু যায় আসে না	৯০
এক কাপ চা পর্যন্ত	ক্ষুতার গল্প	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৯
এক নদী জল	মন বসে না	আমার কিছু যায় আসে না	১০৭
এক নদী জল দাঁড়িয়ে আছে	দ্বিধাহীন	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৭৮
এক বিকেলে মেঘনা যাব, ঠিক...	চুক্তি	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২৩১
এক সন্ধ্যায় শীতে কেঁপে কেঁপে	আমি কান পেতে...	আমার কিছু যায় আসে না	৯৩
একা মানুষকে কে আর সামলে...	কূল-কিনার নাই	অতলে অন্তরীণ	১৩৪
একটা এক্স নামের ক্রোমোজোম	সাদামাটা কথাবার্তা	"	৯৫
একটা ঘিয়ে রঙের বাড়ির খুব...	শিয়রে সোনার...	অতলে অন্তরীণ	১৪১
একটা চোয়াল-ভাঙা যুবক	রোজনামচা	"	১৩২
একটি একটি করে দিন যায়	পরবাস ৩	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৮
একটি অনার্য পুরুষ দুই হাতে	লজ্জানারীলতা	অতলে অন্তরীণ	১৩১
একটি অসুখ চাইছি আমি,	প্রায়শ্চিত্ত	জলপদ্য	৩০৬
একটি কফিনের ভেতর যাপন...	বেঁচে থাকা	খালি খালি লাগে	৩২৩
একটি করে দিন যায় আর বয়স...	বয়স	জলপদ্য	২৯৫
একটি চমৎকার বাগানঅলা...	ঠিক তাই তাই চাই	খালি খালি লাগে	৩৪১

AMARBOI.COM

একটি তর্জনী উঠেছিল সেদিন	সাতই মার্চ, ১৯৭১	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২০৭
একটি দেশ ছিল সুজলা সুফলা	ভঙ্গ বঙ্গদেশ	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৭৯
একটি দোয়েলের পাখায় স্বপ্নের...	স্বপ্নের পালক	জলপদ্য	২৮৩
একটি ভীষণ না-থাকাকে সঙ্গে...	না-থাকা (মৃত্যু)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৩
একটি মৃত্যুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল	একটি মৃত্যু,...	জলপদ্য	২৭৫
একটি রমণী শেষঅব্দি	অবতরণ	আমার কিছু যায় আসে না	৯৩
একটু আগে তুমি ছিলে	ছিলে (মৃত্যু)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৫
একটু সরে শোও, পাশে একটু...	তোমার শরীর,...	খালি খালি লাগে	৩৪০
একজন আমাকে একমুঠো...	না বোধক	আমার কিছু যায় আসে না	১০৬
একদিন অনেক রাতে ফোন	রাতগুলো (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৮
একদিন কে যেন আমাকে...	বোধন	আমার কিছু যায় আসে না	৮৬
একদিন তোর জানুতে থুতনি	একদিন দেখিস	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৮
একদিন সমুদ্রের কাছে গিয়ে...	প্রলাপ	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৯
একবার খুব ইচ্ছা করে পালাই	উদাসীন দিন	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৪
একবার ভিক্ষা চাও	সম্প্রদান	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬১
এখন মানুষ আর মানুষের...	জিহ্বা	আমার কিছু যায় আসে না	৮৫
এখানে যারা ছিল তারা নেই,...	আছে মানুষ...	জলপদ্য	২৯৬
এডিনবরায় এসে হঠাৎ	প্রিয় এডিনবরা	নির্বাসিত নারীর অন্তরে	২৫৫
এত কিছু বাজে,	আশায় হতাশায়	বালিকার গোল্লাছুট	১৪৭
এত পিছলে পিছলে যাই, তবু	অমাননা	আমার কিছু যায় আসে না	৮৯
এত যাই	মাত্রা	"	১০৪
এত যে দুপুর দেখি	কোলাহল তো...		৯২
এত হা-পিত্যেশ বল কীসে	কাঁপন ১২	খালি খালি লাগে	৩৫৪
এতকাল চেনা এই আমার শরীর	দেহতত্ত্ব	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭৩
এতবেশি আমি নিকটে এসেছি...	দূরত্ব ৩		৬৬
এপ্রিলে এমন হয় সুইডেনে	এপ্রিলেও বরফের...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৯
এবারের কলকাতা আমাকে...	এবারের কলকাতা...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬১
এভাবে, ঠিক এভাবেই, খুব ধীরে,	যাওয়া	সংযোজন	৪১২
এমন তোলপাড় করে	কাঁপন ২১ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৫
এমনই দুর্ভাগ্য তার	দুরাশা ৩	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৩
এরকম যদি হত তুমি আছ...	যদি হত	খালি খালি লাগে	৩৪০
এরা কি দুবেলা খেতে পায়!	বালক বালিকারা	জলপদ্য	২৮০
এসো বললে আসি, যাও বললে...	অনুগত	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২৪

কত কত রাত কেটে যাচ্ছে একা...	রাত (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৮
কতটুকু ভালবাসা দিলে,	হিসেব (প্রেম)		৩৯৩
কথা ছিল সতীপদ দাস সকালে...	লজ্জা, ৭ ডিসেম্বর..	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮২
কবাট খোলাই ছিল	পরানের গল্প ১	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৮
কবে আমাদের দেখা হবে...	সুদর্শন ফরাসি...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৬
কবে তোমার লজ্জা হবে...	আমেরিকা...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৬
কলকাতা, কেমন আছ তুমি?	কলকাতা, প্রিয়...	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১৭
কলকাতা তেমনই আছে,	কলকাতা	জলপদ্য	৩০৫
কলকাতা থেকে গৌরীপুর,...	গৌরী নেই	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮১
কল্যাণীকে ধরে নিয়ে গেছে কে...	অকল্যাণ		১৯৫

AMARBOI.COM

কাঁখের কলস ফেলে রূপসি...	নারী ৬	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩২
কাঁপছি আমি যেমন কাঁপে...	কাঁপন ৩	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৩
কাউকে বাঁচতে দেখলে অসম্ভব...	যদি	জলপদ্য	৩০২
কাক ও শকুন মিলে আমাকে...	খাদক	বালিকার গোল্লাছুট	১৬১
কাছে যতটুকু পেয়েছি আসতে,...	অভিমান	আমার কিছু যায় আসে না	৯৪
কান্না রেখে একটুখানি বসো	দুঃখপোষা মেয়ে	জলপদ্য	২৯২
কাফেলা যাচ্ছে, পেছনে পড়েছে...	বিবি আয়শা	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২১
কাব্যকলা কম করেনি পুরুষ	নারীর অন্তর্দাহ...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬১
কার দোষে কী দোষে	পরবাস ৬	"	২৫৯
কারও কাছে আর প্রাপ্তির কিছু...	সন্তাপ	বালিকার গোল্লাছুট	১৭৪
কারও কারও কপালে প্রেম...	কপাল	জলপদ্য	২৮২
কারও কারও কাছে সমুদ্রের...	জল-জল খেলা	অতলে অন্তরীণ	১৩৪
কারুকে দিয়েছ অকাতরে সব...	প্রত্যাশা	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৬
কাল রাতে একজন আগন্তুক	মেয়ে, তুই জল...	অতলে অন্তরীণ	১৪০
কাল রাত্তিরে বরফে খেলেছি,	বরফে এক রাতে	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৮
কিছু কিছু কষ্ট আছে	কষ্টের কস্তুরী	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৪
কিছু কিছু পেটুক পুরুষ আছে	কিছু না কিছু	অতলে অন্তরীণ	১২৩
কিছুটা ওপরে ওঠো, না হলে...	স্পর্শ	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫২
কিছুতে হেলান যদি দিতে হয়,	প্রেম	সংযোজন	৪১১
কী দেবে দাও, এক্ষুনি দাও	কাল	খালি খালি লাগে	৩৪২
কী যে হচ্ছে! কিছু কি হচ্ছে?	শূন্যতা	জলপদ্য	২৯৮
কী হচ্ছে আমার এ-সব	এমন ভেঙেচুরে...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮২
—কীসের নেশায় আজ লক্ষ...	১৪ ফেব্রুয়ারি...	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩৬
কুঁকড়ে থাকি মাঘরাতের...	হতচ্ছাড়া	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৪
কে কোথায় আছে কেমন আছে	ভাল আছি,...	খালি খালি লাগে	৩৪৮
কে যে কোথায় টুপ করে মরে...	নিথর শীতলতা	বালিকার গোল্লাছুট	১৭০
কেউ আছ, দু' টুকরো দুঃখ...	দুর্বহ দুঃখটুকু	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	২০০
কেউ আমার শরীর ছুঁলে নষ্ট হব,	সতীত্ব	"	১৮৮
কেউ আর রোদে দিচ্ছে না...	স্মৃতিরা পোহায়...	খালি খালি লাগে	৩৪৪
কেউ এখন চোখ বুজতে	এখন এমন এক...	বালিকার গোল্লাছুট	১৬০
কেউ কি এমন কিছু দিতে পারো	প্রশ্ন	আয় বৃষ্টি ঝেঁপে জীবন...	২২৬
কেউ কেউ তো থাকে এমন	দুঃসাহস ১	অতলে অন্তরীণ	১২২
কেউ কোথাও নেই	হঠাৎ একদিন ধুম	খালি খালি লাগে	৩৫২
কেউ জানে না	অভিমান	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫২
কেউ শখ করে পাখি পোষে	দুধরাজ কবি	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৫
কেবল হৃদয় নিয়ে বসে থাকা	শর্ত	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৭৭
কেমন আছ তুমি?	মায়ের কাছে চিঠি	খালি খালি লাগে	৩৫৫
কোথাও না কোথাও বসে...	কোথাও কেউ প্রেম	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৯
কোনও একদিন ফিরে এসো,	ফিরে এসো (মৃত্যু)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৬
(কোনওকম শর্ত ছাড়াই...)	দুরাশা ১	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২২
কোমল কুমারী নারী শরমে...	নারী ২	"	৩০
কোলের বাচ্চাটা কাঁদে,	নারী ৯		৩৪
ক্রমশ বাড়ছে খুব নিশ্বাসের...	চাই বিশুদ্ধ বাতাস		১৫
ক্রীতদাস চাই, ক্রীতদাস চাই,...	চাই	আমার কিছু যায় আসে না	১০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালি চুমু চুমু চুমু	চোখ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮০
খেলতে খেলতে সময়...	তাসের রাজ্য	খালি খালি লাগে	৩৩৭
গতকাল সন্ধ্যার পর বাংলা...	গতকাল দুঃস্বপ্নের...	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৬
গতরাতে সেনাবাহিনীর এক...	তদন্ত কমিশনের...	"	৭৪
গলায় রুমাল বেঁধে শহরতলির...	নারী ৮	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩৩
গাছগুলো সবুজ থেকে হলুদ...	রংবদল	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৭
গাছগুলোকে কেটে মেরে...	মন (কলকাতা)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬২
গায়ে আমার ভালবাসার ধুম...	ধুম	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৯২
গালে মাখছ, চোখে পরছ..	নারীর মুখে চুনকালি	অতলে অন্তরীণ	১৩১
গুঁড়ো হয়ে যাক ধর্মের...	মসজিদ মন্দির	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৬
গোটা আল্প্স্কে ভেবে নিতে...	আল্প্স্	নির্বাসিত নারীর করিতা	২৬৩
গোলাপের গন্ধে শরীরে শরীর...	তৃষ্ণার্ত আমাকে	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৮
ঘণ্টার কাঁটা চড়ুই পাখির মতো...	অন্তরীণ	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২৩৩
ঘড়ায় তোলা জল রয়েছে	জলপদ্য-১	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৯
ঘরে ঘরে বিক্রি করে তারা...	অল্পকথা	অতলে অন্তরীণ	১২৮
ঘুম ভাঙার আগেই চাই...	Dhop	সংযোজন	৪১৩
চতুর্দিকে মানুষ এখন খেপে...	মিছিল ১	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৬
চল ওই নদীর ধারে যাই	বিসর্জন	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৯৬
চল্লিশে এসে ক্ষয়রোগে পড়ে...	কাঁপন ১৬ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৪
চল্লিশে এসে নারীর শরীরা...	কাঁপন ১৩	খালি খালি লাগে	৩৫৫
চাঁদ দূরে সরো, সোডিয়াম বাতি...	ইহলৌকিক	আমার কিছু যায় আসে না	৯১
চুলের মুঠি ধরে দেশটিকে...	নির্বোধের দেশ	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২৬
চৈত্রের মধ্যাহ্ন বেলা। পুড়ে পুড়ে	বেঁচে থাকা এর...	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৯
চোখ বন্ধ করে সিঁড়ি পার হও	নাম ধরে ডাকো	অতলে অন্তরীণ	১২৩
চোখ মেলে প্রথম দেখে মুখ...	বাহান্ন থেকে...	খালি খালি লাগে	৩৩২
চোখ হলুদ হচ্ছিল মা'র	আমার মায়ের...	জলপদ্য	২৮৪
চোখের দিকে তাকিয়েও কি	গোল্লাছুট	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৪৬
চোখের ভেতর শান্ত পুকুর	চোখের ভেতর...	বালিকার গোল্লাছুট	১৬২
ছোটবেলায় সাপখেলা...	বিষদাঁত	বালিকার গোল্লাছুট	১৭১
জন্মেছিলাম আকালের বছর	হাজেরা বিবির দিন	খালি খালি লাগে	৩১৫
জলে ভাসা পদ্ম আমার, ভাল	ভেনিস	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৯
জানালা খুললে মেঘগুলো...	উৎসব	জলপদ্য	২৮৩
জানি না কেন হঠাৎ কোনও...	কারও কারও প্রেম	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৪
জীবন এত ছোট কেন!	জীবনের কথা প্রেম	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৫
জীবন বসে থাকে না, চলে যায়।	অনুতাপ, তাপ	অতলে অন্তরীণ	১৩৮
জীবন স্থবির কোন জলাশয় নয়	জীবন	বালিকার গোল্লাছুট	১৭৩
জীবনের চেয়ে বেশি এখন...	স্বেচ্ছামৃত্যু	জলপদ্য	২৯৯
জীবনের ডালপালা থেকে বয়স...	প্রেম	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৯
জীবনের দুইভাগ হেলায়...	অবশেষটুকু	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড় হচ্ছে, বালু উড়ছে, জল...	ঝড়-জলের মন	অতলে অন্তরীণ	১১৮
কেঁপে যদি দুঃখ আসে, না হয়...	যদি তুমি আসো	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১৯
টিনের চালে রিমঝিম শব্দ হলে	বৃষ্টিতে ভিজছে...	খালি খালি লাগে	৩৪৫
টেলিফোন পড়ে থাকে শিয়রের...	কাল রাতের বেলা	আমার কিছু যায় আসে না	১০৯
টোকা দাও	না হয় হই	"	১৩৭
ট্রেন চলে যায়, হুইসেল	শুধু যাওয়া	অতলে অন্তরীণ	১২৫
ডাকলেও আসো না যখন	তখন না হয়...	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৪
ডাবলিন শহরের পুব পশ্চিম...	'আইরিশ, ইন্ডিয়ান...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৪
ডায়নোসোরের রাজত্ব আর নেই	একদিন একটি...	খালি খালি লাগে	৩০৯
ডাবলি থেকে সোল নিলসন...	সোল নিলসন	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৫
ডিনার পার্টিতে সকলের হাতে...	সুইৎজারল্যান্ডের...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬২
ডোবায় কেন ডুবতে যাব,	নিমজ্জন	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২১
তাকে আমি যতটুকু ভেবেছি...	পরিচয়	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৪৫
তাকে লাল রং জামা পরানো হয়	চক্র	আমার কিছু যায় আসে না	৯৮
তাদের জন্য আমার করুণা হয়	নারী-জন্ম...	কিছুক্ষণ থাকো	৪০৩
তার অপেক্ষা করতে করতে	ঘরে দীর্ঘবাদনে...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫২
তারা এসেছিল, ভালবেসেছিল	খেলাধুলা	বালিকার গোল্লাছুট	১৫০
তিনকুলে কেউ নেই	নারী ৫	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩২
তিরিশে নাকি কমতে থাকে	কাঁপন ১	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮০
তিরিশোর্ধ্ব খরায় তুমি বর্ষা...	কাঁপন ৬		১৯৮
তিরিশোর্ধ্ব শরীরখানা কাঁপে	কাঁপন ২		১৮১
তিরের মতো শীত বেঁধে গায়ে...	মেয়েবেলা	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২৩২
তুই কোন দেশে থাকিস—	যদি হয়, হোক	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৫
তুই অন্য কারও	পরকীয়া	আমার কিছু যায় আসে না	৮৭
তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ	বিনিময়	"	৮৬
তুমি আমার ভালবাসার খামার	খামার	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৯৮
তুমি আমার সর্বনাশ করেছ	দুঃসাহস	আমার কিছু যায় আসে না	১০৪
তুমি আরেক শহরে থাকো,	প্রেবয়	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১৫
তুমি এলে, দুঃখ দিয়ে চলে...	অন্যরকম	জলপদ্য	২৭৫
তুমি কি কোথাও আছ	তোমার না থাকা		২৮০
তুমি কেবল উঠোনে নামো	ঘরকুনো যুবকের...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৪
তুমি ঠোঁটে চুমু খেলে	যদি স্পর্শ চাও	সংযোজন	৪০৯
তুমি তো নেহাত ছিলে এক..	জিগোলো	জলপদ্য	২৭৯
তুমি নেই বলে ক'টি বিষাক্ত...	তুমি নেই বলে		২৮৮
তুমি বলেছিলে 'ন মে কিত পা,	আত্মহনন		২৯৮
তুমি মেয়ে,	চরিত্র	আমার কিছু যায় আসে না	৮৩
তুমি যখন কথা বলো,	আনন্দ অনল	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৭
তুমি যদি নারী হয়ে জন্ম নাও	পিতা, স্বামী ও...	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২০৮
তুমি যদি ভালই বাসো আমাকে,	যদি বাসোই (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৭
তুমি সেই গ্রামটির মতো দেখতে	গ্রামটির মতো	জলপদ্য	২৭৭
তুমি হচ্ছ নদীর মতো	খড়কুটো মেয়ে	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃষ্ণার ইনসোমনিয়ায় অনন্ত সময়...	এমন গভীর রাতে	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২০
তোমাকে আঁচলে গিঁট দিয়ে ভাল...	কাঁপন ৯	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২০৯
তোমাকে আমি বিষম চাই, বুঝলে!	চাওয়া		২২৯
তোমাকে কখনও বেড়াতে নিইনি	সাধ	জলপদ্য	৩০১
তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে...	দুরাশা ২	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৩
তোমাকে তিরিশ-তিরিশ লাগে	কলকাতার প্রেম...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬২
তোমাকে দেখলে	শ্যামল সুন্দর	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭২
তোমাকে বলেছে আস্তে,	ও মেয়ে, শোনো...	কিছুক্ষণ থাকো	৪০১
তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম,	ব্যস্ততা (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৩
তোমাদের ধোবাউড়া এখনও...	বাড়ি যাবে,...	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৯৭
তোমার অসুখ হলে আমিও...	দূরত্ব ২	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৫
তোমার কপালের ভাঁজগুলোকেও...	যেহেতু তুমি,...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৬
তোমার কাছে, ফাঁপা একটি শরীর...	যে স্বামী প্রেমিক...	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২২০
তোমার ডেভিডকে এবার...	মিকিলেঞ্জেলো,...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬০
তোমার পেছনে একপাল কুকুর...	দৌড়, দৌড়	আমার কিছু যায় আসে না	৮৩
তোমার লাগাম টেনে পুরুষেরা	চাবুক	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৯৬
তোমার শরীর থেকে আফটার...	আফটার শেভ	আমার কিছু যায় আসে না	৮৮
তোমার হৃদয়টা জমে পাথর হয়ে...	পাখিটা (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৩
তোর আকাশের তারা লুট করেছে...	চন্দনা	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬০
দরজা জানলার জন্য যত মায়া	বিবিক্ত	অতলে অন্তরীণ	১৩০
দরিদ্র দেশে দরিদ্র থাকে সুখে	সুখ	খালি খালি লাগে	৩২৫
দাওয়ায় বসে উকুন মেরে...	অন্যজীবন	অতলে অন্তরীণ	১২৪
দারিদ্র কীসের আমাদের?	দারিদ্র	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন	২১৬
দারুচিনি চায়ে ঠোঁট, বাঁ পাশে...	সমুদ্র বিলাস ৩	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২১
দিন এনে দিন খেয়ে বারোমাস	প্রশমন	বালিকার গোল্লাছুট	১৫০
দিন যায়, যায়	চন্দনা, শোন	আমার কিছু যায় আসে না	১০৩
দিনের কোনও আলো, রাতের...	দিনগুলি রাতগুলি	খালি খালি লাগে	৩৪৯
দিলরুবা, তুই কই?	দিলরুবা	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬১
দীর্ঘ একটি জীবন একা হাঁটব বলে	এই করেছি ভাল	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৬
দুঃখবতী দুঃখ ভোলো	দুঃখবতী মেয়ে—১	"	১৫৫
দু'দণ্ড দাঁড়াও, হাতের কাজগুলো...	দাঁড়াও, সময়	খালি খালি লাগে	৩৪২
দু'দিনের জীবন নিয়ে আমাদের...	শেখো (মানবতা)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৬
দু'ফোটা বৃষ্টি ঝরলেই,	এমন বাদল দিনে	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৭০
দু'মুখো সাপের চেয়ে বিষধর	বিষধর	আমার কিছু যায় আসে না	৮৪
দুশো টাকা দেবে এই শর্তে...	টুকরো গল্প	জলপদ্য	২৯৪
দূরে চোখ যায় ভিড়, মানুষের...	সভ্যতা	আমার কিছু যায় আসে না	১০৮
দেখ বাজে বোকো না	ঢের দেখা আছে	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২৩০
দেখেছিলাম এক আকাশচারীর...	সাত আকাশ	জলপদ্য	২৮৭
দেড় দু'মাসের ভালবাসায়	ঘর-গেরস্থি	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৪৯
দেশ এখন আমার কাছে আস্ত...	দেশ বলতে এখন	জলপদ্য	২৯০
দেশ তুমি কেমন আছ?	পরবাস ২	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৭
দৌলতুন্নেসার দৌলত এই...	দৌলতুন্নেসা	খালি খালি লাগে	৩২০
ধর্মবাদীরা যেদিন ধ্বংস হবে,	ধর্মবাদ	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১৫
ধোঁয়ায় উড়ছে ঘর, কবিতার...	ধোঁয়া	জলপদ্য	৩০৩

AMARBOI.COM

ন' বছরের ছেলেটি ঘরের...	ন'বছর বয়সি...	খালি খালি লাগে	৩৩১
নদী থেকে ভেসে ভেসে	চুনোপুঁটির জীবন	জলপদ্য	২৭৬
নয়াপল্টনের মোড়ে তার সাথে...	নয়াপল্টন	আমার কিছু যায় আসে না	১০৭
না, কলকাতা	শেষ পর্যন্ত কলকাতা	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬৮
নারী নির্যাতিত পূবে পশ্চিমে...	নারী	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫০
নিজ-দেশে পরবাসী,	পরবাস ৪	"	২৫৮
নিজেকে প্রথম ভালবেসো...	ও মেয়ে	খালি খালি লাগে	৩২৩
নিজের মাকে কখনও বলিনি...	আমার মনুষ্যত্ব		৩২৮
নিঝুম দ্বীপে ফুল ফোটে না?	নিঝুম দ্বীপ	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫০
নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি...	দৃষ্টিপাত	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৬
নূরজাহানকে ওরা দাঁড় করিয়ে...	নূরজাহান	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২১৪
পরবাস তার সস্নেহ বরফে...	পরবাস ১	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৭
পরিচয়ের তৃতীয় দিনেই	বনিতাবিলাস	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭১
পাড়াতুতো মামা বলে, মেয়ে...	নারী ১১	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩৫
পান করবার যে পাত্রটিই আমি...	নীলকণ্ঠ নারী	অতলে অন্তরীণ	১৩০
পানি এখানে ফুটিয়ে খেতে হয়...	ইওরোপে তৃতীয়...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৮
পাশাপাশি শুয়ে আছে দু'জন...	দূরত্ব ১	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৫
পাহাড়ের করিডোর দিয়ে...	সাধ-আহ্লাদ	আমার কিছু যায় আসে না	৯০
পিকাসো খুব ভালবাসতেন...	পুরুষের বিশ্ববিজয়	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৫
পুবে তো জন্মেছিই	এসেছি অস্ত...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬৪
পুরুষ ছাড়া নারী, সাইকেল...	হস্তমৈথুন	জলপদ্য	২৯৩
পুরুষ পুরুষ করে নারী	নারীপুরুষ পদ্য	অতলে অন্তরীণ	১১৬
পুরুষ হয়ে জন্ম নিলে	অপঘাত	বালিকার গোল্লাছুট	১৭২
পুরুষের গল্প বলা চাট্টিখানি...	পুরুষের কথা বলি	জলপদ্য	২৮৯
পুরুষের জিভে লালা গড়াচ্ছে...	পুরুষোত্তম	বেহুলা একা ভাসিয়ে...	১৮৫
পুরুষের বুক, বাহু, উরু	আমি হৃদয়...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬১
পূর্ণিমা দেখব বলে আসা	মেঘ ও চাঁদের...	আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন...	২০৭
পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করছে...	লজ্জা, ২০০০	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৮
পৃথিবী আঁধার করে ফিরে যায়	নির্বাসন ২	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৬
পৃথিবীতে সকলেরই নিজস্ব...	ভূমধ্যসাগরের...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৫
পেছনে কিছু নেই, পেছনো...	মাঝরাতের আলো	অতলে অন্তরীণ	১১৫
পেয়েছ কী তোমরা, দুম করে...	ভালই তো ছিলে,...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৬
প্রকৃতির কোনও প্রাণীর স্বভাবে	নারী	বালিকার গোল্লাছুট	১৪৯
প্রতিটি নারীর ভেতর বাস করে	আনা কারেনিনা	জলপদ্য	২৯৫
প্রতিদিন নাস্তার টেবিলে...	নগর-যাপন	বালিকার গোল্লাছুট	১৪৭
প্রতিরাতে আমার বিছানায়...	নিয়তি	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৮
প্রত্যহ নৈর্ঋত থেকে ছাই রং...	যে যাবার...	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬০
প্রথম টপকে গেলে নিষেধের	ন্যাড়া দশবার...	জলপদ্য	৩০১
প্রথমে মেয়েটির ভ্রূণটি বের...	লজ্জা, ২০০২...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯৮
প্রায়ই আমাকে হোঁচট খেতে হয়	প্রতিবন্ধ	অতলে অন্তরীণ	১১৬
প্রেম আমাকে একেবারে ভেঙে...	অভিশাপ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৯
ফসল তোলা সারা,	শরতের গ্রাম	খালি খালি লাগে	৩৪৩
ফুলশয্যা কাকে বলে আমি...	মুক্ত দাম্পত্য	অতলে অন্তরীণ	১৩৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রান্সে আমাকে বারোশো...	ফ্রান্স	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৭
বকুল শুকিয়ে	বকুল শুকিয়ে...	বালিকার গোল্লাছুট	১৬২
বছরে দু'বার যদি দেখা হয়	অনেকটা পিঁপড়ের	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৪৭
বড় স্বস্তি বোধ করি	দু' ইঞ্চি অহং	জলপদ্য	২৮১
বরফের তলে পড়ে থেকে	উত্তরের দেশগুলো	খালি খালি লাগে	৩৩৩
বয়স যত বাড়ে তত বয়স...	কাঁপন ১৪ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৪
বলেছিলে জিনস পরে যেন...	তোমরা কী! (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৯
বসে থাকো পাশে অথবা	ভালবাসা টালবাসা	খালি খালি লাগে	৩৪৭
বস্ত্রবালিকারা দল বেঁধে...	বস্ত্রবালিকারা	খালি খালি লাগে	৩১৭
বাংলা ভাষায় 'জয় বাংলা'র...	জয় বাংলা	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৯
বাজারে এত সস্তায় আর...	সস্তার জিনিস	অতলে অন্তরীণ	১৪১
বাড়িতে তোমার কে কে...	মিছিল ৩	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৭
বাপের ক্যান্সার রোগ,...	নারী ৭	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩৩
বাবা, তুমি কেমন আছ?	বাবার কাছে চিঠি	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২৩৬
বালিকারা আসে,...	বোকা বালিকারা	অতলে অন্তরীণ	১২১
বল্টিক সমুদ্রের পাড়ে...	ফেরাও	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৯
বিলবোর্ডে কার ছবি?	পণ্য	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫১
বিশ্বায়ন, বিশ্বায়ন বলে চেঁচাচ্ছে	বিশ্বায়ন	খালি খালি লাগে	৩৩৪
বিষম মেতে থাকি...	কণিকার গানগুলি	খালি খালি লাগে	৩৫৪
বিস্তৃত এলাকা জুড়ে...	নারী ১	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৯
বুদ্ধিমতী মেয়ে, মুগ্ধ...	রং	খালি খালি লাগে	৩২১
বৃক্ষের কাছে ঋণী তুমি	বৃক্ষনিধন	খালি খালি লাগে	৩৫৩
বৃষ্টিতে ভেজা...	বাদল-বেদনা	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৩
বেঁচে আছি	ঘুমভাঙানিয়া	বেহুলা একা...	১৮৯
বেঁচে থাকলে মনে হয়	তৃষ্ণা	খালি খালি লাগে	৩৪৮
বেড়ালেরা ঝগড়া করলে ভাবি	তুমি	জলপদ্য	২৯৫
বেদনার ডালপালা ছাড়া	বৃক্ষের কাছে...	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৪
বেশ জমাটি আড্ডায়...	জগতের আনন্দযজ্ঞে	আমার কিছু যায় আসে না	৯১
বেহুলা একা ভাসিয়ে দেবে...	বেহুলার ভেলা	বালিকার গোল্লাছুট	১৬০
বোধোদয় হবার পর	সীমানা	আমার কিছু যায় আসে না	৯৭
ব্রহ্মপুত্র আমাকে আগের...	শোধ	বালিকার গোল্লাছুট	১৭২
ব্রহ্মপুত্রের বয়স বেড়েছে	ব্রহ্মপুত্রের...	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৬৪
ভাজা মাছ উলটে খেতে...	গল্প	বেহুলা একা...	১৭৭
ভাত মাছ নিয়ে আজকাল...	মাছে ভাতে...	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬২
ভারতবর্ষ কোনও বাতিল...	অস্বীকার	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২১৪
ভালবাসা এমন করে কোথায়...	ভালবাসা	খালি খালি লাগে	৩৪৫
ভালবাসা পেলে কেবল...	ভালবাসা	অতলে অন্তরীণ	১২০
ভালবাসা বলতে এখনও...	এখনও তুমি	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৯
ভালবাসা মহানন্দে চেপেছে...	ভালবাসা ভার	জলপদ্য	২৭৯
ভালবাসে এরকম অন্ধ...	পুরুষের ব্যবচ্ছেদ	সংযোজন	৪১০
ভালবেসে যাকে ছুঁই,...	এও এক অযোগ্যতা	বালিকার গোল্লাছুট	১৫২
ভালবাসো এ কথা...	আমি এরকম কোনো	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২০৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালবাসতে গেলে এমন কোনও...	ভালবাসার কোনও...	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২১৭
ভালবাসায় আজকাল...	ভালবাসায় আজকাল	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২২২
ভালবাসার আশায় কাঁপে...	কাঁপন ৫	বেহুলা একা...	১৮৭
ভালবাসার জলে ভাসার কথা	জলে ভাসা	বেহুলা একা...	১৮৩
ভালবাসার বন্যা এসে	কাঁপন ৭	বেহুলা একা...	২০০
ভাসো, ভেসে থাকো,...	পদ্মপাতা, তুমি...	খালি খালি লাগে	৩৩৬
ভুল প্রেমে কেটে গেছে...	ভুলে প্রেমে...	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৭
ভুলে গেছ মাও,	ব্যক্তিগত ব্যাপার...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯২
ভূতের পাঁচ পা	ধাপ্পা	বেহুলা একা...	১৯২
মক্কা আর মদিনা দুই বোন	মক্কা মদিনা	খালি খালি লাগে	৩১৩
মধ্যরাতের ফোন, তুমি...	মধ্যরাতের ফোন	নির্বাসিত নারীর...	২৬৮
মন তুমি ওঠো,...	মন ওঠো (নারী)	কিছুক্ষণ থাকো	৪০৪
মনে মনে নিজে হই...	মৈথুন	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৪৬
মনের বয়স এখনও আমার...	কাঁপন ২০	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৫
মরলে কাকের মতো মরা ভাল	অন্ত্যেষ্টি	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৫
মা একদিন ফিরে আসবেন বলে	ফেরা	জলপদ্য	২৯৬
মা'র দুঃখগুলোর ওপর...	দুঃখবতী মা	জলপদ্য	২৯১
মাচায় তুলে শরীর রাখ,	কাঁপন ১২	আয় কষ্ট ঝেঁপে	২২০
মাঝরাতে টেলিফোন বাজলে	নেই	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৪
মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে	ফুলন দেবী	খালি খালি লাগে	৩৩০
মাতালের একটা খনি ছিল	এক মাতালের গল্প	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৩
মানুষ আর বাঁচে কতদিন?	তোমার এত...	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২০৮
মানুষের চরিত্রই এমন	আগ্রাসন	অতলে অন্তরীণ	১১৯
মানুষের স্যাঁতসেঁতে ভিড়	দূরে কোথাও...	আমার কিছু যায় আসে না	৮৭
মানুষগুলো কেমন দেখ	শাসন		৯৯
মানুষটি শ্বাস নিত, এখন নিচ্ছে...	ছিল, নেই (মৃত্যু)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭১
মারগেটের বাগান দেখলে	পূর্ব পশ্চিম	খালি খালি লাগে	৩১০
মিছিলে বাড়ছে লোক	অনাগত সুন্দর	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩৬
মুখ চুন করে বসে আছেন	নির্মলেন্দু গুণ	জলপদ্য	৩০২
মূলত মানুষ একা	প্রেমকণা	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭০
মৃত্যু যদি আছেই	মৃত্যু যদি আছেই	জলপদ্য	২৭৮
মৃত্যুকে অস্বীকার করতে	মৃত্যুভয়	খালি খালি লাগে	৩৪৯
মৃত্যুর ওপারে কিছু নেই	লৌকিক কবিতা	বালিকার গোল্লাছুট	১৫১
মৃত্যুর দিকে আরেক পা...	জন্মদিন	জলপদ্য	২৮৪
মৃত্যুর সঙ্গে এখন...	এ বাড়ি থেকে...	আয় কষ্ট ঝেঁপে	২৩৫
মেঘ মেঘ অন্ধকারে...	নির্বাসন ১	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২৫
মেয়ে রাখবে মেয়ে?	নারী দ্রব্য	অতলে অন্তরীণ	১২৬
মেয়েটার বাপ নেই,	নারী ৩	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩১
মেয়েটি আসছে	ফেস অফ (নারী)	কিছুক্ষণ থাকো	৪০৪
মেয়েটি একা,	মেয়েটি (কলকাতা)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬৩
মেয়ের বিয়েতে পণের...	পণ	খালি খালি লাগে	৩২৭
যখন আমার সঙ্গে নেই তুমি,	যখন নেই,...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯১
যখন ঘুমিয়ে যায় পৃথিবীর মানুষ	রাতে	জলপদ্য	২৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন ছ' বছর বয়স	ধূসর শহর	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২০৯
যখন দুঃখ আমাকে...	দুঃখ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৮
যৎকিঞ্চিতে খুশি হই বলে	মঞ্জরী ঝরে যায়	বালিকার গোল্লাছুট	১৪৮
যত দূরে যাও, যাব	নিমগ্ন	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৩
যতই তুমি সরিয়ে নাও	প্রবণতা	বেহুলা একা...	১৮২
যতটুকু দুঃখ নিয়ে একজন...	নারী এবং কবিতা	জলপদ্য	২৯০
যদি চাও চলে যেতে,	বহুগমন	আয় কষ্ট ঝেঁপে	২২৫
যদি যাই...	যাব না কেন?...	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২১৯
যদি যেতে চাও,...	যদি যেতে চাও	জলপদ্য	২৮১
যদি সে যাবেই যাক	সমাবর্তন	বালিকার গোল্লাছুট	১৭৩
যাকে আমার ইচ্ছে করে...	সোনার শিকল	অতলে অন্তরীণ	১২১
যাদের সঙ্গে খোলা মাঠে...	সবাই, সবকিছু...	খালি খালি লাগে	৩৪৬
যাবে কতদূর, কতদূর...	ডাঙা	জলপদ্য	৩০০
যায় যে জীবন, যাক	যে জীবন যায়	বালিকার গোল্লাছুট	১৫১
যুদ্ধে বীরাঙ্গনা নারী...	নারী ১০	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	৩৫
যুবক তোর হৃদয়-নদে...	কাঁপন ৪	বেহুলা একা...	১৮৬
যুবক বলেছে অন্য রমণীর কথা	একলা মানুষ	আমার কিছু যায় আসে না	১০২
যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে	ভ্রূণ	"	১০২
যে কোনও দূরত্বে গেলে...	তালাকনামা	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭২
যে কোনও পুরুষ নির্দ্বিধায় পারে	নারীরা পারে না	অতলে অন্তরীণ	১১৭
যে কোনও মানুষ চায় তার	দাসত্ব	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭৬
যে তুমি বর্ষাতি নিয়ে নামো	জলজিয়ন্ত	"	৫১
যে দিকে দু' চোখ যায়, যাই	নিঃসঙ্গতা	বালিকার গোল্লাছুট	১৪৮
যে মানুষ দূরে থাকে	দুঃসাহস-২	অতলে অন্তরীণ	১২২
যে মানুষই জন্ম নিচ্ছে,	আজ আছ তো...	খালি খালি লাগে	৩২৮
যেয়ো না। আমাকে ছেড়ে	যেয়ো না (মৃত্যু)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৭৩
যেরকম ছিলে, সেরকমই	তুমি আছ টোপ	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৮
যে লোকটি অফিসের...	প্রগতির পৃষ্ঠদেশে	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭৫
রক্তে ভেজা মানুষগুলো	মিছিল ২	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	১৭
রজনীগন্ধার সঙ্গে তোমাকে	ডাক দিয়ো	নির্বাসিত বাহিরে...	৪৫
রবীন্দ্রসদনে আজ গান হচ্ছে	কলকাতা-কালচার	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬৬
রাখালেরা আজকাল আর	বাঁশি	বেহুলা একা...	১৯৯
রাস্তার ধারে বসে একটি মেয়ে	ইট-ভাঙা মেয়ে	খালি খালি লাগে	৩১১
রেললাইনের ওপর বসে...	বস্তিতে ভগবান...	জলপদ্য	২৮২
লালশালু এসে ঢেকেছে...	মাজার	বেহুলা একা...	১৯২
লিখেছি একখানা অনবদ্য...	জলপদ্য-২	জলপদ্য	২৭৭
লোকটি বেরোল ঘর থেকে	তিন চার পাঁচ (নারী)	কিছুক্ষণ থাকো	৪০১
লৌহিত্য নদের পাড়ে ছিল...	স্বপ্নোত্থিত	আমার কিছু যায় আসে না	১০৮
শতবর্ষ পরে এই কবিতাটি...	১৫০০ সাল	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২২৬
শরীর তোকে শর্তহীন দিয়েই...	নিঃস্ব (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৬
শরীরের এই হাল, শরীরে...	কাঁপন ১৭ (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৪
শশীকান্তর রাজবাড়ি দেখাবে...	দুরারোগ্য আঙুল	অতলে অন্তরীণ	১৩১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরভর্তি মানুষ, মানুষের...	পাথর-মতো	খালি খালি লাগে	৩১০
শহরের এক পুরনো বাড়িতে	দিন যায়	অতলে অন্তরীণ	১২৭
শিউলি বিছানো পথে প্রতিদিন	শিউলি বিছানো পথ	খালি খালি লাগে	৩৩৮
শিকারি পুরুষ হাতিয়ার নিয়ে	শিকড়	আমার কিছু যায়	১০০
শীত আসছে, উঠোনে...	মা, এবারের শীতে	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৬৩
শুধু সে মানুষ নয়	মেয়েমানুষ	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৫৪
শুনুন, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ...	ধর্মনিরপেক্ষতা	সংযোজন	৪১১
শুনেছি পুরনো পল্টনের...	কোনও এক অদ্ভুত...	বালিকার গোল্লাছুট	১৬৯
শুয়ে থাকলে তোমাকে কেমন...	স্বপ্নের দালানকোঠা	নির্বাসিত বাহিরে...	৬২
শৈশবের গোল্লাছুট থেকে...	সময়ের খেলনা	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২১
শোনো, দ্বিধা নেই কোনও	অন্তর	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২১৯
সকল সন্ন্যাস নিয়ে নির্বাসিত...	নিঃসঙ্গতার দোষে	নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে	৭০
সকলেরই দু'একজন আত্মীয়,...	পরবাস ৭	নির্বাসিত নারীর কবিতা	২৫৯
সকালে আমার মতো মৃত্যুও...	বেঁচে থাকা	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৯
সকালে এককাপ আদা চা...	খেরো খাতা	বেহুলা একা...	১৮০
সতীত্ব কাহাকে বলে?	সনদপত্র	বালিকার গোল্লাছুট	১৫৭
সন্তান কালা হোক খোঁড়া...	শিশুকন্যা	খালি খালি লাগে	৩২৭
সবখানেই পুঁজিবাদের হাতি...	কলকাতা তুই...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬৯
সবার জন্যে আমি আর...	সই	আয় কষ্ট ঝেঁপে	২৩১
সবিতা তার নবজাতক...	সবিতার কবিতা	খালি খালি লাগে	৩১৬
সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা...	আমাকে নিষ্কৃতি...	নির্বাসিত নারীর...	২৪৮
সময় চলে যাচ্ছে—	সময় (প্রেম)	কিছুক্ষণ থাকো	৩৯১
সমাজের একশো রীতি	দুর্নীতি	খালি খালি লাগে	৩৩৩
সংসদ ভবন থেকে...	ব্লাসফেমি আইন	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২৩৪
সংসারে তেমন মানুষ...	সারাদিন কেটে...	আয় কষ্টে ঝেঁপে...	২০৫
সাঁতার কাটতে আসছ না...	কাঁপন ১৫	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৪
সাঁতার কাটতে যেতে চাইছ	তুমি চাও অথচ...	খালি খালি লাগে	৩২৯
সাততাড়াতাড়ি চুমু খেতে চাও	রোসো	বেহুলা একা...	১৯৪
সাতসকালে খড় কুড়োতে...	প্রাপ্তি	আমার কিছু যায়...	১১০
সাদা চামড়ার মেয়ে-পুরুষ...	মানুষ এবং...	নির্বাসিত নারীর...	২৪৭
সামনে মাজার	ধোঁয়া	বেহুলা একা...	১৮৮
সারা দুপুর কমপিউটারকে...	কবি নির্মলেন্দু গুণ	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২২৮
সারাক্ষণ তোমাকে মনে পড়ে	এ প্রেম নয়...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৮৭
সারারাত তুমি কত কী দেখলে—	রাতের লন্ডন	নির্বাসিত নারীর...	২৫৩
সুলেখার চুল ওড়ে না, দখিনা...	সুলেখা	খালি খালি লাগে	৩২০
সুসময় বেটে আমি কাঁচা...	দুঃসময়	আমার কিছু যায়...	৯৯
সূর্যাস্ত দেখব চলো	সমুদ্রবিলাস ২	শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা	২১
সে আমার স্বামী, অভিধান...	আগুন	অতলে অন্তরীণ	১২৫
সে একটা মানুষ	পলাতক	নির্বাসিত বাহিরে...	৬৭
সে এমন সময়, কন্যা...	বিবি খাদিজা	জলপদ্য	২৯৯
সে কি জানে তাকে আমি...	না জানুক	নির্বাসিত নারীর...	২৫০
সে তোমার বাবা, আসলে...	দ্বিখণ্ডিত	আমার কিছু যায়...	৮৪
সে বলে সে সুখে থাকে পরবাসে	পরবাস ৫	নির্বাসিত নারীর...	২৫৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হেসে, ভালবেসে	দূরে, দূরে দূরে	নির্বাসিত নারীর...	২৬৬
সেই যে গেলে, জন্মের...	খালি খালি লাগে	খালি খালি লাগে	৩৩৯
সেদিন রমণীয় দেখি একটা...	বিপরীত খেলা	অতলে অন্তরীণ	১১৫
সেনের ঠাণ্ডা জলে ভাসছে	সেন নদীর পারে	জলপদ্য	২৮৭
স্ট্রাসবুর্গের রাস্তায় মধ্যরাতে	আমরা চার বন্ধু	নির্বাসিত নারীর...	২৫৪
স্বাতী আর শাশ্বতী ছিল,	পদ্মাবতী (নারী)	কিছুক্ষণ থাকো	৪০২
স্বাধীনতা কি তোমার খেতের...	পুরুষের দানদক্ষিণা	বেহুলা একা...	২০০
'স্বামীর পদতলে নারীর বেহস্ত'	নিষ্কৃতি	বালিকার গোল্লাছুট	১৭১
হঠাৎ কেন যেন আমাকে	তুষারের ঝড়ে...	কিছুক্ষণ থাকো	৩৬৬
হাওয়া কেন খাবে না গন্দম?	হাওয়া, ও হাওয়া	অতলে অন্তরীণ	১৩৫
হাট করে রেখে দরজা জানালা,	ছেঁড়াখোঁড়া মন	বেহুলা একা...	১৭৮
হিরে সোনাদানা থই থই করে,	কাঁপন ১১	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২১৬
হৃদয় ছুঁতে ইচ্ছে করো যদি	কাঁপন ৮	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২০৬
হেঁটে হেঁটে আমি ওই পথে যাব	দীর্ঘপথ যাব	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২২৩
হ্যাঁ, এই শব্দটি আমারো	মানুষ— এই শব্দটি	আয় কষ্ট ঝেঁপে...	২১১
হ্যামবুর্গে, আটলান্টিক...	নীল চোখের যুবক	নির্বাসিত নারীর...	২৫৬

AMARBOI.COM

অনলাইন যোগাযোগের যুগান্তকারী পরিবর্তনে বইয়ের প্রসার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পাঠযজ্ঞে বাংলা বই যেন ব্রাত্য। একদল বাংলা বইপ্রেমী অনলাইন বাংলা বই পঠন-পাঠনে বিপ্লব সাধন করেছে। ২০১২ সালে ‘বইয়ের হাট’-এর যাত্রা শুরু। আজ সারা বিশ্বে ১২০,০০০ বইপ্রেমী এর সদস্য। ৬০,০০০-এর বেশি বই অনলাইনে। সেই চমকপ্রদ গল্প শুনুন অন্যতম পরিচালক **এমরান হোসেন রাসেল**-এর কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বইয়ের হাট

আমরা বলি ‘বই পড়লেই মানুষ মননশীল হয়।’ বলা উচিৎ ‘মননশীল বই পড়লে মানুষ মননশীল হতে পারে’। বইয়ের হাট হলো এমনই মননশীল বইয়ের আধার। শুধুমাত্র বাংলায় মননশীল বইয়ের আধার।

আজ মানুষ কংক্রিটময় পৃথিবীতে যান্ত্রিকতা, হিংসা, ঈর্ষায়, স্বার্থপরতায় কাতর, জীবন-দর্শন এখন স্বার্থ আর ধর্ষণের প্রবৃত্তির কাছে পর্যুদস্ত, সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রীয় আঙিনা পেরিয়ে গ্রাম্য কুটিরে, ধর্মগুলো আত্মোন্নয়নের খোলস ছেড়ে অপরাধের বর্ম। এমন দুঃসময়ে মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

যখন রাষ্ট্রনায়কের হীন স্বার্থে ফরমায়েশি অছিয়তনামা হয় ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে বলা হয় উন্নয়ন, কোমলমতি শিশু-কিশোরদের কলহাস্যমুখর কৈশোর ধর্মীয় উন্মাদনায় বা টিকে থাকার অসম প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়, প্রকৃতির উদার উপহার সবুজ বনানি কেটে তৈরী হয় পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ঘরের বাইরে বের হলে ঘরে-ফেরা অনিশ্চিত– তখন মানুষকে মানবিক হতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

সাহিত্য মানুষকে ভেতর থেকে গড়ে তোলে, এটাই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; মানব মনের ভেতরে প্রণোদনার সৃষ্টি করে। ‘সবকিছুর পরেও যে জীবন অমূল্য জিনিস’– এই বোধ জন্মাতে, জন্মানো বোধে শান দিতেই সাহিত্য।

জগতের ছড়িয়ে থাকা ইন্টারনেট-সেবী বাঙালি আর ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বাংলা বইয়ের মেলবন্ধন বইয়ের হাট। সাহিত্য নিয়েই বইয়ের হাট-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড; নির্দিষ্ট করে বললে ভিন্ন-ভাষার সাহিত্য বাংলায় অনূদিত এবং বাংলা-সাহিত্যের আধারই বইয়ের হাট। সাহিত্য বুঝতে হলে বিজ্ঞান, অংক, দর্শন, সংগীত, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, পুরাণ, মিথের উপযোগিতা অপরিহার্য, বইয়ের হাট-এ এসব বিষয়ভিত্তিক বইয়ের চর্চা হলেও সাহিত্যই প্রধান। মূলত বই দেওয়া-নেওয়া দিয়ে শুরু হলেও, বইয়ের হাট এখন সাহিত্য-নির্ভর আরও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

ফেসবুকে বাংলা-ভাষী সাহিত্যপ্রেমীদের গ্রুপরূপে বইয়ের হাট-এর পথ চলা শুরু। ২০১২ সালের ২৮সেপ্টেম্বর রিটন খানের হাতে বইয়ের হাট ফেসবুক গ্রুপটির সৃষ্টি। গ্রুপ তৈরি হলো বটে কিন্তু তেমন একটা সক্রিয় হলোনা। ২০১৫ সালের জানুয়ারির দিকে আমার সাধারণ সদস্য হিসেবে বইয়ের হাটে যুক্ত হওয়া। তখন মাত্র ১,০০০ কি ১,২০০ সদস্য নিয়ে গ্রুপ, পরিচালকদের মধ্যে রিটন খান ছাড়া তেমন কেউ সক্রিয় ছিলেন বলে মনে করতে পারি না। সম্ভবত ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে রিটন খান ছাড়া আগের সব পরিচালক পরিবর্তন হয়ে পল্লব সরকার (ফেসবুকে ‘শিশির শুভ্র’ নামে পরিচিত)-কে নিয়ে নব কলেবরে পরিচালনা পর্ষদ গঠন হয়। শিশিরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে দেখেছি। তার কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে ছেলেটির সারাদিনের একমাত্র কাজ গ্রুপ চালানো, এর বাইরে অন্য কোন কাজ

এমরান হোসেন (রাসেল) -এর সম্পাদনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভালোবাসা, প্রেম নয়’, বেলাল চৌধুরীর ‘নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়’ বৈদ্যুতিন সংস্করণ ও ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মজীবনী ‘প্রকাশিত হয়েছে।

নেই। গ্রুপে সদস্য ক্রমে বাড়তে লাগল। ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুক পছন্দ না, কিন্তু এই বইয়ের হাটের নেশায় প্রথম প্রথম দিনে দশ-পনের মিনিটের জন্য এক-আধবার, পরে দিনে দু'তিন ঘন্টা কেটে যেতে লাগল। নতুন নতুন বন্ধু হলো। বইয়ের আদান-প্রদানের সাথে সাথে, বিচিত্র অথচ মনোগ্রাহী সব তথ্যের কারণে অবসর পাওয়া মাত্রই বইয়ের হাট-এ চলে আসি। অনেক নতুন লেখকের লেখার সাথে পরিচিত হতে থাকি; অল্প-সল্প পড়া অনেক লেখককে বিস্তারিত জানতে, তাঁদের লেখা পড়তে বইয়ের হাট সুযোগ করে দিতে থাকে। যেখানে ২০১৫ সনের জানুয়ারীতে প্রতি পোস্টে সদস্যদের সক্রিয়তা অতি নগণ্য, সেখানে ২০১৫ সনের মাঝামাঝি গিয়ে সক্রিয়তা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখা গেল।

সম্ভবত ২০১৫ সনের আগস্ট মাসে কোন একদিন– তখন গ্রুপে সদস্য সংখ্যা বড়জোর দু'হাজার কি দু'হাজার দু-একশ'; সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ফেসবুক মেসেঞ্জারে রিটন খানের নোটিফিকেশন: 'আপনাকে বইয়ের হাট গ্রুপে এ্যাডমিন করতে চাই, আপত্তি থাকলে জানান' এবং এর পরের নোটিফিকেশনটাই এ্যাডমিন হয়ে যাওয়ার । ততদিন গ্রুপটাকে বেশ ভালোবেসে ফেলেছি, গ্রুপের বহু বন্ধু-বান্ধবের (ফেসবুক-বন্ধু) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি–সবই বই সম্পর্কিত নানান বিষয়ে। গ্রুপে ঢুকে দেখলাম আমার মত আরো দু'জন নতুন পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। একজন মলয় দেবনাথ, অন্যজন মালিহা নাজরানা। কীভাবে গ্রুপ চালাতে হয়, সদস্য নির্বাচন কীভাবে করতে হয়, পোস্টগুলো অনুমোদন দেওয়ার ভিত্তিই বা কি – কিছুই জানি না। তখনই যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সে রাতেই সবার সাথে মেসেঞ্জারে পরিচয় ও আলাপ হলো– ধীরে ধীরে সবকিছুই জানা হয়ে গেল, বলা যায় বইয়ের হাটের আসক্ত হয়ে গেলাম।

অল্পকিছু দিন হলো চার নতুন মুখ বইয়ের হাটের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন: সুমন বিশ্বাস, নায়লা নাজনীন, মধুমন্তী সাহা আর দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী। আচ্ছা, একটি কথা বলতে ভুলেই গেছি – গ্রুপের সব কর্মকাণ্ডই বাংলা-সাহিত্যকে ভালোবেসে আর স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। গ্রুপ আজ এক লক্ষ বাইশ/তেইশ হাজার বাঙালির প্রাণের স্থান, যেখানে প্রতিদিন গড়ে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বাঙালি পদচিহ্ন রাখেন; কোন কোন দিন আরো বেশি। এই কর্মযজ্ঞে প্রত্যেক পরিচালক তাঁর দৈনন্দিন জীবন থেকে সময় বের করে হাসিমুখে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে গ্রুপকে সচল রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছেন। এই মহতী কর্মকাণ্ডে আরেক জন নিরলস, হাসিমুখ আর প্রাণবন্ত মানুষ আছেন, যিনি পরিচালকমণ্ডলীর বাইরে থেকেও গ্রুপকে সন্তানের মত ভালোবাসেন, তিনি আশফাক স্বপন। তাঁর স্বেচ্ছাশ্রম আর বৌদ্ধিক ভাবনা গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছে।

২০১৬ সাল – গ্রুপে তখনও প্রতিদিন বই আদান-প্রদানই প্রধান আর একমাত্র কাজ। সাধারণ সদস্য থাকা অবস্থায় অনেককেই রোমান হরফে বাংলায় মন্তব্য করতে, পোস্ট করতে দেখেছি। অথচ বইয়ের হাট বাংলা বইপ্রেমী একটি গ্রুপ, যেখানে সবার বাংলা বই নিয়েই যত সব কার্যক্রম সেখানের অবস্থাটি এমন– কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়। সদস্যদের বাংলা বর্ণে লেখার অনুরোধ করা শুরু করলাম; এই কাজে অনেকেই সহমত হলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সদস্য– 'বন্দন কুমার বড়ুয়া' অন্য সবার চেয়ে সক্রিয় হয়ে এগিয়ে এলেন। কীভাবে কম্পিউটারে/মোবাইলে বাংলা লিখতে হয় তিনি এমন একটি ডক তৈরি করলেন। শুধু তাই না। তিনি প্রায় পোস্টে গিয়ে বেহায়ার মতো যাঁরাই রোমান হরফে বাংলায় পোস্ট বা মন্তব্য করেন তাদের বাংলা বর্ণে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা শুরু করে দিলেন, এতে অনেকেই কম্পিউটারে/মোবাইলে বাংলা বর্ণ লেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাজ হলো বটে– সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়; বাংলা টাইপ করা তো শুরু হলো কিন্তু অনেকেই যুক্তবর্ণের ব্যবহার জানেন না বা ভুলে গেছেন। হায়াৎ মামুদ মহাশয়ের বহুল চর্চিত 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন' বইটি থেকে যুক্তবর্ণের ব্যবহার, কোন কোন বর্ণ মিলে কোন যুক্তবর্ণ হয় ইত্যাদি গ্রুপে প্রতিদিন একটি করে পোস্ট দিয়ে গেলে অনেকেরই বাংলা টাইপে স্বচ্ছন্দ ও অভ্যস্ত হয়ে পড়েন । একটা সময় এমন দাঁড়াল যে, গ্রুপের সদস্যরা বাংলা ভিন্ন

(ওপরে) কথাসাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খান। বইয়ের হাটের অন্যান্য পরিচালক (বাঁয়ে, বাঁ থেকে) দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী, সুমন বিশ্বাস; (নিচে, বাঁ থেকে) মধুমন্তী সাহা, এমরান হোসেন রাসেল, পল্লব সরকার ও নায়লা নাজনীন।

আরশাদ সুমন

জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বইয়ের হাটের সাহিত্য-বিষয়ক ওয়ার্কশপে আলোচনারত ডঃ আজফার হোসেন ও অংশগ্রহণকারীরা। জর্জিয়া টেক-এর বাংলাদেশি ছাত্র সমিতি ওয়ার্কশপ আয়োজনে সহায়তা করে।

আরশাদ সুমন

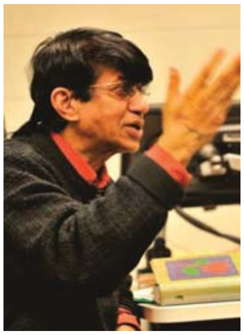

আরশাদ সুমন

আরশাদ সুমন

(ওপরে, বাঁয়ে) কাজী নজরুল ইসলাম-এর ওপর বইয়ের হাটের সাহিত্য ওয়ার্কশপ-এ বক্তৃতারত অধ্যাপক আজফার হোসেন। (ওপরে, ডানে) ওয়ার্কশপে আলোচনারত অংশগ্রহণকারী (বাঁ থেকে:) খালেদ হায়দার, নিশি জাফর, নাহিদ হায়দার ও সৈয়দ নাসিম জাফর। (নিচে) সারাদিনব্যাপী ওয়ার্কশপে মধ্যাহ্ন বিরতির সময় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খানে (সর্বডানে) এবং অধ্যাপক আজফার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

অন্য বর্ণ বা হরফে মন্তব্য করা ছেড়ে দিলেন। এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বইয়ের হাট শুধুমাত্র বাংলা বই আদান-প্রদানের ছাড়াও ভিন্ন কিছু করার প্রয়াস পায়।

এতক্ষণ নিজের সম্পৃক্ততার কথাই বললাম; এখন বইয়ের হাটের কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বলি। তখনও গ্রুপে বই দেওয়া-নেওয়াই প্রধান কাজ। ২০১৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলায় বইয়ের হাটের কিছু সদস্য নিয়ে পরিচালকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে একত্র হওয়ার চেষ্টা করি। অনেকেই আসবেন জানালেও, শেষে আগ্রহীদের উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য। তবে যে কয়জন বন্ধু এসেছিলেন প্রাণ খুলে মত বিনিময় হয়েছে; প্রত্যেকের চোখ-মুখে বইয়ের হাটের ভালোবাসার উচ্ছ্বাস ঠিকরে পড়ছিল। মিলনটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘাসে বসে সামান্য কফি পানে উদ্‌যাপিত হলেও, একটি বার্তা নিয়ে এলো– এখন আমাদের ইন্টারনেটের বায়বীয় জগৎ থেকে বেরিয়ে বাস্তব জগতে কিছু করতে হবে।

এই ভাবনাটি বাস্তবায়ন করতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নিতেই প্রায় দেড়-দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে আমরা একটি সাহিত্য-মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাথে মিলে কাজ করতে গিয়ে সেখানে সময় ব্যয় করে ফেলি। তবে সেই সময়ে কিছুই যে হয়নি এমন নয়– লেখক স্বত্ব নেই এমন প্রচুর বইয়ের ই-পাব করা হয়েছে; শিশু-কিশোরদের কথা ভেবে 'শিশু-কিশোর ডট অরগ' নামে একটি ওয়েবসাইট করা হয়েছে, সেখানে প্রচুর বাংলা শিশু-সাহিত্যের সাথে ভিন্ন ভাষার শিশু-সাহিত্যের বঙ্গানুবাদও আছে; 'ই-বাংলাসাহিত্য ডট কম' নামে ক্লাসিক বাংলা-সাহিত্যের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. আজফার হোসেনের বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার বইয়ের হাট-এর ব্যানারে নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও কবি জ্যোতির্ময় দত্ত এক বৈঠকী-আলাপে বইয়ের হাটকে ভালোবেসে বলেন – 'কিচ্ছু না জেনে কম্পিউটারে দু'চারটি বোতাম টিপলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাচলী; রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী; কত অখ্যাত লোকের লেখা; যেসব বই শুধু দূরে থেকে বাঁশি শুনেছি, নাম জেনেছি; তারা এখন আমার ইঙ্গিতে শরীর পাচ্ছেন। এই যুগের সূচনায় আমি যে আছি তাতে সৌভাগ্যবান মনে করি। ...'

আমাদের সফলতার মুকুটে এটি একটি মূল্যবান পালক বলে বইয়ের হাট সশ্রদ্ধচিত্তে মনে করে।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলা – বইয়ের হাটের জন্য একটি পয়মন্ত

কাল। ওয়েবজিন 'গল্পপাঠ' সহযোগী 'গুরুচন্ডা৯'-কে নিয়ে নির্বাচিত গল্পসংকলন ১ম ও ২য় খণ্ড বের করে। গল্পসংকলনের ২য় খণ্ডটি বইয়ের হাটের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। অনলাইনে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার মতো কাজে অবদান রাখায় বইয়ের হাটকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয় এবং মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বইয়ের হাটকে আমন্ত্রণ জানান হয়। বইয়ের হাটের পক্ষ থেকে রিটন খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
সাহিত্যিক পরিবার থেকেও বইয়ের হাট সম্মানিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় বইয়ের হাটের কর্মকাণ্ড এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় মুগ্ধ হন এবং বইয়ের হাটকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশ ব্যতিত অন্যান্য কিছু বইয়ের বৈদ্যুতিন সংস্করণের অনুমতি প্রদান করেন।
২০১৮ সালের ৭ই জানুয়ারি বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মিনাক্ষী দত্ত বইয়ের হাটকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির দৈনিক 'আজকাল'-এর মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। তিনি বইয়ের হাটের জন্মপূর্ব ইতিহাস সবিস্তারে প্রকাশ করেন, বইয়ের হাটের সংগ্রহকে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাথে তুলনা করেন।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা বিশ্ববাসীর জন্য মূল্যবান ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উন্মুক্ত করার কাজে নিয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ'-এর সাথে প্রথম থেকেই বইয়ের হাট যুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক বইয়ের সরবরাহ, স্ক্যান করার মতো কঠিন কাজগুলো করে গেছে। তাঁদের বিভিন্ন লেখা, সাক্ষাৎকার এবং মুক্তিযুদ্ধের বইগুলো বইয়ের হাটের সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে বইয়ের হাট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।
এভাবে বইয়ের হাট তার নিজের ছন্দে চলতে থাকল, একসময় দেখলাম অনেক স্বনামধন্য লেখক/কবি/নাট্যকার/প্রাবন্ধিক/অন-লাইন ব্লগার/চলচ্চিত্র পরিচালক/বিভিন্ন সাহিত্য-সংগঠক/ প্রকাশক/প্রচ্ছদ শিল্পীর পদচারণা; এদের অনেকেই গ্রুপে সক্রিয়, অনেকে আবার নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়রা মাঝে মাঝে তাঁদের পোস্ট, মতামত দিয়ে আমাদের প্রভূত সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং মানুষের হৃদদ্বারে বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছানোর সহজ-সঠিক পথটি বাৎলে দিয়েছেন।
বইয়ের হাট ২০১৮ সালের ২৪শে মার্চে আটলান্টার জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের ওপর 'কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পসৃষ্টি: বৈচিত্র্য ও আন্তর্জাতিকতা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠান করে, সহযোগিতায় ছিল জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। সমস্ত দিন প্রাণচঞ্চল কর্মশালার প্রাণপুরুষ ছিলেন মিশিগান লিবারেল স্টাডিজ ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজের অধ্যাপক ড. আজফার হোসেন। সকাল-বিকেল দু'ভাগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাটির উৎকর্ষ-ঠিক রাখতে মোট দশজনের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকায় কর্মশালার খবরটি প্রচারিত হয়। সেই বিবেচনায় একে একে কর্মশালার ভিডিও, পাঠ্য-প্রবন্ধ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে ।

চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন।

২০১৮ সনের মার্চ মাসেই পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র আতিথেয়তা গ্রহণ করে বইয়ের হাটকে সম্মানিত করেন। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি সাহিত্য, ভারত-বিভাজন, দু'বাংলার সাহিত্যিক সম্পর্ক, নিজের লেখা এবং পাঠক সম্পর্কে অনেক কথাই আলোচনা করেন। বইয়ের হাটের লেখক যশোপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন:
'...উপদেশ দেওয়ার অধিকার তো আমার কিছু নেই, আমার যেটা মনে হয় যে, লেখাটা একটা সাধনার জায়গা। একজন লেখককে নিজেকে তৈরী করতে হয়, প্রচুর পড়তে হয়, বারবার লিখতে হয়। আগে যখন আমরা প্রথম বয়সে একটা লেখা কতবার করে লিখেছি, লিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, লেখা ফেরত এসেছে, আবার লিখেছি দাঁতে দাঁত চেপে। এই সমস্ত করেই লেখক হয়।'
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক নিয়ে বাঙালি সমাজ এবং বাঙালি লেখক সমাজে আগ্রহ সবসময়ই ছিল; এ বিষয়ে বাদ-বিবাদের কোন রকম কমতি ছিল না, এখনও নেই। বইয়ের হাট আলোচ্য বিষয়ে সুমিত্রা দত্তের লেখা পাঠকপ্রিয় বই 'নতুন বৌঠান, রবীন্দ্রজীবন ও মননে' নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে। বৈঠকে বইটির লেখক সুমিত্রা দত্তের মেয়ে শুভশ্রী নন্দী (রাই)– রবীন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, উভয়ের সম্পর্ক, এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোভাব এবং তাঁর মা অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের এমন গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বইয়ের হাট সবসময় এগিয়ে আসতে আগ্রহী । আমাদের এসব আলোচনা আমরা ইন্টারনেটে তুলে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি, আর অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছি।
বাংলা বইয়ের এই আধারের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার)-এর মতো বই আছে, গ্রুপের সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে আজ বইয়ের সংগ্রহ এই পরিমাণ। বেশির ভাগ বইয়ের লেখকস্বত্ব বা কপিরাইট আজ আর নেই, সংগ্রহের বিশাল একটি অংশ digital library of india থেকে পাওয়া। গ্রুপের সদস্য এমন অনেক লেখক তাঁর লেখা বই স্বপ্রণোদিত হয়েই গ্রুপে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এমনও ঘটনা আছে যে, লেখক বাবা/মার বই তাঁর ছেলে-মেয়ে গ্রুপে বিনামূ সবার জন্য পাঠোপযোগী করেছেন। ইন্টারনেটে সহজলভ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বাকি বইগুলোর সংস্থান হয়েছে।
এ নিয়েই চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন। মননশীল বই যে মানুষকে মানবিক করে তোলে, তার লক্ষণীয় উদাহরণ আজ বইয়ের হাট। বাঙালির ইতিহাসে এমন মননশীল ক্ষেত্র আরো বহু আগেই প্রয়োজন ছিল, যা বহু দেরিতে হলেও শুরু হয়েছে, শুরু হয়ে এখনও সুস্থ-স্বাভাবিক-ছন্দময় গতিতেই বেগবান রয়েছে। বইয়ের হাটের শুরুটা ইন্টারনেটের বায়বীয় জগতে হলেও, এখন বায়বীয় ও কঠিন বাস্তব উভয়ক্ষেত্রেই সমান গতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। এ সবই সম্ভব হয়েছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলা-সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির ভালোবাসায় আর তাঁদের আস্থায়। আমাদের এমন ক্ষুদ্র প্রয়াস একদিন প্রতিটি বাঙালিকে মননশীলরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবার আগে উচ্চারিত হবে কিনা, সেই উত্তর ভাবীকালের গহ্বরেই থাকল। ■